কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়।

গ্রন্থাবলী।

[গদ্য ও পদ্য।]

চতুর্থ ভাগ।

৺রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,—বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,—"সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭।

মূল্য ২৲ টাকা।

উপহার।

পিতৃপথানুবর্ত্তী শান্তশীল

শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রলাল খান্ বাহাদুর

মহোদয়-করকমলে

সম্মান সহকারে

এই গ্রন্থ

অর্পণ করিলাম।

রাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।
১লা ফাল্গুন, ১২৯৫

বিজ্ঞাপন।

আমার গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং তৃতীয় ভাগ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এই বার শেষ ভাগ বা চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। এই চারি ভাগ গ্রন্থাবলীতে আমার যে সকল পুস্তক আছে, ইহার পর প্রয়োজন হইলে সে সকল পুস্তক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহা ছাড়া যে সকল পুস্তক এই চারি ভাগ গ্রন্থাবলীর কোন ভাগেই নাই, অথচ স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল পুস্তক বরাবরই স্বতন্ত্র থাকিবে। ভবিষ্যতে যে সকল নূতন পুস্তক হইবে, তৎসমস্তও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইবে। এই চতুর্থ ভাগের পর আর কোন ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবে না। কেহ যেন আর কোন ভাগ গ্রন্থাবলীর আশাও না করেন। এই আমার শেষ গ্রন্থাবলী।

যাঁহাদের ধারণা আছে যে, আমার দুই একখানি করিয়া কএকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই, শেষে গ্রন্থাবলী আকারে একসঙ্গে সকলগুলিই পাইব, তাঁহারা সে ধারণা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করুন্। একসঙ্গে কতকগুলি পুস্তক গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ করিবার আর আমার ইচ্ছা নাই।

রাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

১লা ফাল্গুন, ১২

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

মনে করিয়াছিলাম, আর কোন ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিব না, কিন্তু অনেকের অনুরোধে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং এই চতুর্থ ভাগ গ্রন্থাবলীর পর পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। পরে প্রয়োজন হইলে, আমার অন্যান্য নূতন গ্রন্থগুলিও যথাক্রমে নবম ভাগ ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর আকারে প্রকাশিত হইবে।

রাজকৃষ্ণ রায়।

সূচিপত্র।

চন্দ্রহাস।

[পৌরাণিক ইতিবৃত্ত মূলক নাটক।]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি।

পুরুষ।

চন্দ্রহাস...... মৃত কেরলপতির পুত্র।
কৌন্তলক......কুন্তলপুরের রাজা।
ধৃষ্টবুদ্ধি (দুষ্টবুদ্ধি)...কৌন্তলকের মন্ত্রী।
কুলিন্দ............চন্দনাবতীর বনবিভাগের কর্ত্তা।
গালব .... কৌন্তলকের পুরোহিত।
মদন .... ধৃষ্টবুদ্ধির পুত্র।

দৈবজ্ঞ। কাঠুরিয়াগণ। চণ্ডালদ্বয়। অশ্বরক্ষক। ঢুলিগণ। ভৃত্যগণ। দ্বারপালগণ। হরিভক্তগণ। ব্রাহ্মণগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রাণী...............কৌন্তলকের স্ত্রী।
মেধাবতী ... ... কুলিন্দের স্ত্রী।
বিষয়া ... ... ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা।
চম্পকমালিনী ... কৌন্তলকের কন্যা।

ধাত্রী। বনদেবী। বনদেবীর সহচরীগণ। নারীগণ। সখীগণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুন্তলপুর—রাজবাটীর ধাত্রীকক্ষ।

রুগ্নশয্যায় ধাত্রী উপবিষ্টা।

—হা অদৃষ্ট! কি হ'তে কি হ'ল,—
রাজপুত্র আজ দীনহীন পথের ভিখারী!
শৈশবেতে আমার প্রভু—
আমার প্রতিপালক কেরলপতি
প্রাণত্যাগ ক'রলেন।
প্রভুপত্নী রাজমহিষীও পতির সহিত
জলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।
তাঁ'দের একমাত্র পুত্র চন্দ্রহাস
অতি শৈশব কালেই অনাথ হ'ল।
আহা, বাপ গেল—মা গেল—
রাজ্য ধন সকলই গেল।
রাজকুমার চন্দ্রহাস কাঙ্গাল হ'ল।
শিশু চন্দ্রহাসকে নিয়ে
গোপনে গোপনে আমি পালিয়ে এলেম।
এই কুন্তলপুরের রাজসংসারে এসে,
দাসীবৃত্তি ক'রে বাছাকে মানুষ ক'রলেম,
কিন্তু কিছুই হ'ল না।
রাজা, রাণীর শোকে
আর চন্দ্রহাসের দুর্দ্দশা দেখে,
ভেবে ভেবে আমার উৎকট রোগ হ'ল;
এ রোগ হ'তে আর বাঁচ্‌ব না।
(সরোদনে)—চন্দ্রহাসের দশা কি হবে?
কে তা'কে খেতে দেবে?
কে নাওয়াবে? কে পরাবে?
হরি! হায় হায়, হরি!
রাজপুত্রের কপালে এ কি লিখেছিলে
চন্দ্রহাস যে তোমার ভক্ত।
এই ছেলেবেলাতেই
দিনরাত হরি হরি ব'লে
আপনা-আপনি নাচে—
আপনা-আপনি কাঁদে—
আপনা-আপনি গান গায়

তবে, [illegible]! কেন তুমি তাঁকে বাম হ'লে?
আমি তো [illegible] না,
দু' এক দিনের মধ্যেই প্রাণ যা'বে।
ওঃ! [illegible]!
বড় তৃষ্ণা পেয়েচে।
চন্দ্রহাস গেল কোথা?—ডাকি—
না তা'কে ডাকবো না;
কোথায় বুঝি খেলচে—খেলুক।
না, এই যে জল নিয়ে আসচে,
বাছা আমার জলের কথা ভোলে নি।

জল লইয়া চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

চন্দ্র।—ধাই-মা! তুমি কাঁদচো কেন?
এই যে আমি জল এনেচি।
বেশী খেয়ো না—একটুখানি খাও।
এখন কেমন আছ, ধাই-মা?

ধাত্রী।—(কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া)—আ?
আছি ভাল, বাবা।
(স্বগত)—হায় হায়, বাছা রে,
তোর দশা কি হ'বে। (রোদন)

চন্দ্র।—ধাই-মা। কষ্ট হ'চ্চে?
গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো?

ধাত্রী।—না, বাবা, হাত বুলুতে হ'বে না,
বরং তুমি হরি হরি বল।

চন্দ্র।—হরি হরি হরি! হরি হরি হরি!

ধাত্রী।—দেখ, বাবা,
যদি আমার ভাল মন্দ হয়,
তবে তুমি এক কাজ ক'র,
আমার এই বিছানার নীচে
মাটি খুঁড়ে একটি কৌটো তুলে নিও;
সেই কৌটোর ভিতর যা' আছে,
তা' মহারাজ কৌন্তলককে দিও।

চন্দ্র।—সে কৌটোয় কি আছে, ধাই-মা?

ধাত্রী।—(স্বগত)—সেই কৌটোয়
তুমি যে কেরলপতির পুত্র,
তা'র প্রমাণ আছে;
কিন্তু সে কথা তোমার এখন ব'লবো না।
(প্রকাশে)—সে কৌটোয় যা' আছে,
তা এর পর জানতে পারবে।

চন্দ্র।—এখন বুঝি দেখতে নেই।

ধাত্রী।—না, বাবা!

চন্দ্র।—আচ্ছা।
আবার আমি হরি হরি বলি?

ধাত্রী।—বল।

চন্দ্র।—হরি হরি হরি! হরি হরি হরি!

ধাত্রী।—দেখ, বাবা,
এখন তোকে একটি কাজ কোত্তে হবে।

চন্দ্র।—কি কাজ, ধাই-মা!

ধাত্রী।—শুনলেম,
আজ না কি মন্ত্রী মশায়ের বাড়ীতে
ব্রাহ্মণভোজন হ'চ্চে,
তুই গিয়ে ব্রাহ্মণদের পাদোদক আন্‌ দিকি।
আমি পান কোরে দেহ পবিত্র করি।

চন্দ্র।—আচ্ছা, ধাই-মা,
আমি এই বাটি ক'রে বিপ্রপাদোদক আনচি।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী।—ধাত্রি! কেমন আছ এখন?

ধাত্রী।—দেবি! অবস্থা বড় ভাল নয়।
আমার আর বাঁচবার আশা নেই।
অন্তিমকালে আমার প্রার্থনা এই—
আপনি দয়া ক'রে
আমার চন্দ্রহাসকে পুত্রের মত
সর্ব্বদা স্নেহ ক'রবেন।
আপনার হাতেই চন্দ্রহাসকে অর্পণ ক'ল্লেম।

রাণী।—ধাত্রি!
তুমি আজিও ব'ল্লে না চন্দ্রহাস কে?
চন্দ্রহাস কি দরিদ্রের পুত্র সত্য?

ধাত্রী।—(স্বগত)—অবস্থাগুণে সব করে,
এখন চন্দ্রহাস রাজপুত্র ব'ল্লে
কে বিশ্বাস ক'রবে?
বরং বৃথা পরিহাসই ক'রবে।

সময়ের অপেক্ষা ক'রে থাকা ভাল।
সুতরাং এখন কা'রো কাছে
চন্দ্রহাসের প্রকৃত তত্ত্ব ব'ল্‌বো না।
হরি যখন দিন দেবেন,
তখন সকলে জান্‌তে পারবে।

রাণী।—কই, ধাত্রি, তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন?

ধাত্রী।—হাঁ, দেবি!
চন্দ্রহাস দরিদ্র-সন্তান।

রাণী।—দরিদ্র-সন্তান কি অমন দেখ্‌তে হয়?

ধাত্রী।—বিধাতার ইচ্ছা।
দেবি, আমার বড় কষ্ট হ'চ্চে।

রাণী।—আচ্ছা, আমি দু'জন স্ত্রীলোক পাঠাচ্চি।
তা'রা তোমার সেবা ক'র্‌বে।

(গমনোদ্যোগ)

ধাত্রী।—রাজ্ঞি!
আবার বলি—চন্দ্রহাস আপনার পুত্র,
তা'কে মার চোখে দেখ্‌বেন।

রাণী।—ধাত্রি! কোন চিন্তা নেই।
আমাদের একটি মাত্র কন্যা আছে,
পুত্র নেই।
তোমার কাছে অঙ্গীকার ক'চ্চি—
তোমার স্নেহের চন্দ্রহাস আমার পুত্রস্থানীয়।

ধাত্রী।—হরি আপনার মঙ্গল করুন্।

[রাণীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুন্তলপুর—রাজপথ।

বালকগণের প্রবেশ।

১ বা।—দেখ্, ভাই,
চন্দ্রহাসের কাছে কি একটা নুড়ি আছে,
সে যখন সেই নুড়িটে মুখের ভিতর রাখে,
তখন তা'র গায়ে বড় জোর হয়;
আমি তা'র সঙ্গে ছুটতে পারি নি।

২ বা।—হাঁ, ভাই, আমিও দেখেছি,
সেই পাথরের নুড়িটে খুব কাল।
আচ্ছা, ভাই, সে নুড়িটে কি?

১ বা।—তা, ভাই, জানি নি,
কিন্তু তেমন নুড়ি আর কোথাও দেখি নি।
চন্দ্রহাস বলে,
সেই কাল নুড়িটে তা'র হরি ঠাকুর।
সে আবার সেটাকে
ফুল জল দে পুজো করে।

নেপথ্যে চন্দ্রহাস।— (গীত)

প্রাণ! গাও রে হরিনাম,
হরিনাম মধুর নাম।

১ বা।—ঐ, ভাই, চন্দ্রহাস আস্‌চে।

গাহিতে গাহিতে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

চন্দ্র।— (গীত)

প্রাণ! গাও রে হরিনাম,
হরিনাম মধুর নাম।
বোলে হরি দুঃখ যা'বে অন্তকালে মোক্ষ হ'বে
জীবনকালে শান্তি পা'বে, থাক্‌বে সুখে অবিরাম।

২ বা।—চন্দ্রহাস, কোথায় যাচ্চিস্, ভাই?
তোর হাতে কিসের বাটি?

চন্দ্র।—আমি মন্ত্রী মশায়ের বাড়ী যাচ্চি।

১ বা—কেন?

চন্দ্র।—সেখানে ব্রাহ্মণভোজন হ'চ্চে।

১ বা।—তুই বড় কেঙ্গলা পেটুক।

চন্দ্র।—কেন, ভাই?

১ বা।—খাবার চাইতে যাচ্চিস্।

২ বা।—ওরে ভাই, ঠিক ব'লেচিস্।
ক্ষীর ভিক্ষে ক'র্‌বে ব'লে,—
এই দেখ্, একটা বাটি নিয়ে যাচ্চে।

চন্দ্র।—না, ভাই,
আমি অমন সামান্য খাবারের কাঙাল নই।
আমি যে জিনিষের কাঙাল,
তোরা তা জানিস্ নি,
মন্ত্রী মশায়ও জানেন না!

১ বা।—কি জিনিষ ?
চন্দ্র।—ব্রাহ্মণের পাদোদক।
১ বা।—যা যা, বুঝেচি।
চন্দ্র।—তোমরা বরং আমার সঙ্গে এস।
১ বা।—আচ্ছা। আয় তো, ভাই,
সকলে মিলে এর সঙ্গে যাই।
চন্দ্র।—চল, ভাই,
হরি-গুণ-গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাই।
১ বা।—কোন্ গান্‌টা ? যেটা তুই শিখিয়েচিস্ ?
চন্দ্র।—হাঁ, ভাই।
সকলে।— (গীত)

তালে তালে পা ফেলে, হরি বোলে নাচি, ভাই।
গলে গলে বা তুলে হরিনামের গুণ গাই ॥
হাতে হাতে তালি দিয়ে, সুরে তালে লয় মিলিয়ে,
হরিনামের ভিক্ষে দিয়ে, হরিনামের ভিক্ষে চাই ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুন্তলপুর—ধৃষ্টবুদ্ধির বাটীসম্মুখ।

বাটীর বহির্দ্বার দিয়া দুইজন ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নাদি হস্তে বাহিরে আগমন।

১ ব্রা।—ভায়া, শীঘ্র প্রস্থান করি চল।
২ ব্রা।—না, ভায়া, তা পার্‌রো না।
আহারটা বড় গুরুতর হ'য়েচে,
তাড়াতাড়ি চ'লে
উদ্গার হ'য়ে সব মাটি হ'বে।
১ ব্রা।—এ দিকেও যে মাটি,
ঐ দেখ হাতে বাটি।
২ ব্রা।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
আ মোলো, তাইতো, ভায়া!
আমারই হাতে যে আবার ক্ষীরের হাঁড়ী!
এত ভিক্ষুকও জোটে!
১ ব্রা।—মড়া দেখ্‌লে শকুনির অভাব কি ?
২ ব্রা।—ও ছেলেগুলো কা'রা ?
চেনো কি ?
১ ব্রা।—কোনও পুরুষেও না।
২ ব্রা।—ওরা কি আমাদের চেনে ?
১ ব্রা।—আমাদের চেনে টেনে না,
তবে আমাদের হাতের লুচি, চিনি চেনে,
ক্ষীরহণ্ডিকা খুব উত্তমরূপে চেনে।
এই হে এসে পড়্‌লো,—চ'লে চল।
২ ব্রা।—আমার যে উভয়-সঙ্কট!
পেট যে টইটুম্বুর—কানেকান!
একেবারে দমে-দম্!
তাড়াতাড়িতে দম্ আটকায় যে—
ক্ষীরের হাঁড়িটে চল্‌কায় যে।

বালকদিগের সহিত চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

১ ব্রা।—আরে বেল্লিক ব্যাটারা এখানে কেন ?
২ ব্রা।—টনক নড়েচে ?
মাথায় ক্ষীরের হাঁড়ী ভাঙ্‌বো ;—
পালা নির্বংশের ব্যাটারা।
১ বা।—ওরে, ভাই!
বামুন ঠাকুররো শাপ দেবে এখনি,
পালা—পালা—পালা।
২ বা।—শাপ ফাপ দিক্‌গে, গায়ে ক্ষীর না ঢালে।
১ ব্রা।—হেউ হেউ।—(উদ্গার তোলন)
২ বা।—ঐ রে গায়ে ছ্যাকাব ক'রে দিলে বুঝি।
পালা—পালা—পালা।

[চন্দ্রহাস ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান।

১ ব্রা।—হ্যাঁ রে, তুই বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে রৈলি যে?
আবার ঢেঁকুর তুল্‌বো নাকি ?
চন্দ্র।—না, ঠাকুর, আমি ক্ষীর টীর চাই নি।
১ ব্রা।—তবে কি গুড়-বটক ?—পকান্ন ?
চন্দ্র।—না, ঠাকুর, তা'ও না।
আমি আপনাদের পাদোদক চাই।
১ ব্রা।—তা তুই যত পারিস্ নে,

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিকট জলের বাটি ধর্।
(চন্দ্রহাসের তথাকরণ ও ব্রাহ্মণদ্বয়ের পাদোদক দান)
২ ব্রা।—ও ভায়া!
১ ব্রা।—কি ভায়া?
২ ব্রা।—দেখ্‌চো, ছেলেটার বাম হস্তে কি?
১ ব্রা।—(দেখিয়া, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের প্রতি জনান্তিকে)
শালগ্রাম শিলা যে হে!
২ ব্রা।—(জনান্তিকে)—চেয়ে নি।
১ ব্রা।—(জনান্তিকে)—দেবে কেন?
২ ব্রা।—(জনান্তিকে)—মিষ্টান্ন দেবো।
আর তা'তেও যদি না দেয়,
তবে হাঁড়ীশুদ্ধ ক্ষীর।
১ ব্রা।—(জনান্তিকে)—একবার চাও দেখি।
২ ব্রা।—ও বাপু, তোমার হাতে ও কি?
চন্দ্র।—আমার হরি ঠাকুর।
২ ব্রা।—কে ব'ল্লে ও হরি ঠাকুর?
চন্দ্র।—আমার ধাই-মা।
২ ব্রা।—না, না, ওটি নুড়ি।
চন্দ্র।—নুড়ি না, ঠাকুর, আমার হরি ঠাকুর।
২ ব্রা।—আমাদের ওটি দেবে?
চন্দ্র।—নুড়ি নিয়ে আপনারা কি ক'র্‌বেন?
১ ব্রা।—ও ভায়া, ছেলেটা বড় চতুর।
২ ব্রা।—ক্ষীর খাবি?—মিষ্টান্ন খাবি?
চন্দ্র।—না।—তা হ'লে ধাই-মা মার্‌বে।
আমি ঠাকুর দেবো না।
১ ব্রা।—ভায়া, কাজ নাই, চল,
ভিটেয় যে শালগ্রাম শিলা আছেন,
তাঁ'রই অন্নভোগ যোগাতে পারি নি,
আর কেন? চল চল।
২ ব্রা।—তবে চল।

[ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রস্থান।

(চন্দ্রহাসের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

বাটীর বহির্দ্বার দিয়া ধৃষ্টবুদ্ধি ও অপর ব্রাহ্মণগণের বাহিরে আগমন।

১ ব্রা।—মন্ত্রী মহাশয়,
আমরা আশাতীত তৃপ্ত হ'য়েচি।
আপনার ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি যাগ যজ্ঞ
মা কমলার কৃপায় সকল হোক্।
২ ব্রা।—বাস্তবিক,
মন্ত্রী মহাশয়ের লক্ষ্মীপূজা
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়েচে;
তিলটি থেকে তালটি পর্য্যন্ত।
ভোজ্যসামগ্রীর তো ইয়ত্তা নাই—
মিষ্টান্ন বল, পক্বান্ন বল, দধি বল,
দুগ্ধ বল, ক্ষীর বল, ঘৃত বল,
শর্করা বল, গোধুম-পিষ্টক বল,
বটক বল, লড্ডু বল, মোদক বল,
সমস্ত সমস্ত—আহা,
অতি পরিপাটী—অতি পরিপাটী!
৩ ব্রা।—মন্ত্রী মহাশয়ের বিপ্রভক্তি অচলা!
চন্দ্র।—(ব্রাহ্মণগণের প্রতি)—প্রণাম করি!
আপনারা একটু পাদোদক দিন্।
১ ব্রা।—এস, বাপু!—(বাটিতে বৃদ্ধাঙ্গুলি-স্পর্শ)

[সকলের তদ্রূপ করণ ও চন্দ্রহাসের প্রস্থান।

ধৃষ্ট।—তবে আমি অন্য কার্য্যাদি দেখিগে।
এখনো অনেক বাকী।
১ ব্রা।—ভাল ভাল, আসুন তবে।
ধৃষ্ট।—প্রণাম।

(গমনোদ্যোগ)

১ ব্রা।—শুনুন, মন্ত্রী মহাশয়!
ধৃষ্ট।—আজ্ঞা করুন্।
১ ব্রা।—(চন্দ্রহাসকে লক্ষ্য করিয়া)
ঐ বালকটি কে, মহাশয়?
এত অল্প বয়সে ব্রাহ্মণে এরূপ ভক্তি!
কে ঐ বালকটি?
ধৃষ্ট।—কোন্ বালকটি?
১ ব্রা।—যে ছেলেটি বিপ্রপাদোদক নিয়ে গেল।
ধৃষ্ট।—তা কিরূপে ব'ল্‌বো বলুন?
এ নগরে কত বালক হ'চ্চে ম'চ্চে,
কেবা তা'র সন্ধান রাখে?

১ ব্রা।—কিন্তু, মহাশয়,
আমি ওর ললাটপট্ট দর্শন ক'রে বুঝেচি—
ঐ বালক—বড় ভাগ্যবান্;
সময়ে
আপনার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'বে।
আমার গণনা—আমার কথা মিথ্যা নয়।

ধৃষ্ট।—(সবিস্ময়ে) বলেন কি ?
ওতো আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহই নয়,
ওকে যে আদৌ চিনিই না।
পরপুত্র আমার ঐশ্বর্য্য পা'বে ?

১ ব্রা।—ভাগ্যলেখা।
আমরা তবে এখন চ'ল্লেম।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

ধৃষ্ট।—প্রণাম।
আমার দুই পুত্র এক কন্যা বর্ত্তমান থাক্‌তে
অজ্ঞাতকুলশীল পরপুত্র
আমার ঐশ্বর্য্য পা'বে ?
আমি যাবজ্জীবন পরিশ্রম ক'রে
যা' উপার্জ্জন ক'রেম,
তা' কি পরের জন্য ?
না, তা' কখনই হ'তে দেবো না।
আমি এখনি এর প্রতিকার ক'চ্চি।
চণ্ডালগণকে বলি,
নির্জ্জন অরণ্যে নিয়ে গিয়ে
ঐ বালকের মস্তকচ্ছেদন করুক।
এরূপ ভাবে এ কার্য্য ক'র্‌বো যে
অপর কেহ আমাকে সন্দেহ ক'র্ত্তে পার্‌বে না।
আর বিলম্ব ক'র্‌বো না,
বিলম্বে বালক কোথাও চ'লে যেতে পারে।
আচ্ছা, আমার যেন স্মরণ হচ্চে,
ঐ বালককে দু' এক বার রাজবাটীতে
জনৈকা ধাত্রীর কাছে দেখেচি,
কিন্তু ওতো রাজবংশের কেউই নয়;
কি আশ্চর্য্য!
ধাত্রীপুত্র আমার বিষয়াধিকারী ?
কখনই না—কখনই না।

[বেগে প্রস্থান।

বহির্দ্বার দিয়া মদনের বাহিরে আগমন।

মদন।—কই, পিতা যে এখানেও নাই;
গেলেন কোথায় ?
মহারাজের নিকট কি কি সামগ্রী পাঠা'বেন,
তা'ও ব'ল্লেন না।
বেলাও তো অনেক হ'লো;
বাড়ীর মধ্যেই আছেন কি ?
দেখি আর একবার সন্ধান ক'রে।

[বাটীর মধ্যে পুনঃ প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধির পুনঃপ্রবেশ।

ধৃষ্ট।—চণ্ডালেরা আমার আদেশে
ছেলেটাকে যেন লুকে নিয়ে গেল।
দৃঢ় ক'রে মুখে কাপড় বেঁধেছে,
কোন মতে চেঁচা'তে পারে নি।
আমি দূরে ছিলেম,
আমাকে দেখ্‌তেও পায় নি।
তা যা'ক্,
যতক্ষণ না তা'র বধকার্য্য শেষ হ'চ্চে,
ততক্ষণ আমার মন স্থির হ'চ্চে না।
আজ আমার আর কিছু ভাল লাগ্‌চে না ?
অ্যাঁ!
আমার বিষয়ের অধিকারী একটা পর ?
এইবার অধিকারী যমের অধিকারে যা'বে।

[বাটীমধ্যে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নিবিড় অরণ্য।

হস্তমুখবদ্ধ চন্দ্রহাসকে লইয়া চণ্ডালগণের প্রবেশ।

১ চ।—ওরে, এর মুখের কাপড় খুলে দে;

২ চ।—দরকার ?
১ চ।—পরিচয় নি।
২ চ।—যদি চেঁচায়, তবে মুস্কিল যে।
১ চ।—এখানে চেঁচালে যমেও শুনতে পা'বে না।
(চন্দ্রহাসের মুখবন্ধন খুলিয়া) তুমি কে ?
চন্দ্র।—ওগো,
তোমরা কেন আমাকে এখানে আন্‌লে ?
১ চ।—তোমার বাপ মা আছে ?
চন্দ্র।—ওগো, তোমাদের হাতে অস্ত্র কেন ?
তোমাদের মুখভঙ্গী এমন কেন ?
১ চ।—তোমার নাম কি ?
চন্দ্র।—হাঁ বুঝেচি,
তোমরা আমাকে হত্যা ক'র্‌বে।
ওগো, আমি তো কা'রো অনিষ্ট করি নি,
কেন আমাকে বিনাশ ক'র্‌বে ?
১ চ।—তুমি কি ক'রে জান্‌লে যে
আমরা তোমাকে হত্যে ক'র্‌বো ?
চন্দ্র।—আমি জানি নি,
তোমরাই জানিয়েচ।
অস্ত্রধারী ব্যক্তি
যদি কা'রো মুখে কাপড় বেঁধে
এমন ক'রে বনে আনে,
তবে আর কি বুঝায় ?
১ চ।—না, আমরা তোমায় হত্যে ক'র্‌বো না।
চন্দ্র।—এরূপ ক'রে আন্‌বার নাম কি স্নেহ করা ?
১ চ।—তোমার পরিচয় দাও।
চন্দ্র।—যে এখনি মৃত্যুমুখে প'ড়্‌বে,
তা'র পরিচয়ে কি লাভ ?
১ চ।—তবু।
চন্দ্র।—হা ধাই-মা !
তুমি যে রোগ-শয্যায় প'ড়ে আছ,
আমি বিপ্রপাদোদক নিয়ে যা'ব,
তুমি সেই আশায় পথপানে চেয়ে আছ।
কিন্তু, মা,
সব নিষ্ফল হ'লো,
উভয়ের মনের আশা মনেই র'য়ে গেল !
ধাই-মা !
আমার মনে এই বড় দুঃখ র'য়ে গেল,
মৃত্যুসময়ে
তোমার কোলে ম'র্‌তে পেলেম না !
হায় হায়, মা গো !
আমার শোকে তোরও প্রাণ যা'বে।

(গীত)

কোথা হরি, ব্যথাহারী, হর ব্যথা এ সময়।
দয়াল হ'য়ে ভীতের প্রতি হ'য়ো না হে নিরদয় ॥
অভয় চরণ তব, দেখাও মোরে, হে মাধব,
তা' হ'লে জীবন পা'ব, ঘুচে যা'বে মরণ-ভয়।
পাইয়ে করুণা তব, বেঁচেছে প্রহ্লাদ ধ্রুব,
তব ভক্ত চন্দ্রহাসে দয়া কর, দয়াময়। ॥

১ চ।—(অপর চণ্ডালের প্রতি)—ভাই,
আমার মন কেমন ক'রে উঠ্‌লো !
দয়া স্নেহ কা'কে বলে কখন জান্‌তেম না,
আজ এই ছেলেটির কান্না শুনে,
তা' জান্‌তে পেরেচি।
এই শিশুর কান্নার সঙ্গে
আমারও প্রাণ কাঁদ্‌চে।
চল, আমরা একে এখানে রেখে ফিরে যাই।
২ চ।—(প্রথম চণ্ডালের প্রতি জনান্তিকে)—
তা' হ'লে, ভাই, আমাদের নিস্তের নেই।
যে রুক্ষি মুন্সির,
আমাদের মাথা নেবে।
১ চ।—(২ চণ্ডালের প্রতি জনান্তিকে)—
নেবে নিক্,
তবু আমি একে কাট্‌তে পার্‌বো না।
এই ছেলেটি হরি হরি বোলে
আমাকে কাতর ক'রে ফেলে,
চল, আমরা অন্তি দেশে পালাই।
২ চ।—(জনান্তিকে)—বাপ্, যে মুন্সির,
ঢেঁড়রা পিটিয়ে ধ'রে আন্‌বে,
আর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগ্ধে মার্‌বে
জানিস্ তো
যম বা কোথায় লাগে !
যে খিটিবিটি ! বাপ !

১ চ।—(জনান্তিকে)—যারে যারে,
তবু আমি
এ ছেলেটিকে কাটতে পারবো না।
(চন্দ্রহাসের প্রতি)—
তুমি আর কেঁদো না।
চোক মেলে চেয়ে দেখ,—খোকা।

চন্দ্র।—(সকাতরে)—হরি! হরি!
হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে বাসুদেব!
হে অনাথনাথ! হে জগৎপতে!
এই দেখ, প্রভু!
চণ্ডালেরা আমায় শাণিত খড়্গে
হত্যা ক'র্ত্তে উদ্যত হ'য়েছে!
এমন সময় কোথা মধুসূদন।
কোথা দীনবন্ধু! কোথা দয়াময়!
আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর!
হরি! হরি!

১ চ।—ভয় নেই—ভয় নেই।
আমরা তোমাকে হত্যে ক'র্‌বো না।

২ চ।—(প্রথম চণ্ডালের প্রতি)—ভাই!
আমারও মন কেমন ক'চ্চে,
আহা,
এমন ছেলেটিকে কেমন ক'রে কাট্‌বো?
কিন্তু ও দিকে——
তাই তো!—কি করি!
(ভাবিয়া)—দেখ্, ভাই,
এক কাজ করি আয়।
এই ছেলেটির বাঁ পায়ে
ছ'টা আঙুল দেখ্‌চি।
আয়,
পায়ের বেশী আঙুলটা কেটে নিয়ে যাই।
তাই দেখিয়ে
সে ব্যাটাকে বোঝাবো—কেমন?

১ চ।—তবে তাই কর।

(চণ্ডাল কর্ত্তৃক চন্দ্রহাসের ষষ্ঠাঙ্গুলিচ্ছেদন ও গ্রহণ)

চন্দ্র।—(যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সরোদনে)
উহু! প্রাণ যায়!

২ চ।—ঘাস চিবিয়ে বেঁধে দিচ্ছি।—(তথ্য করণ)

১ চ।—কেঁদো না, কেঁদো না,
কি ক'র্‌বো বল!
এরূপ হওয়াতে সকলেরই প্রাণ বাঁচ্‌লো।
এখন তুমি এক কাজ কর,
বন দিয়ে বন দিয়ে
অন্য দেশে পালিয়ে যাও।
কুন্তলপুরে আর যেয়ো না।
তা' হ'লে প্রাণে বাঁচবে না।
আমরাও প্রাণে ম'র্‌বো।

চন্দ্র।—ওগো, কেন তোমরা এমন ব'ল্‌চো?

১ চ।—তা' আর তোমার শুনে কাজ নেই।
এখন তোমার প্রাণ আমরা দিলুম,
তুমি আমাদের প্রাণ দেবে না?

চন্দ্র।—আচ্ছা আর কুন্তলপুরে যাবো না।

[চণ্ডালগণের প্রস্থান।

(স্বগত)—কিন্তু আমার ধাই-মার কি হ'বে?
আমায় না দেখ্‌লে যে—
তাই তো, কি করি!
হরি! হরি!
আমি যে উভয়-সঙ্কটে প'ড়লেম!
হরি! তুমি আমার ধাই-মাকে সান্ত্বনা ক'র।
আমি
এর পর ধাই-মাকে গোপনে সন্ধান দেবো।

(গীত)

দেবকীনন্দন, কংসনিসূদন, কৌস্তুভভূষণ মুরারে!
বিপন্নপাল, গোপাল, প্রণতপাল, কৃপাল হরে!॥
বরদ, প্রাণদ, শারদ-নীরদ,
হৃদয়-দরদহারী, অভয়দ,
বিপদসাগরে তরণী তব পদ,
হরি হে—হরি হে;—
এ ঘোর সঙ্কটে, এস হে নিকটে,
করপুটে ডাকি তোমারে॥

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

বনদেবী ও তাঁহার সহচরীগণ।

বন।—(সুরে)—

আন আন সহচরি, বনফুল সাজী ভরি'।

১ স।—(সুরে)—

আজি কি সাজিবে, দেবি, ফুল-আভরণে?

বন।—(সুরে)—

নিজে না সাজিব, সই, হের ওই হের ওই,

হরিভক্ত চন্দ্রহাস আসে মোর বনে।

২ স।—(সুরে)—অপরূপ রূপ কিবা,

৩ স।—(সুরে)—জীবন্ত ফুলের বিভা,

বন।—(সুরে)—

ও ফুলে সাজা'ব ফুলে হরিনাম-গান শুনে।

সহচরীগণ।—(সুরে)—

চল চল ফুল্ল ফুল তুলে আনি যতনে।

[নৃত্য করিতে করিতে সহচরীগণের প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে দূরে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

চন্দ্র।— (গীত)

নগর চেয়ে কানন ভাল, নাইকো হেথায় কোলাহল।

ভক্তিভরে মধুর স্বরে, মন রে আমার হরি বল॥

প্রতিধ্বনি গভীর সুরে,

ব'লবে হরি দূরে দূরে,

বনের পাখী ব'লবে হরি, দুলবে প্রেমে কুসুমদল॥

বন।—(সুরে)—

ওরে হরিভক্ত শিশু, হরিনাম-সুধা-ধারে।

জুড়া'লি শ্রবণ মোর, জুড়াইব আমি তোরে॥

চন্দ্র।—(সুরে)—

কে মা তুমি বনমাঝে, সাজি'ছ উদ্ভিদ সাজে?

বন।—(সুরে)—এ বনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী আমি।

চন্দ্র।—(সুরে) প্রণিপাত করি পায়।

বন।—(সুরে)—আয় বাছা, কোলে আয়,

বিজয় মালিকা দেবো, রাজা হ'বে তুমি।

গাহিতে গাহিতে সহচরীগণের পুনঃপ্রবেশ।

সহচরীগণ।— (গীত)

যত্নে তুলে, বনের ফুলে,

হার গেঁথেছি মনের সাধে।

তোমরা এসে, কাছে ঘেঁসে,

গুঞ্জরি' ফুল-সুধা সাধে॥

মৃদুল মৃদুল বই'ছে বায়,

ফুলের সুবাস উড়ছে তা'য়,

লও, গো রাণি, ফুল-সাজনি,

সাজাও সাধের বালক-চাঁদে॥

(বনদেবীর মালাগ্রহণ ও চন্দ্রহাসের কণ্ঠে প্রদান)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

কাঠুরিয়াগণ।

কাঠুরিয়াগণ।— (সাঙ্গভঙ্গী গীত)

আয় সকলে যুটে, কোসে কাপড় এঁটে,

মারি গাঁটে গাঁটে, এই কুড়ুলের ঘা,

ধাঁ ধাঁ ধাঁ॥

কোসে কুড়ুল ধর, সাত টুকরো কর,

একটুখানি সর, সামলে রাখি পা,

ধাঁ ধাঁ ধাঁ॥

ভাই ভাই ভাই, মামার বাড়ী যাই,

(উঁহুঁ) শ্বশুরবাড়ী যাই, ধুয়ে মুছে পা;

চুক্ চুক্ চুক্, চিক্ চিক্ চিক্,

আঃ আঃ আঃ॥

১ কা।—চল্ ভাই, ওদিকে কাট কাটি।

২ কা।—আর আমি পারি নি,

আমার হাতে বড় ব্যথা হ'য়েচে।

বাটীর জঙ্গল আর সাবাড় হয় না,—

এক দিক কাটি—আর দিক বাড়ে,
যেন রক্তবীজের ঝাড়।

দূরে চন্দ্রহাসের প্রবেশ

১ কা।—ও ভাই, ও ছেলেটি কে?
২ কা।—আমার বোধ হয়,
এই বনের দেবতা।
দেখ্‌চিস্ নি, কেমন রূপ,
কেমন চাঁদপারা মুখ।
১ কা।—দেবতা তো কাঁদ্‌বে কেন?
দেবতাও কি মানুষের মত দুঃখু পায়?
২ কা।—আয় দিকি, ওরে জিজ্ঞেসা করি।
তুমি কে?—কেন কাঁদচো?
চন্দ্র।—ওগো, আমি অনাথ কাঙাল।
২ কা।—কাঙাল?
তবে আমাদের প্রভুর কাছে চল,
তিনি খেতে দেবেন, প'র্‌তে দেবেন।
১ কা।—এই যে প্রভু আস্‌চেন।

কুলিন্দের প্রবেশ।

কুলিন্দ।—এ বালকটি কে?
১ কা।—চিনি নি, মশয়।
কুলিন্দ।—(চন্দ্রহাসের প্রতি)—কে তুমি, বৎস?
চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
যে হরি জগতের রাজা,
যে হরিকে জগৎ করে পূজা,
যে হরি তব হৃদয়ে রাজে,
যে হরি আমার প্রাণের মাঝে;
ওগো,
সেই হরি আমার পিতা,
সেই হরি আমার মাতা,
সেই হরি আমার মুক্তিদাতা
কুলিন্দ।—বৎস, তুমি বালক বটে,
কিন্তু তোমার জ্ঞানভাণ্ডার ভক্তি-ভাণ্ডার।
ভাল, বৎস!
তুমি এমন হরিভক্ত হ'বে,
বনে বনে কেন ভ্রমণ ক'রে কষ্ট পাচ্চ?

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরি আমার ইচ্ছাময়;
তাঁ'র ইচ্ছাই মোরে ঘুরায়
এতক্ষণে বুঝেছি আমি—
কষ্টে ভকতি-পরীক্ষা হয়।
কুলিন্দ।—(স্বগত)—এ বালক পরম বৈষ্ণব।
আজ আমি বিনা আয়াসে
এমন হরিভক্তের সাক্ষাৎ পেলেম।
শিশুর হরিভক্তি প্রকৃত হরিভক্তি,
এই ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ।
আমি এই ভক্ত শিশুকে
আমার গৃহে নিয়ে যাই।
আমার পুত্র নাই,
একেই পুত্রজ্ঞানে পালন ক'র্‌বো
আর পত্নীর সহিত দিবানিশি
এর সুধামাখা কণ্ঠে
সুধাময় হরিনাম শ্রবণ ক'র্‌বো।
(প্রকাশে)—বৎস,
আমার সঙ্গে তুমি এস
চন্দ্র।—কোথায় যা'ব?
কুলিন্দ।—আমার গৃহে
চন্দ্র।—না, মহাশয়,
আমি যাবো না;—আমায় ক্ষমা করুন্।
কুলিন্দ।—কেন যাবে না?
চন্দ্র।—লোকালয়ে আমার শান্তি হ'বে না।
আমি বনে বনে বেশ সুখে থাক্‌বো।
লোকালয় অশান্তিময়।
কুলিন্দ।—আমার গৃহে অশান্তি নাই, বৎস,
শান্তিময় হরিমন্দির আছে;
তুমি সেই স্থানে সর্ব্বদা থেকো,—
ভক্তিভরে হরিপূজা হরিধ্যান কোরো।
চন্দ্র।—আপনি হরিভক্ত বৈষ্ণব?
কুলিন্দ।—হরিভক্তি বই প্রাণের শান্তি কৈ?
হরিভক্তি বই জীবনের মুক্তি কৈ?
চন্দ্র।—আপনি ধন্য!
চলুন তবে আপনার সঙ্গে যাই!

আপনি হরিভক্ত, অতএব আমার পূজনীয়,
আপনি আজ হ'তে
আমার পিতা হ'লেন—রক্ষক হ'লেন।
কুলিন্দ।—হরির জয়!—হরির জয়!—হরির জয়।
চন্দ্র।—হরির জয়!—হরির জয়!—হরির জয়!
সকলে।—হরির জয়!—হরির জয়!—হরির জয়।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুন্তলপুর—রাজান্তঃপুর।

রাজা ও রাণী।

রাণী।—মহারাজ,
বড় দুঃখ র'য়ে গেল মনে,
ধাত্রী মৈল চন্দ্রহাস-শোকে!
আহা,
সুকুমার শিশু হৈল নিরুদ্দেশ।
মৃত কি জীবিত,
কিছুই বুঝিতে নারি।
নিদারুণ পীড়ার সময়,
কহিল আমারে ধাত্রী;—
"মরণ শিয়রে মোর, মরিব নিশ্চয়।
এ রোগ আরোগ্য নাহি হ'বে।
তব করে শিশু চন্দ্রহাসে করিনু অর্পণ,
পুত্রসম স্নেহ ক'রো তা'রে,
মাতা তুমি তা'র।"
আহা! সে আশা না পুরিল আমার!
চন্দ্রহাস কি জানি কোথায় গেল।
ধাত্রী-বাণী হইলে স্মরণ,
অন্তরে যন্ত্রণা বাড়ে—
নাহি পাবি নিশ্চিন্ত রহিতে।
মহারাজ! রাখ এ দাসীর কথা,
যথা তথা প্রেরি চর
আনিতে সত্বর সুসন্ধান।
ঘোষণা করিয়া দাও—
চন্দ্রহাসে যেই আনিয়ে দিবে,
লক্ষমুদ্রা, শতগ্রাম পা'বে।
রাজা।—ভাল, রাণি!
অদ্যই পাঠাই চর।
এ বড় দুঃখের কথা,—
মোর গৃহে স্থান পেয়ে
হারাইল শিশু চন্দ্রহাস।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চন্দনাবতী—পথ।

ছাত্রগণ।

ছাত্রগণ।—(সুরে)—
বেলা বেড়ে গেল ভাই, পাঠশালে চল যাই,
সবে মিলে সুখে ব'লে, ক, খ, গ, ঘ, ঙ।
লেখা পড়া শিখে যেই, সদা সুখে থাকে সেই,
লোকে তা'রে ভালবাসে, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।
লেখা পড়া শেখা ফেলে, খালি খেলে যেই ছেলে,
দুঃখ বড় পায় সেই, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।
আমরা বালক যত, হ'ব নাকো তা'র মত,
লিখিব পড়িব সদা, ত, থ, দ, ধ, ন।
পিতা মাতা গুরুজনে, পূজিব যতন মনে,
পালিব তাঁ'দের কথা, প, ফ, ব, ভ, ম।
ঝগড়া বিবাদ ভাই, কখন করিতে নাই,
সকলে রাখিব ভাব, য, র, ল, ব, শ।
চল পাঠশালে যাই, ষ, স, হ, ক্ষ।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

১ বা।—ভাই চন্দ্রহাস,
তুমি আজ পাঠশালে যা'বে না?
চন্দ্র।—না, ভাই, সেখানে গিয়ে কি হ'বে?
বরং আমি হরিমন্দিরে যাই।
১ বা।—গুরু মহাশয় বড় রাগী,
পাঠশালে না গেলে বেত মার্‌বেন যে।

চন্দ্র।—তা' থাকুন, তা'তে ক্ষতি নাই।

১ বা।—বল কি! মার খা'লে, তবু যা'বে না?

চন্দ্র।—গুরু মহাশয় কি শেখান?

আমার তা' ভাল লাগে না।

বাল্যকালে যদি ধর্মশিক্ষা না হয়,

তবে আর কখনই হ'বে না।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে

মনোমধ্যে নানারূপ কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়,

তখন ধর্মশিক্ষা বড় কঠিন।

সুতরাং বাল্যকালেই ধর্মশিক্ষা চাই।

আমাদের গুরু মহাশয় তা' শেখান না,

তিনি শেখান

কেবল অর্থকরী বৈষয়িকী বিদ্যা।

এ বয়সে ও বিদ্যা শিখ্‌লে

ভবিষ্যতে আর মঙ্গল-আশা নাই।

১ বা—আচ্ছা, ভাই,

তুমি হরিমন্দিরে কি ধর্ম শিক্ষা ক'র্‌বে?

চন্দ্র।—হরিমন্দিরই যথার্থ পাঠশালা,

সেখানে অর্থকরী বিদ্যা নাই,

কিন্তু মোক্ষকরী বিদ্যা আছে।

মোক্ষকরী বিদ্যাই বিদ্যা,

অন্য বিদ্যা নিষ্ফল অসার অবিদ্যা।

১ বা।—হরিমন্দিরে গুরু মহাশয় কই?

কা'র কাছে মোক্ষকরী বিদ্যা শিখ্‌বে?

চন্দ্র।—হরিমন্দিরের গুরু মহাশয় স্বয়ং হরি,

আমি

তাঁ'র কাছে মোক্ষকরী বিদ্যা শিক্ষা করি।

১ বা।—কোন্ হরি? কৃষ্ণ ঠাকুর?

চন্দ্র।—হাঁ, ভাই! তিনি গুরুর গুরু—পরমগুরু।

২বা।—তিনি যে ঠাকুর; কথা কন না তো।

চন্দ্র।—ভাই, অমন কথা ব'ল না।

তিনি যেমন কথা কন,

তেমন আর কে কয়?

১ বা।—কই,

কখন তো তাঁ'কে কথা কইতে শুনি নি।

চন্দ্র।—আমার গুরুদেব কৃষ্ণ

মানুষের মত মুখে কথা কন না;

আমাদের বাহ্য কর্ণে

তাঁ'র কথা শোনা যায় না।

তিনি [illegible],

[illegible] তাঁ'র পবিত্র কথা।

জীবের ভক্তিরূপ কর্ণে

তাঁ'র কথা শোনা যায়।

২ বা।—তোমার গুরু কৃষ্ণ কি কথা বলেন?

চন্দ্র।—তাঁ'র নাম গান ক'র্‌তে বলেন,

জীবের প্রতি দয়া ক'র্‌তে বলেন,

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে

ভক্তি ক'র্‌তে বলেন,

শত্রু মিত্র উভয়কেই শ্রদ্ধা ক'র্‌তে বলেন,

হরিভক্তগণের সেবা ক'র্‌তে বলেন,

একাদশীর উপবাস ক'র্‌তে বলেন,

শালগ্রাম শিলার পূজা ক'র্‌তে বলেন,

কুপথগামীকে সুপথে আস্‌তে বলেন,

মাদক দ্রব্য ঘৃণার সহিত ত্যাগ ক'র্‌তে বলেন,

যা' কিছু জীবের পক্ষে মঙ্গলকর,

তা'ই ক'র্‌তে বলেন।

১ বা।—খুব ভাল কথা বলেন তো।

আচ্ছা, ভাই,

আমাদের তাঁ'র কথা শোনা'বে?

চন্দ্র।—আমার সঙ্গে হরিমন্দিরে গেলে

তাঁ'র কথা শুন্‌তে পা'বে।

২ বা।—ঐ গুরু মশা'য় আস্‌চেন,

এখন কি ক'রে যা'ব, ভাই?

১ বা।—তাইতো—এখন তো যাওয়া হ'ল না।

আচ্ছা, কা'ল যা'ব।

এখন পাঠশালে যাই।

[ছাত্রগণের প্রস্থান

গুরুমহাশয়ের প্রবেশ।

চন্দ্র।—গুরুদেব! প্রণাম।

গুরু।—চন্দ্রহাস,

কি হেতু বিলম্ব কর পথে?

পাঠশালে গেল ছাত্রগণ।
তুমি কেন না কর গমন?
আর আর বালকেরা
বর্ণমালা শিখিল কেবল,
কত গ্রন্থ পড়ে কত জন;
তুমি কেন কর অবহেলা?
শুধু "হরি" এই বর্ণ দু'টি
কেন কর উচ্চারণ?

চন্দ্র।—গুরুদেব,
"হরি" এই বর্ণ দু'টি
উচ্চারিলে সমস্ত অক্ষর উচ্চারিত হয়;
সমস্ত বর্ণের মূল "হরি" বর্ণ দু'টি,
"বিষ্ণু" বর্ণ দু'টি মধ্যভাগ,
"কৃষ্ণ" বর্ণ দু'টি অন্তভাগ।
হরি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ এই নাম
সমগ্র শাস্ত্রের প্রাণ—
সমগ্র শাস্ত্রের বীজ।
হেন নাম উচ্চারণ ছাড়ি'
বৃথাশাস্ত্র অধ্যয়নে
কি হেতু করিব কালক্ষেপ?
গুরু,
মানব-জীবন ছায়ার ছায়ায় মত,
এই আছে, এই নাই,
পলকে প্রলয় হ'তে পারে।
বল তবে,
মোক্ষময় হরিনাম ছাড়ি'
কিসে পা'ব পরিত্রাণ?
যমের নরক-কুণ্ড ভয়ানক স্থান,
মরি যদি আজ,
কিসে তবে পা'ব ত্রাণ সে নরক হ'তে?
তেঁই, গুরু,
ভালবাসি মোক্ষময় হরিনাম।

(সুরে)—
"হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।"

গুরু।—চন্দ্রহাস!
এ কি যে বচন মুখে তোর?
হরিনাম হরিনাম মাত্র,
শাস্ত্রশিক্ষা কিসে হয় তাঁ'র?
অগ্রে কর শাস্ত্র অধ্যয়ন;
শাস্ত্র-জ্ঞান বই
পণ্ডিত-সমাজে নাহি মান,
মূর্খ বলি' ঘৃণা করে লোকে?

চন্দ্র।—না, গুরু,
যেই শাস্ত্রে হরিনাম নাই—কৃষ্ণনাম নাই,
সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নয়,
যে পণ্ডিত হরিনাম—কৃষ্ণনামহীন,
তা' হ'তে কে মহামূর্খ আছে?
হরিভক্তিশূন্য যেই পণ্ডিত-সমাজ,
সে সমাজ ভস্ম হ'য়ে যাক্।
গুরু,
কাজ নাই মোর এ হেন পণ্ডিত হ'য়ে,
কাজ নাই হেন শাস্ত্রজ্ঞানে;
আশীর্ব্বাদ কর মোরে,
চিরদিন হরিভক্ত হ'য়ে
হরিনাম গেয়ে হরির মন্দিরে থাকি।
হরিভক্ত মূর্খ
পূজনীয় দেবতা আমার।
হরিভক্তিহীন জানিবব
মহামূর্খ ধর্ম্মের জগতে।
তেঁই বলি, গুরুদেব,
ছাত্রগণে ভক্তিসহ
শিক্ষা দাও হরিনাম।
জানিও নিশ্চয়,
হরিভক্তি বই মুক্তি নাই আর।

গুরু।—(স্বগত)—কি আশ্চর্য্য,
এ বালক বলে কি?
ছাত্র হ'য়ে আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে চায়।

কুলিন্দের প্রবেশ।

(প্রকাশে)—মহাশয়!
আপনার পুত্র পাগল হ'য়েছে দেখ্‌ছি,

অথবা এর শরীরে
কোন মহাভূতের সঞ্চার হ'য়েচে।
নহিলে বিদ্যা অধ্যয়ন পরিত্যাগ ক'রে
দিনরাত কেবল "হরি হরি" বলে কেন ?
হরিনাম গেয়ে নৃত্যই বা করে কেন ?
আমি কত যত্ন ক'রে শাস্ত্রশিক্ষা দিই,
আদৌ মনোযোগ দেয় না।
আপনি
চিকিৎসক আনিয়ে এর প্রতিকার করুন;
তা'তেও যদি কিছু না হয়,
তবে ওঝাও আনা'তে হ'বে।

কুলিন্দ।—(সহাস্যে)—মহাশয়, ভাব্‌বেন না,
আমার পুত্র উন্মত্তও নয়—ভূতগ্রস্তও নয়,
বাস্তবিক হরিভক্ত!
আমি একে দৈববশে প্রাপ্ত হ'য়েচি।
এর চরিত্র অতি বিচিত্র।
আমার চন্দ্রহাস গুরুজনের সহিত
কখনও আহার করে না;
একাদশীর দিনে
কদাচ অন্ন বা অমৃতও গ্রহণ করে না,
আমরাও এর সহিত একাদশী ব্রত করি।
বিপ্রবর,
চন্দ্রহাস হরিনাম ভালবাসে,
তা'ই শিখুক।
অনেকেই তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করে,
কিন্তু এমন বাল্যকালে
ক'জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে
হরিনাম গান করে ?
হরি ব'লে নৃত্য করে ?
আমার বড় সৌভাগ্য যে
এমন পরম বৈষ্ণব হরিভক্ত পুত্র পেয়েচি।
পূর্ব্বজন্মে অনেক সুকৃতি ক'রেছিলাম;
তা'রই পুণ্যময় ফলে
এমন কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণগতচিত্ত কৃষ্ণধ্যানরত
ধর্ম্মবীর পুত্র লাভ ক'রেচি।
মহাশয়,
এইরূপ একমাত্র পুত্রই যথেষ্ট,
এইরূপ পুত্রই পিতার নাম রক্ষা করে।
কুচরিত্র বহু পুত্রে প্রয়োজন কি ?
আহা! ধন্য আমি, ধন্য আমি,
বৎস চন্দ্রহাস আমার পুণ্যফল।

গুরু।—(স্বগত)—
যেমন ছেলে, তেমনি বাবা!
বাপ মার নাই পেয়েই তো ছেলে ব'য়ে যায়।
আমি তো আমি—
আমার বাবাও
এ ছেলেকে ঢিট্ ক'রে পারে না।
কথায় বলে—
"বাপ মা দিলে নাই,
গুরু মহাশয় পায় না থাই"।
তা'তে আবার একটি ছেলে—
সাক্ষাৎ আবদার অবতার!
এমন ছেলেরও লেখা পড়া হয়!
আমি শেখা'ব এক,
ছেলে শিখ্‌বে আর;
বাবাও আবার ছেলের দিকে।
এই যদি মনে মনে,
তবে আমার পোড়ানো কেনে ?
এ ছেলের আবার বিদ্যে হ'বে! —
হ'বে ষাঁড়ের গোবর;
না যজ্ঞে—না হোমে।
(প্রকাশে)—মহাশয়,
তবে আমি এখন পাঠশালে যাই,
দেখি ছেলেরা খেল্‌চে কি লিখ্‌চে।

[প্রস্থান।

কুলিন্দ।—বৎস! তুমিও পাঠশালে যাও;
গুরুদেব যা' শিক্ষা দেন, তা' শেখো।
হরিনাম তো তোমার স্বতঃসিদ্ধ বিদ্যা,
পরসিদ্ধবিদ্যাও চাই।
আর এক কথা,
পাঠশালে না গেলে,
গুরুর মনে কষ্ট হ'বে।

বিশেষতঃ তোমার মত উপযুক্ত ছাত্র
গুরুর গৌরবস্বরূপ।

চন্দ্র —(কীর্ত্তনের সুরে)—
আদেশ তব পালিব পিতা!
যা'ব গুরুর নিকটে গো।
কিন্তু মন মোর আকুল সদা
হরিমন্দিরে যা'বার তরে।
হরিময়, আহা, সকলি দেখি,
রসনা শুধু আমার হরি বলে,
হরিনাম পেলে সবি যাই ভুলে
হরিনামে মন পাগল হ'ল,
হরি বল, পিতা, হরি হরি বল।

কুলিন্দ।—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)
ঐ শোন, পিতা, নূপুর বাজে,
ঐ দেখ, একবার চেয়ে দেখ গো,
আমার হৃদয়মাঝে হরি বিরাজে।
আহা! আমি ধন্য হ'লেম,
আমার হৃদয় মন্দিরে নাচি'ছে হরি।
আহা, কেন হরিমন্দির ছেড়ে
কোথা যা'ব?—পিতা! যা'ব না কোথা।
এই আমি যাই হরিমন্দিরে
জুড়া'তে আমার প্রাণের ব্যথা।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান।

কুলিন্দ।—ধন্য তুই চন্দ্রহাস।
তোরে কুড়াইয়ে পেয়ে,
সাক্ষাৎ শ্রীহরিভক্তিমণি
পেয়েছি কুড়া'য়ে পথে।
হরি দয়াময়!
পুত্র চন্দ্রহাসে মোর চিরজীবী কর, প্রভু!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুন্তলপুর—ধৃষ্টবুদ্ধির গৃহ।

ধৃষ্টবুদ্ধি।

ধৃষ্ট।—বুদ্ধি যা'র, শক্তি তা'র,
একমাত্র বুদ্ধিবলেই
আমি এত দূর আধিপত্য লাভ ক'রেছি।
মহারাজ কৌন্তলক নামমাত্র রাজা,
আমিই কুন্তলরাজ্যের ঈশ্বর।
রাজা কৌন্তলক যন্ত্র পুত্তল,
আমি যেরূপে তাঁ'কে চালাই,
তিনি সেইরূপেই চলেন।
আমি মনে ক'র্‌লেই—
এখনি তাঁ'কে সর্ব্বস্বান্ত ক'র্ত্তে পারি,
পথের ভিখারী ক'র্ত্তে পারি,
ইহলোক থেকে বিদায়ও দিতে পারি।
কিন্তু সেটা করার আর প্রয়োজন নাই।
যে মৃত, তা'কে মার্‌লে কি লাভ?
বৃদ্ধ রাজার পুত্র নাই,
তিনি অপুত্রক অবস্থাতেই
প্রাণত্যাগ ক'র্‌বেন।
সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য তো আমারই হবে,
তবে আর কেন রাজহত্যা?
মহারাজের একমাত্র কন্যা চম্পকমালিনী,
সে তো আমার পুত্রবধূ হ'বে।
আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন থাক্‌তে,
রাজার কি সাধ্য যে
চম্পকমালিনীকে
অন্যের হস্তে সম্প্রদান করেন?
সময়ের অপেক্ষা ক'রে থাকি,
সমস্তই আমার হ'বে।
হ'বেই বা কেন? হ'য়েই তো আছে।

জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ।

দ্বার।—জয় হোক, মহারাজ।

ধৃষ্ট।—(স্বগত)—শাসনের এম্‌নি গুণ,

মন্ত্রী ব'ল্‌তে কা'রই সাহস হয় না।
'জয় হোক মহারাজ'
এ আমার ভৃত্য ব'লে নয়—
কুণ্ডলপুরের প্রজারাও
আমাকে মহারাজ বলে।
(প্রকাশে)—কি সংবাদ ?

দ্বার।—ভেট নিয়ে অনেকগুলি লোক এসেচে।

ধৃষ্ট।—সকলকে ভেট সমেত এখানে আস্‌তে বল।

দ্বার।—যে আজ্ঞা, মহারাজ !

দ্বারপালের প্রস্থান।

ধৃষ্ট।—কে ভেট পা'ঠালে ?
কিসের ভেট ?

নানাবিধ ভেট লইয়া কুলিন্দের ভৃত্যগণের প্রবেশ।

সকলে।—জয় হোক, মহারাজ !

ধৃষ্ট।—কে এ সকল ভেট পাঠা'লে ?

১ ভৃ।—চন্দনাবতীর কুলিন্দ প্রভু।

ধৃষ্ট।—কুলিন্দ আছেন কেমন ?

১ ভৃ।—ভাল আছেন।

ধৃষ্ট।—তাঁ'র পত্নী মেধাবতী ?

১ ভৃ।—তিনিও ভাল আছেন।

ধৃষ্ট।—চন্দনাবতীর বনবিভাগের অবস্থা কিরূপ ?

১ ভৃ।—বনের অনেকাংশ এখন পরিষ্কার হ'য়েচে,
ভূমি উর্ব্বরা হ'য়েচে।
লোকজনের বসতি হ'য়েচে।

ধৃষ্ট।—ভাল ভাল।
(উচ্চৈঃস্বরে)—দ্বারপাল !

নেপথ্যে দ্বার।—মহারাজ।

দ্বারপালের পুনঃপ্রবেশ।

ধৃষ্ট।—ভেট সমেত এই সকল লোককে
অন্তঃপুরে নিয়ে যাও।

দ্বার।—যে আজ্ঞা, মহারাজ !

ধৃষ্ট।—(ভৃত্যগণের প্রতি)—দেখ,
তোমরা আজ আমার গৃহে আহার ক'রে,
তা'র পর
চন্দনাবতী নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'র।

১ ভৃ।—মহারাজ, ক্ষমা করুন,
আমরা আজ আহার ক'র্‌বো না।

ধৃষ্ট।—(সরোষে)—কি ! এত বড় স্পর্দ্ধা।
আমার বাক্যে অবহেলা !
আরে মূঢ় ইতরগণ !
আমার গৃহে আহার ক'ত্তে
কত লোক প্রার্থনা করে।
তোরা নীচ ভৃত্য হ'য়ে কিসের দর্প করিস্‌ ?
অবিলম্বে প্রতিফল দিচ্চি।,
যাও, দ্বারপাল,
এখনি এদের কারাগারে বদ্ধ কর।

১ ভৃ।—মহারাজ !
আপনার গৃহে আহার ক'ত্তে
আমাদের ইচ্ছা নাই, এ কি কথা ?
তবে আজ একাদশী তিথি,
এ জন্য আমরা জলগ্রহণ ক'র্‌বো না।
আজ আমাদের নিরম্বু উপবাস।

ধৃষ্ট।—কি ? একাদশী ? নিরম্বু উপবাস ?
কে তোদের এ পরামর্শ দিলে ?
ওঃ, বুঝেছি, তোদের দোষ নয়,
দোষ সেই পাপিষ্ঠ কুলিন্দের।
একাদশী ব্রতের ছলনা ক'রে
দুরাত্মা কুলিন্দ আমার অপমান ক'ল্লে ?
এ তো তা'র ভেট পাঠান নয়,
আমার মাথা হেঁট করান।
কিসের একাদশী ?
হ'লেই বা একাদশী ?
আমার আদেশ অগ্রে,
না একাদশী অগ্রে ?
যা'ই হোক্‌,
তোদের আর কিছু ব'ল্‌বো না,
তোরা অবিলম্বে প্রস্থান কর্‌।

১ ভৃ।—মহারাজ,
আমাদের প্রভু কোন অংশে অপরাধী ন'ন

তিনি আপনার অপমান ক'রে
আমাদের পাঠান্ নি।
বাস্তবিক আজ হরিব্রত একাদশী।
আপনি রাগ ক'র্‌বেন না,
কল্য আমরা আপনার গৃহে আহার ক'র্‌বো।
।—দূর হ, নীচগণ।
আমি এ পাপ ভেট
হস্তে স্পর্শ ক'র্‌তে চাই না।

[পদাঘাতে ভেটোপহার সকল দূরে
নিক্ষেপ ও ভয়ে ভৃত্যগণের
প্রস্থান।

যাও, দ্বারী,
নীচদের শীঘ্র নগর হ'তে বহিষ্কৃত কর।

[দ্বারপালের প্রস্থান।

এত তেজ।—এত অহঙ্কার!—
পাপিষ্ঠ কুলিন্দ।
আমাকে পরিহাস।—আমার অপমান।
জানিস্, মূর্খ,
তুই আমার অধীন,
আমি মনে ক'র্‌লে
তোর সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে পারি।
এ জেনেও এত স্পর্দ্ধা!
আচ্ছা, তুই থাক্,
আমি চন্দনাবতী গিয়ে
তোর সর্ব্বনাশ ক'র্‌বো।
মহারাজ তোকে বড় স্নেহ করেন,
নৈলে অদ্যই তোকে প্রতিফল দিতেম।
তা যা'ই হোক, নির্ব্বোধ।
তোর একাদশীর ব্রত
তোরই সর্ব্বনাশ ব্রত হ'ল।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চন্দনাবতী—হরিমন্দির।

বৃহৎ মন্দিরমধ্যে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ।
বহির্ভাগে একপার্শ্বে একটি উচ্চ বেদী।
সম্মুখে দুইটি কাষ্ঠমঞ্চের একটিতে
তুলসী বৃক্ষ ও গরুড়মূর্ত্তি এবং
অপরটিতে সিংহাসনোপরি
শালগ্রাম শিলা স্থাপিত।
বেদীর উপর চন্দ্রহাস,
নিম্নে ভক্তগণ উপবিষ্ট।

চন্দ্র।—(কৃতাঞ্জলিপুটে) হে কেশব। হে মাধব।
হে শ্যামসুন্দর। তোমাকে নমস্কার।
জয় জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের জয়।

(সকলের রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম)

চন্দ্র।—ভক্তগণ।
আজ আমাদের কি আনন্দের দিন,
আজ আমাদের কি প্রাণানন্দময় উৎসব।
সম্মুখে মন্দিরমধ্যে রাধাকৃষ্ণ,
বেদীসম্মুখে বিষ্ণুমূর্ত্তি শালগ্রাম শিলা,
তুলসী এবং বিষ্ণুবাহন পরমবৈষ্ণব গরুড়।
বৈষ্ণবগণ।
আজ আমার কি সৌভাগ্য,
আপনাদের ন্যায় হরিভক্তগণমধ্যে
আমি উপবিষ্ট।
ধন্য আমি। ধন্য আমি।
একবার সকলে মিলে বলি—
(সুরে)—হরিবোল! হরিবোল। হরিবোল।

সকলে।—হরিবোল। হরিবোল।

চন্দ্র।—ভক্তগণ,
মানব-জীবন ক্ষণভঙ্গুর—
এই আছে—এই নাই,
এমন জীবন হেলায় হারিও না,

ভক্তিভরে সর্ব্বদা হরিনাম জপ কর।
যদি সর্ব্বদা অবকাশ না পাও,
তবে দিনান্তে একটি বারও ভক্তিভরে বল—
(সুরে)—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

চন্দ্র।—ভক্তগণ,
জগদীশ্বর হরি
সকলের পিতা—সকলের মাতা,
সকলের প্রভু—সকলের রাজা,
হরি দীনের বন্ধু—দরিদ্রের ধন—
হতাশের আশা—ভীতের ভরসা।
হরি
জীবের প্রাণ—জীবের ত্রাণ—জীবের জ্ঞান।
হরি সকলের সৌভাগ্য—সকলের শিবস্বরূপ।
হরি ব্রহ্মা, হরি বিষ্ণু, হরি শিব, হরি শক্তি।
মানুষের জিহ্বা অতি ক্ষুদ্র,
সমস্ত দেবতার নাম উচ্চারণ ক'ত্তে পারে না,
এই জন্য একবার ভক্তিভরে
হরিনাম উচ্চারণ ক'ল্লে
তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম উচ্চারিত হয়।
তাই বলি, ভক্তগণ,
একবার বল,
হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

গুরুমহাশয় ও জনৈক দৈবজ্ঞের প্রবেশ।

দৈবজ্ঞ।—কেমন, মহাশয়,
আমার গণনা কি মিথ্যা?
যা' বলেছি, তা' সত্য কি না?

গুরু।—দৈবজ্ঞ মহাশয়, অদ্ভুত ব্যাপার!
আমি চন্দ্রহাসকে শিশু মনে ক'রে
তাচ্ছিল্য ক'ত্তেম।
ভাবৃতেম, বালকে আবার ঈশ্বর চিনবে।
আজ স্বচক্ষে দেখে আমার ভ্রম ঘুচে গেল।

দৈবজ্ঞ।—আমি তো ব'লেছিলেম,
এই বালক অদ্বিতীয় হরিভক্ত হ'বে।
যা'রা আশৈশব কাণ্ডজ্ঞানশূন্য
এবং কৃষ্ণভক্তিবিবর্জ্জিত,
এই বালক চন্দ্রহাস
তাদের হৃদয়ে স্থাপন ক'র্বে—
মুক্তিমূল হরিভক্তি শিক্ষা দিবে।
এই দেখুন,
আজ চন্দ্রহাসের নিকট শত শত হরিভক্ত।

গুরু।—বৎস চন্দ্রহাস, ধন্য তুই!
তোর হরিনামরূপ শাস্ত্র অধ্যয়নও ধন্য?
বৎস রে!
আজ তোর মুখে হরিনাম শ্রবণ ক'রে
আমি জ্ঞান লাভ ক'ল্লেম—
নব প্রাণ পেলেম।
চন্দ্রহাস, বল্ বল্,
কে তোর এই হরিনামের শিক্ষাগুরু?
আজ তোর এই মোহান্ধ গুরু
তা'র শিষ্য হ'বে।
বল্, কে তোর সেই গুরু?

চন্দ্র।—গুরুদেব!
ঐ যে মন্দির মধ্যে আমার গুরু,
এই দেখুন, সিংহাসনে আমার গুরু,
ইনিই আমার হরিঠাকুর—
ইনিই আমার গুরু।
গুরুদেব!
এই হরিঠাকুরকে আমি ছেলেবেলায়
নদীর ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলেম।
এঁকে আমি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখি,
প্রাণ ভ'রে প্রেমভরে হরি ব'লে ডাকি।
বহিশ্চক্ষু মুদিত ক'রে
ধ্যানচক্ষে মনশ্চক্ষে এঁকে দেখি।
(নেত্র নিমীলন করিয়া কীর্ত্তনের সুরে)—
আহা, মধুর মধুর বাজি'ছে নূপুর
কমল চরণ যুগে,
বঙ্কিম ঠাম, নব ঘনশ্যাম,
ভালে তিলক জাগে।

কটিতটে ধড়া, শিরে চাঁচর চূড়া,
শিখিপাখা বেড়া তা'য়।
মনঃ প্রাণ-ভোলা গলে বনমালা,
বাঁকা নেচে যায়, হেসে যায়।
রাধা রাধা ব'লে, কভু কেঁদে চলে,
কভু প্রেমে মাতোয়ারা,
রাধা-প্রেম-ছলে শিখায় সকলে
ভকতি-মুকতি-ধারা।

।—জীবগণ! সাবধান হও—সাবধান হও।
মৃত্যু শিয়রে হুঙ্কার শব্দ ক'চ্ছে।
যম ভীষণ দণ্ড উত্তোলন ক'রে আছে।
এই উভয়কে দূর করবার অন্য উপায় নাই,
উপায় কেবল হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিসঙ্কীর্ত্তনের পবিত্র ধ্বনিতে
মৃত্যুপতি যম দূরে পলায়ন ক'রবে।
এস, আমরা সকলে মিলে
হরিমন্দিরে হরিসঙ্কীর্ত্তন করি।

ক।—(মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খবাদ্য যোগে হরিসঙ্কীর্ত্তন)

হরিনাম-গুণগানে,
নামগান সুধাপানে,
একপ্রাণে মাতি, ভাই।
দয়াময় হরি বই,
মুকতির উপায় কই,
হরি বোলে ডাকি তাই॥
আয় আয় বাহু তুলে,
হৃদয় কপাট খুলে,
হরির দুয়ারে যাই।
প্রাণের ভকতিভরে,
নতশিরে যোড়করে,
চরণে তাঁর লুটাই॥

কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চন্দনাবতী—কুলিন্দের গৃহ।

কুলিন্দ ও মেধাবতীর প্রবেশ।

মেধা।—স্বামিন্!
আজ কেন চন্দ্রহাস এত বেলা ক'চ্চে?
বেলা যে দুপুর হ'য়ে গেল!
বাছার কি খিদে তেষ্টা নাই?
যাও, তুমি সত্বর ক'রে ডেকে আন।
বাছা এখনো মুখে জলটুকু দেয় নি।
আমি সব আয়োজন করি গিয়ে,
তুমি শীগ্‌গির ক'রে তা'কে ডেকে আন।

কুলিন্দ।—প্রিয়ে,
চন্দ্রহাস এখন যদি
হরিগুণগানে মেতে থাকে,
তবে তা'কে আনা ভার।

মেধা।—ভুলিয়ে নিয়ে এস।

কুলিন্দ।—সে ভোলবার ছেলেই বটে।
হরিনাম পেলে সে অন্য সব ভোলে,
তবে অন্য প্রলোভনে ভুলবে কেন?
যাই তবু একবার আনবার চেষ্টা করি।

[কুলিন্দের প্রস্থান।

মেধা।—হরি!
আমার একমাত্র স্নেহের ধন চন্দ্রহাস
তোমার পরম ভক্ত।
সে তোমার জন্য পাগল হ'য়েছে,
সময়ে খায় না—সময়ে শোয় না,
হরি!
এই অনিয়মে পাছে তা'র পীড়া হয়।
না, কেন পীড়া হ'বে?
তোমার নাম সুধাপানে যা'র তৃপ্তি,
কেন তা'র পীড়া হ'বে?
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)
এই যে আমার বাছা।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

আয় আয়, বাপ আমার! বাপ আমার!

আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেছে,
গায়ে কত ধূলো লেগেছে।
(গাত্রমার্জ্জন করিতে করিতে)—
হাঁ। বাবা, তুই কেমন ছেলে?
ত্থাথ্‌ দেখি, কত বেলা হ'য়েছে।

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
তাই তো, বেলা বেড়ে যে গেল,
আমার হরিভজন নাহি হ'ল।
হেলায় হেলায় বাড়িল বেলা,
ফুরিয়ে এল আয়ুর খেলা,
এখন কেমন ক'রে, ও মা!—
ধ'রবো হরির চরণ-ভেলা?

মেধা।—বাছা! তুই নিজেই তো ব'লেছিস্‌,
হরি আপনিই হরিভক্তকে
সেই শ্রীচরণ-ছায়ায় রক্ষা করেন।

চন্দ্র।—মা, তা' সত্য বটে,
কিন্তু মানুষ ষড়রিপুর পীড়নে পীড়িত,
সংসারের মোহে মোহিত।
পাছে মায়ার প্রলোভনে
হরিভক্তি চঞ্চল হয়,
তা' হ'লে তো আর
হরির শ্রীচরণ পাব না।

মেধা।—বাছা!
তোর মত হরিভক্তের যদি
হরিভক্তি চঞ্চল হয়,
তবে জগৎসংসার হরিভক্ত শূন্য হ'বে,
কেউ আর হরি ব'লে ডাক্‌বে না।
হরিভক্তিই হরির জগতের প্রাণ—
জগজ্জীবের প্রাণ।
হরিই তাঁর জগতের প্রাণ রাখতে—
জগজ্জীবের ত্রাণ ক'র্ত্তে
হরিভক্তের সৃষ্টি করেন,
তবে তোমার কিসের ভয়, বাবা?
এখন খা'বে চল।

চন্দ্র।—পিতা কোথা, মা?

মেধা।—তিনি তোমার খুঁজ্‌তে গেছেন।

চন্দ্র।—আমায় খুঁজ্‌তে গেছেন?
(কীর্ত্তনের সুরে)—
পিতার কাছে তুমি তো ছিলে,
আমায় খুঁজিতে কেন পাঠা'লে?
যাঁ'রে যোগিবর হয়, ও মা!—
যা'রে বিধি আদি দেব, ও মা!—
এখন হারিয়ে না খুঁজে পিতা
আমায় খুঁজিতে গেলেন কেনে?

মেধা।—(স্বগত)—হরিভাবময় শিশু
সব কথা তত্ত্বভাবে ভাবে!
কিরূপে বুঝাই এরে?
হরিনামে ভুলাইয়ে
সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গিয়ে করাই ভোজন।
(প্রকাশে)
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[প্রস্থান।

চন্দ্র।—মা! দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমিও যাব।
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি ও তদীয় অনুচরগণের সহিত কুলিন্দের পুনঃপ্রবেশ।

কুলিন্দ।—অদ্য আমার কি সৌভাগ্য,
আপনার আগমনে চন্দনাবতী ধন্য হ'ল।
(স্বগত)—আজ ধৃষ্টবুদ্ধির মুখভাব দেখে
আমার মনে সন্দেহ হ'চ্ছে।
সে দিন একাদশী তিথিতে
আমার ভৃত্যগণ
উপহার নিয়ে গিয়েছিল,
ইনি তা'দের আহার ক'র্ত্তে বলেছিলেন,
কিন্তু একাদশীর ব্রত ব'লে
কেউ কিছু খায় নি।
ভৃত্যদের মুখে শুনেছি,

তা'তে ইনি
আপনাকে অপরাধিত জ্ঞান ক'রে
তা'দের উপর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন,
সেই ক্রোধ কি আজো বিলীন হয় নি?
বাসুদেব হরি এঁর ক্রোধ শান্তি করুন,
আমাদের রক্ষা করুন।
(প্রকাশে)—মন্ত্রী মহাশয়!
আপনি কুশলে আছেন তো?
মহারাজ কৌন্তলক ভাল আছেন তো?
প্রজাগণ সুখে আছে তো?
রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হ'চ্চে তো?
শত্রুগণ
রাজদণ্ড ভয়ে ভীত হ'য়ে আছে তো?
ধৃষ্ট। —কোন কোন শত্রু ভীত নয়,
তা'দের সমুচিত শাস্তি দিতে হ'বে।
কুলিন্দ।—(স্বগত)—আমার অনুমান মিথ্যা নয়,
বোধ হয়, আমাকেই লক্ষ্য ক'রে
ধৃষ্টবুদ্ধি এরূপ ব'ল্লেন।
তা' বলুন,
আমরা যদি পাপে থাকি,
অবশ্য ফলভোগ ক'র্‌বো।
হরি আমাদের সহায়।
(প্রকাশে)—মহাশয়!
কা'রা মহারাজ কুন্তলপতির
এবং আপনার সহিত শত্রুতাচরণ ক'চ্চে?
ধৃষ্ট।—এর পরে ব'ল্‌বো।
আচ্ছা, কুলিন্দ! বল দেখি
তুমি একাদশীর ভাণ কোথায় শিখ্‌লে?
কুলিন্দ।—(স্বগত)—সেই জন্যই মন্ত্রীর আগমন।
ধৃষ্টবুদ্ধি যেরূপ ধূর্ত্ত,
আজ কোন বিভ্রাট বা ঘটায়।
হে কৃষ্ণ!
তোমার ব্রতাচরণে কি
শেষে বিপদ ঘটলো।
ঘটে ঘটুক,
তথাপি মিথ্যা কথা ক'ব না।
(প্রকাশে)—মহাশয়!
আমি একাদশীর ভাণ করি নাই।
আমার হরিভক্ত পুত্র চন্দনাবতী নগরীতে
একাদশী ব্রত প্রচার ক'রেচে।
আমরা তা'রই পরামর্শ মতে
সেই পবিত্র ব্রত ক'রে থাকি।
ধৃষ্ট।—(সাশ্চর্য্যে)—তোমার পুত্র!
কবে তোমার পুত্র হ'ল?
কই, আমাকে তো সংবাদ দাও নি?
কুলিন্দ।—সে পুত্রটি আমার ঔরসপুত্র নয়,
স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্র।
একদা আমি ভৃত্যগণের সঙ্গে
অরণ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ক'চ্চি,
এমন সময় তা'কে বনমধ্যে প্রাপ্ত হ'লেম।
প্রথম দর্শনেই তা'র প্রতি
আমার মন প্রাণ আকৃষ্ট হ'ল।
তৎক্ষণাৎ আমি তা'কে
স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্ররূপে পরিগ্রহ ক'রে
গৃহে এনে লালন পালন ক'র্ত্তে লাগ্‌লেম।
হরিভক্ত পুত্র গৃহে আসা অবধি
উত্তরোত্তর
আমার বিষয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হ'চ্চে।
ধৃষ্ট।—কই, তোমার সে পুত্র?
কুলিন্দ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—চন্দ্রহাস! চন্দ্রহাস!
এই যে আস্‌চে।

মেধাবতীর সহিত চন্দ্রহাসের পুনঃপ্রবেশ।

মহাশয়!
এইটি আমার পুত্র।
চন্দ্রহাস!
মন্ত্রী মহাশয়কে নমস্কার কর।
(ধৃষ্টবুদ্ধিকে চন্দ্রহাসের নমস্কার করণ
ধৃষ্ট।—কুলিন্দ!
এই বালকই তোমার পুত্র?
কুলিন্দ।—হাঁ, মহাশয়।

ধৃষ্ট।—(স্বগত)—এ বালক কে?
কেন একে দেখে আমার মন চঞ্চল হ'ল?
অ্যাঁ—অঁ!! আবার সেই দুশ্চিন্তা!
কে যেন কানে কানে ব'লে গেল—
"ধৃষ্টবুদ্ধি! এই বালক চন্দ্রহাস
তোমার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হ'বে।"
ওঃ! ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!
আবার এ কি শুনছি!
কে যেন ব'লচে—
'নিষ্ঠুর মন্ত্রিন্!
তুমি ব্রাহ্মণগণের কথা শুনে
নিতান্ত পামরের ন্যায়
যা'কে বনমধ্যে বিসর্জ্জন ক'রে
চণ্ডালহস্তে নিহত ক'র্ত্তে মনস্থ করেছিলে,
এই সেই চন্দ্রহাস
তোমার উৎপাত কেতুরূপে
কুলিন্দের গৃহে আবির্ভূত হয়েছে!"
ওঃ! কি কুটিল রহস্য! কি ভয়ঙ্কর ঘটনা!
(চন্দ্রহাসকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)—
এই বালকই সেই বটে,
এর মুখভাবে
আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হ'ল।
যা'ই হোক,
এই আমার মহাশত্রু,
একে নিশ্চয় বিনাশ ক'র্ত্তে হ'বে।
কৌশলে বিনাশ না ক'র্লে
লোকে আমার নিন্দা ক'র্বে।
কি ভয়ানক কথা,
আমার ঐশ্বর্য্যের প্রভু একজন পর!
তা' কখনই হ'বে না—কখনই হ'বে না।
(প্রকাশে)—কুলিন্দ।
আমি তোমার পুত্রকে দেখে
যারপরনাই সন্তুষ্ট হ'লেম।
তোমরা পতিপত্নী
এই পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন কর,
এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

কুলিন্দ।—মহাশয়ের সন্তোষে,
আমার পুত্রের অবশ্য মঙ্গল হ'বে।
ধৃষ্ট।—ও কুলিন্দ!
কুলিন্দ।—মহাশয়!
ধৃষ্ট।—আমি তাড়াতাড়ি আসাতে
বড় একটা ভুল ক'রে এসেছি।
মহারাজকে একটি বিশেষ কথা
ব'লে আসতে বিস্মৃত হ'য়েছি।
আমার কিন্তু অদ্য যাওয়া হ'বে না।
তোমার পুত্র চন্দ্রহাসকে
কুন্তলপুরে অদ্যই পাঠাও।
আমি এর হাতে একখানি পত্র পাঠাই।
সেই পত্রেই প্রয়োজনীয় কথা লিখে দি।
কুলিন্দ।—উত্তম।
চন্দ্রহাস অদ্যই পত্র নিয়ে যা'বে।
ধৃষ্ট।—(স্বগত)—
আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন
আমার বড় বিশ্বাসী।
চন্দ্রহাস যেমন আমার পত্র নিয়ে
তা'র নিকট উপস্থিত হ'বে,
সে অমনি পত্রপাঠমাত্র
বিষদানে একে বিনাশ ক'র্বে।
(প্রকাশে)—চন্দ্রহাস!
আমি
আমার পুত্র মদনের নামে পত্র লিখ্‌চি,
তুমি তা'কে সেই পত্র প্রদান ক'র্বে।
সে আবার মহারাজের নিকট
পত্রমধ্যস্থ রাজপত্র প্রদান কর্বে।
দেখ', বৎস!
রাজপত্র অতি গোপনীয়,
তুমি পাছে উন্মোচন ক'রে পাঠ কর?
চন্দ্র।—না, মহাশয়!
এরূপ অন্যায় কার্য্য ক'র্লে
আমার পাপ হ'বে।
হরি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হ'বেন।
ধৃষ্ট।—হাঁ, তুমি যেরূপ হরিভক্ত,

তা'তে তোমাকেই বিশ্বাস হয় ব'লে
আর কা'কেও পাঠালেম না।
হরির শপথ কর, পত্র খুল্বে না?

চন্দ্র।—হরির শপথ, পত্র খুল্বো না।

ধৃষ্ট।—(স্বগত)—
এই বার হরিভক্তিতেই হরিভক্ত নিপাত হ'বে,
এরূপ দেবভক্তি ও ধর্ম্মভয় আত্মনাশের মূল,
কিন্তু, আমার পক্ষে ভাল।
চন্দ্রহাস প্রস্থান ক'রলে,
দুরাত্মা কুলিন্দ ও মেধাবতীকে
কারাবদ্ধ ক'র্বো।
পাপিষ্ঠ কুলিন্দ
আমার বড় অপমান ক'রেছে।
(প্রকাশে)—আমি পত্র লিখে আনি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুন্তলপুর—উদ্যানমধ্যে সরোবর।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

চন্দ্র।—দয়াময় হরির দয়ায়
ছয় যোজনের পথ অতিক্রম করি'
আইনু কুন্তলপুরী।
আহা, এই সেই শৈশবের পুরী।
ধাত্রী মাতা পুত্রস্নেহে
পালন করিল হেথা মোরে
ভৃত্যগণ যবে ভেট ল'য়ে আইল হেথায়
ধৃষ্টবুদ্ধি রাজমন্ত্রী-পাশে,
একটি বিশ্বাসী ভৃত্যে দিয়েছিনু ক'য়ে
তোমার আসিতে ধাত্রী মাতার মরণ।

শুধু তাঁ'র সন্তানের তরে
মন্ত্রীর গোচরে
পাঠাইয়াছিল মোরে [illegible] কহিয়া।
আহা,
হতাশ-প্রবাহ দিল বুকে—
রাজধাত্রী ত্যজিয়াছে প্রাণ।
হায় হায়,
শিশুর জীবনদাত্রী শৈশবের মাতা
চিরতরে গিয়াছে চলিয়া
আমারে ফেলিয়া হেথা!
হা, প্রাণে বড় হ'য়ে গেল ব্যথা!
মা গো!
বড়ই অভাগা আমি,
নারিনু করিতে তোর অন্তিম শুশ্রূষা।
মা গো!
হরি হরি ব'লে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে
বিষ্ণুপদে করিয়াছি পিণ্ডদান;
শুনেছি, মা, হরিভক্ত-মুখে
ভক্তাধীন চিরদিন হরি।
তোর দত্ত স্তনদুগ্ধপানে
পেয়েছি, মা, যতটুকু জ্ঞান,
সেই জ্ঞানবলে পুন
যতটুকু হরিভক্তি পেয়েছি, মা,
সেই হরিভক্তি মাখাইয়া
প্রেতপিণ্ড দিয়েছি, মা, তোর।
ভক্তপ্রাণ হরি
শ্রীচরণে দিন্ তোরে স্থান।
হরি! হরি!
তোমারি শ্রীপদ—গয়া গঙ্গা বারাণসী,
তোমারি শ্রীপদ—
শান্তি-ভক্তি নির্ব্বাণ কল্যাণ,
তোমারি শ্রীপদ বই
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে কিছু নাহি জানি।
ধাই-মারে মোর
তব এই পাদপদ্মে দাও মোক্ষপদ।

জনৈক অশ্বরক্ষকের প্রবেশ।

অশ্বরক্ষক।—বেলা তো প্রায় তৃতীয় প্রহর হ'ল;
আজ্ঞা করেন তো
ঘোড়ার জন্তে কিছু ঘাস খুঁজে আনি।
এ রাজার বাগান;
এখানে তো ঘোড়া আন্‌তে পারি নি;
ঘাস কিন্তু ঢের আছে।
চন্দ্র।—কি! এখনো অশ্বকে তৃণ দাও নি?
নিষ্ঠুর!
জীবের আহারের জন্তও
আবার আমার আদেশ প্রতীক্ষা ক'রে আছ?
আহা! অশ্ব বাক্যহীন জীব,
তা'কে অগ্রে না খাইয়ে
নিজের উদরজ্বালা শীতল ক'রেছ?
দেখ, অশ্বরক্ষক!
আমার বিবেচনায়
মনুষ্যও যেমন,
সেইরূপ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ
সবাই হরির সৃষ্ট,
এ পৃথিবী বা পৃথিবীর সামগ্রী
কেবল মনুষ্যের নয়,
সমস্ত জীবের।
যে সকল লোক অবলা জীবকে—
বিশেষতঃ অধীনস্থ অবলা জীবকে
অগ্রে না আহার করিয়ে
আপনারা আহার করে,
তা'রা নরাকার পিশাচ,
তা'রা হরির অবমাননাকারী,
তা'রা হরিভক্তদের মহাশত্রু।
তুমি নিশ্চয় জেনো
সকল জীবকে অন্নজল দান করা
বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ।
যাও, তুমি আর বিলম্ব ক'র্ না;
পাছে তৃণ আন্‌তে বিলম্ব হয়,
তুমি আমার খাদ্যদ্রব্য অশ্বকে দাও।
যাও—যাও।

[অশ্বরক্ষকের প্রস্থান।

বহুদূর পর্য্যটনে শরীর ক্লান্ত হ'য়েছে,
এরূপ ক্লান্ত অবস্থায়
মন্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে যাওয়া উচিত নয়।
এই উদ্যানে একটু বিশ্রাম করি,
তা'র পর যাব।

(বৃক্ষমূলে উপবেশন)

আহা! আর এ কি দেখি!
চন্দ্রহাস!
তুই হরিভক্ত ব'লে কিসের অহঙ্কার করিস্?
তোর চেয়ে
উদ্ভিদ্ জগতে অলৌকিক হরিভক্ত আছে।
ঐ তাখ্,
অতি ক্ষুদ্র তৃণটি পর্য্যন্তও
হরিভক্তিতে তোকে পরাজিত ক'রেছে।
ঐ তাখ্,
তরুলতাগণ অবনতমস্তকে
পুষ্পভার হরিপদে অর্পণ ক'চ্ছে।
ঐ তাখ্,
ক্ষুদ্র তৃণগুলি ভূতলে শিরস্পর্শ ক'রে
হরিকে প্রণাম ক'চ্ছে,
কিন্তু তুই এখনো ঊর্দ্ধমস্তক র'য়েছিস্।
না, চন্দ্রহাস!
ঊর্দ্ধশিরে হরি-সাধন হয় না।
এদের মত হরিকে প্রণাম কর্।
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

(ভূমস্তক হইয়া প্রণাম)

ধন্য এই তৃণাচ্ছাদিত ধূলি!
আয় রে তৃণগণ!
আমি তোদের সঙ্গে এই ধূলিতে দেহ লুটাই।

(শয়ন)

আহা, শরীর জুড়িয়ে গেল।

(ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ)

কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বরক্ষকের পুনঃপ্রবেশ।

অশ্বরক্ষক।—ইনি ঘুমিয়ে প'ড়লেন নাকি।
(ঈষদুচ্চস্বরে)—প্রভুপুত্র। প্রভুপুত্র।
কই, সাড়া নাই,
ঘুমিয়ে প'ড়েছেন।
আহা, অনেক দূর এসে শ্রান্ত হ'য়েছেন,
ঘুমুন তবে একটু,
আমি এই অবসরে নগরের উপকণ্ঠে
অশ্বকে ভাল ক'রে
ঘাস জল খাইয়ে আনি।

[অশ্বরক্ষকের প্রস্থান।

বিষয়া ও সখিগণের প্রবেশ।

সখীগণ — (গীত)
কি সাধে ফুটেছে ফুল প্রমোদ কাননে ?
কি সাধে জুটেছে অলি ফুল্ল ফুল সনে ?
ব'লে দে সজনি
এ গূঢ় কাহিনী—
কেন ফুলে অলি,
পড়ে ঢলি' ঢলি'
কেন দোলাদুলি করে দু'জনে ?
প্রেমের নবীন হাসি জাগে দুহুঁ মনে।

বিষয়া।—সখি !
তোমরা এই সব ফুল নিয়ে যাও,
বেশ্ মনোহর মালা গাঁথ গিয়ে।
আমি আরও ফুল নিয়ে যাচ্চি,
আজি সন্ধ্যের সময় হরপার্ব্বতীকে
ফুলের সাজে সাজাবো।

১ সখী।—প্রিয়সখি !
তুমি তবে বেশী বিলম্ব ক'র না।
আমরা জানি,
তুমি ফুলরাজ্যে এলে
তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ভার।

২ সখী।—তা সত্যি, ভাই,
ফুলে ফুলে সব মিশে যায়,
কোন্‌টি আমাদের ফুল খুঁজে পাই না।

১ সখী।—এ বাগানে দিন দিন কত ফুল ফোটে,
কি জানি, ভাই !
আজ তুমি আবার কোন্ ফুলটি দেখে
তার প্রাণে নিজের প্রাণ রেখে
আপনহারা হও !

বিষয়া।—যদিই কপালক্রমে
মনোমত নতুন ফুল পাই,
সে তো বড় সুখের।
নতুন ফুল নিয়ে যা'ব
আপন ভুলে ফুলের হ'ব

সখীগণ।— (গীত)
সুন্দর সাজে এ প্রমোদ বন,
দেখ দেখ সেজেছে কেমন।
কুহু কুহু রবে, পিকবধূ সবে,
ঢালে মধু মোহিয়ে শ্রবণ।
তরু-কুল-ডালে, ফোটা ফুলজালে,
দুলে দুলে খেলে লতাগণ।
ফুলবাস ল'য়ে পাগল হ'য়ে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ায় পবন।

[সখীগণের প্রস্থান।

বিষয়া।— (গীত)
অমল মলয়ানিল হিল্লোলি' ধায়।
ঋতু বসন্ত ফুল্ল কুসুমদলে
ভূষি'ছে কোমল কায়॥
পীত বসন পরি', প্রকৃতি সুন্দরী,
মধুর সুহাস মুখে সমুখে দাঁড়ায়।
গুঞ্জি' ভ্রমরকুল, পঞ্চমে কোকিল,
গাহি' প্রণয়-গীত ময়ূরী নাচায়॥

(ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ।)

(সবিস্ময়ে)—এ কি। ইনি কে ?
বনদেবতা কি ?
না ফুলজগতের রাজা ?

এঁকে দেখে আমার ভাবান্তর হ'ল কেন?
আমি যত বার এঁর মুখ পানে চাচ্চি,
তত বারই যেন এঁরি হচ্ছি।
প্রেম!—প্রেম!—আত্মসম্প্রদান।
ইনি কে?—বিষয়ার স্বামী।
একে আমি চিনি না,
অথচ স্বামী ব'লেম কেন?
প্রজাপতির নির্বন্ধ।
ইনি নিদ্রিত,—
জাগরিত ক'রবো কি?'
না, তা' হ'লে প্রাণ ভ'রে দেখতে পাবো না।
লজ্জা প্রথম দর্শনে
চারু চক্ষু উন্মীলিত রাখে না,
ইনি যেমন চক্ষু উন্মীলন ক'রবেন,
অমনি আমার চক্ষু নিমীলিত হ'বে,
আশা মিটিয়ে রূপ দেখা হ'বে না।
আমি দেখি,—নয়ন সার্থক করি।
এ কি?
একখানি পত্র না?
তাই তো, পত্রই তো বটে।
নিদ্রার ঘোরে হাত এলিয়ে পড়াতে
পত্রখানি মাটিতে প'ড়ে গেছে।
পত্রখানি প'ড়ে দেখ্‌বো?—না।
না কেন?
এঁকে যে কালে আত্মসম্প্রদান ক'রেছি,
সে কালে পত্র পড়্‌তে দোষ কি?
পরেই পরের দ্রব্য
গোপনে নেয় না বা দেখে না,
কিন্তু ইনি তো আমার পর ন'ন্‌—স্বামী;
তবে কেন দেখ্‌বো না?—দেখি।

(পত্র লইয়া মনে মনে পাঠ)

(সবিস্ময়ে)—কি সর্ব্বনাশ! অ্যাঁ—এ কি।
আবার পড়ি—

(পুনর্ব্বার পত্র পাঠ)

"বৎস মদন!
"তোমার কল্যাণ হউক।
"এই পত্রবাহক চন্দ্রহাস
"আমার সমস্ত সম্পদের ভাবী প্রভু।
"আমি যা' লিখিলাম তা'
"তুমি তা' নিঃসংশয়ে অবধারণ করিবে।
"অতএব,
"জাতি, কুল, বিদ্যা, বিত্ত, পদ, বয়স,
"পরাক্রম, শীল, গুণ বা সৌন্দর্য্য
"কিছুই গণনা না করিয়া,
"অচিরে ইহাকে বিষ দান করিবে।
"তাহা হইলে
"আমরা উভয়ে কৃতার্থ ও নিরাপদ হইব।
"আশীর্ব্বাদক
শ্রীধৃষ্টবুদ্ধি।

পিতা!—পিতা!
ছি ছি, এ কি তব মনোভাব!
কোন্‌ প্রাণে, পিতা!
দাদারে আমার লিখিলে এ হেন লিপি।
পিতা!
তোমারো তো পুত্র কন্যা মোরা,
পুত্র-স্নেহ জান তো তুমিও,
তবে পরপুত্রে বধিবে কেমনে?
আহা, যাঁ'র পুত্র ইনি,
তাঁর স্নেহ স্নেহ কি গো নয়?

(কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া)—

না না, পিতা মোর এ হেন নিঠুর ন'ন্‌,
হৃদয় তাঁহার স্নেহের ভাণ্ডার।
বুঝিয়াছি আমি,
এঁরি করে সম্প্রদান করিতে আমায়
দাদারে আমার পিতা লিখিলা এ লিপি!
উপযুক্ত জামাতৃদর্শনে
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পিতা
"বিষয়াদানের" স্থলে
লিখিলেন "বিষ দান"।
আর, তাই যদি নাহি হ'বে,
কেন তবে হেন পত্র পড়িল আমার করে?
মন কেন বলে এঁরে স্বামী?

গৌরীব্রত পূর্ণ মোর এবে,
জগন্মাতা গৌরীর কৃপায়,
পাইলাম উপযুক্ত স্বামী।
এবে এক কাজ করি—
বিষ দান" স্থলে নয়নকজ্জলে
"বিষয়াদান"।

(তদ্রূপ করণ)

একবার প'ড়ে দেখি—
"অবিলম্বে ইহাকে বিষয়াদান করিবে,
"তাহা হইলে,
"আমরা উভয়ে কৃতার্থ ও নিরাপদ হইব।"
এইবার ঠিক হৈল লিপি।
পূর্ব্বমত মুদ্রা মুড়ি' রেখে যাই স্বামিকরে।
ম দুর্গে।
পূর্ণ ও বাসনা মোর।

[প্রস্থান।

। — ভগ্ননিদ্র হইয়া)—তাই তো,
সন্ধ্যা সমাগতা।
ছিনু আমি এতই নিদ্রিত?
তুরঙ্গরক্ষক কই?
শ্রান্ত হ'য়ে সেও বুঝি ঘুমায় কোথায়?
আচ্ছা, ঘুমাক্ আরামে,
ডাকিব না তা'রে।
সরোবর-নীরে মুখ হাত ধু'য়ে
নিজে যাই মন্ত্রীর আগারে।

(সরোবর সোপানে অবরোহণ করিয়া
মুখ হাত ধুইয়া গান করিতে
করিতে পুনরুত্থান)

(গীত)

জয় জয় বনমালী,
জয় জয় শ্যাম মুরলীধারী।
নীল যমুনা-পুলিন-বাসী,
নীলরতনকিরণরাশি,
রসিক, রাধা-প্রেম উদাসী,
নটবর ছবি বর্ণবিহারী।

বঙ্কিম শিরে ময়ূরপাখা,
বামে রাধিকা মাধুরী-মাখা,
মরকতে যেন কনকরেখা
আঁকা বাঁকা হ'য়ে হাসে
সমুখে যমুনা বহে উজান,
উজানে ধাই'ছে আমারো প্রাণ,
প্রাণ গাই'ছে প্রেমের গান,—
জয় রাধাপ্রেমসুধাভিখারী।

[পত্র লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দনাবতী—নগরোপকণ্ঠ।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ)

বেগে ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।

ধৃষ্ট।—এই যে আমার ভৃত্যগণ
আমার আদেশ পালন ক'চ্চে।
চন্দনাবতী নিদারুণ আর্ত্তনাদে আজি
এই আর্ত্তনাদ আমার পক্ষে পরম আহ্লাদ।
প্রতিজ্ঞা আমার—
চন্দনাবতীর যথাসর্ব্বস্বলুণ্ঠন —
গৃহদাহন—প্রজাপীড়ন।
[illegible] কুলিন্দ!
আজ তোর অহঙ্কার ছারখার ক'রে
তবে আমার অন্য কাজ।
পাপিষ্ঠ।
তুই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পতঙ্গ হ'য়ে
ধৃষ্টবুদ্ধির দুর্দ্দমা ক্রোধরূপ অগ্নিতে
যে কালে ঝাঁপ দিয়েছিস্,
সে কালে চন্দনাবতী নগরী সমেত
তোকে আজ উৎসন্ন হ'তে হ'বে।

(নেপথ্যে পুনঃ আর্ত্তনাদ)

বেগে কুলিন্দের প্রবেশ।

কুলিন্দ।—মন্ত্রিবর!—মন্ত্রিবর।

পরিহর রোষ—পরিহর রোষ,
কিবা দোষ করিল আমার প্রজা ?
কেন দাও হেন নিদারুণ সাজা ?
দেখ হের, মহাশয় !
তব অনুচরগণ হইয়া নির্দ্দয়
সর্ব্বনাশ করিল আমার
আদেশে তোমার !
অহো !
সাধের চন্দনাবতী হ'লো ছারখার।
অচিরে নিবার সবে,
নতুবা না র'বে প্রজাগণ।
রাজমন্ত্রী ! রাজকার্য্যে এসে
মজাইলে শেষে আমা' সবে !
দেহ ভিক্ষা প্রজাগণে—
কর ত্রাণ এ ঘোর সঙ্কটে।

ধৃষ্ট।—আরে আরে দুষ্টমতি !
মুখে কাতরতা ভাণ,
অন্তরে শঠতা তোর।
রাজার সামান্য ভৃত্য তুই ;
একাদশী উপবাস !
ভাল ভাল,
কারাবাসে করাইব চির-উপবাস !

কুলিন্দ।—অহো, সন্দেহ ঘুচিল মোর,
এই হেতু হেথা তব আগমন,
এই হেতু পুরী কৈলে নাশ,
এই হেতু প্রজাগণে ত্রাস !
অহো—অহো,
এই হেতু প্রিয়পুত্র চন্দ্রহাসে মোর
পাঠাইলে কুন্তলনগরে !
অহো, সন্দেহ—সন্দেহ বাড়ে !
মন্ত্রী !
কি ছলে পাঠা'লে তা'রে ?
ধরি পায়,
বল হে আমায়—
মোর পুত্রের জীবনে
কুলক্ষ নাহি তো তব ?
হা, চন্দ্রহাস ! বৎস রে !
না বুঝিয়া করিনু বিশ্বাস,
শেষে বুঝি মোর সর্ব্বনাশ !
হা পুত্র ! হা পুত্র !—হা চন্দ্রহাস !
কোথায় পাঠা'লে তারে, মন্ত্রিবর ?
কোথা গেল চন্দ্রহাস !
হরি ! পুত্রে মোর দেখাইয়ে দাও !
অহো ! অস্থির হ'য়েছি অতি !
চন্দ্রহাস !—চন্দ্রহাস !
ভয় নাই—এই যাই,
দেখি দেখি কত দূরে পুত্র মোর।

(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ)

ধৃষ্ট।—(হস্ত ধারণ করিয়া)—
আরে আরে দুরাচার !
ছলা করি' কোথায় পালাবি ?
কে আছ কোথায়, আইস ত্বরায়।

কুলিন্দ।—ধৃষ্টবুদ্ধি ! নামের সার্থক বটে !
ছি ছি, মন্ত্রী !
ধর্ম্মে নাহি সবে তব হেন অত্যাচার।

ধৃষ্ট।—আরে অধার্ম্মিক !
ধর্ম্মাধর্ম্ম কি দেখা'স্ তুই ?
দেখি,
ধর্ম্ম তোর কিরূপে বাঁচায় তোরে ?
কে আছ, আইস ত্বরা।

অনুচরগণের প্রবেশ।

বাঁধ দুষ্টে কঠিন নিগড়ে।

(অনুচরগণের তদ্রূপ করণ)

কুলিন্দ।—হা কৃষ্ণ !—হা কৃষ্ণ !
তোমারে পূজিয়া,
তব একাদশী ব্রত করি'
এ হেন দুর্গতি হ'ল শেষে !
প্রভু ! সর্ব্ব-অন্তর্যামী তুমি,
তুমিই আমার সাক্ষী।

বেগে মেধাবতীর প্রবেশ।

মেধা।—এ কি, মন্ত্রী !

কি করিলে—কি করিলে,
কি হেতু বাঁধিলে স্বামীরে আমার?
খুলে দাও দারুণ বন্ধন,
মন্ত্রীর মতন এই কি হে কাজ?
কি বলিবে মানবসমাজ?
কি বলিবে মহারাজ?

।— আরে দুষ্টে!
স্বামী তোর রাজদ্রোহী,
তুই ও তা'ই।
এই হেতু দোঁহে ল'য়ে গিয়ে
দিব শূলে কুন্তলনগরে রাজার গোচরে।

ধা।—রাজদ্রোহী মোরা?
মন্ত্রী!
হেন পাপ কথা না কহিও আর।
হরি সাক্ষী,
চিরদিন রাজভক্ত মোরা।

।—প্রবঞ্চনা!

লন্দ।—পত্নি!
যে জন না বুঝে ব্যথা,
তা'র সনে কেন কও কথা?
ধৃষ্টবুদ্ধি, নামের মহিমা
দেখাইল আমা দোঁহে।

।—আরে দুরাচার!
বার বার সেই কথা।
যা'বে মাথা,
তবু নাহি প্রাণে ভয়!

মেধা।—মন্ত্রী, পত্নীর গোচরে
পতিরে এ হেন বলা উচিত কি তব?
হায় হায়!
নগর ভাঙ্গিলে মোর,
অগ্নিদাহে পোড়াইলে গৃহ,
ক্ষত-দেহ কৈলে প্রজাগণে,
লুঠিলে ভাণ্ডার,
তবু না মিটিল আশা?
শেষে কৈলে স্বামীর দুর্দ্দশা?
নাহি কি হে ধর্ম্মভয় তব?

ধৃষ্ট।—ভৃত্যগণ,
ইহারেও বাঁধ ত্বরা।

কুলিন্দ।—(অতি ক্রোধে)—মন্ত্রী,
নিতান্তই কাপুরুষ তুমি!

ধৃষ্ট।—(কুলিন্দকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া)—
পিশাচ!

মেধা।—হরি! হরি!
রক্ষা কর স্বামীরে আমার!
হরি! তোমা বই কেউ নাই;
মধুসূদন! ত্রাণ কর বিপদ-পাথারে।

কুলিন্দ।—হরি,
প্রাণ যায়, সেও ভাল,
তবু না ভুলিব তব নাম।
তব নামে পড়িনু বিপদে,
তব নামে মরিতেও চাই।
হরি,
ধৃষ্টবুদ্ধি রুষ্ট তব নামে।
তব নামে পুত্রে মোর করিল বিনাশ।
শেষে তব নামে
আমা দোঁহে দিল শূলে।
দি'ক্—ক্ষতি নাহি তা'য়,
লোকে তো বলিবে তবু—
এক হরিনামে
চন্দ্রহাস, মেধাবতী, কুলিন্দ মরিল।

ধৃষ্ট।—ভৃত্যগণ,
চল এ দোঁহারে ল'য়ে কুন্তলনগরে।
রাজদ্রোহী তরে শূল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুন্তলপুর—ধৃষ্টবুদ্ধির বাটীসম্মুখ।

মদন ও চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

মদন।—হরিভক্ত চন্দ্রহাস,
পিতার আদেশ-লিপি-মতে
তব করে মোর বিষয়া ভগিনী

করি' সম্প্রদান,
হইলাম আনন্দিত প্রাণ।
হরিপদে মতি রাখি' দোঁহে
সুখে বহ চিরকাল।

চন্দ্র —মন্ত্রিপুত্র!
ইচ্ছাময় হরির ইচ্ছায়
হৈনু আজ মন্ত্রীর জামাতা;
এ বড় সৌভাগ্য মোর।
(স্বগত)—রাজলিপি বলি'
কি হেতু লিখিলা মন্ত্রী হেন লিপি;—
চন্দ্রহাসে বিষয়া করিবে দান?
—এ লেখা আমি পত্রে দেখিয়াছি।
স্পষ্টত সম্বন্ধ নাহি করি'
কৌশলে সচিব কেন প্রদানিলা সুতা?
বোধ হয় স্পষ্ট কথা বলিলে, যদ্যপি
বিবাহেচ্ছা না হ'ত আমার,
এই সে কারণ
মন্ত্রীর এ কৌশল লিখন।
ঘটনা স্বরূপ হরি,
তাহারি ঘটনা এই।

মদন।—চল এবে দোঁহে মিলি'
উৎসবাদি করি দরশন।

[উভয়ের প্রস্থান।

যষ্টিহস্তে ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।

ধৃষ্ট।—কুলিন্দেরে পত্নীর সহিত,
আনিলাম করিয়া বন্ধন,
আজ্ঞায় আমার
ভৃত্যগণ ল'য়ে গেল
সে দোঁহারে কারাগারে।
রাজারে বুঝা'য়ে,
শূলে দিব এখনি সে দোঁহে।
এ দিকেও আমার আদেশপত্র পেয়ে
চন্দ্রহাসে বিষদানে ব'ধেছে মদন।
কণ্টক হইল দূর।
চন্দ্রহাস।
মম বিষয়ের তুই অধিকারী প্রভু—না?
দুরাশয়, আমার বিষয় নয়,
যমালয় ভাগ্যে তোর লেখা।
বিপ্রের বচন মিথ্যা হবে কভু,
প্রবঞ্চক শঠ বিপ্রজাতি,
মিথ্যাভাষে মজায় সবারে;
আর বিপ্রগণে না করি বিশ্বাস।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

এ কি! এ কিসের বাদ্য বাজে?
ওহো ঠিক—
মদন নন্দন মোর শত্রু নাশ করি'
আনন্দ-উৎসব বুঝি করে।
বাস্তবিক প্রশ্নোত্তর করিবার আগে
বাস্তবে বুঝাইল মোরে—
"পিতা, চন্দ্রহাসে ক'রেছি বিনাশ।"
মদন রে, ধন্য পুত্র তুই মোর,
ঐশ্বর্য্য আমার নিশ্চয় অর্দ্ধেক তোর।
বাকি অর্দ্ধ দুই ভাগ করি'
এক ভাগ কনিষ্ঠ নন্দনে দিব,
এক ভাগ দিব প্রিয় কন্যা বিষয়াবে।

বাদ্য করিতে করিতে বাদ্যকারগণের প্রবেশ।

কহ রে বাদকগণ,
কোথা মোর কুমার মদন?

১ বা।—(নমস্কার করিয়া)—
আপনকার জয় হোক্।

ধৃষ্ট।—ভাল ভাল,
পুরস্কার দিব আশাতীত,
কহ অগ্রে, কোথায় মদন?

১ বা।—তিনি এখানে এই কতক্ষণ
আপনকার জামাই মশয়ের সঙ্গে ছিলো।

ধৃষ্ট।—কি? আমার জামাই?

১ বা।—আজ্ঞে, দিব্যি জামাই।
যেমন আপনকার মেয়েটি, তেমি ছেলেটি,
দিব্যি বর ক'নে, মশয়!

আপনকার খুব পটুতা বা হোক্ কিন্তু,
খুঁজে খুঁজে বেশ্ সমস্ক ক'রেচো।
আজ আমাদের বাজিয়েও
হাত সাথক হ'চ্চে।

(পুনর্ব্বাদ্যধ্বনি)

ধৃষ্ট।—আরে ব্যাটারা, থাম্ থাম্।

১ বা।—কেন, মশয়, থাম্‌বো কেন?
আপনকার কাণ বই
কে আমাদের ঢোলের বোল বুঝ্‌বে?
ভগবানের ইচ্ছেয় হ'ত যদি
আমাদের চাট্টে হাত,
আপনকার চাট্টে কাণ,
তা' হ'লে আজ,—
বাজা রে বাজা।

(সকলের পুনর্ব্বাদ্যধ্বনি)

ধৃষ্ট।—আরে মদোন্মত্তগণ,
কেন না শুনিস্ কথা?
বল্‌—কে মোর জামাতা?

১ বা।—সে কি, মশয়!
শ্বশুর ভ'বে কি বলেন বা হোক্।
আপনকার জামাইয়ের নাম
আমরা জানি কি না তা'ই জান্‌তে চাও?
জামাই চন্দরহাস।

ধৃষ্ট।—কি? চন্দ্রহাস?
আরে দুষ্টগণ!
মোর সনে পরিহাস?
বাদ্যযন্ত্র সনে মস্তক করিব চুর।
পরিহাস?—পরিহাস?

(বাদ্যকারগণের মস্তকে ও বাদ্যযন্ত্রে পুনঃ পুনঃ যষ্ট্যাঘাত)

১ বা।—দোহাই মশয়!—দোহাই মশয়!
চন্দরহাস নয়—শুদ্ধ চন্দর।

ধৃষ্ট।—(যষ্টি উত্তোলন করিয়া)—চন্দ্রহাস? অ্যাঁ।

১ বা।—দোহাই—দোহাই,
বরং মাথা কাটান্, ঢোল না কাটে।
ঢোলের চামড়া ফাট্‌লে—খা'ব কি?

ধৃষ্ট।—দূর হ, নীচগণ!

(পুনঃপ্রহার)

[বাদ্যকারগণের চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন।

ক্ষীরভাণ্ড, দধিভাণ্ড ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

১ ব্রা।—মন্ত্রী মহাশয় মঙ্গল হোক্।
অদ্য আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন
আমাদের চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় ক'রে
উত্তমরূপ আহার করিয়েচেন।

(উদ্গার তোলন)

ধৃষ্ট।—কোন্ কার্য্য উপলক্ষে?

১ ব্রা।—আপনার কন্যা-বিবাহোপলক্ষে।
আপনি আস্‌বার অগ্রেই
তিনি আপনার অনুমতিক্রমে
এই শুভকার্য্য সম্পন্ন ক'রেচেন।
আপনার নব জামাতা চন্দ্রহাস
বড় হরিভক্ত—বড় সুশ্রী।

ধৃষ্ট।—কি!—চন্দ্রহাস জামাতা আমার?
আমারি খেয়ে আমারি অপমান?

[যষ্ট্যাঘাতে ভাণ্ড ভগ্ন করণ ও বেগে প্রস্থান।

১ ব্রা।—আহাহা, সব ক্ষীরটেই গেল।

২ ব্রা।—আঃ! দধি-ময় দই মাথামাথি।

৩ ব্রা।—ঐ যা,
সন্দেশগুলো
পিণ্ডবৎ তাল পাকিয়ে গেলো হে।
দশ দশ গণ্ডা মোণ্ডা
একবারে চটকে একটা!

১ ব্রা।—তবু তো, ভায়া, তোমার একটা,
আমার গোল্লাগুলো যে গোল্লায় গেল।
পেট ভ'রে না খেয়ে
কি বকমারিই ক'রেচি।

২ ব্রা।—মন্ত্রী কি সুরাপান ক'রে থাকেন ?

১ ব্রা।—অবশ্য,

নৈলে আজ এমন উন্মত্ত কেন ?

নেপথ্যে ধৃষ্টবুদ্ধি।—রহ, ধূর্ত্তগণ !

এক দড়িতে সকলকে বাঁধ্‌বো।

১ ব্রা।—ও ভায়া, গতিক ভাল নয়।

যঃ পলায়তি, স জীবতি।

[সকলের পলায়ন।

বেগে ধৃষ্টবুদ্ধির পুনঃপ্রবেশ।

ধৃষ্ট।—ধিক্ ! ভীত বিপ্রজাতি।

স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ।

কহ, নারীগণ,

বাদ্যরব, মহোৎসব, ব্রাহ্মণভোজন

কিসের কারণ ?

১ স্ত্রী।—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন

চন্দ্রহাসকে কোথা থেকে পেয়েচেন,

তাই এই বাদ্য।

ধৃষ্ট।—মদন চন্দ্রহাসকে কি কিছু ধন দিয়েচে ?

১ স্ত্রী।—সামান্য ধন নয় ;

আপনার পুত্র মদন

চন্দ্রহাসকে

আপনার কন্যা বিষয়া সম্প্রদান করেচেন।

আমরা বরবধূকে দেখ্‌তে যাচ্চি।

ধৃষ্ট।—আরে আরে নিশাচরীগণ,

আমার সম্মুখে এ কথা ব'ল্‌তে

তোদের লজ্জা হয় না ?

দূর হ—দূর হ !

১ স্ত্রী।—(স্বগত)—ওমা, কি ঘেন্না,

মন্ত্রীকে হল্লে কুকুরে কাম্‌ড়েছে নাকি ?

ধৃষ্ট।—এখনো যে দাঁড়িয়ে ?

পুরস্কার চাস্ ? এই নে।

(যষ্টি উত্তোলন)

[স্ত্রীলোকগণের পলায়ন।

কি বিভ্রাট,

সকলেরি মুখে যে ঐ এক কথা !

ব্যাপার কি ! হ'ল কি ! মদন করেছে কি !

মদনের প্রবেশ।

পুত্র ! পুত্র ! কহ ত্বরা কিসের উৎসব ?

আজ্ঞা মোর ক'রেছ পালন ?

মদন।—পিতঃ !

আজ্ঞা তব করেছি পালন।

পত্র পাঠ করি' তব

চন্দ্রহাসে বিষয়া করিনু সম্প্রদান।

কল্য নিশাকালে হইয়াছে মঙ্গল বিবাহ।

পিতঃ ! ধন্য তুমি,

বহু তপস্যার ফলে

পেয়েছ শ্রেষ্ঠ সুসভ্য জামাতা !

ধর্ম্মবীর চন্দ্রহাস নব পত্নী সনে

পৌরজনগণে ল'য়ে আনন্দিত মনে

অন্তঃপুরে হরি-সকীর্ত্তনে

উঠিয়াছে একেবারে মাতি'।

পিতঃ ! পিতঃ !

হরিনামহীন এই কুন্তলনগর

শুনে নি কখন হেন হরিসঙ্কীর্ত্তন।

নব বরবধূ

হরিনামমধু ঢালি'ছে পিয়াসী জনে।

চল চল তুমিও শুনিবে, পিতা !

ধৃষ্ট।—আরে আরে পাপাত্মা কুমার !

ধিক্ তোরে কোটি কোটি বার।

দর্প তেজ গৌরব আমার

একেবারে কৈলি ছারখার !

ছিছি, কি লজ্জার কথা—কি ঘৃণার কথা !

প্রাণে দিলি নিদারুণ ব্যথা !

দৃষ্টিপথ ছাড়ি'—গৃহ মোর ছাড়ি'

দূর হ রে দুরাচার !

আজ হ'তে ত্যাজ্য পুত্র তুই মোর।

মদন।—এ কি, পিতা, এ কি কথা ?

কি হেন অন্যায় কার্য্য করিনু সাধন ?

তোমারই স্বাক্ষরিত পত্রপাঠে

চন্দ্রহাসে বিষয়া করিনু সম্প্রদান,

তবে, কিসে তব গেল গৌরব সম্মান ?

ধৃষ্ট।—ছিছি, ধিক্ মোরে,
হেন মহামূর্খ পুত্র জন্মিল আমার।
মূর্খ পুত্র হ'তে কি যে সর্ব্বনাশ ঘটে,
আজ তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মদন।—মূর্খ নহি, পিতা!
তব লিপি আদ্যন্ত করিয়া পাঠ
চন্দ্রহাস সনে
বিষয়ারে বাঁধিয়াছি বিবাহ-বন্ধনে।

ধৃষ্ট।—মূর্খ হ'তে মূর্খ তুই,
বর্ণজ্ঞানমাত্র নাহি তোর।
ভাল,
কোথা পত্র দেখা ত্বরা মোরে।

মদন।—আমারি নিকটে আছে।
(বস্ত্রমধ্য হইতে পত্র লইয়া)—
এই লহ, পিতা।

ধৃষ্ট।—(পত্র পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে, স্বগত)—
কি আশ্চর্য্য! এ কি দেখি!
শিহরে পরাণ!
"বিষদান" স্থলে "বিষয়াদান"!
আমারি ত হস্তাক্ষর এই,
এই তো পত্রের তলে
স্বাক্ষর ক'রেছি নিজ নাম!
না লিখিয়া 'বিষ'—লিখিনু 'বিষয়া'।
ওহো,
পত্র লিখিবার কালে আছিনু চঞ্চল,
বিষয়া অক্ষরচ্যুতি ঘটিয়াছে তাই।
বিষয়া তনয়া মোর,
স্নেহে সদা ভাবি তা'রে,
তেঁই পত্র লিখিবার কালে
বজ্রাঘাত কৈনু নিজ ভালে!
বিষয়া!
কেন তোর অন্য নাম রাখি নি, অভাগি?
ধিক্ ধিক্, কি কাজ করিনু নিজে?
অহো, আশা ভেঙে গেল,
হিতে বিপরীত হ'ল!
মহাশত্রু চন্দ্রহাস
করিল আমার সর্ব্বনাশ—
হইল জামাতা!
বিনাশিতে যা'র কৈনু কুটিল মন্ত্রণা,
আমারেই সেই করিল বিনাশ!
বুঝিলাম,
ভাগ্যলিপি না হয় অন্যথা,
নহে কেন মোর লিপি মোরে দিবে ব্যথা।
যাই হোক্, তবু না ছাড়িব,
চন্দ্রহাসে নিশ্চয় বধিব,
হয় হোক্ বিষয়া বিধবা,
তথাপি পরের পুত্র
কভু না হইবে মোর বিষয়াধিকারী।
(প্রকাশে)—যাও, পুত্র, অন্তঃপুরে।

মদন।—পিতা,
যদি আমি কোন অপরাধ ক'রে থাকি,
আমাকে ক্ষমা করুন।
বলুন, এ বিবাহে কোন ত্রুটি ক'রেছি,
এখনি তা'র প্রতিবিধান করি।

ধৃষ্ট।—মহারাজকে নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল।
তিনি আমার প্রভু,
কিন্তু আমার কন্যার বিবাহ হওয়াটা
তাঁ'কে না জানিয়ে ভাল হয় নি।

মদন।—আপনার পত্রে তা' তো লেখা ছিল না।

ধৃষ্ট।—বৎস, তা' আমারই ত্রুটি,
তোমার দোষ নয়।
বৃথা তোমায় ভর্ৎসনা ক'ল্লেম,
দুঃখিত হ'য়ো না।

মদন।—আচ্ছা,
আমি মহারাজকে গিয়ে এখন বলচি,
ভ্রমবশতঃ এরূপ ঘ'টেচে ব'লে
তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হ'বেন না।
আপনি অন্তঃপুরে গিয়ে
নববরবধূকে আশীর্ব্বাদ করুন।
আমি রাজবাটী চ'ল্লেম।

[মদনের প্রস্থান

ধৃষ্ট।—নববরবধূকে আশীর্ব্বাদ!

এখন আমার আশীর্ব্বাদ অন্তরূপ—
চন্দ্রহাস নিহত হোক্‌।
বিষয়া বিধবা হোক্‌।
অন্তঃপুরে এখন যা'ব মা,
যা'ব মহাশত্রু চন্দ্রহাস নিহত হ'লো।
চন্দ্রহাস আমার ঐশ্বর্য্যের ভাবী প্রভু
দেখবো দেখ্‌বো
কিরূপে সে আমার বিষয়াধিকারী হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুন্তলপুর—রাজকক্ষ।

কুন্তলক ও গালব।

কুন্ত।—তপোধন,
বালের ঘটনা অতি অদ্ভুত,
চন্দ্রহাস কেবলরাজের পুত্র।
ধাত্রীর গুপ্তপত্রে
সমস্ত রহস্য ভেদ হ'য়েছে।
মন্ত্রিপুত্র মদনের প্রমুখাৎ
রাজপুত্র চন্দ্রহাস ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে
তাঁর ধাত্রী মাতার শয়নকক্ষে
মৃত্তিকার নিম্নে তৎসম্বন্ধে কি আছে।
আমি তা' শুনে মৃত্তিকা খনন করিয়ে
একটি কৌটা পেলেম।
কৌটামধ্যে একখানি পত্র দেখ্‌লেম।
চন্দ্রহাস ধাত্রীপুত্র নয়,
মহারাজ কেবলপতির পুত্র।
তপোধন, এই সেই চন্দ্রহাস।
চন্দ্রহাস কেবল রাজপুত্র ন'ন,
এমন অল্প বয়সে পরম ধর্ম্মশীল হরিভক্ত।
আমার মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি যথার্থ বুদ্ধিমান,
তাই এমন সৎপাত্রে কন্যাদান ক'রেছেন।
আমিও চন্দ্রহাসকে
আমার একমাত্র কন্যা চম্পকমালিনীকে
সম্প্রদান ক'রে পরম কৃতার্থ হ'লেম।
এমন হরিভক্ত রাজপুত্র চন্দ্রহাসকে
কন্যাদান করা আমার সৌভাগ্যের বিষয়।

গালব।—মহারাজ,
ভগবান্‌ হরির অলৌকিক লীলা।
তিনি এইরূপেই
ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।
মহারাজ,
আপনার ন্যায় আমিও ধন্য হ'লেম,
আমার রাজপৌরহিত্য সার্থক হ'ল।

মদনের প্রবেশ।

কুন্ত।—এস মদন,
কুমার চন্দ্রহাস কোথা?

মদন।—তিনি
যুগল নবপত্নী এবং পুরবাসিগণের সহিত
অনবরত হরিপূজা ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ক'চ্চেন।
এক এক বার ব'লছেন,—
কুন্তলপুরের রাজগৃহে ও মন্ত্রিগৃহে
জীবের মুক্তিস্বরূপ হরিনাম প্রচারার্থে
হরিই আমাকে ধর্ম্মপত্নীযুগল দান ক'রেছেন।

কুন্ত।—ধন্য হরিলীলা।

গালব।—ধন্য হরিভক্ত প্রকৃতি পুরুষ!

সকলে।—ধন্য হরিলীলা!

কুন্ত।—মন্ত্রিপুত্র,
তুমি চন্দ্রহাসকে আমার নিকট
একবার পাঠিয়ে দাও।
আমরা হরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ ক'রবো।

সকলে।—ধন্য হরিলীলা।

[একদিকে মদনের প্রস্থান

[অন্য দিক্‌ দিয়া কুন্তলক ও গালবের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধৃষ্টবুদ্ধির বাটীসম্মুখ।

চন্দ্রহাস ও ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।

ধৃষ্ট। -বৎস চন্দ্রহাস,
আমার বড় সৌভাগ্য,
নৈলে
তোমার মত হরিভক্ত জামাতা কি লাভ হয় ?
আমার ন্যায় মহারাজ কৌন্তলকও সুখী,
তিনি তাঁ'র কন্যা চম্পকমালিনীকে
তোমার হস্তে প্রদান ক'রেচেন।
(স্বগত)—মহারাজ নিতান্ত মূর্খ,
নৈলে তোমাকেও কন্যা দান করেন ?
(প্রকাশে)—আমি আশীর্ব্বাদ করি,
তুমি আমার প্রিয়তমা কন্যা বিষয়া
এবং রাজকন্যা চম্পকমালিনীর সহিত
চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কর।
(স্বগত)—দুরাত্মন্,
তুই আমার মর্ম্মচ্ছেদ ক'রেছিস্।
যথাকথঞ্চিৎ
এখনো আমি জীবিত আছি বটে,
কিন্তু তুই জীবিত থাকলে,
আমার চিন্তাজ্বরে মৃত্যু হ'বে।
আমি বিশেষরূপে অনুধাবন ক'রে দেখ্লেম্—
আমাদের উভয়ের জীবন,
ইহলোকে থাকবার নয়।
এক জনের জীবনের অন্ত নিশ্চয়
অপরকে অকালে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে হ'বে।
পাপিষ্ঠ,
আমি তোর পিতা মাতাকে
এমনি শূলে দিয়েছি,
কিন্তু দৈববশতঃ তুই রাজজামাতা হ'লি,
সুতরাং এখন আমাকে সে বিষয়ে,
কিছুদিন নিরস্ত থাকতে হ'ল।
অগ্রে তোকে বিনাশ ক'র্বো,
তা'র পর তা'দের।
পরধনলোভী,
আমার ঐশ্বর্য্যের চেয়ে,
তোর ক্ষুদ্র জীবন কখনই শ্রেয় নয়।
অদ্যই তোর শেষ দিন উপস্থিত।
অদ্যই চম্পকমালিনী ও বিষয়া বিধবা হ'বে।
(প্রকাশে)—বৎস চন্দ্রহাস,
এখন তোমার একটি কার্য্য বাকি আছে।

চন্দ্র।—কি কার্য্য, বলুন ?

ধৃষ্ট।—আমাদের কৌলিক প্রথা আছে—
বিবাহান্তে বরকে একাকী গিয়ে
আমাদের কুলদেবতা চণ্ডিকার
পূজা ক'র্ত্তে হয়।
অদ্য তুমি সন্ধ্যার সময় গন্ধপুষ্পাদি নিয়ে
দেবী চণ্ডিকাকে
পূজা ও নমস্কার ক'র্ত্তে যাবে ?
তা' না ক'র্লে বিবাহ সফল হ'বে না।

চন্দ্র।—যে আজ্ঞে,
সন্ধ্যার সময়
মাতা চণ্ডিকার পূজা ক'র্ত্তে যাব।
কোথায় তাঁ'র মন্দির ?

ধৃষ্ট।—এই কুন্তলনগরের বহির্ভাগস্থ অরণ্যে।

চন্দ্র।—যে আজ্ঞে—
আমি নিশ্চয় সন্ধ্যার সময় সেখানে যাব।

[চন্দ্রহাসের প্রস্থান

ধৃষ্ট।—এই বার আমার আশা পূর্ণ হ'বে।
চণ্ডালদের গোপনে গোপনে ব'লে দিয়েছি
তা'রা আজ সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে
সশস্ত্রে
বনমধ্যস্থ চণ্ডিকামন্দিরে লুক্কায়িত থেকে,
আমার আদেশমত কার্য্য ক'র্বে।
আজ চণ্ডিকা দেবী
নররক্তে তৃপ্তিলাভ ক'র্বেন
অথচ আমারও পরম শত্রু বিনষ্ট হ'বে।
মা চণ্ডিকে।
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, মা।

[প্রস্থান

মদনের সহিত চন্দ্রহাসের পুনঃপ্রবেশ।

মদন।—সন্ধ্যাও তো প্রায় হ'য়ে এল,
মহারাজ যে তোমাকে ডেকেছেন,
তাই আমি তাড়াতাড়ি এলেম।
তিনি, তোমার মুখে হরিগুণগান শুন্‌বেন,
তাই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে
তোমার অপেক্ষায় আছেন।
তুমি অগ্রে মহারাজের নিকট যাও;
আমি ততক্ষণ তোমার হ'য়ে,
গন্ধপুষ্পাদি নিয়ে মা চণ্ডিকার মন্দিরে যাই;
তা'র পর তুমি সেখানে যেও।
উভয়ে দেবীদর্শন ও পূজাদি ক'রে
একত্রে গৃহে ফির্‌বো।

চন্দ্র।—দেবীপূজার পর
মহারাজের নিকট গেলে হ'বে না?

মদন।—মহারাজ যে তোমার জন্য অস্থির।

চন্দ্র।—আচ্ছা, তবে তাঁ'রই কাছে অগ্রে যাই,
তুমি দেবী-মন্দিরে আমার জন্য
কিয়ংকাল অপেক্ষা ক'রে থেকো।
আমি শীঘ্রই সেখানে যা'ব।

[মদনের প্রস্থান।

(গীত)

পরের তরে আপন ভুলে
পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও।
পরম দয়াল পরমব্রহ্ম,
পরের তুমি নিজের নও॥
সৃষ্টি তোমার পরের তরে,
দৃষ্টি তোমার পরের'পরে,
পরের তরে অগুণ হরি,
আকার ধ'রে সগুণ হও॥
পরের তরে কার্য্য কর,
পরের তরে কেবল ঘোরো,
পরের চোখে চেয়ে দেখ,
পরের কথায় কথা কও;
পরকে দিয়ে নিজের বিষয়,
পরের তরেই চেয়ে রও॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যে চণ্ডিকার মন্দির।

(ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত)

সশস্ত্রে দুইজন ছদ্মবেশী চণ্ডালের প্রবেশ।

১ চ।—কি গেরো!
কোত্থেকে সন্ধ্যেবেলা ঝড় বিষ্টি এল!
চল্ চল্ শীগ্‌গীর মন্দিরের ভেতর ঢুকি।
মন্ত্রী মশায়ের আর বিলু ক্যাথ নেই,
আজি কাট্‌তে হ'বে।

২ চ।—তা কি কর্‌বি বল্, ভাই,
বক্‌সিস্‌টে কত টাকার জানিস্ তো?

১ চ।—তা খুব বটে, চিরকাল ব'সে ব'সে মদ খা'ব।
চল্, এখন মন্দিরে ঢুকে,
দোরের কপাট এঁটে কোণে লুকিয়ে থাকি।

২ চ।—আচ্ছা ভাই,
শ্বশুর হ'য়ে জামাইকে কি কেউ খুন করে?

১ চ।—আরে শালা!
জামাই তো মেয়ে ম'লে পরের ব্যাটা,
আমরা নিজের ব্যাটাকেই
টাকার লোভে দফারফা করি।
বুঝ্‌লি, টাকা এম্নি জিনিষ?

২ চ।—তা ঠিক্ কথা,
নৈলে
আমরাই বা এ কাজ ক'র্ত্তে আস্‌বো কেন?
নে—লুকুই চ; ভিজে মলুম্।

(উভয়ের মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারবন্ধকরণ)

(পুনর্ব্বার বজ্রপাত ইত্যাদি)

পুষ্পাদি লইয়া মদনের প্রবেশ।

মদন।—সহসা এ কি দুর্যোগ?

ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতে অরণ্য অস্থির।
চন্দ্রহাস কি ক'রে আস্‌বেন?
আচ্ছা, আমি মন্দিরমধ্যে পুষ্পাদি রেখে,
আবার রাজবাড়ী গিয়ে তাঁ'কে আনি।

মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া মধ্যভাগে পুষ্পাদি রাখিবার চেষ্টা, এমন সময়ে ছদ্মবেশী চণ্ডালদ্বয়ের বাহিরে আগমন ও মদনকে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত)

ম। প্রাণ যায়। প্রাণ যায়!—

(ভূতলে পতন)

মা চণ্ডিকে,
আমি মতিযামুর নই, ভুজঙ্গিভুক্ত নই,
না, আমি যে তোর ভক্ত পুত্র।
কুবক্তে কেন তোর ইচ্ছা হ'ল, মা?
ওহো!—বড় যন্ত্রণা! প্রাণ গেল!
চন্দ্রহাস! চন্দ্রহাস!
যদি এসে থাক, পালাও পালাও!
আমার প্রাণ যাক্, ক্ষতি নাই,
কিন্তু তোমার প্রাণে যেন আঘাত না লাগে।
আমার চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য অনেক।
তুমি পরম হরিভক্ত;
হরিই তোমায় রক্ষা ক'র্‌বেন।
হরি! হরি!
আর কথা কইতে পারি নি!—
বড় কষ্ট!—উঃ!
হরি!—হরি!—

(মৃত্যু)

চ।—(সভয়ে)—অ্যাঁ, ক'ল্লেম কি?
এ তো চন্দ্রহাস নয়—মদন যে?
হায় হায়,
মন্ত্রী মশয়কে পুত্রহারা ক'ল্লেম!
আমরাও যে শূলে যা'ব!
কি হ'বে, ভাই?

চ।—দেশ ছেড়ে পালাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ।

ধৃষ্ট।—কই? কই?
কোথায় দুষ্টের মৃতকায়?
এই যে ভূতলে পড়ি' যায় গড়াগড়ি।
মনোবাঞ্ছা পূরিল আমার,
মহাবৈরী হইল সংহার।
আজ চণ্ডালগণেরে দিব আশাতীত পুরস্কার।
আরে আরে হরিভক্ত চন্দ্রহাস,
কোথা তোর হরি এবে?
এই বুঝি হরিভক্তি?
কই হরিভক্তি-বলে নারিলি জীবিতে?
মোর উপার্জ্জিত অর্থে গঠিত ভূষণ,
দিয়াছে মদন এরে বিবাহ সময়,
ইহার শরীরে
এখনো সে সব আছে।
সমস্ত খুলিয়া ল'ব
কি হেতু ইহারে দিব আমার ভূষণ?

(ভূষণ উন্মোচন করিতে গিয়া)—

এ কি! কা'র এই হতদেহ?
হায় হায়!—এ কি সর্ব্বনাশ!
জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন আমার
মরিল চণ্ডাল করে।
আহা, এ কি হ'ল, এ কি হ'ল!—
পুত্র ম'লো শত্রু বেঁচে গেল!
হা পুত্র!—হা পুত্র!—
কি হ'ল কি হ'ল তোর,
কোথা গেলি ফেলি' মোরে?
ছি ছি, কি নিষ্ঠুর আমি,
আমা হ'তে মৈল পুত্র মোর।
ধিক্ ধিক্ মোরে!
কি ক'রে করিনু হেন কাজ?
এখনো কি হেতু বাজ নাহি পড়ে শিরে?
মা চণ্ডিকে,
পুত্রহারা করিলি আমায়,
এই কি মা ছিল তোর মনে?
না না—আমিই পাতকী,

করিনু যেমন পাপ কর্ম্ম,
ধর্ম্ম তা'র দিল প্রতিফল!
করিতে পরের মন্দ
নিজ মন্দ অগ্রেই ঘটিল!
আহা,
বুঝিলাম এতক্ষণে—
হরিভক্ত বৈষ্ণবের হরিই জীবন;
সে জীবন কে পারে নাশিতে?
বুঝিলাম এতক্ষণে—
বৈষ্ণবের করি' অপমান,
হারাইনু আপন সন্তান!
পুত্র রে! উঠ উঠ,
পিতা বলি' ডাক একবার,—
দগ্ধ প্রাণ জুড়া রে আমার!
চন্দ্রহাস-করে দে রে বিষয়ারে,
আর তোরে কিছু বলিব না;
পিতা ব'লে জুড়া রে যন্ত্রণা।
হায় হায়,
পুত্র নাহি কথা কয়!
বৈষ্ণব-বিদ্রোহী বলি' মোরে
পিতা বলি' নাহি ডাকে আর!
তবে, কি কাজ আমার ছার প্রাণে?
মদন যেখানে
আমিও সেখানে যা'ব।
যে ঐশ্বর্য্য-লোভে মাতি' কৈনু মহাপাপ,
সে ঐশ্বর্য্য দিল শেষে মহা পরিতাপ,
স্বর্গ ভেবেছিনু যা'র,
এবে সে ঐশ্বর্য্য নরক-যন্ত্রণা!
শত ধিক্ সে পাপ ঐশ্বর্য্যে!
শত ধিক্ আমা হেন ধনলোভী জনে!
পুত্র রে!
একাকী যেও না,
পথে ধনপ্রলোভন আছে,
বিপদে পড়িস্ পাছে,
আমিও যাইব সাথে, দাঁড়া, বাপ!

(স্ববক্ষে অস্ত্রবিদ্ধকরণ ও মৃত্যু।)

বরবেশে চন্দ্রহাসের প্রবেশ।

চন্দ্র।—(কীর্ত্তনের সুরে)—
হরিনামে আপনা ভুলে,
হরি বলে মধুর রবে।
বনবাসী তরু লতা
গায় হরিনাম-গাথা
করতালিচ্ছলে বাজে পাতা
পবন বাজায় শিঙ্গা রে!
ভাব-আবেশে—ও মন!
ভাব-আবেশে মেঘে মেঘে
মৃদঙ্গ-নাদ উঠে,
আহা,
জগৎজননী শিবের ঘরণী তারা
হইয়ে আপনহারা
নির্জ্জন বনে অচল নয়নে
মগন হরির ধ্যানে।
আহা, এমন হরিয়ে ভুলে
কেন আছ, ভোলা মন?
মায়ার ছলন জীবন মরণ,
সুখ দুখ ধন জন,
ও মন! ছাড় হেন মায়া,
পা'বি শান্তি-ছায়া,
এক বার ভক্তিভরে মধুর স্বরে
হরি হরি বল রে!
(কথায়)—আমার বিলম্ব দেখে
ধার্ম্মিক মদন কি রাগ ক'রেচেন?
না, তিনি রাগ করেন না,
আমি হরিনাম ভালবাসি ব'লে
বরং তিনি আমায় ভালবাসেন।
বৃষ্টিঝড়ের দুর্যোগ দেখে
তিনি একাকী দেবীমন্দিরমধ্যে আছেন।
আমিও যাই।
(অগ্রসর হইয়া)—এ কি! কে এ দু'জন
(দেখিয়া)—হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ,
রাজমন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্র নিহত!
রক্তময় রক্তচিহ্ন!

হায় হায়, পিতা পুত্রে প্রাণহীন।
মা চণ্ডিকে,
এ কি লোমহর্ষণ কাণ্ড, মা?
কে এঁদের হত্যা ক'রেছে?
কিছুই যে বুঝ্তে পারিনি—
মনে দারুণ সন্দেহ হ'চ্ছে।
মা,
তোমার পূজা ক'র্তে এসেছি,
আমার কিছু বিলম্ব হ'য়েছে ব'লে কি
তুমিই এঁদের হত্যা ক'রেছ?
জননি,
লোকে তোমায় রক্ত-পিপাসু বলে,
এ কি মা তা'রি চিহ্ন?
মা, তুমি তো রক্ত-পিপাসু নও,
তুমি হরির চিৎস্বরূপিণী প্রেমময়ী বৈষ্ণবী,
তুমি নিজে কখনই তো জীবহত্যা কর না।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পাপ
ইত্যাদিই জীবের শত্রু,
এরাই দৈত্য—এরাই বুদ্ধির পশু,
তুমি এদের হত্যা ক'রে
এদেবি বক্ষে আপনারে স্থাপিত কর।
মাংসলোভী মনুষ্যেরা
স্বকার্য্য সাধনের জন্য
নিজে জীবহত্যা ক'রে
তোমাকে অন্যায়রূপে তা'র কারণ বলে;
কিন্তু তুমি নিজে জীবহত্যা কর না।
হরির সৃষ্ট জীবের প্রতি
তোমা হেন জীবপালিনী কখন নিঠুর নয়।
বল মা, এ কার্য্য কে ক'রেছে?
হায় হায়! আমা হেন অভাগাকে
জগন্মাতা চণ্ডিকা যে কিছুই ব'লেন না!
ওহো, এতক্ষণে বুঝেছি—
আমা হেন পাতকীর হরিআরাধনা বৃথা দিই;
আমি, বোধ হয়, কোন পাপ ক'রেছি—
হয় তো আমার নামসাধনের কপট ঘটেছে—
মুখে হরি হরি ব'লেছি,

মনে হয় তো সংসার-সুখে মেতেছি,
পাপকে পুণ্য ভেবে মনে স্থান দিয়েছি,
সেই পাপেই আজ এমন হ'ল।
ছি ছি, লোকে আমায় কি ব'লবে?
ব'লবে—পাপিষ্ঠ চন্দ্রহাস,
তোর পাপে দু'টি জীবহত্যা হ'য়েছে।
হায় হায়! এ কি হ'ল?
হরি! হরি! আমি মহাপাপী,
আমি জীবিত থাক্লে,
না জানি,
আমার পাপে আরো কত জীবহত্যা হ'বে।
আমার এ পাপ জীবনে প্রয়োজন নাই।
মা চণ্ডিকে,
তুমি সকল কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ সাক্ষী,
আমি তোমারি সম্মুখে
আমার পাপ জীবন বিসর্জ্জন করি,
তুমি আমার হরিকে এ কথা ব'লো মা।

(বক্ষে অস্ত্রাঘাতোদ্যোগ)

সহসা মূর্ত্তিমতী চণ্ডিকার আবির্ভাব ও চন্দ্রহাসের হস্তধারণ।

চণ্ডিকা।—ক্ষান্ত হও, বাছাধন,
আত্মনাশ-আশা কর পরিহার।
চন্দ্র।—(প্রণাম করিয়া)—মা।
কোন্ মুখে ধরিব এ ছার প্রাণ?
চণ্ডিকা।—তোমা হেন হরিভক্ত ত্যজে যদি প্রাণ,
তবে এই পাপ ধরাতলে
কে করিবে হরিনাম গান?
তাপিপ্রাণে কে ঢালিবে হরিনাম সুধা?
কে খুলিবে পাতকীর মুক্তির দুয়ার?
ধন্য তুই!—ধন্য হরিভক্তি তোর।
চন্দ্র।—হরিভক্তি কই, মা, আমার?
পাপ-ভক্তিময় প্রাণ মোর।
আহা, মোর মহাপাপে
জীবহত্যা হরির সংসারে!
চণ্ডিকা।—না রে, বৎস, তোর পাপ নয়,

নিজ পাপে ধৃষ্টবুদ্ধি ত্যজিল জীবন।
জনকের পাপে পুত্রও ত্যজিল প্রাণ।
যা'ই হোক,
অনলে সুবর্ণশুদ্ধি যথা—
মরণে জীবের শুদ্ধি তথা।
ধৃষ্টবুদ্ধি পুত্র সনে পাপমুক্ত হৈল এতক্ষণে।
শোক দুঃখ না করিও আর,
শুন বচন আমার,
প্রাণ-সঞ্জীবন হরিনাম
ধৃষ্টবুদ্ধি মদনের কাণে করাও শ্রবণ,
করে স্পর্শি' দোঁহাকার শির।
পুন প্রাণ পাইবে দু'জনে।

চন্দ্র।—মা গো! এ কি লীলা তোর, জীবনদায়িনি?

চণ্ডিকা।—বৎস চন্দ্রহাস,
এ নহে আমার লীলা।
লীলাময় হরি,
এ—হরিলীলা।

চন্দ্র।—ধন্য হরিলীলা!

চণ্ডিকা।—শোন, বৎস,
ছদ্মবেশে এখনি যাইয়া আমি,
আনি হেথা পৌরজনগণে,
তব বাপ মায়ে,
নব পত্নীদ্বয়ে তব,
মহারাজ কৌন্তলকে,
আর আর নরনারীগণে।
সে সবার সনে
আমার মন্দিরে কর হরিসঙ্কীর্ত্তন।
এ নিবিড় বনে আছি বহুকাল,
কিন্তু হরি গুণগান কভু শুনি নাই।
আজ ধন্য হ'ব আমি
তোর মুখে শুনি' হরিগুণগান।
অলক্ষ্যে শুনিব হরিনাম,
তুই বই কেহ না দেখিবে মোরে।
জীয়াও এ দোঁহে।
চলিলাম আমি।

(চণ্ডিকার অন্তর্ধান)

চন্দ্র।—(মদন ও ধৃষ্টবুদ্ধির শিরস্পর্শ করিয়া, সুরে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

মদন ও ধৃষ্টবুদ্ধির পুনর্জ্জীবন লাভ

ধৃষ্ট।—(মদনের প্রতি)—
পুত্র রে,
কিরূপে জীবিত হ'লি?
যে তোমারে জীবিত কৈল,
সে যা' চায়, দিব তারে তা'ই।
জননী চণ্ডিকা সাক্ষী।

চন্দ্র।—পূজনীয় শ্বশুরঠাকুর,
শুধু তব পুত্র নয়,
তুমিও নিহত হ'য়েছিলে।
একমাত্র হরিনাম-বলে
পিতা পুত্রে পাইলে জীবন পুন।

ধৃষ্ট।—বৎস চন্দ্রহাস,
বটে বটে,
হরিনাম শুনিয়াছি কাণে।
কেবা শুনাইল অমৃতস্বরূপ হরিনাম?

চন্দ্র।—তোমার কিঙ্কর চন্দ্রহাস।

ধৃষ্ট।—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,
কিবা চাও, করিব প্রদান।

চন্দ্র।—অন্য কিছু নাহি চাহি।
এ সংসারে কেহ নহে কা'র,
ধন জন সকলি অসার,
একমাত্র হরিনাম সার;
হরিনাম জীবের জীবন,
হরিনাম মুক্তির সদন,
হরিনাম স্বর্গের সোপান।
চাই শুধু এই হরিনাম।
দেব! পেয়েছ নূতন প্রাণ,
পেয়েছ হারাণ-পুত্র যে নামের গুণে,
ভক্তিভরে বল সেই হরিনাম।
(সুরে)—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

ধৃষ্ট।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

রাজা, রাণী, কুলিন্দ, মেধাবতী, গালব, বিষয়া, চম্পকমালিনী, ভক্ত বালকগণ ও নরনারীগণের প্রবেশ।

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

কুলিন্দ।—বৎস চন্দ্রহাস,

মম রাজ্যে অভিষেক করিনু তোমায়;
চণ্ডীর খড়্গের শুক্তসিন্দুর লইয়া
রাজটীকা দিনু তব ভালে।
বৃদ্ধ আমি,
চলিনু অরণ্যে এবে
হরিনামে কাটাইতে অন্তিম জীবন।

সকলে।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

চন্দ্র।—হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

জননী চণ্ডিকা হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনবেন;
এস এস, সকলে মিলে
ভক্তিভরে হরিসঙ্কীর্ত্তন করি।

সকলে।—(হরিসঙ্কীর্ত্তন)—

(জয়) নন্দদুলাল, ব্রজগোপাল,
ভুপ-ভুপাল হরি হে—
কৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রবদন,
ভব-সাগর-তরী হে॥
রাধিকা-হৃদি-বিহারী শ্যাম,
বংশীধারী বঙ্কিম ঠাম,
ফুল্ল বক্ষ কুসুমদাম,
পাতকি পাপ-হারী হে।
মনোমোহন, বাঁকানয়ন,
গোপিনীগণ-রঞ্জন,
চারু পীত ধড়া, বাঁকা শিখিচূড়া,
ভীত-চিত-ভয়-ভঞ্জন—
দৈত্যবিজয়ী হৃষীকেশ,
চন্দনমাখা মোহন বেশ,
গোবর্দ্ধনধর পরেশ,
বৃন্দা-বিপিন-চারী হে।॥

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

হরিদাস ঠাকুর।

[ধর্ম্মমূলক নাটক।]*

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নারায়ণ। চৈতন্যদেব। হরিদাস ঠাকুর (যবন হরিদাস)। অদ্বৈত আচার্য্য। শ্রীবাস আচার্য্য। গৌড়ের নবাব। কাজী। রহিমুদ্দিন। আতাউল্লা। ফতেউল্লা। রামচন্দ্র খাঁ। গদা। হিন্দুগণ। পাইকগণ। লোকগণ। গ্রাম্য বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী। দেববালাগণ। ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ। পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ। মোহিনী ইত্যাদি।

অবতারণা।

গোলোকধাম।

সিংহাসনোপরি লক্ষ্মী নারায়ণ উপবিষ্ট।

চতুর্দ্দিকে দেববালাগণ

দণ্ডায়মান।

দেববালাগণ।— (গীত)

জয় জয় হরি গোলোকবিহারী,
কমলা হৃদয়-রঞ্জন।
জয় বনমালী কমল-ধারী,
ভকত-বিপদ-ভঞ্জন।
জয় রমা হরি-অঙ্ক শোভিনী,
উজল-অচল-বিজলী বরণী,
জয় জয় জয় প্রকৃতি পুরুষ,
যুগল পদযুগ বন্দন॥

নারায়ণ।—(সুরে)—

রমে! তব প্রেম-ঋণে বাঁধা মম মন,
এ ঋণ শুধিতে আমি নারিব কখন।
বৃন্দাবনে রাধারূপে তুমি হে যেমন,
প্রেমভক্তি দেখাইলে, কে পারে তেমন?
সেই প্রেমভক্তি এবে কলি-জীবগণে,
শিখাইতে বাসনা মোর হইয়াছে মনে।
প্রেমভক্তি-ঋণ তব কতক শুধিতে,
একাধারে রাধাকৃষ্ণ হইব কলিতে।

লক্ষ্মী।—(সুরে)—

কে জানে তোমার লীলা,
কে জানে তোমার খেলা,
ভক্তের সম্বল তুমি, ভক্তের জীবন।
ভকতি শিক্ষার হেতু, ধর তুমি যুগে যুগে,
কত রূপ, বিশ্বরূপ, না হয় বর্ণন॥
মোরে উপলক্ষ করি', জীবগণে তার, হরি,
কলিতে কি মূর্ত্তি এবে করিবে ধারণ?।
নিবেদি চরণে হরি', কহ মোরে দয়া করি',
নব কৌতূহল মোর কর হে পূরণ॥

---

* মদীয় বীণা রঙ্গভূমিতে অভিনীত।

নারায়ণ।—(সুরে)—

তোমার বরণ নিয়ে, গৌরাঙ্গ হইব, প্রিয়ে,
অন্তরে থাকিব কৃষ্ণ, বাহিরে রাধিকা।
কমণ্ডলু ল'ব করে, সন্ন্যাসীর রূপ ধ'রে,
হরিনাম দিব তা'রে, যা'র আর দেখা—
শিখা'ব কলির জীবে, যে আমারে সদা সেবে,
তাহার অধীন থাকি চিরকাল থাকি।
নন্দরূপ লুকাইয়ে, সেই রূপ বাড়াইয়ে,
তাহার অঙ্গের বর্ণ নিজ অঙ্গে মাখি॥
তুমি লক্ষ্মী, তুমি রাধা গৌরবর্ণা,
কলিতে, গৌরাঙ্গ হ'তে হইতে বাসনা।

লক্ষ্মী।—প্রভু!
যুগে যুগে প্রতি অবতারেই
আমি তোমার চরণ সেবার জন্য,
সঙ্গিনী থাকি,
এবার কলির জীবগণকে উদ্ধার করবার জন্য
এ দাসীকে কি সঙ্গে নেবে না?

নারা।—কমলে!
তুমি আমি ভিন্ন নই,
তুমি আমার শক্তিস্বরূপিণী,
সুতরাং তুমিও এই কলিতে লক্ষ্মী নামে
আমার সহধর্ম্মিণী হ'বে।
তা' ছাড়া ব্রহ্মাদি দেবগণও যেমন
যুগে যুগে মর্ত্ত্যলোকে
আমার সাহায্য করবার জন্য
অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন,
এবারেও তাঁ'দের সঙ্গে ল'ব।

লক্ষ্মী।—কোন্ কোন্ দেবতা কোন্ কোন্ রূপে
তোমার সঙ্গে কলিযুগে
ভূলোকে অবতীর্ণ হ'বেন?

নারা।—ব্রহ্মা, হরিদাস ঠাকুর হ'বেন;
তিনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে
আমার স্বতঃসিদ্ধ ভক্ত হ'য়ে
পাপিত্রাণমূল হরিনাম প্রচার ক'র্‌বেন।
মহাদেব, আচার্য্য অদ্বৈত হ'বেন,
আমার অংশাবতার বলরাম
অবধূত নিত্যানন্দ হ'বেন।
দেবর্ষি নারদ শ্রীবাস হ'বেন,
এইরূপে অন্যান্য দেবগণ ও ঋষিগণ
প্রয়োজনানুসারে
ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌বেন।
তাঁরা আমার সহিত
কলিযুগের পাপী জীবদিগকে
ভক্তিমূল হরিনাম শিক্ষা দিয়ে
যমের নরক হ'তে পরিত্রাণ ক'র্‌বেন।

লক্ষ্মী।—ধন্য, নাথ! জীবের প্রতি আপনার দয়া।
ধন্য আপনার ভক্তবৎসলতা।
ধন্য আপনার নামমাহাত্ম্য।

দেববালাগণ।— (গীত)

প্রেমের হরি প্রেমের তরে
যা'বেন আবার মর্ত্ত্যধামে।
প্রেমভক্তি শিখিয়ে দেবেন,
প্রেমের মধুর হরিনামে॥
পাপী তাপীর পাপ ঘুচিবে,
হরিনামের স্রোত বহিবে,
মর্ত্ত্য আবার স্বর্গ হ'বে,
সবাই ফাঁকি দিবেক যমে॥

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বুড়ন গ্রাম—পথ।

রহিমুদ্দিন, ফতেউল্লা ও আতাউল্লার প্রবেশ।

রহি।—ওরে ফতেউল্লা! ওরে আতাউল্লা!
এ যে বড় মুস্কিল হোলো দেখ্‌চি।
মুসলমানের ঘরে জন্মে
নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে
লোকটা হোলো কি?—আঁা! ছি ছি!

ফতে।—কর্ত্তা মুশাই ! বোল্‌বো কি বল,
হেঁদুর ঘরেও সেডার মত কাফের নেই।
কোরাণ ছাড়ি' পুরাণ পড়ে,—
আল্লা ফেলি' হরি বলে,
নিজের মোছলমানী নাম ছাড়ি'
নিজেকে হরিদাস ব'লে পরিচয় দেয়।
রহি।—তোবা তোবা !
আতা।—কত্তা গো !
কাফেরডা সবই বদ্‌লেচে,
ক্যাবল এড্ডা চিজ্ ঠিক্ রাক্‌চে।
রহি।—কোন্ চিজ ?
আতা।—কাঁছা-খোলা।
ঐডেই ক্যাবল মোদের মোল্লাদের নজি
ঠিক আছে।
ফতে।—ও ভাই আতা ! মোর মনে হয়,
কাঁছা খোলাডাই যত নষ্টের ধাড়ী।
মোদের ধম্ম আর কাফের বৈরিগীর ধম্ম
ক্যাবল কাঁছা-খোলাতেই একৃসা হ'য়ে গেচে।
(রহিমদ্দিনের প্রতি মুন্সী জী !
এবার থেকে এড্ডা কাম ক'ল্লে হয় না ?
রহি।—কি কাম ?
ফতে।—কাঁছা খোলার চাল তুলে দিয়ে
খুব পাকা কোরে কাঁছা-আঁটা।
রহি।—দূর্ পাগল !

বেগে একজন মুসলম্যানের প্রবেশ।

কি কোরে এলিরে ?
মুস।—এজ্ঞে, হজুরের হুকুমে
হরিদাস কাফেরের কুঁড়েখান
জ্বালিয়ে দিয়ে এলুম।
রহি।—আর চিজ্ উজ্ ?
মুস।—চিজ্ উজ্ তো কিছুই দেখি নি।
ক্যাবল এড্ডা ছেঁড়া কাঁথা,
ছুডো মাডীর হাঁড়ী,
এড্ডা কলছী,
আরেড্ডা ভিখের ঝুলী।
রহি।—সেগুলো কি হোলো ?
মুস।—বিলকুল্ জেলে ফেলেছি,
জ্বালিয়ে ফেলেছি।
রহি।—বাহ্, আপদ চুকে গেছে।
এবার কাফেরকে জুলুম গ্রাম থেকে
তাড়িয়ে দিতে হবে।

গীত গাহিতে২ হরিদাসের প্রবেশ।

হরি।— (গীত)

আমার মন মজেছে হরিনামে।
আমার হরি বিরাজে হৃদয়-ধামে॥
আ'মরি কি মন-গলানো,
প্রাণ ভুলানো নীরদ বরণ,
বাজ্‌চে নূপুর রুণু রুণু,
নাচ্‌চে তালে রাতুল চরণ,
বোল্‌চে রাধা সাধা বাঁশী,
দুল্‌চে কালা বাঁকাঠামে॥

রহি।—দেখ, যদি মঙ্গল চাও,
তো এখনো আমাদের কথা শোনো।
তুমি বুড়ো হ'য়েচ,
তবু তোমার একটু বুদ্ধি হোলো না ?
জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে
পর-ধর্ম্মে কেন উন্মত্ত হ'য়েচ ?
তোমার জ্বালায় যে
মুসলমান-সমাজে
আমাদের মুখ দেখান ভার।
ফতে।—ঠিক্ কত্তা মুশাই, ঠিক্।
মোদের জেন্নাদের মত
মোদেরকেও পর্দানসিন্ হতি হ'য়েচে।—
এদ্দি এই বুড়্‌ঢা কাফের।
কত্তা মুশাই !
আপনি খুব ভাল কাম কোরেচেন,
এই বদ্‌বখ্‌তের কুঁড়ে
জ্বালিয়ে দিয়েচেন।
হরি।—(সহাস্তে),—রহিমুদ্দিন !
তুমি আমার মন্দ ক'ত্তে গিয়ে

ভালই ক'রেছ।
বাস্তবিক, তুমি আমার পরম হিতৈষী।
ভগবান্ হরি তোমার মঙ্গল করুন।

হি।—তুমি নিতান্ত বাতুল।
ছি ছি, তুমি কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে
আমরা তোমাকে জব্দ কর্‌বার জন্ত
তোমার বাসস্থান দগ্ধ ক'রেম,
অথচ তুমি ব'ল্‌চো,
তোমার ভাল ক'রেচি।

তে।—কর্ত্তা মুশাই।
কাফের আপনাকে তামসা ক'র্‌চে।

রি।—হরি হরি।
এমন কথা ব'লো না, বাবা।
আমি সরল প্রাণে—
সরল বিশ্বাসে ব'ল্‌চি,—
উনি আমার ভালই ক'রেছেন।
কুঁড়েখানা থাকাতে
আমার মনে এক এক বার
সংসারের মায়ার ছায়া দেখা দিত,
তা'তে কোরে হরি-সেবার
কথন কথন ব্যাঘাত হোতো।
এখন হ'তে আমার মনে
আর ছার কুঁড়ের কথা জাগ্‌বে না,
সুতরাং হরিপূজারও
কোনরূপ বাধা ঘট্‌বে না।
তাই ব'ল্‌চি,
রহিমুদ্দিন।
তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী।

রহি।—(স্বগত)—তাইতো।
বুড়ো যা ব'ল্‌চে
তা'র গূঢ় মর্ম্ম অতি বিচিত্র বটে।
(প্রকাশে)—দেখ,
তুমি যদি স্বধর্ম্মে থেকে
এইরূপ ভাব প্রকাশ ক'র্ত্তে,
তা' হ'লে তোমার প্রতি
আমাদের এরূপ বিদ্বেষভাব হোতো না।

হরি।—রহিমুদ্দিন!
তুমি যেমন আমার কুটীর দগ্ধ ক'রেছ,
সেইরূপ
তোমারও একটি কুবস্তু দগ্ধ কর,
তা' হ'লে আমাদের উভয়েরই
যথেষ্ট মঙ্গল হ'বে।

রহি।—কি কুবস্তু?

হরি।—এই যে তা'র নাম উচ্চারণ ক'ল্লে।

রহি।—কি?

হরি।—বিদ্বেষভাব।

রহি।—না,
আমি কাফেরের কথা গ্রাহ্য করি না।

হরি।—হরি তোমার মঙ্গল করুন।

রহি।—দেখ,
তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও,
তবে বুড়ন গ্রাম ত্যাগ কর।
এখানে আর ক্ষণমাত্রও থাক্‌লে
তোমার ঘোরতর বিপদ ঘট্‌বে।
তোমার বিপক্ষে
সমস্ত মুসলমান ক্ষিপ্ত হয়েচে।

[হরিদাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হরি।— (গীত)

হরি হরি বোলে, কবে যা'ব চোলে,
ছাড়ি' এই ভব, তা'ই ভাবি মনে।
এ ভবের জ্বালা, কবে ঝালা পালা,
বেড়ে গেল বেলা জীবন-গগনে॥
থাকিব না আর এ ছার ভবে,
এ ভবে কে সুখী হ'য়েছে কবে,
যেখানে প্রাণের শান্তি হ'বে,
চল্, মন, সেথা ত্বরিত গমনে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রামের পার্শ্বভাগ।

গ্রাম্য বালকগণ।

গ্রাম্য বালকগণ।— (গীত)

আয় রে কানু, মোহন বেণু বাজিয়ে, ভাই!
চল রে ফিরে, ধীরে ধীরে ঘরকে যাই॥
ডুব্‌লো ভানু, যতেক ধেনু, আর থাকে না গোঠে,
ধেনুর আগে অনুরাগে বাছুরগুলি ছোটে,
আর বেলা নাই—আর বেলা নাই,
চল রে ফিরে, ধীরে ধীরে ব'লচি ভাই॥

হরিদাসের প্রবেশ।

হরি। (সানন্দে)—ওরে বাপ সকল।
আহা বড় মধুর গান গাইলি!
এই নে—ফল খা।

(ঝুলী হইতে ভিক্ষালব্ধ ফল লইয়া সকলকে প্রদান)

হাঁ রে বাবারা।
তোরা কা'র কাছে এই গানটি শিখেছিস্?

১ বালক।— আমাদের ফুলগাঁয়ের
একজন বৈরিগী ঠাকুরের কাছে।

হরি। এ মনোহর গানটি কে রচনা ক'রেছে?

২ বালক।—শুনেচি,
শান্তিপুরের অদ্বৈত ঠাকুর।

হরি। —(উদ্দেশে নমস্কার করিয়া)—ধন্য তিনি।
ওরে বাপ সকল। ব'ল্‌তে পারিস্,
অদ্বৈত ঠাকুর এখন কোথায় আছেন?

৩ বালক।- কেন বাবাজী?

হরি। —আমি তাঁকে দর্শন ক'র্‌বো।

৪ বালক।—গোসাঞি ঠাকুর!
তা' আমরা ব'ল্‌তে পারি নি।
আমরা এখন যাই—ফল খাই গে।

হরি।—এস বাবারা।

[গ্রাম্য বালকগণের প্রস্থান।

হরি।— (গীত)

এক বাঁধনে বাঁধা আছি,
বুঝি আমার মনে লাগে।
মাধুরী ওহে আমার মনে
রূপটি গো তা'র কেন জাগে?
খুঁজ্‌বো তা'রে খুঁজে খুঁজে,
রাখ্‌বো মাঝে প্রাণের মাঝে,
পূজ্‌বো তা'রে, ভজ্‌বো তা'রে,
[illegible] তা'রি অনুরাগে॥

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

ফুলিয়া-সন্নিহিত বেনাপোলের অরণ্য।

হরিদাস হরিধ্যানে উপবিষ্ট।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাজীর সহিত রহিমুদ্দিন ও মুসলমান পাইকগণের প্রবেশ।

কাজী।—কই সে কাফের?

রহি।—এই যে, হুজুর!

কাজী।—এই ভণ্ড ব্যাটা
আমাদের মুসলমান জাতির কলঙ্ক?
আজ উপযুক্ত সাজা দেবো।

(নিকটে অগ্রসর হইয়া)

আরে কাফের!

হরি।—(নিরুত্তর)

কাজী।—(হরিদাসের মস্তক সঞ্চালন করিয়া)—
এই কাফের।

হরি।—(ভগ্নধ্যান হইয়া)—কে, কাজী সাহেব?

কাজী।—কেন তুমি নিজধর্ম্ম ত্যাগ কোরে
পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেচ?

হরি।—তুমি বিচারপতি হ'য়ে
এ কি ব'ল্‌চো, বাবা?
আমি বড় দুঃখিত হ'লেম।

ধর্ম্মের আবার নিজস্ব পরস্ব কি ?
যখন ঈশ্বর এক বই দুই নয়,
তখন ধর্ম্মও এক বই দুই নয়
ধর্ম্মই ঈশ্বর—ঈশ্বরই ধর্ম্ম।

কাজী।—তুমি আল্লা না বোলে হরি বল কেন ?

হরি।—যিনি আল্লা, তিনিই হরি,
যিনি হরি, তিনিই আল্লা।

কাজী।—তবে তুমি আল্লা বল না কেন ?

হরি।—বাবা।
ভগবান্ যা'র মনে যে নামে উদয় হন,
সে, সে নামে তাঁ'কে ডাকে।
ফল কথা,
ঈশ্বরের নাম নাই—রূপ নাই—,
তিনি নিরাকার ব্রহ্ম।
কেবল জীবগণ নিজ নিজ তুষ্টির জন্য
নিজ নিজ অভিরুচিমতে তাঁ'কে ডাকে।
তুমি যেমন আল্লা বোলে তুষ্ট হও,
আমিও তেমন হরি বোলে তুষ্ট হই।
আবার শোন, বাবা!

(গীত)

প্রাণে যে নাম আপনি জাগে,
সেই নামে হে ডাকে তাঁ'রে।
ধার করা নাম নয় হে কিছুই,
প'ড়ে থাকে কাঁকের ধারে॥
ধারের জিনিষ নয়কো নিজের,
তাই বলি হে অকিঞ্চনে ;—
নিজের ভেবে নিজের নামে
ডাক তাঁ'রে বারে বারে॥

নহি।—কাজী সাহেব!
আপনি কাফেরের কোন কথা
শুনবেন না।
বিধর্ম্মীর যথেষ্ট শাস্তি হওয়াই উচিত।

কাজী।—অবশ্য—অবশ্য।
এ যখন মুসলমান হ'য়ে
হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেচে,
তখন এর চূড়ান্ত শাস্তি হওয়াই উচিত।
পাইক।
তোমরা একে বন্দী ক'রে
নবাবের দরবারে নিয়ে চল।

১ পাইক।—যো হুকুম, খোদাবন্দ!

(হরিদাসকে বন্ধন)

হরি।—(গীত)

এ ভববন্ধন কবে হ'বে মোচন,
পরম করুণাময় হরি হে।।
পাপের যন্ত্রণা, দিতেছে যন্ত্রণা,
আর যে সহে না—মরি হে॥
হরি, তব শ্রীপদ, স্মরিলে বিপদ,
জীবের নাহি রয়, জানি ;—
হে প্রভু দয়াময়, খণ্ড শমন ভয়,
দেহ অভয়মূল চরণতরী হে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শান্তিপুর—রাজপথ।

কএক জন হিন্দুর প্রবেশ।

১ হিন্দু।—(সদুঃখে)—আহা, কি অন্যায়!
মুসলমানের হৃদয়ে কি
একটুও দয়া মায়া নাই ?
এমন পরম হরিভক্ত হরিদাসকে
বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্ছে!
আমরা ওঁকে গুরুর মত ভক্তি করি।
হায় হায়, আমাদের চক্ষের সমক্ষে
গুরুর অপমান—গুরুর পীড়ন!

২ হিন্দু।—ভাই যা' থাকে কপালে,
এস আমরা হরিদাস ঠাকুরকে
কাজীর হাত থেকে কেড়ে নি।

১ হিন্দু।—ভাই, যা' ব'লচো, তা' করা উচিত।
কিন্তু যদি কৃতকার্য্য না হই,
তা' হ'লে আমরা যে ম'রবো,

কিন্তু হরিদাস ঠাকুরকেও যে
আমাদের মত ম'র্ত্তে হ'বে;
সে যে বড় কষ্টের বিষয়।
হঠাৎ শোক দুঃখ রাগের বশে
কোন কাজ করা ভাল নয়।
দয়াময় হরি তাঁ'র ভক্ত হরিদাসকে
এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার ক'র্ব্বেন।
এস, আমরা সকলে মিলে
হরিদাস ঠাকুরের মুক্তির জন্ম হরিলুট দি।
তোমরা একটু অপেক্ষা কর,
আমি বাতাসা, জল আনি,
আর ছেলেদের ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

৩ হিন্দু।—হে হরি দয়াময়।
যেন নির্ব্বোধ নিষ্ঠুরের হস্তে
তোমার ভক্তের অঙ্গে
একটি আঁচড়ও না লাগে।
কৃষ্ণ।
ভক্তের অঙ্গে ব্যথা লাগ্‌লে
তোমার দয়াময় নামে কলঙ্ক রটনা হ'বে।

বাতাসা ও জল লইয়া বালকগণের সহিত প্রথম হিন্দুর পুনঃপ্রবেশ।

২ হিন্দু।- (১ হিন্দুর প্রতি)—মুখুয্যে।
তুমি শ্রীহরিকে এই বাতাসা নিবেদন ক'রে
হরিলুট দাও।
১ হিন্দু।—(তদ্রূপ করিয়া)—ওরে ছেলেরা।
হরিবোল ব'লে হরিলুট কুড়ো।

(বালকগণের তদ্রূপ করণ)

২ হিন্দু।—(বালকগণের প্রতি)—বাবাবা।
এইবার একটি হরিগুণগান গেয়ে
সকলে ঘরে যাও।

বালকগণ (গীত)

হরি দয়াময়, ভীত-জন-অভয়,
সঙ্কট-খণ্ডন কৃষ্ণ মুরারে।
নীল-জলদ-তনু, জ্যোতি অযুত ভানু,
কণ্ঠ শোভিত মোতিমহারে॥

সকলে।—(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল,—হরিবোল—হরিবোল!

বালকগণ।—
পীত বসন-ছটা, ভালে তিলক-ঘটা,
মোহন আঁকে হাত উগারে।
বঙ্কিম লোচন, কৌস্তভ-লাঞ্ছন,
নূপুর রুণুঝুনু বাজে সুধারে॥

সকলে।—(সুরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়নগর—নবাবের দরবার।

সিংহাসনে নবাব আসীন। যথাস্থানে সভাসদ্‌গণ, কাজী ও বন্দী হরিদাসকে ধারণ করিয়া পাইকগণ দণ্ডায়মান।

নবাব।—(হরিদাসের প্রতি)—বৃদ্ধ।
কেন তুমি নিজ ধর্ম্ম ছাড়ি'
পরধর্ম্ম করিলে গ্রহণ?
হরিদাস, বল সত্য,
পরলোকে নিস্তার পাইবে কিসে?
আমার বচন ধর,
পরধর্ম্ম পরিহর,
কল্‌মা পড়ি' প্রায়শ্চিত্ত কর।

হরিদাস।—হাস্যমুখে স্বগত)—
অদ্ভুত বিষ্ণুর মায়া।
নহে কেন গৌড়ের নবাব
হ'বে হেন মায়া-বিমোহিত?

(প্রকাশে)—শুন, বাবা!
ঈশ্বর একই সত্ত,
সর্ব্বঘটে বিরাজেন তিনি।
এক বস্তু নানা ভেদে,
সকলেই সাক্ষ করি' থাকে।
তিনি যা'রে করান যেরূপ,
সে সেরূপ করে, গৌড়পতি!
সেই নিত্য শুদ্ধ সত্য অনন্ত ঈশ্বর
সকল স্থানেই ব্যাপ্ত আছেন নিরত।
করিলে কাহার হিংসা,
তাঁ'র প্রতি হিংসা করা হয়।
যেরূপ লওয়ান তিনি মোরে,
সেইরূপ করি আমি।
ইথে যদি দোষ হয় মোর,
করহ বিচার, হে বিচারপতি!

নবাব।—বৃদ্ধ হরিদাস!
সন্তুষ্ট হইনু আমি যুক্তিতে তোমার।
গভীর তত্ত্বের সত্তা তোমার বচনে।

কাজী।—(স্বগত)—তাইতো,
নবাব বাহাদুর এ কি ব'লচেন!
কাফেরের প্রতি এত দয়া!
এ তো ভাল কথা নয়!
(প্রকাশে)—খোদাবন্দ!
একে বিশেষরূপ সাজা না দিলে,
এ লোকটা
আরো অনেক মুসলমানকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ক'রবে।
হয় একে শাস্তি দিন,
নয় এ কাফের কলমা প'ড়ে
শুদ্ধ হ'য়ে স্বধর্ম্ম পালন করুক।

নবাব।—(চিন্তা করিয়া) বাস্তবিক।
হরিদাস!
নিজধর্ম্ম করহ পালন;
কোরাণের প্রত্যেক অক্ষর
ভক্তিভরে কর পাঠ।
এক জনে ধর্ম্মভ্রষ্ট হেরি'
অন্যে না করিবে দেরি
পরধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে।
তেঁই কহি,
বাক্য মোর না কর অন্যথা।
অন্যথা করিলে
দণ্ড পা'বে বিধিমতে।

হরিদাস।—ঈশ্বর ব্যতীত
আর কেহ নারে দণ্ড দিতে।
কর্ম্ম-অনুসারে জীব দণ্ডভোগ করে।
শরীর যদ্যপি মোর খণ্ড খণ্ড হ'য়ে
প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়,
তথাপি, জানিও সুনিশ্চয়—
প্রাণারাম হরিনাম কভু না ছাড়িব।

নবাব।—বৃদ্ধ তুমি,
অবশ্যই আছে তব জ্ঞান।
কিন্তু, কেন মৃত্যু-ভয় নাই?

হরিদাস।—বৃদ্ধ আমি,
অবশ্যই আছে মোর জ্ঞান,
তেঁই আমি মৃত্যুরে না ডরি।

নবাব।—না, হরিদাস!
এখনো সতর্ক হও।
হের ওই,
মৃত্যু তব হুঙ্কারে শিয়রে।

হরিদাস।—জন্মিলেই অবশ্য মরণ;
কায়ার যেমতি ছায়া সাথী,
দিবসের সঙ্গী যথা রাতি,
তেমতি জন্মের সাথী মৃত্যু সুনিশ্চয়।
কি হেতু করিব ভয়?
যে দণ্ড ইচ্ছহ দিতে,
ল'ব আমি তুষ্ট চিতে।
কিন্তু, এ তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে
হরিনাম কভু না ছাড়িব।

নবাব।—ভাল!
(কাজীর প্রতি) কহ, কাজী!
কোন্ শাস্তি উপযুক্ত এর?

কাজী।—খোদাবন্দ!
মোর যুক্তি-মতে

প্রাণদণ্ড উপযুক্ত এর।

নবাব।—শুন রে পাইকগণ!

বাইশবাজারে নিয়ে গিয়ে

প্রহার করিয়া এর বধহ জীবন।

তাতে যদি নাহি মরে,

তা' হ'লে জানিবে মরে—

এ যা' বলে, সত্য সে বচন।

হরিদাস।—(স্বগত)

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে!"

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাইশবাজার।

কোলাহল করিতে করিতে কতকগুলি লোকের প্রবেশ।

১ লোক।—(সদুঃখে)—হায় হায়!

কি অবিচার! কি অত্যাচার!

বিনা দোষে আজ সাধুহত্যা!

ধার্ম্মিকের প্রাণদণ্ড!

২ লোক।—ছি ছি!

নবাবের একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই!

১ লোক।—নবাবের চেয়ে

সেই কাজী ব্যাটাই পাজী!

২ লোক।—এক অন্ধ আর দ্বার,

দোষ গুণ ক'ব কা'র।

মুসলমানের হৃদয় কি এতই কঠিন!

পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ,

তাঁর'ই প্রাণদণ্ড!

হায় হায়, কি হ'বে!

১ লোক।—এস, ভাই সকল,

যা'তে তাঁ'র গায়ে

পাইকেরা আঘাত না করে,

তা'রই উপায় করি!

(নেপথ্যে কোলাহল

২ লোক।—ঐ যে পাইকেরা!

বৃদ্ধ সাধুকে বেঁধে নিয়ে আসচে।

যষ্টিহস্ত পাইকগণের সহিত বদ্ধহস্ত হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস।— (গীত)

রে জীব! ভজ ভজ হরি ভবহারী।

পাইবি প্রাণ, পাইবি ত্রাণ,

ঘুচিবে মরুট লোচনবারি॥

জীবনে জাগিবে সাহস-রেখা,

যমদূত ভাগিবে, না দিবে দেখা,

হৃদয়ে নাচিবে প্রাণের সখা,

নবজলধরতনু মুরলীধারী॥

১ লোক।—ও ভাই পাইক সকল!

দোহাই তোমাদের—দোহাই তোমাদের;

বৃদ্ধ সাধুর পবিত্র অঙ্গে আঘাত কোরো না।

২ লোক।—এঁর তো কোন অপরাধ নাই।

আমাদের মিনতি রাখ,

হরিভক্ত হরিদাসকে ছেড়ে দাও।

১ পাইক।—নবাবের হুকুম রদ ক'রে কি

আমাদের ম'রবে বল?

তোমাদের এ মিনতি রাখা

আর আমাদের প্রাণ-খোয়ানো একই কথা।

আমরা তা' পারব না।

১ লোক।—আমরা তবে তোমাদের হাত থেকে

এঁকে কেড়ে নেবো।

২ পাইক।—তা' হ'লে নবাবের হুকুমে

এ বুড়োর দশা তোমাদেরও হ'বে।

১ লোক।—তা' হয় হোক,

তা' ব'লে চোকের সামনে

সাধুহত্যা কখন হ'তে দেবো না।

এখনও ব'লচি,

কথা রাখ—সাধুকে ছাড়।

১ পাইক।—(অপর পাইকের প্রতি)—যা তো রে

নবাব আর কাজীকে এ খবর দে তো।

হরিদাস।—(স্বগত)—তাইতো,

আমার জন্য হরিকীর্ত্তন

নবাবের হুকুমে বন্ধ হ'য়ে গেল।

এক জনের জন্ত

আজ শত শত লোকের সর্ব্বনাশ ঘটবে।

এতে যে আমি হরিপদে অপরাধী হ'ব।

না, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

(প্রকাশে)—ভাই সকল!

কেন তোমরা আমার জন্ত দুঃখ ক'চ্ছ?

নবাবের আর কাজীর ইচ্ছায় কি হয়?

হরির ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।

পাইকগণ!

আমাকে আবার ক'রে বধ কর।

(হরিদাসকে প্রহার করিবার জন্ত পাইকগণের যষ্টি উত্তোলন)

লোকগণ।—(ব্যাকুল হইয়া পাইকগণের পদধারণ করিয়া)—

তোমাদের পায়ে ধরি,

লাঠি ফেলে দাও, ভাই!

বরং ওঁকে ছেড়ে আমাদের বধ কর।

১ পাইক।—সব—সব,

কোন কথা শুন্‌বো না।

(হরিদাসকে প্রহারোদ্যোগ, কিন্তু হস্তগতি নিশ্চল হইয়া ঊর্দ্ধে অবস্থিতি)

লোকগণ।—(সানন্দে)

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিদাস।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

১ পাইক।—(কষ্টে)—ও ভাই খাঁড়!

হাতের কব্জির খিল আটকে গেল যে!

২ পাইক।—আমারও যে তাই!

১ লোক।—কেমন—কেমন—খুব হ'য়েছে।

হরিভক্তকে মারবি? মার্ এই বার।

হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

১ পাইক।—ও' হাত যে নড়ে না রে,

শিরে বজ্র টান ধ'রেছে।

চল্ চল্ নবাবের কাছে যাই।

(বেগে পাইকগণের প্রস্থান।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হরিদাস।—ভগবান্ হরির কৃপায়

আমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।

এস, সকলে মিলে তাঁর নাম গান করি।

সকলে।— (সঙ্কীর্ত্তন)

জয় কৃষ্ণচন্দ্র দামোদর গোবর্দ্ধনধারণ।

বংশীবদন, কংসঘাতন, ভক্তমঙ্গলকারণ॥

রাধামোহন নন্দলালা,

হাস্যবদন চিকণ কালা,

হর হর হরি ভবের জ্বালা,

পাতকিকুলতারণ॥

নবাব ও কাজীর সহিত পাইকগণের পুনঃপ্রবেশ।

নবাব।—ফের লাঠি মার্।

১ পাইক।—খোদাবন্দ্!

হাত যে নামে না।

কাজী।—আলবৎ নাম্‌বে।

১ পাইক।—না হুজুর! কিছুতেই নামে না।

কাজী।—তোরা এর কাছে ঘুস্ খেয়েছিস।

১ পাইক।—না, হুজুর! ঘুস্ খাই নি।

না খেয়েই এই দশা,

খেলে না জানি আরোও কি হোতো।

কাজী।—(নবাবের প্রতি)—জাঁহাপনা।

পাইক ব্যাটারা নিশ্চয় নিমকহারাম।

হুজুরের হুকুম রদ ক'রেছে।

নবাব।—হুঁ। আচ্ছা,

এ সব নিমকহারামকো শির লেও।

(পাইকগণের রোদন)

হরিদাস।—(ব্যাকুলচিত্তে নবাবের প্রতি)—

না বাপ! না বাপ!

এ গরিব নির্দ্দোষীদের বধ ক'রনা।

এরা আমার নিকট ঘুস্ খায় নি,

অথবা আমিও ওদের ঘুস দিই নি।
ঘুস দেওয়া বা ঘুস নেওয়া মহাপাপ।
ঘুসে সত্যের অপলাপ করা হয়,
প্রভুকে বঞ্চনা করা হয়।
সত্য এবং প্রভু ঈশ্বরস্বরূপ,
সুতরাং ঘুসে ঈশ্বরের প্রতিও
অবহেলা করা হয়।
নবাব।—আমি তোমার মত কাফেরের
কোন কথাই শুন্‌তে চাই না।
যে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে
খোদার অপমান ক'রেচে,
সে আবার ঘুস দিতে ভয় করে?
হরিদাস —(ধকর্ণে হস্ত দিয়া)—হরি—হরি—হরি।
ছি ছি, আর হরিনিন্দা সহ্য হয় না!
শোন, বাপ। যদি আমি ম'লে
তোমাদের মঙ্গল হয়,
আমি আপনা আপনি প্রাণত্যাগ ক'চ্চি।
কেন বৃথা সন্দেহ ক'রে
গরিব পাইকদের মাথা নেবে?
(কৃতাঞ্জলিপুটে)—হরি দয়াময়!
এই সকল দাস্ত জীবদের
কোন অপরাধ নিও না।
হরি! পাইকদের হস্ত পূর্ব্ববৎ সচল হোক।
(স্বগত)—গভীর ধ্যানযোগে
ভগবান্ হরিকে স্মরণ করি।
যদি চৈতন্য নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট না থাকলে,
ধর্ম্মান্ধ নবাব ও কাজীর ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে না,
এবং নিরীহ পাইকগণও প্রাণ পা'বে না।
(প্রকাশে)—সকলে আমার মৃত্যু দর্শন কর।

(ধ্যানযোগে ক্রমে ক্রমে নিশ্চল হইয়া ভূতলে পতন)

নবাব।—(মুখ ও নাসিকায় হস্ত দিয়া)—কাজী!
সত্য সত্যই কাফের ম'রেছে।
কাজী। (তদ্রূপে দেখিয়া)—
মুসলমান ধর্ম্মের কণ্টক দূর হোলো।
নবাব।—(পাইকগণের প্রতি)—
যা, একে নিয়ে গিয়ে
মাটিতে গোর দিয়ে আয়।
কাজী।—না, কোরাণের মতে গোর দেবেন না।
তা' হ'লে ওর সদ্গতি হ'বে।
কাফেরের সদ্গতি হ'লে
আমাদের দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না।
আমার বিবেচনায়
একে গঙ্গায় ফেলে দেওয়াই উচিত।
নবাব।—আচ্ছা, তাই হোক্।
যা, কাফেরের লাস গঙ্গায় ফেলে দিগে।
১ পাইক।—যো হুকুম, জাঁহাপনা!

[হরিদাসের নিশ্চেষ্ট দেহ লইয়া পাইকগণের প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

হিন্দুগণের প্রবেশ।

১ হিন্দু।—(সদুঃখে)—হায় হায়,
কি সর্ব্বনাশ হ'ল।
কঠিনপ্রাণ দুরাত্মা নবাব ক'র্লে কি!
ধিক্ তোমাকে, নবাব, ধিক্ তোমাকে।
২ হিন্দু।—ভগবান্ কি এর বিচার ক'র্‌বেন না?
১ হিন্দু।—ক'র্‌বেন বই কি।
এই তোমরা দেখো,—
নবাব ব্যাটা আর পাজী কাজী ব্যাটা,
কুষ্ঠে হ'য়ে ম'র্‌বে!
জিব পোচে পোচে খ'সে প'ড়্‌বে,
চক্ষু অন্ধ হ'বে!
৩ হিন্দু।—ব্যাটাদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক্।
আমরা মা গঙ্গার পূজো দেবো।
২ হিন্দু।—আমার যদি ক্ষমতা থাকতো,
তবে ও দু' ব্যাটাকে

স্নাত হওনে তোম্ভ হুকুয়া কোহেন
নেড়ী কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিতেম।
হিন্দু।—ঠিক্ বোলেছো,
নেড়ে কুকুরের পক্ষে নেড়ী কুকুরই ঠিক!
হিন্দু।—(নোতবাস দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)
পাক ব্যাটারা এদিকে আস্‌ছে।
হিন্দু।—(দেখিয়া) ওঃ।
ব্যাটাদের চেহেরা গুলো টাট্‌কা দেখ।
হিন্দু।—বাবো হাত কাঁকুড়ের
তেরো হাত বিচি!
হিন্দু।—আঃ, চুপ কর।

পাইকগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

হিন্দু।—(দেখিয়া)—ওহে,
ওরা বড় ঘাটের দিকে গেলো না?
হিন্দু।—তাইতো বটে।
হিন্দু।—চল আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গঙ্গাতট।

নবাব, কাজী ও লোকগণের প্রবেশ।

কাজী।—খোদাবন্দ,
কাফেরের লাস্‌টা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে
বড় ভাল কাজই হ'য়েচে।
এ বার থেকে আর কোন মুসলমানই
কাফেরের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবে না।
নবাব।—যা'তে এ ঘটনা
শত শত লোকের কর্ণগোচর হয়,
তুমি তা'র উপায় কর।
কাজী।—আজ্ঞে, তা আর ব'লতে?
আমি আজই শত শত ঢেঁড়োরা পিটিয়ে
বাজারময় এ ঘটনার কথা রাষ্ট্র ক'রে দেবো।

পাইকগণের প্রবেশ।

পাইক।—
কাফেরের লাসটা ডুবে গেছে,
না ভেসে গেছে?
১ পাইক।—হুজুর!
এই দিকেই ভেসে আস্‌চে।
ঐ দেখুন।
(সকলের নদীজলে দৃষ্টিপাত)
কাজী।—এই বার শুকুনি হাড়গিলের পেটে যা'বে।
নবাব।—ওহে কাজী! দেখ দেখ,
এই কিনারার দিকেই আস্‌চে।
কাজী।—হুজুর! তাই-ই বটে।
এই যে কিনারায় এসে ঠেক্‌লো।
হরিদাস।—(উত্থানোদ্যত হইয়া)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
লোকগণ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
নবাব।—(সবিস্ময়ে)—অ্যাঁ—অ্যাঁ।
এ কি হ'লো!
হরিদাস ম'রে বেঁচে উঠ্‌লো যে।
কাজী।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁ—অ্যাঁ।
তাইতো! তাইতো।
হরিদাস।—(জল হইতে উঠিতে উঠিতে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
লোকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
হরিদাস।—(জল হইতে উঠিয়া)

(গীত)

(যা'র) শীতল পায়ের শীতল ছায়ে,
শীতল কায়ে গঙ্গা বয়,
আজ্ সে হরির চরণতরীর
কোল পেয়েছি, কিসের ভয়?
পুণ্যতরা গঙ্গা-তোয়ে
পাতকরাশি গেছে ধু'য়ে,
এ বার ধোয়া মনকে নিয়ে,
গাই গে আবার হরির জয়॥

লোকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
হরিদাস।—সহাস্যে ও সানন্দে

নবাব! তোমার মঙ্গল হোক।
কাজী! তোমার মঙ্গল হোক।
রহিমুদ্দিন প্রভৃতি অপর যে সকল যুবজন
আমার মৃত্যুকামনা ক'রেছিল,
তা'দেরও মঙ্গল হোক।

নবাব।—(কাতরভাবে হরিদাসের পদধারণ করিয়া)
সাধুত্তম!
অদ্ভুত ক্ষমতা তব বুঝিলাম এবে।
সামান্য মানব নহ তুমি,
দৈবশক্তি তোমার জীবনে।
অপরাধ না লইও মোর,
এই নিবেদন করি পদে।
সাধুপতি!
মিনতি করিয়া বলি,
ক্ষমা কর মোরে, ক্ষমাশীল!
আপনার শত্রু মিত্র সকলি সমান।
সর্ব্বজীবে দয়া তব সমান বিরাজে।
এবে, যথা ইচ্ছা তব,
সেইখানে কর অবস্থান।
এই গঙ্গাতীরে, সাধু!
গোফামাঝে কর অবস্থিতি।

কাজী।—(হরিদাসের পদধারণ করিয়া কাতরভাবে)
পুণ্যবান্!
না বুঝি' ক'রেছি অপরাধ,
দয়া করি' ক্ষমা কর দাসে।

হরিদাস।—না, বাপ্!
কেন দুঃখ ভাব মনে?
হরিলীলা কে পারে বুঝিতে?
তাঁ'র ইচ্ছামতে চলে জীবের জীবন।
এবে আমি চলিলাম ফুলিয়া গ্রামেতে।
তোমাদের হউক মঙ্গল।
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

লোকগণ।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রাম।

রামচন্দ্র খাঁর বৈঠকখানা।

গদার প্রবেশ ও মদিরাপানের উপকরণ ইত্যাদি রক্ষা করিয়া প্রস্থান।

রামচন্দ্র খাঁর প্রবেশ।

রাম।—(সক্রোধে)—তোর বাবার কি রে ব্যাটা
আমার খুসি.

(সুরাপান

আমি মদ খা'ব, মাংস খা'ব,

(মাংসভক্ষণ)

বেশ্যা নিয়ে আমোদ ক'র্‌বো।
তোর বাবার কি রে শালা?
আমার বাপ পিতামহ
কষ্টেসৃষ্টে আমার জন্যেই তো
এত জমীদারী, টাকা কড়ি, ধন দৌলত,
জিনিষপত্র রেখে গেছে।
কেন রেখে গেছে?
তোর হরিপূজোর জন্যে,
না তোর বোষ্টম সেবার জন্যে?
এ সকল কেবল
আমার নিজের সখ মেটা'বার জন্যে।
ব্যাটা কোত্থেকে এসে জুড়ে বোসে
গ্রামখানাকে তোলপাড় কোরে তুলে।
আবার গুরুগিরি কোরে
আমাকে হিতশিক্ষে দিতে চায়।
ঐ হতভাগা বুড়ো ব্যাটা
আমার অনেকটা ক্ষতি কোরেছে।
গ্রামের অনেক লোককে
ভোজং ভাজাং দিয়ে হরিভক্ত কোরেছে।
ভণ্ড ব্যাটার কুপরামর্শে
গ্রামের অনেক পাজাই
ধর্ম্মের মুখোস্ পোরেছে।
পাজী শালারা আবার

আমাকে গর্ভবতী বোলে গাল দেয়।
ঐ বুড়ো হরিদাস শালাই তো
এই সকলের মূল।
শালার আমার [illegible]
আর তেমন মজার মতন এয়ার পাই কি যে
অষ্টপ্রহর তোফাতে আনন্দ দি।
বোতল বোতল খাচ্ছি [illegible]
পোচে পোচে হোলো খাঁটি,
একলা [illegible]
বুড়ো ব্যাটা
আমার সাধের সুখে বাধা দিয়েছে।
আমিও
ওর ভণ্ডামিতে ধাক্কা দিচ্ছি—দাঁড়াও।
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—কই,
এখনও যে মোহিনী এলো না ?
সে শালীও কি
বুড়ো শালার কুহককুড়ে ঢুকেছে ?

(নেপথ্যে পদশব্দ)

(শুনিয়া)—কে ও ?

নেপথ্যে মোহিনী।—আমি।

রাম।—এই যে মেঘ না চাইতে জল।
মোহিনি।
তুমি দেখ্‌ছি আর ম'চ্ছো না।

মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী।—কেন ?

রাম।—এই তোমার নাম কচ্ছিলেম।

মোহিনী।—(সহাস্যে)—তাই হোক,
আমি ভাবছিলেম,
বুঝি অমর বর দিচ্ছিলে।

রাম।—সেটা তোমার পক্ষে নয়—আমার পক্ষে।

মোহিনী।—সে আবার কি ?

রাম।—এই ত্রেতাযুগে
অশোক বনে সীতা হনুমান।

মোহিনী।—দূর্ মুখপোড়া।

রাম।—সেও তো তোমার আশীর্ব্বাদে।
তা' যাক্,
একলা তো, ভাই, আর মনে মজা মজে না
কেবল সোঁদে যায়।
কিন্তু, মোহিনি !
মনের মতন সুজন যদি পাই,
বোতল বোতল অমনি ভোরে খাই।

(উভয়ের মদ্যপান)

মোহিনি !
এই বার একটা আনারসী গোছের গান গাও।

মোহিনী।— (গীত)

আমার হৃদয় আনবাগে,
প্রাণ দিতে চায় আগে তুলে।
নিজের ভেবে নিজের মতন
সোহাগ করে হৃদয় খুলে॥
কাছে এসে মধুর জোড়ে,
বোকা অমর মরে ক্ষোভে,
শুক্‌নো ভ্রমর পালক ছিঁড়ে,
ধড়্‌ফড়িয়ে পড়ে টোলে॥

রাম।—বাহবা—বাহবা।
এ গানে কা'র উক্তি ?

মোহিনী।—কেতকীর উক্তি।

রাম।—কেতকী অর্থাৎ কেয়াফুল।
তুমিও আমার কেয়া।

মোহিনী।—তা' থাক্ এখন।
আমাকে ডাকিয়েছ কেন ?

রাম।—তোমাকে
একটা বিশেষ কাজ ক'ত্তে হ'বে।

মোহিনী।—কি কাজ ?

রাম।—বুড়ো হরিদাস ব্যাটার
ধর্ম্মনষ্ট ক'রতে হ'বে।

মোহিনী।—ও মা !! সে কি কথা।
তেমন ধার্ম্মিকচূড়ামণি গোসাঁই ঠাকুরকে
ধর্ম্মভ্রষ্ট করা আমার কর্ম্ম নয়।
আমার যে তা' হ'লে ধর্ম্মনষ্ট হ'বে।

রাম।—ভুল—ভুল—ভুল।
তোমার আরও ধর্ম্ম পষ্ট হ'বে।

মোহিনী।—না, তা' পার্‌বো না,
আমি চ'ল্লেম।

রাম।—না না, যেও না—

আমার মাথা খাও—

(আকর্ষণ)

মোহিনী।—আঃ; ছেড়ে দাও না।

রাম।—(মোহিনীর পদধারণ করিয়া)—
তবে আমার গলায় ছুরী দিয়ে যাও।

মোহিনী।—আঃ, আঁচল ছাড় না;
আমার অনেক কাজ আছে।

রাম।—এটাও কি একটা কাজ নয়?

মোহিনী।—না।

রাম।—আচ্ছা,
তোমাকে আমি ৫০০৲ টাকা দিচ্ছি।

মোহিনী।—কি গেরো; ছাড় না।

রাম।—আচ্ছা, ১০০০৲ টাকা?

মোহিনী।—তুমি
ববং আমার কাছে ১০০০০৲ টাকা নিয়ে,
নিজে গি'য় তা'র ধর্ম্মনাশ কর।

রাম।—আচ্ছা, ২০০০৲ টাকা?

মোহিনী।—এ পাপের পেরাচিত্তি ক'ত্তেই তো
আমার ৫০০০৲ টাকা লাগ্‌বে।

রাম।—তাই, তাই বোল্লেই তো হয়।
আচ্ছা, ৫০০০৲ টাকা প্রায়শ্চিত্তের জন্য
আর ৫০০০৲ টাকা তোমার বক্‌শিশের জন্য
আজই দিচ্ছি।

মোহিনী।—(স্বগত)—আজ কি শুভক্ষণেই
রাত পুইয়েছিলো।
একেবারে ১০,০০০৲ টাকা!
কেউ যদি আমাকে লাক টাকা দেয়,
তা হ'লে আমি
হরিদাসের হরিকেও ধর্ম্মভ্রষ্ট ক'ত্তে পারি।

রাম।—চল, টাকা দি গিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবনের নিকটবর্তী অরণ্য।

হরিদাস ধ্যানোপবিষ্ট।

দূরে মোহিনীর প্রবেশ।

মোহিনী।— (গীত)

মাথাটি খাও, চোক মিলে চাও,
ও রসময়! আমার পানে।
এসেছি তোমার কাছে
ভুবতে তোমার প্রণয় দানে॥
কষ্ট কেন পাচ্চ এত,
কি লাভ ক'রে হরির ব্রত,
উভয়ে প্রেমের ব্রত
ক'র্‌বো এস সুখের প্রাণে॥

হরিদাস।—(স্বগত)—আবার আমার পরীক্ষা।
(প্রকাশে)—আমি নারি
কিছুকাল তিষ্ঠ তুমি,
তিন লক্ষ হরিনাম জপি' একমনে,
পরে শুনিব তোমার কথা।

(মোহিনীর দূরে উপবেশন ও হরিদাসের প্রতি
নানারূপ হাবভাব ও কটাক্ষ প্রকাশ)

(হরিদাসের পুনর্ব্বার ধ্যানোপবেশন)

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—মায়ারণ্য।

গান গাহিতে গাহিতে ইহলৌকিক
মানসিক বৃত্তিগণের প্রবেশ।

ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ।—(গীত)

ও মোহিনি! মোহন বেশে
বোস্ লো গিয়ে কাছে ঘেঁসে।

আড়নয়নে ঘাড় বাকিয়ে
বাঁধ্ ফুলহার চিকণ কেশে।
আঁচলখানি দুলিয়ে দে না,
দিস সে চেনা—
প্রলোভনের ফাঁদটি পেতে
সাপটি যেটা বেঁধে রেখে।

[ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণের প্রস্থান।

মোহিনী।—আর আমার ভাবনা কি?
এই যে মনের ভিতর যা'রা এসে,
আমাকে আশা দিয়ে গেল।
এই বার
বৃদ্ধ হরিদাসকে,
নিজের বশে আনবো।
অনেকক্ষণ বোসে আছি,
রাত্রির দুপুর হ'য়েছে।
এই রাব আমার মনবাসনা পূর্ণ ক'রে
রামচন্দ্র খাঁরও মনবাসনা পূর্ণ করি।

[পটপরিবর্ত্তন]

পূর্ব্বদৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্য।

হরিদাস ধ্যানোপবিষ্ট।

মোহিনী।—(স্বগত)—আঃ—জাইতো—
এখনো যে বুড়োর জপ শেষ হয় নি?
রাত পুইয়ে যা'বে না কি?
এমন পোড়া জপও তো কখন দেখি নি।
আর মিছিমিছি বোসে থাকতে পারিনে,
এক বার ডাকি।
আমার বোধ হয়,
বুড়োর এ হরিনাম জপ নয়,
আমাকেই মনে মনে ভাবছে।
তা ভাবা কেন? এক বার ডাকি।
(প্রকাশ্যে)—ও ঠাকুর।
রাত যে পুইয়ে যায়?
বাকি জপ না হয় কাল সেরে নিও।
এখন আমার সঙ্গে প্রেমালাপ কর—
দুটো রসের কথা কও—
একটু মুচকি হাসি হাসো।
কাছে বোসে গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো কি?

হরিদাস।—(নীরব)

মোহিনী।—(স্বগত)—আঃ—মর,
কই, সাড়া দেয় না যে?
কপটী কপট জপ ক'রে
আমাকে আলাতন ক'চ্চে।
দূর হোক্ গে ছাই,
আর মিছিমিছি বোসে বোসে
মশার কামড় সইতে পারি নি।
গিয়ে জড়িয়ে ধরি।
(গাত্রে ...)

[সহসা পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—অরণ্য।

গান গাহিতে গাহিতে পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণের প্রবেশ।

পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণ (গীত)।

ও মোহিনি, মোহের বশে
জড়া'স্ কেন পাপের ফাঁসে।
জন্ম হ'বি আবার যদি
পড়বি নিজ কাজের পাশে॥
কেন্ না টেনে পাপের রাশ,
ও পিশাচি! সামাল্ সামাল,
ডাকি, যা'বি, মুক্ত হ'বি,
ধ'র গে সাধুর চরণ কোলে॥

[পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিগণের প্রস্থান।

মোহিনী।—(ব্যাকুলভাবে)—আঁ্যা—আঁ্যা—এ কে?
ক'া'রা আমার মনের ভিতর এ স

আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেলো ?
এতক্ষণে আমার ভ্রমরাশি ঘুচে গেলো,
কি এক অপূর্ব্ব ভাবের আবেশে
আমি মোহিত হ'য়ে প'ড়ছেয়।
আমার পাপ দুরভিসন্ধির
অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেলো।
(অধিকতর ব্যাকুল হইয়া)—
হায় হায়, এ আবার কি,
ওঃ! কি ভয়ানক নরক!
যমদূতেরা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে
সেই নরককুণ্ডের ভিতরে ডুবিয়ে দিলে।
আমার বক্ষে শত শত শূল বিদ্ধ ক'রে
ক্ষত বিক্ষত ক'রে।
কি নিদারুণ প্রহার!
মোহিনী গায়—প্রাণ যায়।
হায়।—হ'বে!—কি হ'বে!
মোহিনী আছ—কে আছ—রক্ষা কর'।
(ইতস্ততঃ ধাবমান)

[সহসা পটপরিবর্ত্তন]

পূর্ব্ব দৃশ্য।

ফুলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্য।

হরিদাস। ভয় নাই—ভয় নাই।
মোহিনী।—(দ্রুতপদে গিয়া হরিদাসের পাদপ্রান্তে পতিত হইয়া)—
প্রভু!—প্রভু!
এই মহাপাপিনী পিশাচীকে রক্ষা কর।
হরিদাস।—কি হ'য়েছে ?
মোহিনী।—ঠাকুর!
ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাময় নরককুণ্ডে ডুবেছি!
যমদূতের কঠোর পীড়নে
প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!
(রোদন)
হরিদাস।—ভয় নাই, বৎসে!
একবার আমার সঙ্গে
ভক্তিভরে হরিনাম উচ্চারণ কর।
উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
হরিদাস।—বল বৎসে,
কোন্ ভাব আসিতেছে তোমার অন্তরে ?
মোহিনী।—প্রভু!
হরিনাম বলিতে নাহি জানি সে ভাব,
কিন্তু এবে সুধাময় হ'য়ে মোহিত!
নিবিড় আঁধার ঘুচি'
উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলো ফুটিল হৃদয়ে।
নাহিক নরককুণ্ড,
যমদূতে দণ্ড আর মুণ্ডে নাহি পড়ে!
ঘুচে গেল নিদারুণ ভয়,
শান্তির অমৃত হ্রদে
কি এক অপূর্ব্ব সুখে হইনু শীতল।
হরিদাস।—বৎসে!
এই যে অপূর্ব্ব সুখ,
যাহে চিরকাল শীতল থাকিতে পার,
লহ তাহা কর তা'ই।
মোহিনী।—অজ্ঞান অবোধ নারী আমি,
মহাপাপে কাটা'য়েছি কাল,
কুংশিক্ষা নাহিক মোর,
কিসে পা'ব সে পথের দিশা ?
তব পদে এই ভিক্ষা মাগি,
দীক্ষা-গুরু হও মোর,
শিক্ষা দাও সে পন্থার—উদ্ধার উপায়।
হরিদাস।—মন অভিসন্ধি ক্রমে বুঝি'
ইচ্ছা ক'রেছিনু মনে ছাড়িতে এ স্থান
কিন্তু তোমা হেন পাপিনীরে
হরিনাম শুনাইব বলি',
যাই নাই চলি' সেই ক্ষণে।
এবে, আহা, হরির কৃপায়
হরিনাম বলিয়াছ তুমি।
এই সুপবিত্র হরিনাম
পাতকীর মুক্তির উপায়।
যদি এই হরিনাম
সম্বল করিতে চাহ, বাছা,

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর বিধিমতে।
বিলাসের বেশ ভূষা কর' পরিহার,
ঐহিক বাসনা-জাল কর বিসর্জন,
ধনরত্ন বস্ত্র আদি যা' কিছু তোমার,
ব্রাহ্মণ দরিদ্রগণে কর বিতরণ।
মস্তক মুণ্ডন করি' এই কুটীরেতে
দিবানিশি থাকি' হেথা
করহ সাধন পবিত্র হরিনাম।

মোহিনী।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হরিদাস।—বৎসে! হেথা হ'তে চলিলাম আমি।

মোহিনী।—গুরুদেব!
প্রণিপাত করি পদযুগে।
সদাই আদেশ তব করিব পালন,
তব এই সুপবিত্র সাধনকাননে
ভক্তিভরে যাবৎজীবন
পতিতপাবন হরিনাম করিব সাধন।

হরিদাস।—হরিভক্তি অটুট হউক তোর, বাছা!

মোহিনী।—পিতা! প্রণিপাত করি পুনরায়।

উভয়ে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[হরিদাসের প্রস্থান।

মোহিনী।— (গীত)

আমার মত পাপী যা'রা,
আয় রে ত্বরায় ছুটে তোরা।
পাপ তাপ সব ঘুচে যা'বে
মুছে যা'বে প্রাণের ব্যথা॥
হরিনামের প্রেম-পারাবার,
বই'ছে কানে কান,
ভক্তি-লহর হেলে দুলে
গাই'ছে নামের গান;
আয় ভেসে যাই, নাম গান গাই,
জয় শ্রীহরি মুক্তিদাতা॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শান্তিপুর—গঙ্গাতট।

এক দিক্ দিয়া হরিদাস ও অপর দিক্ দিয়া অদ্বৈতের প্রবেশ।

অদ্বৈত। (সুরে)—
বহু দিন পরে সখা, পেয়েছি তোমার দেখা,
এস এস প্রেমভরে করি আলিঙ্গন।

হরিদাস।—(সুরে)—
বড় আশা ছিল চিতে, মূর্ত্তি তব নিরখিতে,
সে আশা আমার আজ হইল পূরণ।
এস এস প্রেমভরে করি আলিঙ্গন॥

(উভয়ের আলিঙ্গন)

অদ্বৈত।—(সুরে)—
চল এবে দুই জনে, শ্রীচৈতন্য দরশনে,
পুণ্যধাম নবদ্বীপে যাই।

হরিদাস।—(সুরে)—
মোরো মনে সেই সাধ জাগে সদাই॥

অদ্বৈত।—(সুরে)—
আজ পেয়েছি প্রাণের আলো,
আঁধার আমার ঘুচে গেলো,
পথ চিনেছি সেই আলোতে,
চল্ রে ও মন নিত্যধামে।
মাইকো সেথা পাপের লেশ,
প্রেমভক্তির উদয় দেশ,
কাজ কি হেথা পেয়ে ব্যথা,
চল্ মজি সে হরিনামে।

হরিদাস।—(সুরে)—
থাক্ প'ড়ে থাক্ ভবের বাসা,
ভবের আশা, ভবের নেশা।

অদ্বৈত।—(সুরে)—
যাক্ পুড়ে যাক্, যাক্ পুড়ে যাক্
তমোগুণের ভালবাসা।

উভয়ে।—(সুরে)—চল্ মজি গে প্রেমের নেশায়,
গউর-প্রেমে পাগল প্রাণে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নবদ্বীপ—শ্রীবাস ঠাকুরের বাটী।

শ্রীবাসের প্রবেশ।

শ্রীবাস।—সঙ্কীর্ত্তন-আয়োজন সমস্ত করিনু।
হরিদাস, বনমালী, নন্দন, বিশ্বর,
কাশীশ্বর, বাসুদেব, শ্রাম, গড়ুরাই,
মুরারি, জগদানন্দ, শ্রীমান্, শ্রীধর,
গোপীনাথ, জগদীশ, বুদ্ধিমন্ত খাঁ,
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শঙ্কর,
আনন্দ, শুক্লাম্বর, পুরুষ উত্তম,
পণ্ডিত ভক্তেরা সবে আজি মোর গৃহে
মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের সনে
করিবেন হরিসঙ্কীর্ত্তন।
যাই আমি সর্ব্বজনে আহ্বান করিয়া
আনি দ্রব্য গৃহে মোর।

[প্রস্থান।

চৈতন্যদেবের প্রবেশ।

চৈতন্য।— (গীত)

দেহি দেহি মুঝে দরশন!
হাম্ তুহুঁ বিনু, আকুল ভৈইনু,
কাঁহা মেরি শ্রাম প্রাণধন!
তব বিরহানল, জনত দ্বিগুণ হিয়ে,
দিঠি মেরি [illegible]!
যাও তামস বন, বেড়ল চৌদিকে,
কাঁহা মেরি শ্রাম প্রাণধন!
অধিব অধীর অতি, ভেইল পরাণ,
লোচন ভাসল নীরে!
কৈছন ধীরে ধরুঁ, যো মুঝে বাড়াবব,
কাঁহা মেরি শ্রাম প্রাণধন!

(ব্যাকুল ভাবে)—
হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ!
কোথায় লুকা'লে তুমি?
বিদ্যুতের মত দেখা দিয়ে
কোথা গেলে প্রাণের দেবতা!
তব শ্রীচরণ বিনা কিছুই জানি না, হরি!
কেন তবে দেহ মোরে বিরহ-যন্ত্রণা?
শুষ্ক যদি হয় এ [illegible],
[illegible] যদি [illegible],
জীবনধন মোর তব শ্রীচরণ,
সে সকল [illegible]
কাঁদিয়া আবার [illegible]?
কৃষ্ণ! কোথা প্রাণের কৃষ্ণ! কোথা গেলে
কৃষ্ণ! কোথা গেলে?

অদ্বৈত ও হরিদাসের প্রবেশ।

দেখেছ কি কৃষ্ণেরে আমার?
বল বল,
কোথা মোর আরাধ্য দেবতা?
নিরন্তরে কেন লুকায়ে?
যাও [illegible]—কথা কও,
বল বল,
কোথা মোর প্রাণের ঈশ্বর?
চিনিতে কি পার নি তাঁহারে?

(গীত)

ঐ সে শ্রামল তনুধর, নীল-জলদবর,
বঙ্কিম-লোচন, বঙ্কিম-ঠাম।
সুচিকণ কেশ, মোহন বেশ,
রূপ অশেষ প্রাণ-আরাম।
পীত-বসন-ছটা, শ্বেত-তিলক-ঘটা,
অধর অরুণ জিনু লোহিত বিম্ব,—
সুমধুর বাঁশরী, অধরহি বাজত,
কণ্ঠহি দোলত মোতিম-দাম।

([illegible])—
ঐ যে—ঐ যে, আহা!
ঐ যে—ঐ যে, আমার কৃষ্ণ।
ঐ যে আমার হারাণ-নিধি!
এই বার পেয়েছি,
আর ছাড়্‌বো না—ছাড়্‌বো না।
হে বক্ষবিহারী হরি!

এই বার তোমাকে
হৃদয়ে গোপনে রাখিব।
(উন্মত্তভাবে)—ঐ যায়—ঐ যায়—হায়!
আবার, কৃষ্ণ! কোথায় গেলে!
পতিতপাবন হরি!
এই দীনহীন পতিতকে কি
স্পর্শ ক'রবে না?
কৃষ্ণ! কোথা গেলে!
কৃষ্ণ! কোথা গেলে! দেখা দাও!
কৃষ্ণ! কোথা গেলে!
(মূর্চ্ছালক্ষণ ও অদ্বৈতকর্তৃক চৈতন্যকে ধারণ
এবং হরিদাসকর্তৃক বস্ত্রদ্বারা বীজন)
হরিদাস।—আচার্য্য!
অন্তরে যা' ভেবেছিনু,
সাক্ষাতে দেখিনু এবে তা'ই।
সাক্ষাৎ শ্রীহরি এবে শ্রীচৈতন্য নামে
আসিলেন পাপিকুলে করিতে নিস্তার
প্রেমভক্তিময় হরিনামে।
অদ্বৈত ও হরিদাস।—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
চৈতন্য।—(প্রবুদ্ধ হইয়া)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
অদ্বৈত।—প্রভো!
আসিলেন হরিভক্ত হরিদাস
তোমার গোচরে।
চৈতন্য।—(সানন্দে)—
ধন্য আমি,
ধন্য মোর হরির সাধনা,
তেঁই আজ পাইলাম সাধু হরিদাসে।
আইস দক্ষিণ বাহু মোর,
দেহ কোল চৈতন্য সুদীনে।
হরিদাস।—কোল দিতে যোগ্য নহি আমি।
যবনকুলেতে জন্মি'
কি সাহসে করিব এ অসম্ভব কাজ?
চৈতন্য।—না না, সাধু!
না কহিও হেন বাণী আর,
তুমিই প্রেমের ভক্ত হরির জগতে।
মহৎ কপট ভক্ত তুমি।
আমি আছি,
তোমা হ'তে পাপ কলিকালে
কোটি কোটি পাপী—কোটি কোটি তাপী
পাপতাপমুক্ত হ'য়ে
যা'বে চলি' বৈকুণ্ঠভবনে।
অদ্বৈত।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

হরিভক্তগণের সহিত শ্রীবাসের পুনঃপ্রবেশ।

অদ্বৈত।—শুন শুন, ভক্তগণ।
এই সেই হরিভক্ত হরিদাস প্রভু।
ভক্তগণ।—(সানন্দে)—
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!
শ্রীবাস।—এস এস, পূজ্যপাদ ভক্তচূড়ামণি।
কৃপা করি' দেহ আলিঙ্গন,
এ দেহ পবিত্র করি ও দেহ পরশে।
হরিদাস।—ধন্য আমি আজ,
কলির জীবের মুক্তিদাতা
শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত-পাবন
দিয়াছেন কোল এই দীনহীন জনে।
ধন্য আমি আজ,
এই সব পূজনীয় হরিভক্তগণ
কৃপায় দিবেন কোল মোরে।
পবিত্র হইনু আমি,
পাপরাশি ঘুচিল আমার।
সকলে।—(আলিঙ্গন করিতে করিতে)
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।
চৈতন্য।—চল এবে, ভক্তগণ!
পথে পথে ভক্তিভরে
করি গিয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন।
সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

নবদ্বীপ—রাজপথ।

নিত্যানন্দের প্রবেশ।

নিত্যানন্দ।—প্রাচীন মথুরা ছাড়ি'
নবীন মথুরা নবদ্বীপে এই শ্রে আইনু।
সেথা যত ভক্তগণ মুখে
শুনিয়াছি যাঁ'র নাম,
কোথা সেই গৌরাঙ্গ আমার?
প্রাণ মন চাবি ধাবে ধায়,
পাইব কোথায় তাঁ'রে?
হেরি' তাঁ'র পাদপদ্ম
নয়ন সফল করি কিসে?
কোথা, প্রভু! দেখা দাও দীনে।
অবধূত নিত্যানন্দ আমি,
কিন্তু আজ আনন্দবিহীন
বিনা তব দরশনে।
ভক্ত জনে দেখা দেহ, ভক্তের দয়াল!
যেই হরিনাম মন্ত্র দানে
তরাই'ছ পাপী জীবগণে,
যেই হরিনাম গুণ-গানে
জাগাই'ছ মোহমুগ্ধ জনে,
সেই হরিনাম ডঙ্কা বাজা'য়ে, নিমাই,
ধ্বনিত করি'ছ বঙ্গ নভ,
সেই হরিনাম সুধা-স্রোতে
শীতল করি'ছ সদা তাপিতের প্রাণ,
সেই হরিনাম—
আহা, সেই হরিনাম
শুনিতে এসেছি তব শ্রীমুখকমলে!
তব গুণে শত শত জীব
হ'তেছে তোমার শিষ্য,
আমিও ক'রেছি বড় সাধ,
সাধুরাজ!
হইয়া তোমার শিষ্য পূজিব তোমারে।
কই কই—কোথা তিনি?
কে মোরে দেখা'য়ে দেবে তাঁ'রে?

নেপথ্যে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

নিত্যানন্দ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
এই যে—এই যে মোর গুরু।
প্রভু! প্রভু! ঐ রাঙা, পূজি ও চরণ।
অবধূত নিত্যানন্দে নিত্যানন্দ কর দান।

বেগে চৈতন্য ও হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণের প্রবেশ।

চৈতন্য।—(সানন্দে নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া)—
ধন্য আমি আজ,
সফল হইল স্বপ্ন মোর।
স্বপ্নে যেই দিব্যমূর্ত্তি ক'রেছি দর্শন,
প্রত্যক্ষ হেরিনু তাঁ'রে।
অবধূত নিত্যানন্দ!
অর্দ্ধেক শকতি মোর তুমি।
তোমার সাহায্যে এবে
হরিনাম প্রচারিব দ্বিগুণ সাহসে।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

হরিদাস।—জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়।
জয় দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ
শ্রীনিত্যানন্দ অবধূতের জয়।

(ভক্তগণকে নিত্যানন্দের আলিঙ্গন প্রদান)

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

চৈতন্য ও নিত্যানন্দ ব্যতীত সকলে।—(গীত)
নদের মাঝে প্রেমভক্তির বাজার ব'সেছে।
গৌর নিতাই দুই হাটুরে ভক্তি এনেছে।
কে নিবি আয়, কে নিবি আয়—
বিনি মূলে কিনিবি আয়,
ক'রে দেরি, ঠকবি ভারি,
আয় চোলে আয়, চোলে আয়,
এই দেখ্ না চেয়ে, ধেয়ে ধেয়ে
দেশ বিদেশের লোক ছুটেছে!

চৈতন্য।—(সাগ্রহে)—
শুন শুন, ভক্ত হরিদাস।
শুন শুন অবধূত নিত্যানন্দ ভাই!

অদ্য হ'তে নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে
হরিনাম করহ ঘোষণা।
প্রত্যেক লোকেরে বল,
এই ভিক্ষা আমা' সবাকার—
ভক্তিভরে সবে মিলি' হরি হরি বল।
ইহা ছাড়া অন্য কথা না আনিও মুখে,
ইহা ছাড়া অন্য কথা না শুনিও কাণে।
প্রতিদিন দিবা-অবসানে
আমারে সংবাদ দিবে।
শুন সবে,
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—বৃন্দাবন ধাম।

কুঞ্জমধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি।
দুই পার্শ্বে গোপিনীগণ দণ্ডায়মানা।

গোপিনীগণ।— (গীত)

যুগল রূপমাধুরী হেরি' মন মোহিল।
শ্যামল জলদ অঙ্কে সৌদামিনী শোভিল॥
কা'কে দেখি, কা'রে রাখি,
উভয়েরি পানে চেয়ে থাকি,
দুহুঁ রূপ এক, এক রূপ দুহুঁ,
প্রকৃতি পুরুষ মিলন,—
নয়নাভিরাম ঘনশ্যাম, ভকতিপ্রেম বিলসিল॥

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

অবসরসরোজিনী।

চতুর্থ ভাগ।

হরিনাম।

কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, জগতের কোন্ দিকে,
জান কেউ সন্ধান তাহার?
ধর্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে, সপ্ত স্বরগের ঊর্দ্ধে,
জ্যোতির্ম্ময় বৈকুণ্ঠ বিহার।
পৃথিবীর এক কোণে দিবানিশি প'ড়ে আছি,
সপ্তস্বর্গ কেমনে বুঝিব?
সপ্তস্বর্গ আগে বুঝে, তবে তো বৈকুণ্ঠ বোঝা,
এ বোঝা কেমনে সরাইব!
হা রে ভাগ্য! হা রে আশা! হা রে ও জ্ঞানের নেশা!
পৃথিবীর জালে বাঁধা তোরা!
আমা হেন মানুষের হৃদয় অন্তরে মিশে,
আঁধারে হইলি দিশেহারা!
এ আমি ক্ষুদ্র জীব! আঁধারে ডুবিয়া আছি,
ধাঁধার ভুবনে ভুলে যাই;
কোথা সে বৈকুণ্ঠপুরী, বুঝি বুঝি—বুঝি না যে,
পাই পাই—তবু যে হারাই।

ভয় নাই ভয় নাই, পেয়েছি পেয়েছি, ভাই,
পেয়েছি রে, পা'বার যা' নয়;
রেখে দে শাস্ত্রের কথা, ভেঙেছে ধাঁধার বাঁধ,
বৈকুণ্ঠ তো আমার হৃদয়।
যেথা হরিনাম ছাপা, পরতে পরতে চাপা,
সেই তো রে হরির আসন;
যেথা হরিনাম ছাপা, সেথা হরিনাম-লীলা,
খেলা করে হরিভক্তগণ।
যেথা হরিনাম-ছাপা, সেথায় পার্থিব ভাব,
তিলমাত্র অণুমাত্র নাই;
কি এক স্বর্গীয় ভাব, উথুলে উথুলে ওঠে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভুলে যাই।
বাহির-হৃদয়ে চাই, হরিনাম-ছাপা পাই,
এই হরিনাম-ছাপা গুণে
অন্তর হৃদয় মোর চেয়ে দেখি আঁখি মুদে,
মুগ্ধ হই হরিনাম শুনে।

ওই দেখ, ওই দেখ, অন্তর হৃদয়ে মোর
বৈকুণ্ঠের জ্যোতির্ম্ময়ী রেখা;
তা'র অতি ঊর্দ্ধভাগে অনন্ত জ্যোতির যোগে
হরিযন্ত্রে হরিনাম লেখা।
কোটি কোটি জ্যোতির্ম্ময় ফুল বরিষণ হয়
জ্যোতির্ম্ময় অন্তর-হৃদয়ে,
জ্যোতির বৈকুণ্ঠপুরী, জ্যোতির্ম্ময় হরিনাম,
জ্যোতির আনন্দ যায় ব'য়ে।
জ্যোতির প্রহ্লাদ, ধ্রুব, জ্যোতির চৈতন্যদেব,
জ্যোতির্ম্মুখে হরিনাম গায়,
জ্যোতির তরঙ্গ মাঝে জ্যোতির ত্রিমূর্ত্তি নাচে,
হরিনামে জ্যোতিরে ভাসায়।
জ্যোতির চতুরানন জ্যোতির্ম্ময় চতুর্ম্মুখে
জ্যোতির্ম্ময়ী শিঙা বাজাইছে,

জ্যোতির্ম্ময় নারদ মুনি জ্যোতির্ম্ময়ী বীণা মুখে
ওম্ হরিনাম বলাইছে ।
জ্যোতির্ম্ময় ভোলা শিব জ্যোতির্ম্ময় করতালে
তাল দিয়ে বাঁকা হয়ে দোলে ।
জ্যোতির্ম্ময় গজানন জ্যোতির্ম্ময় চারি হাতে
জ্যোতির্ম্ময় খোলে স্বর তোলে ।

হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর,
কি এক ভাবের ঘোর,
আনন্দে হইনু ভোর, ভুলে গেল প্রাণ,
ওই শুন, ওই শুন হরিনামগান ।—

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য ।

[কীর্ত্তন-গীতি]

(আস্থায়ী)

হরিনাম গান কর্ মনুয়া মেরো,
ভবডর ভবজ্বর ঘুচ্ গেই তেরো ।

(অন্তরা)

ভুল্ যা রে মেরো মনুয়া !
পাপ নরক কি দুনিয়া,
লোভ লাভ সব ফেঁক দে না,
আপ্‌না মায়া ছোড়ো ।

সকলে ।— (শাখান্তরা)
হরিনাম হরিনাম ওম্ হরিনাম ।

ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও চৈতন্য ।

(সঞ্চারী)

যো জন হরিনাম গাওয়ে,
সো জন হরিপদ পাওয়ে,
আপদ বিপদ খোয়ে,
সুর নর পূজহি তাকো ;—

(আভোগ)

তা' সম কঁহি নহি মিলে,
হরিনাম-প্রেম-সলিলে
সো জন নিমগন হোই
করে বৈকুণ্ঠ বিহারো ।

সকলে ।— (শাখাভোগ)
হরিনাম হরিনাম ওম্ হরিনাম

ছায়া-চিন্তা ।

(জলপ্রপাতদর্শনে)

অহো !

কোথায় [illegible] আমি । কোথায় দাঁড়া'য়ে আছি ।
এ কি দেখি সম্মুখে আমার ।
অনন্ত আকাশ কেটে, কে এই [illegible],
ভীম—ভীম—মহাভীমাকার ।
নির্জ্জন গম্ভীর দেশ, মানবের [illegible]
প্রকৃতির গম্ভীর মূরতি,
সে গম্ভীর মূর্ত্তি হ'তে পর্ব্বতে [illegible]
গাম্ভীর্য্যের ছায়ার স্ফুরতি ।
যে এই সম্মুখে মোর, তমোময় [illegible],
ইহা সেই ছায়ার কণিকা ।
না জানি প্রকৃতি নিজে কি ঘোর, গম্ভীর [illegible],
বিস্ময়েরো বিস্ময়দায়িকা ।
হরিমায়া প্রকৃতির ছায়াময়ী [illegible]
এ ব্রহ্মাণ্ড আর কিছু নয়,
ছায়ার তপন, চাঁদ, ছায়া দিগঙ্গনা বার
বাঁধিয়াছে ছায়া-দিক্‌চয় ।
ছায়ার অনন্ত শূন্য, ছায়া বই নাহি অন্য,
গ্রহ তারা ছায়া-শূন্য-কোলে,
মায়া প্রকৃতির মায়া ছায়া—ছায়া—শুধু [illegible],
ছায়ায় ছায়ায় ধরা দোলে ।
ছায়ার ধরায় পুন ছায়া কণা [illegible]
জন্মিয়াছে ছায়াবাজী কত,—
ছায়ার সাগর, ভূমি, ছায়া কণা তুমি আমি
সম্মুখে এ ছায়ার পর্ব্বত ।

এই যে গিরির কায় যৌবন শোভা পায়,
ছায়া বই আর কিছু নয়;
ছায়ার অসংখ্য গা, ছায়ার অসংখ্য পাখী,
ছোট বড় শিলা ছায়াময়।
পর্ব্বত হৃদি আপন বিক্রমে ভেদি'
জলের প্রপাত বাহিরায়,
ছায়া এ পর্ব্বত ছায়া, ছায়ার তরল কায়া
মহাবেগে গড়াইয়া যায়।
ছায়া শিলায় লেগে ছায়ার ভীষণ বেগে
ছায়ার গর্জ্জনে পড়ে জল;
ছায়ার তরঙ্গ ছুটে, ছায়ার তরঙ্গ উঠে,
ছায়া-ফেনা ফুটে অবিরল।
আহা কি অদ্ভুত কথা, ছায়ায় সকলি গাঁথা,
এ ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির ছায়া!
এ পর্ব্বত ছায়া কণা, এ প্রপাত ছায়া ফেনা,
কোথা তবে প্রকৃতির কায়া?
যেথা নাহি দিবারাতি, যেথায় জ্যোতির জ্যোতি
বিভাসিত কি এক ছটায়;
সে জ্যোতির ছায়া নাই, 'ছায়া নাই' ছায়া তাই,
পুরুষ প্রকৃতি এক কায়।
পুরুষের সেই ছায়া, প্রকৃতির সেই কায়া,
প্রকৃতির কায়া-ছায়া হেথা;
পুরুষ স্বয়ং হরি, সৃষ্টি-ইচ্ছা তাঁর নারী
হরিপ্রাণে একসূত্রে গাঁথা।
সে নারী প্রকৃতি নামে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ধামে
মায়া ছায়া করিয়া বিস্তার,
জড়াজড় করে সৃষ্টি, ছায়ার অনন্ত বৃষ্টি
তুমি—আমি—ব্রহ্মাণ্ড অপার।

বিসর্জ্জন।

(গীতি)

১

মা গো! কি দিয়ে তোর পূজ্‌বো রাঙা পা?
আবার কেন এলি, মা?
ওগো সময়রূপিণি!
যখন সময় দিয়েছিলি,
তখন পূজা পেয়েছিলি,
এখন, অসময়ে কেন এলি?
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

২

আমার হৃদি-কাননে দিবানিশি
ফুল ফুট্‌তো রাশি রাশি,
সেই ফুলে তোর চরণ দু'টি দিতেম সাজা'য়ে
এখন হৃদয় ধূ ধূ করে,
ফুলের বাগান গেছে ম'রে,
কি দিয়ে আর পূজ্‌বো তোরে?
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

৩

মা গো! ভেঙে গেছে আশার হাট,
প্রাণ হ'য়েছে শ্মশান-ঘাট,
যে দিক্ পানে চেয়ে দেখি,
শূন্যে শুধু চেয়ে থাকি,
জগৎ শ্মশানময়;—
জ্বল্‌ছে চিতা ধু ধু ধু ধু,
জীবন করে হু হু হু হু;
শোণিতবিহীন হ'ল আমার গা,—
এমন সময় কেন এলি?
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

৪

তুই নামে কেবল মা,
তুই নামে কেবল দুর্গার বেটী,
সিদ্ধিদাতার মা।
বেশ বুঝেছি, কিন্তু কাজে
তোর তুলনা কেবল বাজে।
'শক্তি' নাম তোর কে দিয়েছে?
'শেল' বসাতে ভুলে গেছে?
শক্তি নয় তুই—শক্তিশেলের মূল,
তোর পতি কেন ঘুরোয় মহাশূল,
তা' ভাল হ'ল—বোঝা গেল নামের মন্ত্রটা,

নিঠুর বেটি! কেন এলি?
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

আপ্‌নি যদি নিজের জ্বালায়,
প্রাণটা গেল জ্বালায় পালায়,
ঘোর যাতনায় কচ্ছি হাহাকার।
পাঁচ ভূতে সব লুটে নিলে,
আমার থেকে ফাঁকি দিলে,
পথভিখারী হলেম আমি, তারা।
একটি কাণা কড়িও নাই,
বাড়া ভাতে প'ড়্‌লো ছাই,
ক্ষুৎপিপাসায় দেখ্‌ছি অন্ধকার।
মায়ের মায়া গেছে বোঝা
তুই গো বাঁকা, নয়কো সোজা,
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

৬

কই, বেটি! কই গেলি না রে!
দাঁড়িয়ে কেন মুখটি গুঁজে?
এতই যদি পেটের জ্বালা,
বাবার কাছে সিদ্ধিগোলা
গিল্‌গে গিয়ে তুষী তোরে ভোলে,
ও ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরি!
ও তোর দু'টি পায়ে ধরি,
ও ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরের
পূজা করার কাণ্ডটা ঢের,
তেমন যোগাড় নাইকো আমার ঘরে।
এ কাঠমায় আর হোলো না,
যা ফিরে যা—যা ফিরে যা।

৭

শিলার বেটী কালা বেটী কালি!
নিজেও কালা—কানে শিলায় তুলি,
নৈলে আমার মর্ম্মব্যথা,
প্রাণবিদারী দুঃখের কথা
আকাশ-কানে প'শ্‌লো নাকো তোর?
আচ্ছা, বেটি। থানিক দাঁড়া।
আনছি, দাদা! শক্ত দড়া,
বাঁধ্‌তো বেটীর টক্‌টকে পা,
বাজা, ঢাকী, খাজা বাজা;
কাঁদে যদি নিঠুর বেটী,
শুন্‌বো না ওর কান্নাকাটি,
ঢাক বাজিয়ে কান্না ঢাক্‌,
বাঁধ্‌ ছুটো পা দিয়ে ডাক্‌,
আজ বেটীকে জ্যান্ত ধ'রে দিব বিসর্জ্জন।
যেমন বাবা, তেম্নি মা,
তেম্নি আবার তা'দের ছা,
যেমন মা, তেম্নি ছেলে,
কেউটের পেটে হয় নি ঢেলে,
আজ বেটীকে জ্যান্ত ধ'রে দিব বিসর্জ্জন।

৮

ঐ যা, অহো, এ কি হোলো।
মা আমার কি হোয়ে গেলো।
মাটি হোলো সোণার কায়,
একদৃষ্টে শূন্যে চায়!
আর যে সাড়া নাইকো মুখে,
নাইকো পলক উজল চোখে,
মা ব'লে, মা! ডাক্‌ছি কত,
দে মা সাড়া একটি বার।
ব'ল্‌বো না আর তীব্র কথা,
ব্যথা পেয়ে দিস্‌ নে ব্যথা,
ছেলে ফেলে গেলি কোথা?
আয় মা ফিরে মা আমার।
আর আমার মা আস্‌বে না রে,
আমার ফেলে শোক-আঁধারে
মায়ের-বিসর্জ্জন!
মাকে ছেড়ে থাক্‌বো কোথা,
মোরো বিসর্জ্জন!

অভাগা দলীপ।

১

উথলিল সুখের স্বপন
প্রাণের ভিতর তরতর,

বাসনার মরীচিকা ছায়া
আপনা আপনি এল স'রে।
সুখ সনে বাসনার দেখা
… হৃদে আঁকে রেখা;
দলীপের জাগিল ভরসা,
চেয়ে দেখে আশা খেলা করে।

২

আপনা আপনি আশা এসে,
সাজাইল গৃহযাত্রী-বেশে
নির্ব্বাসিত অভাগা দলীপে।
সরাইল আশা বারম্বার
নিবিড় অটুট অন্ধকার
আশ্বাসের অলৌকিক দীপে।
প্রাণে মরা দলীপ তখন
চেয়ে দেখে—নূতন জীবন
দাঁড়া'য়েছে আসিয়া সমীপে;
'এস এস, নূতন জীবন।
এস দলীপের হারাধন।
রেখো না আমারে পর-দ্বীপে।

৩

আশা গড়া নূতন জীবন
দলীপেরে তুলিয়া বসায়;
বায়ুকোণ সিন্ধুতট হ'তে
রণজিৎ অগ্নিকোণে চায়।
আনন্দ ধরে না আর প্রাণে,
আশা তাঁ'রে বলে কানে কানে—
'দুখনাশ হ'ল তোর ভোর,
ডাকে তোরে জন্মভূমি তোর,
মোর কোলে উঠে আয়,
…শান্তির ছায়,
সেথা হ'তে এসেছিলি হেথা,
… হ'তে নিয়ে যা'ব সেথা।'
… কহিয়া আশা তা'য়,
নি… সাদরে উঠায়।

৪

কোলে তুলে পুনঃ কানে কানে
কি বলিল ছুটাইয়া আশা;
দলীপ লেখনী-মুখে ধীরে
প্রকাশিল অন্তরের ভাষা।
দলীপের আসিবার আগে
সে ভাষা আসিল তা'র দেশে;
আশার দুরাশাময়ী ভাষা
অভাগার কাল হ'ল শেষে।
আনন্দের উৎস ছুটাইয়ে
জলে ভেসে আসি'ছে দলীপ;
এক দিকে প্রিয় জন্মভূমি,
অন্য দিকে পিশাচের দ্বীপ।
মাঝখানে উত্তাপের দেশ,
আশা সেথা দলীপে আনিল,
চক্ষু রাঙাইয়া নিশাচরী
অভাগায় শিলায় ফেলিল!

৫

উথলিল দুখের স্বপন
প্রাণের ভিতরে তরতরে;
বাসনার মরীচিকা-ছায়া
আপনা আপনি গেল স'রে।
দুখসনে দুরাশার দেখা,
ভরা প্রাণ একেবারে ফাঁকা;
দলীপের ভাঙিল ভরসা,
অভাগা আবার গেল ম'রে!

ফুলমালা।

চুপ্ কর—চুপ্ কর, সই!
দু জনেই চুপ্ ক'রে রই।
রাশি রাশি শুক পাতা
চারি ধারে আছে পাতা

বাড়া'স্ নি পা দু'খানি,
তা' হ'লে এখনি,
মড় মড় শব্দ হ'বে; '[illegible]
জেগে উঠে আধ' আধ' ফুটি' নয়ন!"

লুকিয়ে লুকিয়ে বায়ু বোকে
নিশ্বাস ফেলো না, সখি, জোরে;
নিশ্বাসের শব্দ নিয়ে
এখনি ওখানে গিয়ে
ফুঁ দেবে ও দু'টি কাণে
নিঠুর বাতাস
নিঝুম ঘুমন্ত আঁখি জাগিবে তাহায়,
চেয়ে দেখা হ'বে না যে, ও যদি গো চায়।

ওই বায়ু বহে সর সর,
আমার আঁচলখানা ধর,
নহিলে বায়ুর বায়
এখনি উঠিবে তা'য়
কেঁপে কেঁপে উড়ে উড়ে
পত পত স্বর।
পোড়া আঁচলের ডাকে ও জেগে উঠিবে,
লজ্জায় আঁচলে মুখ ঢাকিতে হইবে।

ধীরে তোর হাতখানি নেড়ে
দে তো ওই পাখীটেরে তেড়ে।
ঘাড় নেড়ে গলা ছেড়ে
শুকতারা ডাক ছিঁড়ে
চিচিকুচি কিচিমিচি
মিছিমিছি করে!
ওড়ে না যে পোড়া পাখী! দে তো ফুল ছুড়ে।
আমি লুকে ধরি ফুল, খুঁজে পাছে পড়ে।

আয়, সই, দু'জনে মিলিয়ে,
চুপি চুপি খুঁজে খুঁজে খুঁজে
একটি একটি কোরে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে
সবাইয়ে এক ধারে
রাখি পাতাগুলি;
তা'র পর চুপি চুপি গুটি গুটি গিয়ে
দিয়ে আসি ফুলমালা গলে দোলাইয়ে।

পলকে প্রলয়।

(২৬এ চৈত্র, শনিবার, ১২৯৪)

স্থান—ঢাকা। সময়—রাত্রি ৭টা।

প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপ পশ্চিম গগনগায়
ডুবে যায়—ডুবে যায়;—ওই ডুবে গেল।
সরল তরল মেঘ বিশাল গগন ছায়,
বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল।
বাসায় বসিয়া আছি, সঙ্গীতের স্রোত বয়,
প্রাণ মন বাঁধা তা'য় র'য়েছে আমার,
কি এক আনন্দে ভোর, আসে যেন ঘুম ঘোর,
হেনকালে আচম্বিতে উঠিল হুঙ্কার।
গৃহের জানালা খুলে, দেখিলাম অগ্নিময়,
পশ্চিম আকাশে ছোটে জ্বলন্ত আগুন,
মাথা মাখি অগ্নি মেঘে, কি জানি কি শক্তি বলে,
দুর্ব্বল বায়ুর বল বাড়ে কোটি গুণ।
লোহিত স্তম্ভের সম, ঘূর্ণা বায়ু ধেয়ে আসে,
উৎকট গম্ভীর শব্দ তা' হ'তে ফুটি'ছে,
কি এক অনন্ত শক্তি, মানবের ভয় ভক্তি
তা'র চেয়ে শত গুণে অন্তরে উঠি'ছে।
বুড়ীগঙ্গা পরপারে, সেই বায়ু স্তম্ভখান
শতযমদণ্ড সম মারে পাকসাট;
দেখিতে দেখিতে, হায়, পলক না যেতে যেতে
ভেঙ্গে গেল দুই পারে আনন্দের হাট।
অট্টালিকা শত শত ভাঙ্গিয়া পড়িল ভূমে,
ছাদ বাড়ী উপাড়িয়া উড়িল আকাশে,
বৃহৎ বৃহৎ তরু উপাড়ি' পড়িল ভূমে,
কেহ বা উড়িয়া চলে প্রচণ্ড বাতাসে।
পরিত্রাহি পরিত্রাহি, ডাক ছাড়ে নরনারী,
বালক বালিকা কাঁদে দারুণ তরাসে,

ঢাকা নগরীর বুঝি অন্তিম সময় আজ,
স্থাবর জঙ্গম গেল কালের গরাসে।
নদীর সলিল হ'তে, তুলিয়া নৌকারি সারি,
তীরের উপরি বায়ু ভাঙ্গি'ছে আছাড়ি';
দেখিতে দেখিতে এক— ভীষণ শ্মশান দেখি,
চিনিতে না পারি হেথা ছিল কি না বাড়ী।
অত্যুগ্র ধূলার রাশি, উড়ি'ছে দিগন্ত গ্রাসি',
হুহুঙ্কারে হাহাকারে হ'ল একাকার;
একটি নিশ্বাস ফেলে, এমনো সময় নাই,
কত নর নারী মরে করিয়া চীৎকার।
মা'র কোলে শিশু মরে, মা ভাসে নয়ন লোরে,
কোথাও জননী মরে, ছেলে কাঁদে শোকে;
কোথাও মরিল পিতা, কোথাও মরিল পতি,
কোথাও মরিল পত্নী হাত রাখি, বুকে।
ইষ্টকের স্তূপ রাশি, চারি ধারে ছড়াছড়ি,
পথ ঘাট বন্ধ হ'ল না চলে চরণ;
এমন ভীষণ দৃশ্য, এমন শোকের মূর্ত্তি
এ জীবনে দেখি নাই—অচিন্ত্য স্বপন!
কত কি যে দেখে দেখে, আমার লেখনী লেখে,
আমার মনের ভাব অজস্র ধারায়;
কিন্তু আজ সে লেখনী, লিখিতে অক্ষম হ'ল,
মনের উচ্ছ্বাস মোর মর্ম্মেই মিলায়!
লিখিতে না পারি আর, কাজ নাই লিখে আর,
এ ঘোর ঘটনাশক্তি শুধু মনে ভাবি;
তা' হ'লে হয় তো কালে, ক্ষুদ্র মানবের কাছে,
দেখা'তে পারিব এক নব মহাছবি।
দৈব শক্তি নার শক্তি এ দোঁহা ভিতর
দেখাইব সে ছবিতে, কত যে অন্তর।
ঢাকা। ২৭এ চৈত্র, ১২৯৪।

বঙ্গ-রবি।

১

অনন্ত বিষাদ সিন্ধু, তট নাহি যায় দেখা;
তাহে পন যন্ত্রণার নিবিড় আঁধার ঢাকা।
যতদূর দৃষ্টি যায়
হৃদয়ে আকাশ-গায়,
তত দূর চেয়ে দেখি—কেবল কেবল ফাঁকা,
কোথাও না পাই খুঁজে আশার একটি রেখা।

২

স্তরে স্তরে অন্ধকার ঢেকেছে আমার কায়া,
উঠেছে কায়ার ছায়া—উঠেছে ছায়ারো ছায়া।
শুষ্কপ্রাণ—মরুভূমি;
মরুভূমে কেবা তুমি
আচম্বিতে দেখা দিলে দেখাইতে দয়া মায়া?
পা'বে কি আশার দেখা বঙ্গভূমি নিরুপায়া?

৩

আশা যা'র বীজমন্ত্র, সেই কৃতকার্য্য হয়,
আশা যা'রে ছেড়ে গেছে, এ ব্রহ্মাণ্ড তা'র নয়।
ব্রহ্মাণ্ড তো বহু দূর,
একটি সর্ষপ-চুর
সহস্র সন্ধানে খুঁজে পায় না সে নিরাশ্রয়,
নিরাশার মহার্ণবে সদা সে যে ডুবে রয়।

৪

কে তুমি সাহিত্যসাথী? কিবা নাম?—"বঙ্গ রবি"
এ আঁধার বঙ্গাকাশে তুমি কি আশার ছবি?
আশাহারা প্রাণে মরা,
হৃদয়ে বিষাদ ভরা,
বঙ্গের সকলি গেছে; অথচ আছে তো সবি,
সকলি আবার কিন্তু অন্ধকারে আছে ডুবি'।

৫

বঙ্গ-রবি! বঙ্গ-রবি! দেখা দিলে হ'ল ভাল,
নূতন কিরণ জ্বাল, জ্ঞানের আলোক ঢাল।
অনন্ত আঁধারে হেথা
আশা আছে কি যে কোথা
নিরাশার ঘোরতর অন্ধকারে বহুকাল,
দেখাও সে সবে খুঁজে, আলো জ্বাল, আলো জ্বাল।

৬

বীজমন্ত্ররূপা আশা কোথায় লুকা'য়ে আছে,
কত খুঁজি, পাই না যে, আলো জ্বেলে আন কাছে।

আশারে মিশা'রে প্রাণে,
ভাষারে জাগাও গানে,
কত বস্ত্র বিখ্যিতিষে তব নব দেহ ছাঁচে ;
তোমার আসাতে যেন সাহিত্যের আশা বাঁচে।

জাগ!

ভারতসন্তানগণ, অলসে বসিয়া কেন,
দেব সাহায্যের তরে কেন অপেক্ষিত ?
নিজ কার্য্যে রত হ'য়ে, উত্থান করহ সবে,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

দাস কি তোমরা সবে, অথবা স্বাধীন সবে,
অন্ধকারে তোমরা কি রয়েছ লুক্কিত ?
তোমাদের নিজ হাতে, শেষ ফল প'ড়ে আছে,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

কলেই কর দাও, কিন্তু কর দেওয়া গেলে,
কিবা বল সেই কর হইলে ব্যয়িত ?
কর দৃঢ় পণ! তায় দাবী লভে জয়,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

আমাদের স্থান, প্রাণ, সকলই পণে যায়,
তোমরা খেলিতে নাহি হও আদেশিত ;
তোমরা কি বোবা সবে ? কথা কও, দাবি কর,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

তোমাদের ধনে আর, বিলাতে কি আছে লাভ,
বৃথা ব্যবসায় আর কর উপার্জ্জিত ?
কিন্তু সত্য আত্মবল, সকলের সার ফল,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

তোমরা কি দিশাহারা, অথবা দুধের শিশু,
কেন হামাগুড়ি, কেন জড়সড়, ভীত ?
আমাদের শিশুভাব, থাকিবে কি চিরভবে ?
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

চুপি চুপি কাণাঘোষা, অলক্ষিত হামাগুড়ি,
জঙ্গলের কোণে যেন কীট লুক্কায়িত,
ইথে কভু না হইবে অন্যায়ের প্রতীকার।
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

কষ্ট কো ভুগি'ছ সবে ? বুঝি ছ তো অন্যায়,
সম্মুখে আসিয়া তবে হও উপনীত,
ভুগি'ছ যে অত্যাচার, কর তা'র প্রতীকার,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

স্বর্গ বা নরক হ'তে সাহায্য না চাও কভু
নিজের নিকটে হও সাহায্য চেষ্টিত।
যে করে সাহস ইচ্ছা, সকলি তো আয়ত্ত তার
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

ভারতসন্তানগণ, উঠ, নিজ কার্য্য কর
গতি যেন কেহ নাহি করে নিবারিত,
হের ওই পূর্ব্বদিকে হইয়াছে সুপ্রভাত,
নিজের চেষ্টায় হয় জাতি সংগঠিত।

(*Union*)

বেহুলা।

"ভেসেছি নদীজলে, যা'ব সে কোথা চলে
জানি না, জানি না গো কোথা যে এসেছি,
কেবল জানি, পতি সাথিতে ভেসেছি।
হারা'য়ে ধ্রুবতারা, হ'য়েছি পথহারা
ভাসিছু সারানিশি, কাঁদিছু সারানিশি,
নদীর জলে গেল নয়নজল মিশি'।
বাড়িয়া নদীজল, ডাকি'ছে কল কল,
বলি'ছে মোরে যেন,—ভেসে যা, অভাগিনি।
হারা'য়ে ধ্রুবতারা, হ'লি গো পথহারা,
আবার পা'বি তা'রে, পোহা'লে নিশাথিনী।'
আশার ছলনায়, দারুণ ভাবনায়,
স্বপন এ কি দেখি,—'ভেসে যা, অভাগিনি।
আবার পা'বি তা'রে পোহা'লে নিশথিনী।'

ওরে! নিশি ভোরা, মেনে কি ধ্রব তারা,
পশ্চাতে আলোকে যে সে তারা ডুবে যায় ;
পোহা'লে নিশীথিনী কেমনে পা'ব তা'য়।
না না না, তাই বটে এ তারা দিনে ফোটে,
এ ধব নিশাকালে নয়ন মুদে রয় ;
প্রভাতে জেগে ক'রে আশারে আলোময়।

(রাগিণী জয়জয়ন্তী)

"তবে পোহা গো রজনি !
চ'লে যা চ'লে যা, মা! ছাড়িয়ে ধরণী।
খুলে ফেল্ তোর হীরার হার,
ভুলে যা তোর ধরা-বিহার,
তোর আশাকে ভুলে গিয়ে,
মোর আশাকে আশা দিয়ে,
যা, গো জননি।
তোর হৃদয মণি চাঁদ সরিয়ে নে,
ফিরে দে মোর হৃদয়-মণি।

"কই গো যামিনীদেবি! অভাগীর এ মিনতি,
শুনিলি না কানে ;
যে স্নেহে পাষাণ গলে, সে স্নেহের রেখাটিও
নাহি তোর প্রাণে ?
মা মা ব'লে এত ডাকি, একদিঠে চেয়ে আছি,
মা গো, তোর পানে ;
এ অভাগী মেয়েটিরে ফিরে চা, মা, যা না ফিরে
আপনার স্থানে।
মা আমার মা আমার, কাঁদিতে পারি নে আর,
আকুল পরাণে।
মৃতপতি কোলে নিয়ে, মৃতসম হ'য়ে আছি
জীবন্ত পরাণে।

মা গো, মোর কেহ নাই। নাহি জুড়া'বার ঠাঁই,
পতিরে হারা'য়ে আমি হারা'য়েছি সবি,
আনন্দ বাসরে মোর প্রবেশিয়া কাল চোর
চুরি ক'রে নিয়ে গেছে আনন্দের ছবি।
সেই তুই, এই তুই, সেই আমি, এই আমি,
সেই পতি এই পতি, সবি সেই এই,

কিন্তু এই অভাগার দগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
সেই এই-এক-কন্যা সেইটি তো নেই।

সেইটি পা'বার তরে কদলীর ভেলা'পরে
কত দিন ধ'রে ভাসি জলে,
যে দিকে নদীর গতি, সেই দিকে ভেসে যাই
সতীপ্রাণ মৃতপতি কোলে।

নিশি গো! জান তো তুমি, তোমারি অঞ্চলতলে
সুকঠিন লোহার বাসরে,
রুষ্টা মনসার তরে, ছুবিষে বিবশ হ'য়ে
প্রিয় স্বামি প্রাণে যেন ম'রে।

কি জানি কি যেন হয়, পলে পলে এই ভয়
প্রবেশিল মনে খুলি' চিন্তার কপাট,
পতি মোর নিদ্রা যান, নব বিবাহের গান
গাহিতে লাগিল তাঁ'র স্বপনের হাট।
হেনকালে কাল ফণী, সূত্রের সন্ধানে পশি'
লোহার বাসরে,
অলক্ষ্যে আমার, হায়, দংশিল পতির পা।
সূক্ষ্ম কণা ধ'রে।
মনসার আশা পূর্ণ হইল, জননি।
শুভ বিবাহের দিনে
হারাইনু ধ্রবতারা—হৃদয়ের মণি।

"দারুণ হতাশ শোকে, মা গো।
মান্দাসে চড়িয়া তাই, কোথায় যে ভেসে যাই,
কিছুই ঠিকানা নাই, মা গো।
মোর মত অভাগিনী, কেউ নাই ত্রিজগতে,
মোর মত কেবা অনাথিনী।
এমন বৈধব্য-দাহ কোথা কি ভুঞ্জি'ছে কেহ
জান যদি, বল, নিশীথিনি ?
তা' হ'লে তাহার পাশে এখনি যাইয়া আমি
ক'ব মোর বিষাদের কথা,
যে জন ব্যথায় ব্যথী, সেই জন ব্যথা বুঝে,
পরে কি পরের বুঝে ব্যথা ?
তা' যদি বুঝিত কেউ, তা' হ'লে কি তুই, নিশি
পাষাণীর মত হ'য়ে এখনো থাকিস্ ?

এখনি যেতিস্ চ'লে, মঙ্গল-প্রভাত-প্রভা
এখনি ফুটিত পূবে উজলিয়া দিশ।
বড়ই অভাগী আমি, হায়,
তাই নিশি কৃপায় না চায়।

(রাগিণী সুরট)

"নদি গো! নিশি যায় না,
অভাগীর পানে চায় না।
তুই মা, ব'লে দে না, ব'লে দে না—
নহে মেয়ে তোর ধ্রুবতারা পায় না।
তোরি কল কল কথা
বাঁচা'য়েছে মোর আশা-লতা,
কিন্তু নিশি বোঝে না ব্যথা
কঠিন পরাণে;—
বড় ভয়, কি জানি কি হয়,
ক্ষীণপ্রাণা আশা-লতা প্রাণে বুঝি রয় না।
আমার হ'য়ে যামিনীকে ডেকে বল্,
মুছে দে মা আমার নয়ন-জল,
যেন আমি ধ্রুবতারা হই নে হারা,
ও মা ভয়হরা তটিনি!—
আশা মোর হতাশ হ'লো,
ভরসা দিতে আয় না!"

হ'য়ে বালা আকুলপরাণ,
গেয়ে হেন বিষাদের গান,
লক্ষেন্দ্র স্বামীর মৃতকায়
কোলে ল'য়ে জলে ভেসে যায়।
নদীকূলে তরুর উপর
ঘুমাইতেছিল পাখিকুল;
শুনে তা'রা করুণার স্বর
গাহে স্বর হইয়া আকুল।
বেহুলার শোকোচ্ছ্বাস-গান,
তটিনীর জলোচ্ছ্বাস-তান,
বিহঙ্গের স্বরোচ্ছ্বাস-তান,
এক সঙ্গে মিলিত হইয়া,
কি এক হৃদয়ভেদী স্বরে
পূরিল নীরব বন নিশি,
ঘুমন্ত আকাশে জাগাইয়া।
ধীরে ধীরে নিকটের ঘাটে
বেহুলার ভেলা উপনীত,
সতীর পূরা'তে অভিলাষ
পূরবে তপন সমুদিত।
বেহুলার ধ্রুবতারা জাগা'বার তরে
আকাশের ধ্রুবতারা ডুবিল উত্তরে।

ভবের হাট।

ভবের জীবন হাটে, ষড়রিপু বেচিল আমারে, ভুলাইতে আর তা'রা নিজ নিজ পরিচয় দিয়া, ছলনা করিয়া কত রূপ; করি যা কিরূপ আমি এবে নাহি পাই ভেবে মহুণায়।
ছল-ফুল-ভূষা পরি', কুচ-মধুপান ধরি'-কায়, দেখাইছে মায়া-কমকমে মায়াবদী কামনারে; কামুকা কামিনী পাশে খাবা, সংসার-বন্ধন-ফুল তুলি', হাবভাবে আমারে ভুলায়।
বিকট চাহি'য়ে ক্রোধ, মুদগর-বজ্রে আসি ধ'রে, বক্ষোভেদ করিতে [illegible]; রজত কাঞ্চন মণি, জোড়া হাত' কাছে ধরি' লোভ, দেখাইছে অঙ্গুলি তুলিয়া, মিনতি বিনতি করি' কত।
ঐন্দ্রজালিকের মত, মোহ মোরে মোহিবারে চায়, [illegible] ভ্রমের পিছু ছুটি; অহং ভাবেতে মদ, উচ্চে তুলি' আছাড়িতে চায়; মাৎসর্য্য সহায় হ'য়ে তা'র, তাতে মোর বিস্ময়ের জয়,
ধর্মযোগী ধর্ম-নীতি ধরি', বৈরাগ্য শিষ্যের সনে, পথহারা মন প্রাণে মোর, ডাকি'ছেন 'আয় আয় আয়'; কিন্তু মোর মূঢ় মন প্রাণ, কুবুদ্ধি-আবাহনে পাপরাশি কিনিবারে যায়।
আরে আরে মূঢ় মন প্রাণ! হ'রে হ'রে সাবধান! চেয়ে দেখ কুকার্য্যের দশা, ভোগ-প্রহরীর মারি খায়, নাহি পায় শান্তির দুয়ার; অজ্ঞান আঁধার ছাড়ি' যাও জ্ঞান-আলোক-দেশায়।

সেকেন্দ্রা

বা

সম্রাট আক্বরের সমাধি-মন্দির।*

[স্থান—আগ্রার অন্তর্গত সেকন্দ্রাবাদ। সময়—মধ্যাহ্ন।]

(খৃষ্ট ২৩এ ফেব্রুয়ারি—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ)

ইতিহাস! প্রণিপাত করি আমি প্রত্যেক অক্ষরে তব, বিধাতার লীলার দর্পণ তুমি, ইতিহাস!
জানি আমি, অতীতের মহামূর্ত্তি তুমি এই বিশাল জগতে; তব অঙ্কে মানুষের উত্থান পতন পরকাশ।
সুখ দুঃখ, আলোক আঁধার, জীবনের জয় পরাজয়, প্রত্যেক অক্ষরে তব অঙ্কিত র'য়েছে চিরকাল,
বিধাতারে দেখি নাই, কিন্তু তাঁ'র কার্য্য দেখি; ইতিহাস! তুমি সেই কার্য্যের ভাণ্ডার সুবিশাল।
প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তব মানুষের অদৃষ্টের জটিল ঘটনা, অক্ষরে অক্ষরে তব মানুষের অসারতা-ছায়া;
কিবা ছিল—কিবা হ'ল; কিবা হয়—রয়; কিবা হ'বে—কিবা র'বে, শুধু এই ইন্দ্রজাল-মায়া।
ইতিহাস! ইতিহাস! বিদ্যালয়ে শৈশব সময়, প্রথম সাক্ষাৎ হয় 'ই তি হা স' এই চারি অক্ষরের সনে,
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরে জ্ঞানযোগে মর্ম্মযোগ, চিন্তার অস্ফুট রেখা দিল দেখা, হ'ল [illegible] শৈশবের অফুটন্ত মনে।
অফুটন্ত মন মোর ক্রমে ক্রমে লাগিল ফুটিতে, লাগিল উঠিতে তা'য় কি এক নূতন চিন্তা-স্রোত,
অতীতের রাশি রাশি ছবি কে যেন খুলিয়ে দিল, বর্ত্তমান ভুলে গিয়ে অতীতেই হৈনু ওতপ্রোত।
অতীতের অতিথি হইনু, মিশাইনু অতীতের অনন্ত ছায়ায়, অতীতের তরে প্রাণ পাগল হইল একেবারে;
বর্ত্তমান আলোকের ঝলা ঝালাপালা করিল আমায়, শুধু সাধ—ডুবে থাকি অতীতের অভেদ্য-আঁধারে।

---

* আগ্রা (প্রাচীন অগ্রবন) নগরীর সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে সম্রাট্ আক্বরের সমাধি মন্দির (কবর) অবস্থিত। এই সমাধিমন্দির একটি ২০০ বিঘা-পরিমিত উদ্যানমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। সমাধি মন্দিরটি স্বয়ং ৪৩ বিঘা-পরিমিত। ইহার উচ্চতা ১০০ ফুট। সম্রাট্ আক্বর সাম্যবাদী ছিলেন; হিন্দু মুসলমানের প্রতি তাঁহার মনোগত ভাব ভিন্ন ছিল না। এই জন্য বোধ হয়, তাঁহার অনুমতিক্রমে এই সমাধি মন্দিরের গঠনপ্রণালী হিন্দু ও মুসলমানী ধরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিকন্তু বৌদ্ধগঠনপ্রণালীও এই মন্দিরে পরিলক্ষিত হয়। আমরা যখন এই সমাধি-মন্দির দর্শন করিবার জন্য সেকন্দ্রাবাদে উপনীত হইলাম, তখন তত্রত্য মুসলমানেরা কএকটি লণ্ঠন জালিয়া আমাদিগকে লইয়া একটি অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা কিছু দূর গিয়া সম্রাট্ আক্বরের সমাধি-বেদি দেখিতে পাইলাম। সেই বেদিটি একটি মনুষ্যপ্রমাণ অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণপ্রস্তর-খোদিত কোরাণ মন্ত্রে মণ্ডিত। বেদির নিম্নস্তরে অর্থাৎ ভূগর্ভে আক্বরের মৃতদেহ প্রোথিত আছে। বেদির মস্তকের দিকে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর দৃষ্ট হইল। আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, এক জন মুসলমান বলিল, 'এই গর্ত্তের ঠিক নীচে বাদশাহের মস্তক আছে, সে জন্য এই স্থলে একখানি [illegible] বৃহৎ হীরকখণ্ড স্থাপিত ছিল। কিছুকাল পরে (কোন্ বাদশাহের সময় বলিল, এক্ষণে [illegible]) ভিগের রাজা স্বীয় সৈন্যগণের সহিত আসিয়া ঐ হীরকখানি এবং সমাধি-মন্দিরস্থ অন্যান্য অনেক রত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কেবল শূন্যগহ্বরটি আছে।' সমাধি-বেদির সমস্ত অঙ্গ একখানি উৎকৃষ্ট কিংখাপের আবরণে ঢাকা আছে। উহার মূল্য ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরল আর্ল্ নর্থব্রুক্ সরকারী খরচে সেই আবরণবস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। সমাধি-বেদির উপর দ্বিতীয় তল। সেখানেও একটি সমাধি-বেদি আছে। উহা ভূতলস্থ বেদির সহিত [illegible] নির্ম্মিত। তাজ-মহল প্রভৃতি সমস্ত বৃহৎ বৃহৎ সমাধি-মন্দির এইরূপ ধরণে নির্ম্মিত; তবে বাহ্য গঠনপ্রণালী ও অঙ্গসৌষ্ঠবাদি কতক কতক ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু গুম্বুজ ও মিনার, সমাধি-মন্দিরে (কবর বা মসজিদে) আছে।

সংসারের এক অঙ্ক আজ পূর্ণ হ'ল মোর, ইতিহাসে লেখা ছবি দেখা দিল এত দিনে নয়নের পথে,
ভারতঈশ্বর আকবর লুটি'ছেন কবরের মাঝে, মৃত্তিকার দেহ মৃত্তিকায় মিশিতেছে পরতে পরতে।
মহৈশ্বর্য্য, রাজ্য, ধন, আত্মীয়স্বজন, প্রজাগণ, রাজদণ্ড, রাজসিংহাসন, রাজকোষ, রাজবেশ কই?
কোথা সে সম্রাট আকবর?—তা' জানি না, কোথা তাঁ'র প্রাণ?—তা' জানি না; কোথা তাঁর দেহ?
তা' জানি হে, ভূমিগর্ভে।

হের ওই—হের ওই, সুরব্যাপ্ত সেকেন্দ্রা সমাধি—প্রস্তরের বিশাল মন্দির উচ্চকায়,
নভস্পর্শী চারিটি মিনার * চারি কোণে দাঁড়াইয়া, জীবগণে জীবনের শূন্যভাব শূন্যেতে দেখায়।
রাজদণ্ড দু'দণ্ডের তরে, দেহপ্রাণ দু'দণ্ডের তরে, ব্রহ্মাণ্ড দু'দণ্ডের তরে, সেই চারি স্তম্ভ দণ্ড বলে।
শূন্য হ'তে আসে সব—শূন্যপথে আসে সব—দু'দণ্ডের তরে ঘুরি' পুনরায় দেহ ছাড়ি' শূন্যতায়
মিশায়। ৮।।

সেকন্দ্রা! যাহারে তুমি শিল্পময় শৈল-আবরণে বিশেষ যতনে রাখিয়াছ কোলের মাঝারে,
সে বাদশাহ কোথা এবে?—সে আকবর কোথা এবে?—বলে দাও, তাঁ'র তত্ত্ব জানিবারে আসি
তোমার চরণে।

বীণার উদ্বোধন।

(গীতি)

১

বহু দিন পরে, বীণা গো আমার!
আশার কথায় ডাকি যে আবার,
উঠ—জাগ, বীণা! উঠ—জাগ, বীণা!
তার তারে পুন সাজা'ব অঙ্গ,
উঠে আয়, তোর লইব সঙ্গ,
আর ঘুমা'য়ো না—আর ঘুমা'য়ো না।

২

বীণা ঘুমাইলে, আমার সাথে
হতাশ আসিয়া বিষাদ সাধে,
প্রাণের ভিতরে বাঁধুলী বাঁধে,
আঁখিনীর তোর ছোটে।
বীণা জাগাইলে, আমারি সাথে
আশা জেগে উঠি [illegible] সাথে;
প্রাণের ভিতরে তরে তরে তরে
আনন্দ লহরী উঠে।

৩

কেবল আনন্দ—নিছক আনন্দ
চাই না—চাই না আমি,
তেঁই কহি, বীণে, হরিষ বিষাদ
পুন জেগে ওঠ তুমি।

৪

হরিষ বিষাদ জগত-প্রাণ,
হরিষ বিষাদ প্রাণের গান,
হরিষ বিষাদ মায়ার মায়া,
হরিষ বিষাদ হরি।
তেঁই বলে হরি হরিষ শুধু,
সে জানে না হরিষ জনমে মধু,
সে জানে না কোথা গোলাপ ফুটে,
সে জানে না কোথা তটিনী ছুটে,
সে জানে না কি যে হরি।

৫

তেঁই, বীণে! আমি হরিষ চাই,
তেঁই, বীণে! আমি বিষাদ চাই,
হরিষ বিষাদ জীবনের সাধ,
সে সাধে সেধো না বাদ।

* মিনার অর্থে উচ্চ স্তম্ভ। মুসলমানেরা নমাজ করিবার সময় মিনারের সর্ব্বোর্দ্ধ ভাগে আরোহণ করিয়া আজান দেয় অর্থাৎ চতুর্দ্দিকস্থ মুসলমানগণকে নমাজ পড়িতে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে।

হরিষে বিষাদে তোলো গো তান,
হরিষে বিষাদে গাহ গো গান,
হরিষে বিষাদে খোলো গো প্রাণ,
চিরজীবনের সাধ।

৬

হরিষে হাস, কাঁদ বিষাদে,
হাসি কান্না বিনে কি আছে, বীণে ?
বিষাদ—রোদন-মূরতি রাতি,
হরিষ—হাসি-মূরতি দিনে।
দিনে হাসে রবি, কাঁদে নিশায়,
রেতে হাসে চাঁদ, কাঁদে গো দিনে ;
আঁধারে তারারা কতই হাসে,
চাঁদিনীতে কাঁদে আঁধার বিনে।
বরিষায় নদী গরবে হাসে,
সীমা ডিঙাইয়া সে হাসি ছুটে ;
সে নদী গ্রীষ্মে কাঁদে হতাশে,
ক্ষীণ আঁখিধারা গড়ায় লুটে।
কোন ফুল দিনে কতই হাসে,
কোন ফুল দিনে কেঁদে আকুল ;
কোন ফুল রেতে কতই হাসে,
কোন ফুল রেতে কেঁদে আকুল।

৭

হরিষ বিষাদ পলকে পলকে
মরত-জীবনে বাঁধা ;
কখন হরিষে, কখন বিষাদে
বিপরীতে লাগে ধাঁধা।
হরিষের প্রাণ বিষাদ কভু,
বিষাদের প্রাণ হরিষ কভু,
তবু কেন লোক বোঝে না ?
বিষাদ না হ'লে হরিষ নেই,
হরিষ না হ'লে বিষাদ নেই,
হরিষ বিষাদ উভয়ে সেই,
দোঁহে কেন লোক খোঁজে না ?

৮

বীণে !
হরিষ বিষাদ দুই ছবি আজ
আমার হৃদয়ে ধর ;
দোঁহে দুঁহু সনে মিশাইয়ে বাজ্,
বাজাতে উভয়ে স্বর।
নহে, বীণে ! তুই রহিবি আধা,
হ'বে না গো তোর আলাপ সাধা,
তার জড়াইয়ে পড়িবে বাধা,
ভাঙা বীণে ! আরো ভাঙিয়ে যা'বি।
তাই বলি হাস—তাই বলি কাঁদ্,
হরিষের বুকে বিষাদেরে বাঁধ্,
প্রকৃতির হাসি—কান্নার ছাঁদ
পরতে পরতে দেখিতে পা'বি।

৯

প্রকৃতির ছায়া তোমার অঙ্গে
পড়িবে এখনি আমার সঙ্গে ;
দু'জনে হাসিব—দু'জনে কাঁদিব,
তোরে বাজাইয়ে, নিজেও বাজিব,
জীব বিষাদে হরিষে প্রাণে।
আয়, বীণে ! আয় আমার কোলে,
বাজ্, বীণে ! বাজ্ নূতন বোলে,—
"জয় জয় হরি ! জয় সরস্বতী !
জয় কবিপ্রাণ ! প্রাণের প্রকৃতি !
করুণায় চাও বীণার পানে।"

বীণা আমার।

১

বীণা আমার বাজ্‌রে তোরা,
আর প্রকৃতি, আকাশে ফুটে,
সুর বেঁধে দে বীণার তারে ;
বাজ্‌বে [illegible]
[illegible] বীণা [illegible] সুরে।
গাহ প্রকৃতি গান,
[illegible] সুরে [illegible]
বাজা বীণা মনভুলানো প্রাণভুলানো ললিত সুরে।
আসচে উষা পূর্ব্ব-নভে,
ডাকলো পাখী মধুর রবে ;

আয়, গো উষা! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,
রোদ উঠলেই পালিয়ে যা'বি,
বাজা বীণা তোরে তোরে।
আয়, রে পাখী! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,
সুর বেঁধে দে বীণায় আমার
তোদের গলার মোহন সুরে।
হামগুড়ি দে আয়, রে লতা!
আয়, রে তরু, পাতায় ছাতা!
আয়, রে তৃণ! আয়,
সময় ব'য়ে যায়,
বীণার কাছে সেজে দাঁড়া ফোটা ফুলের ভূষণ প'রে।
আয়, রে কমল! পুকুর ছেড়ে,
আয়, সৌরভ! হাওয়ায় উড়ে;
আয়, রে আলো! আকাশ যুড়ে
ঝক্‌মকা রে বীণার তারে।
আয়, গো নদি! ধীরে ধীরে,
সুর ঢেলে দে বীণার সুরে,
দু'টি সুরে একটি হ'য়ে যাক্,
একটি হ'য়ে কানের ভিতর থাক্;
কানের ভিতর খানিক থেকে
ঘুমা'ক্ গিয়ে প্রাণের ঘরে।
পুরো ফোটা—আধা-ফোটা ফুল!
আয় ছুটে আয় বীণার কাছে;
আয়, রে পাতাচাপা কুঁড়িফুল!
পাতায় চেপে বীণার কাছে;
আয়, রে ফুলের খোলা হাসি!
ফুলের সঙ্গে সু'য়ে ব'রে;
আয়, রে কুঁড়ির চাপা হাসি!
মুখটি চেপে লাজের ভরে।
[illegible]
বীণা আমার বাজ্‌লো গো!
আয় গো যত স্বভাব-শোভা
স্বর্গসুধা কুলবালা!
বীণার গলায় পরিয়ে দে মা
তোদের রূপের উজল মালা।
সরল প্রেমের সরল গান
যা শুনে মা, জুড়ায় প্রাণ;
এই গান ফের সরল সুরে
শুনিয়ে দিও প্রাণেশ্বরে,
হয় বাড়্‌বে নয় ছাড়্‌বে প্রাণের দারুণ করুণ জ্বালা।
আয় গো স্নেহময়ী মা!
ঘুমপাড়ানো শিখে যা;
কোলে তুলে সোণার ছেলে,
বীণার গানে লহর তুলে
ফুটফুটে মুখ পানে চা;—
বীণার তালে দুলে দুলে
স্নেহের খোঁকায় আস্তে দোলা।
আয়, রে যত কচি ছেলে মেয়ে!
বাজ্‌লো বীণা, আয় রে ধেয়ে ধেয়ে,
বীণার সুরে মিশিয়ে দে রে
তোদের গলার সুরের খেলা।
যুবক যত আছ যেথা
একবারটি এস হেথা,
শুন্‌তে পা'বে সাধের কথা,
দেখ্‌তে পা'বে প্রাণটি খোলা।
এস, রসিক! রস যদি চাও,
কান দিয়ে রস প্রাণ ভোরে খাও;
ভক্ত! এস, বীণার কাছে,
তোমার সাধের জিনিষ আছে;
বৃদ্ধ! এস, তোমার তরে
বাজ্‌লো বীণা চরম সুরে;
আয়, ভণ্ড! পাপ-ষণ্ড!
উঠ্‌লো বীণায় বিষের শলা।

৩

বীণা আমার বাজ্‌লো গো!
সুপ্ত আশা উঠ্‌লো জেগে বীণার নতুন সুরে;
হরিষ বিষাদ নিয়ে আশা আবার এলো ঘুরে।
আয়, গো আশা! আয় গো কাছে,
তোরি আশায় বীণা বাচে;

সবাই যদি ছেড়ে যায়,
কিছুই ক্ষতি নাইকো তা'য় ;
কিন্তু, আশা ! ভরসা তুমি বীণার তারের সুরে।

বাজলো বীণা একটি সুরে—
কিন্তু বাকি অনেক সুর ;
চ'ল্লো বীণা লক্ষ্য-পথে,
যেতে হ'বে অনেক দুর।
উঠ্‌লো বীণার একটি তান,
গাইতে হ'বে অনেক গান ;
যাচ্চে দেখা একটি রেখা—
অনেক রেখা আছে বাকি ;
তাই বলি, গো সাধের আশা !
দিস্ নি আমার বীণায় ফাঁকি।
সুখের দুখের যত ছবি
বীণার তারে বাঁধিস্ সবি ;
অমর সুধা, মরণ বিষ
বীণার সুরে ছড়িয়ে দিস্ ;
ছাঁকাছঁকা * সোজা বাঁকা
লোকচরিত্র কাঁচা পাকা—
খুঁজে খুঁজে আন্, গো আশা !
বীণার সুরে ছড়িয়ে ভাসা ;
বাজুক বীণা চমক দিয়ে ;
আমি কেবল লিখে রাখি।

তত্ত্ব-সঙ্গীত।

[অষ্টাবক্রসংহিতার গীতানুবাদ।]

প্রথম প্রকরণ।

মহর্ষি অষ্টাবক্র ও রাজর্ষি জনক।

জনক।—(গান্ধার রাগ—কীর্ত্তনাঙ্গ)—
কিসে জ্ঞান লাভ হয়,
কিসে মুক্তি হয়,

* ছাঁকা অছাঁকা (আছাঁকা)।

বৈরাগ্য কিসে পাওয়া যায়,
প্রভু হে ! তা' বল আমায় ॥ ১ ॥

অষ্টাবক্র।—(মালশ্রী—কীর্ত্তনাঙ্গ)—
তাত ! মুক্তি যদি ইচ্ছা কর,
তবে বিষসম বিষয় পরিহর ;
সত্য, সরলতা, দয়া, ক্ষমা, তোষে
সুধাসম সেবা কর ॥ ১ ॥
তুমি পৃথিবী নহ, সলিল নহ,
অনল, অনিল, আকাশ নহ ;
সাক্ষী পরমাত্মা এ সবার তুমি—
চিৎস্বরূপ তুমি হে আর ;
এই জ্ঞানে মুক্তিলাভ হয় ॥ ২ ॥
যদি দেহেরে পৃথক্ করি' চিন্মাত্রে বিশ্রাম লও
তা' হ'লে এখনি তুমি হে
সুখী শান্ত বন্ধমুক্ত হ'বে ॥ ৩ ॥
তুমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ নহ,
আশ্রমী তা নহ তুমি,
ইন্দ্রিয়গোচর তুমি নহ হে।
তুমি সঙ্গহীন, নিরাকার, সাক্ষী জগতের,
এই জেনে সুখী হও ॥ ৪ ॥

(কেদারা—কীর্ত্তনাঙ্গ)—

ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ এ সব মনের ধর্ম্ম,
তোমার এ ধর্ম্ম নহে, রাজা !

জনক উবাচ।

কথং জ্ঞানমবাপ্নোতি কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি।
বৈরাগ্যঞ্চ কথং প্রাপ্যমেতদ্ব্রূহি মম প্রভো। ॥১॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত। বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ভজ ॥ ১ ॥
ন পৃথ্বী ন জলং নাগ্নির্ন বায়ুর্দ্যৌর্ন বা ভবান্।
এষাং সাক্ষিণমাত্মানং চিদ্রূপং বিদ্ধি মুক্তয়ে ॥ ২ ॥
যদি দেহং পৃথক্ কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩ ॥
ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব ॥ ৪ ॥

তুমি কর্ত্তা নহ, ভোক্তা নহ,
নিয়ত বিমুক্ত তুমি হে ॥ ৫ ॥
তুমি এক—অদ্বিতীয়,
তুমি দ্রষ্টা সবাকার,
তুমি মুক্তপ্রায় অবিরত ।
এই শুধু বন্ধন তোমার—
তুমি দ্রষ্টারে না দ্রষ্টা ভাবি'
অন্যরূপ ভাবি' হে ॥ ৬ ॥
'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কাররূপ
মহাকাল-সর্প দংশেছে তোমায় ।
'আমি কর্ত্তা নহি' এই যে বিশ্বাস-সুধা
পান করি' তুমি সুখী হও হে ॥ ৭ ॥
'আমি একমাত্র শুদ্ধ-বোধ'
এই যে নিশ্চয় অনল-যোগে,
অজ্ঞান-গহন ভস্মীভূত করি'
শোকহীন হ'য়ে সুখী হও হে ॥ ৮ ॥

(কল্যাণ—কীর্ত্তনাঙ্গ)—

রজ্জুতে যেমতি অহিজ্ঞান হয়,
তেমতি এ বিশ্ব যাহাতে, রাজা,
কল্পিত হইয়ে ভাতি'ছে হে,
তুমি সে আনন্দ-পরমানন্দরূপী,
তুমি সেই জ্ঞানরূপ—
ইহা জানি' সুখী হও, হে ভূপ ! ॥ ৯ ॥
যে মুক্তাভিমানী—মুক্ত সেই জন,
যে বদ্ধাভিমানী—বদ্ধ সেই জন ;—
এই যে প্রবাদ, সত্য ইহা, রাজা,
যেমন মতি, তেমনি গতি ॥ ১০ ॥
আমি সাক্ষীরূপী, আমি সর্ব্বব্যাপী,
পূর্ণ, এক, মুক্ত, চিৎ, ক্রিয়াহীন,
অসঙ্গ, নিস্পৃহ, শান্ত, পরমাত্মা,
নিজেরে সংসারী ভাবি' পড়ি ভ্রমে ॥ ১১ ॥
কূটস্থ, * অদ্বৈত-বোধ-স্বরূপ
আপনারে তুমি ভাব হে ।
অন্তরের বাহ্য ভাব তেয়াগিলে,
ভ্রম হ'তে তুমি বিমুক্ত হইলে,
নিজেতে নিজেই প্রকাশ পা'বে ॥ ১২ ॥

(ধানশ্রী—কীর্ত্তনাঙ্গ)—

পুত্র ! তুমি দেহ-অভিমান-ডোরে
চিরকাল-তরে আছ যে বাঁধা ।
অহংজ্ঞান-খড়্গে সে ডোর কাটিয়া
বোধরূপী হ'য়ে সুখী হও হে ॥ ১৩ ॥
তুমি সঙ্গহীন, ক্রিয়াহীন,
তুমি স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন ;
যে সমাধির তুমি কর অনুষ্ঠান,
ইহাই তব বন্ধন হে ॥ ১৪ ॥
এ জগত তুমি ব্যাপিয়া আছ,
এ জগত স্থিত তোমাতে হ'য়ে
যথার্থরূপেতে প্রতীত হয় ।
শুদ্ধবুদ্ধরূপ তুমি, হে রাজা,

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং মানসানি ন তে বিভো ।
কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি মুক্ত এবাসি সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥
কো দ্রষ্টাসি সর্ব্বস্য মুক্তপ্রায়োঽসি সর্ব্বদা ।
য়মেব হি তে বন্ধো দ্রষ্টারং পশ্যসীতরম্ ॥ ৬ ॥
হং কর্ত্তেত্যহংমানমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ ।
াহং কর্ত্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব ॥ ৭ ॥
কো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা ।
জ্বাল্যাজ্ঞানগহনং বীতশোকঃ সুখী ভব ॥ ৮ ॥
ত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ ।
ানন্দপরমানন্দঃ স বোধস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৯ ॥

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি ।
কিংবদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥ ১১ ॥
কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয় ।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্ ॥ ১২ ॥
দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক ।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তন্নিকৃত্য সুখী ভব ॥ ১৩ ॥
নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥ ১৪ ॥

* মায়ার আধার ।

তেঁই কহি—
ক্ষুদ্রচেতা নাহি হইও তুমি ॥ ১৫ ॥
নিরপেক্ষ তুমি, নির্ব্বিকার তুমি,
ভয়হীন, তুমি শীতলাশয়,
অক্ষুব্ধ-অগাধ-বোধময়,
এইরূপ তুমি হ'য়ে, বাবা,*
চিন্মাত্রে বাসনা স্থাপন কর ॥ ১৬ ॥
ইতি উপদেশ-ষোড়শক।

তয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥ ১৫ ॥
নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভরঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥ ১৬ ॥
ইত্যুপদেশষোড়শকম্।

বীণার রোদন।

১

বীণা গো আমার! কেন তুই
ফিরাইলি আনন্দের সুর?
কি ব্যথা বাজিল তোর প্রাণে?
এখনো আনন্দ তোর, বীণে!
মিটে নি মিটে নি তত দূর,
এখনো মাতে নি প্রাণ গানে।
এই তো বাঁধিনু তার আমি,
এই তো ঝঙ্কার দিনু তা'য়,
গা'ব ব'লে আনন্দের গান;
কিন্তু, হায়! আনন্দের সুর
আচম্বিতে আঁধারে মিলায়,
সুখ-তান হ'ল শোক-তান!
কেন, বীণে! হ'লি গো এমন,
কেন হেন করিস্ রোদন?

২

জগত জাগিবে তোর মেলা,
চাহিবে উষার মুখ পানে,
উষা-নাথ-নাথে স্মরি' মনে,
কি-এক আনন্দময় ভাবে
প্রাণ মাতাইয়ে দেবগানে,
প্রেম-অশ্রু রহি'ছে নয়নে।
সে অশ্রু এ অশ্রু এক নয়,
স্বরগ পাতাল ব্যবধান,
সে অশ্রু কোথায় তোর, বীণে!
এ অশ্রু কোথায় পেলি তুই,
ব'লো সে যে শিশুর সন্তান?
কে তোরে এ অশ্রু দিল এনে?
সেই তুই—সেই তোর তার,
কই তবে—কেন শোক-ধার?

৩

[illegible]
এ [illegible] হেমন্ত যবে
মধু [illegible] উত্তরের বান,
শশিবক্ষ উজ্জ্বল মলিন;
নিবন্ত প্রকৃতি রূপময়ী—
যামিনীতে মলিন-বয়ান,
এ সবার ছায়া তুই, বীণ!
তাই বুঝি হাসিতে হাসিতে,
আচম্বিতে উঠিলি কাঁদিয়া
সুখের বিরহে শোকভরে?
শুনিবারে আনন্দের গান,
তার দিনু পঞ্চমে বাঁধিয়া,
কোমল গান্ধারে এলো স'রে।
এ নবীন আনন্দের দিনে
কি তুই হারা'লি, ওরে বীণে?

[illegible]
"কি তুই হারালি, ওরে বীণে?"
এই কথা বলিয়ে যেমন,
প্রকৃতির বিষাদে যেমন,
তারে তারে করে হাহাকার,
হাহাকারে মিশিল রোদন,
রোদনে বদন হ'ল ঘোর!

---

* স্থিরান্তঃকরণ।

সে ঘোর বদনে কোটি কোটি
ফুটে উঠে নিরাশার রেখা,
উদাসে আকাশ পানে চাই।
সেই রেখা স্মৃতিমাঝে গিয়ে,
দেখাইল এই শোক-লেখা,—
"জ্ঞানসিন্ধু রাজকৃষ্ণ নাই।
কবিমণি রাজকৃষ্ণ নাই!
গর্ব্বহীন রাজকৃষ্ণ নাই!
সৌম্যমূর্ত্তি রাজকৃষ্ণ * নাই!"

নিরাশ প্রেম।

(গীতি)

(ভাবানুবাদ)

অকপট প্রেম মোর লক্ষ্যহারা হ'বে, হায়,
কোথা গেছে গো চলিয়ে,
সকলি বিষাদময়—সকলি দুখের ছায় —
কোথা রহিনু ডুবিয়ে।
বোধ হয়, প্রেম মোর ধূলায় লুটায়,
আমার এ শূন্য হৃদি কাঁদে যাতনায়।

কণ্টক সূচীর মুখে কত ধার আছে?
কতটুকু বিঁধে তা'রা?
কিন্তু ছলময়ী জিহ্বা বড় বিঁধিয়াছে,
ক'রেছে যে প্রাণহারা।
অনল অঙ্গারে নাই এ দারুণ জ্বালা,
ছিঁড়িল আমার [illegible]-হেম-ফুল-মালা।

বাপ [illegible] বুঝায় বুঝা'য় কত আমি
সরমে অস্ফুট ভাষে,
কিন্তু তাঁ'রা ইচ্ছিলেন মোর ধনী স্বামী,
জানি না কিসের আশে।
যা'ই হোক, ধনী জনে ভাল না বাসিব,
হৃদয় ভাঙ্গিল মোর। আমিও মরিব।

একজনে ভালবাসি, অপরে আবার
ভালবাসা কেন দিব দান?
আমি যা'রে ভালবাসি, আমিই তো [illegible]
তা'রেই তো সঁপিয়াছি প্রাণ।
ছায়া ভরা কুঞ্জমাঝে মৃত্তিকার ত'লে
প্রাণ সহ লুকাইব ডুবি' আঁখিজলে। *

(*The Ladies' Treasury*, Vol. III)

শ্রীপঞ্চমী।

প্রভাতের শিশু সমীরণ
[illegible] ফুলে বুলি' বুলি', ফুল বাস [illegible],
আনন্দে হইয়া নিমগন,
অবশেষে পথ ভুলি', ভুলিয়া আপন,
মরুভূমে করে গো গমন।
গ্রীষ্মের দুপুর বেলা, প্রতপ্ত [illegible],
কালানল সূর্য্যের [illegible],
দিগন্ত দহিয়া যেন অগ্নি বরিষণ।
দূর দূর দূরান্তরে, [illegible],
নয়নের দৃষ্টির মরণ।
সৃষ্টির বিনাশ যেন করে আ[illegible]।
হেন মরুভূমির বুকেতে
পতিত হ'য়ে সে সমীরণ,
দগ্ধ হ'য়ে থাকে বিলুণ্ঠিতে,
কষ্টে করে হু হু অনুক্ষণ,
যতই ছুটিয়া যায়, [illegible],
নাহি মেঘ—বারি-বিন্দু—পাদপের ছায়,
'উহু! হু হু' বলি' কেবল চেঁচায়।

আমারো রে এবে সেই দশা।
সুখের 'শৈশব বেলা' খেলি' খেলি' [illegible],
ছিল ধরি' প্রাণে সুখ-আশা,
ভেবেছিনু ফুলে ফুলে, চিরকাল [illegible],
অনন্ত সুখের রাজ্যে করিবে নিবাস,
স্বপ্ন যেন স্বপ্ন তা'র র'বে বার মাস।

---

* স্বর্গীয় মহাত্মা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্, এ,।

পাখিগুলি শাখায় বসিয়া
দিবে তা'রে সদাই ঢালিয়া
স্বর্গের চুয়ানো সুধা শ্রুতিকণ্ঠে তা'র,
শৈশবের সহচর যত
শৈশবেই রহিবে নিয়ত,
অস্ফুট আনন্দ-নেশা র'বে অনিবার;
কিন্তু সে 'শৈশব বেলা' বোঝে নি এমন জ্বালা
ঘটিবে তাহার,
খেলার পুতুল তা'র হ'বে চুরমার!
সংসারের মহামরুভূমে
আমার শৈশব এবে লোটে,
যে বুকে দুলা'ত ফুলমালা,
জ্বালার কণ্টক এবে ফোটে!
'শৈশব বেলা'র এবে শৈশবত্ব নাই,
শৈশব পুড়িয়া মোর হ'য়েছে গো ছাই!
শৈশবের স্মৃতিটুকু মোর
জেগে আছে, তবু ঘোর ঘোর;
সেই স্মৃতি লুটে লুটে আজি গো কোথায় ছুটে,
যেন কোন হারানিধি পেয়েছে দেখিতে,
তাই মোরে টেনে নিয়ে ধায় চারি ভিতে।
কিবা হারানিধি সেই? এই যে—এই যে—এই
সম্মুখে আমার
শৈশবের শ্রীপঞ্চমী স্বপ্নের ভাণ্ডার।
সে ভাণ্ডারে কে ওই দেবতা?
শৈশবের সরস্বতী মাতা।
আয়, ভাই, কে কোথায়, আয় আয় ছুটে আয়,
সে 'শৈশব বেলা' স্মৃতি দিয়াছে আনিয়া,
স্মৃতির কল্পনা-বলে, শিশু হ'য়ে ফুল তুলে,
ছোট ছোট অঞ্জলিতে সে ফুল ভরিয়া
মায়ের ও রাঙা পায়
পুষ্পাঞ্জলি দি য়ে আয়,
ভক্তিভরে এই মন্ত্র সকলে বলিয়া;—
"সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমোনমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥"

জুবিলী।

[ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অর্দ্ধশতাব্দিক রাজ্যভোগ-মহোৎসব উপলক্ষে]

বহুপদী দীর্ঘরেখা ছন্দ।

জুবিলী জুবিলী শব্দ, কি হেতু চৌদিকে, উঠিতেছে অনিবার, সুদূর ছাইয়া ওই অনন্ত আকাশ?
বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে জুবিলী জুবিলী; কণ্ঠে কণ্ঠে ওই রব; সেই রব বহে পুন চলন্ত বাতাস।
যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিল গো পড়িয়া, আমাদের অভাগিনী ভারতজননী এক পাশে,
কেবা এবে ধাইয়া আসিয়া, দিল শুনাইয়া, কর্ণে তা'র নব রব জুবিলী জুবিলী উচ্চ ভাষে?
মর্ম্মান্তিক প্রপীড়নে প্রাণে মরা হ'য়ে, জননীর কোলে আমি আছিনু পড়িয়া, সংজ্ঞাহীন হইয়া বিঘোরে,
জুবিলী জুবিলী শব্দে জাগিল জননী; অচঞ্চল কোল মা'র হইল চঞ্চল, আচম্বিতে জাগাইয়া মোরে।
কেন তুই জাগিলি, জননি? কেন তুই জাগা'লি আমায়? সম্মুখে যে চমকিছে, দিগন্ত জ্বলিয়া তীব্র
জ্বলন্ত বিজলী।
এখনি পলকে পুনরায়, ডুবিবি, ডুবিব অন্ধকারে! সে আঁধার মৃত্যুর উদর! সেই উদরের মূর্ত্তি এ ঘোর জুবিলী।
Jubilee=আনন্দোৎসব! আনন্দ যেথায়, সেথা সেই; হেথা নেই আনন্দের কথা, তবে কেন
জুবিলী-ছলনা?
রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ে! মানা কর্ ভৃত্যগণে তোর, আর যেন তা'রা আমা' সবে, নাহি করে
ছলের খেলনা।
মর মর, জর-জর হ'য়ে, যে ক'দিন প'ড়ে থাকি ভারত-শ্মশানে; সে ক'দিন ক্ষীণকণ্ঠে 'মা! মা!' ব'লে
তোরে—
ডাকিব কাঁদিয়া, মা গো! স্নেহে সাড়া দিস্! তাহা ছাড়া কিছুই না চাই! কাজ নাই জুবিলী বা বিজুলীর
ঘোরে।

জুবিলী।

৯ই ফাল্গুন, ১২৯৩। ইং ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭।

নগরসঙ্কীর্ত্তন। *

(তেওট্)

হরি হে, দয়াময়, হৃদয়-আনন্দময়!
তোমার কৃপায় আজি ভারতে আনন্দোদয়।
প্রাণের মাঝে, আজ বিরাজে,
অতুল আনন্দ-ছবি;—
আনন্দের যেন, নন্দন কানন,
আনন্দ-ভুবন যেন ভারতেরে মনে হয়।
আজি, রাজরাজেশ্বরী, ভারত-ঈশ্বরী,
পরম করুণাময়ী—
তোমার প্রসাদে, সার্দ্ধ শতাব্দীর,
সীমায় আসিয়ে রাজসিংহাসনে শোভা পায়।
সুশাসনে তাঁ'র, আমা সবাকার,
নাহি অমঙ্গল ভয়;—
ভাই ভাই মিলে, তাঁ'রে মা ব'লে,
তাঁ'র পদতলে ঢালি হৃদয়ের ভক্তিচয়।
জগদীশ হরি! করুণা বিতরি',
করিলে সৃজন তুমি আমা' সবাকায়;—
সৃজনের পরে, পালনের তরে,
ভার দিলে দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া মায়।
জননী না হ'লে, স্নেহমাখা বোলে,
কেবা কোলে তুলে লয়?
আমাদের চিতে, পূর্ণ স্নেহ দিতে,
মাতা ভিক্টোরিয়ারূপে হরি হে এলে ধরায়।
জয় জয় হরি! ভারত-ঈশ্বরি!
জয় রাজপরিবার!—
যে যেথায় আছ, আনন্দেতে নাচ,
ভক্তিভরে সপ্তস্বরে গাও ভারতের জয়॥

---

* চুঁচুড়ায় রাজভক্ত জয় জনগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত।

রাধিকার মূর্চ্ছা।

১

সায়ম বেলি রকত বরণ রবি
ডুবল নী নভ মাঝ;
নীল যমুনা-জল মৃদুল মৃদুল বহে,
কুলু কুলু মধুর আওয়াজ।
কুল্ল কমলদল মুদল আঁখি,
অলিকুল আকুল ভেল;
ঝিল্লি ঝিঁঝারত তরু'পরি লুকি',
চন্দ্রমা দরশন দেল।
হীরক টুকুরা ভরল আকাশ,
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি উজল ভাতি।
সোহি চন্দ্রমা, হীরক টুকুরা
চমকি' চকায়ল যমুনা ছাতি।

২

ফুল-কুল সৌরভ লুটই লুটই,
শীতল পওন খেলত ছুটই
যমুনা জল'পরি ধীরে;
ঐছন মধুরিম সায়ম বেলি,
শ্যাম-বিধুরা রাধা আওই একলি,
পঁহুছল যমুনা-তীরে।
কনক-বিজলী আজু ধূসর-দেহা,
কমল-বদন-মাঝ কালিমা-লেহা,
ঝর ঝর আঁখি-নীর ঝুরে;
সঁওরি পুরব-কথা উদাস পরাণী,
আঁখি-জল মুছহি সজল-নয়ানী,
থির দিঠি রহল দূরে।

৩

যমুনা-তীর'পরি কেলিকদম্ব,
যমুনা-জল'পরি ভাসহি বিম্ব;
সো তরুবর-তল আয়ল বাই,
'হরি। হরি!' বোলি' পড়ল মুরছাই,

কনক লতা জনু তরুবর ছোড়ি'
উলট পলট লোই পড়ল মুচড়ি',
এক জন সখী অব নাহি রাধা সঙ্গে,
কোজন ইহ ঘোর মূরছা ভাঙ্গে ?
নিঠুরি বিধি ভেল রাধাকো বাম,
তাতোধিক নিঠুর সুকঠিন শ্যাম।

৪

যো দিন চলি' গেল শ্যাম মথুরা,
সো দিন তক গোরী ভেইল বিধুরা।
শাশ ননদী ডর থরপর ভারি,
সেহ ঠাহা নাহি রহে ইহ বরনারী।

একলি আয়ল,তটিনী-তটি,
হরি হরি বোলহি পড়ল লুটি'।
গম্ভীর মূরছা, ক্ষীণ নিশাস,
বাহির নিশ্চল, অন্ত উছাস।
লটপট তনুয়া ধূলি-ধূসরা,
উড়য়তি ধীরি ধীরি নেত আঁচরা।
কুন্তল কবরী খোলি' পড়ই,
ফুক ফুক আপন মনহি উড়ই।
কোজন আওব অব বাই পাশ ?
কোজন করব মূরছা বিনাশ ?

সম্পূর্ণ।

অশ্বায়নের কবিতাবলী।

(THE POEMS OF OSSIAN.)

কাথ্-লোদা।

(কাব্য)

প্রথম ডুয়ান্।*

বিবরণিকা—(ARGUMENT.)।

পিঙ্গলের বাল্যাবস্থায় অর্কি দ্বীপে যাত্রা এবং কলিনের রাজা স্বর্ণোর রাজভবনের নিকট স্কন্দনাভীয় উপসাগরে প্রতিকূল বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জলযান সমেত প্রবেশ।—পিঙ্গলকে স্বর্ণোর ভোজন নিমন্ত্রণ।—রাজনিমন্ত্রণে পিঙ্গলের সন্দেহ এবং স্বর্ণোর পূর্ব্ব শঠ-আতিথ্য চিন্তা করিয়া নিমন্ত্রণ অস্বীকার।—স্বর্ণোর স্বজাতীয় লোকসংগ্রহ, পিঙ্গলের আত্মরক্ষণ প্রতিজ্ঞা।—নিশাগমন; পিঙ্গলকে শত্রুগতি লক্ষ্য করিবার জন্য দথ্মাক্রণোর প্রস্তাব।—পিঙ্গলের তদ্রূপ করণ।—শত্রুর দিকে গমনসময়ে তুর্থরের গহ্বরমধ্যে সহসা পিঙ্গলের আগমন, উক্ত গহ্বরমধ্যে স্বর্ণো কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ একজন প্রতিবেশী প্রধান ব্যক্তির কন্যা কন্বান্ কার্গ্রার বিবরণ।—মূলাংশের কতকটা বিনষ্ট হওয়াতে কন্বান্-কার্গ্রার উপাখ্যানের অসম্পূর্ণতা।—একটি পূজা-স্থানে পিঙ্গলের আগমন; সেই স্থানে বীর পুত্র সুবরণের সহিত স্বর্ণো কর্ত্তৃক লোদার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট যুদ্ধাদেশ প্রার্থনা।—পিঙ্গল ও সুবরণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।—স্কন্দনাভীয় দেশের অনুমিত ওদিন দেবতা—কথ্-লোদা দেবতার বায়বী-সত্তা-বর্ণনের সহিত প্রথম ডুয়ানের সমাপ্তি।

পুরাতন সময়ের একটি কাহিনী।

কেন, ওহে অদৃশ্য ভ্রমণকারী!
লোরার কণ্টক-তরু আছ বাকাইয়া?
কেন, বায়ু উপত্যকাচারী।
শ্রবণের পথ মোর দিয়াছ ছাড়িয়া?
স্রোতের সুদূর কলরব
কি হেতু নীরব? কেন শুনিতে না পাই?

পর্ব্বত হইতে বীণা-স্বর
নাহি আসে কাণে মোর, শব্দহীন ঠাই।
এস গো এস গো, মল্ভিনা!
জানি আমি, তুমি গো সুধার শিকারিণী,
ডাক ফিরে আত্মা তাঁ'র তুমি
কবি প্রতি আজি, ওগো উৎসাহদায়িনি।

হ্রদ-আবেষ্টিত লকলিন,—
তা'র পানে চেয়ে আছি স্থিরদৃষ্টি-দানে,
পুন আমি চাহি উ-থর্ণোর
নিবিড় তরঙ্গময় সাগরের পানে,

সেথায় পিঙ্গল নেমে আসে
সিন্ধু আর সমীরের আওয়াজ হইতে।
এ অজানা—এ অচেনা দেশমাঝে, হায়,
মন্নুভেনের গুটিকত বীর দেখা যায়।

* যে সকল মূল-ঘটনা-বর্ণনায় আনুষঙ্গিক উপঘটনা (Episode) এবং বাক্যালঙ্কার বিশেষ (Apostrophe) বিবৃত হইত, কবিগণ তত্তাবৎকে ডুয়ান্ (Duan) নামে অভিহিত করিতেন।

পিঙ্গলেরে আসিবারে ভোজ্য-নিমন্ত্রণে,
স্বর্ণো পাঠাইলা লোদাবাসী এক জনে।
স্মরিলা অতীত কথা পিঙ্গল তখন,
জাগিল তাঁহার ক্রোধ যেন হুতাশন।
কহিলা পিঙ্গল সেই রোষে,—
"গম্মালের শৈবাল-আবৃত উচ্চ স্থান,
অথবা সে স্বর্ণো দুরাচার
পিঙ্গলেরে দেখিবার ছাড়ুক প্রয়াস।
দমে মৃত্যু ছায়ার সমান
স্বর্ণোর সে অত্যাচারী আত্মার শিয়রে!
ভুলিতে কি পারি আমি সেই
আলোর কিরণ—চারু রাজতনয়ারে? *
যাও তুমি, লোদার কুমার!
স্বর্ণো বাণী বায়ুমাত্র পিঙ্গলের কানে;
বায় শুধু পর্বতের নিবিড় গহ্বরে
কাঁটা ছড়াইয়া ফেলে এখানে ওখানে।
লোদাবাসী! করহ শ্রবণ,—
দণ্ মাকণো—মৃত্যুর অটুট ভীম কর।
স্থগমর নিবসে রণ-পঙ্কের উপর।
সমুদ্রে যাহার যুদ্ধতরী,
সে কম্মার, ঘন-ঘূর্ণ্য ঘনের উপরে
উহার গতিক সম ভ্রূক্ষেপ না করে!
উঠ উঠ, বীরপুত্রগণ!
এ অজ্ঞাত দেশমাঝে চৌদিকে আমার।
রণপতি দেশ্মরের মত
নিজ নিজ ঢাল পানে চাহ বারম্বার।"
কহিলা ত্রেশ্মর,—"আইস নামিয়া,

বীণাস্থ মধ্যবাসী!
জানি আমি, তুমি দিবে গড়াইয়া
দূরে এই স্রোতরাশি,
অথবা আমার সহিত মাটিতে
মিশাইবে তুমি এবে!
আইস নামিয়া, আইস নামিয়া,
না রহিও আর দূরে!"

রাজার চৌদিকে সবে দাঁড়াইল রোষে,
কোন কথা নাই কা'রো মুখে;
খরধার বল্লমাস্ত্র ধরিল সকলে,
চাহিতে লাগিল রুখে রুখে।
প্রতি প্রাণ আপনাতে লাগিল গড়া'তে
উৎসাহে মাতিয়া বারবার।
শেষে উঠে তা'সবার প্রতিবাদী ঢালে
আচম্বিতে বিকট চীৎকার।
নিশাকালে পাহাড়ে চড়িল প্রতি জন,
হেথা হোথা আঁধারে দাঁড়ায়।
আওয়াজী আওয়াজ মাঝে গানের আওয়াজ
ধীরে ধীরে চারি ধারে ধায়।

তা'সবার মাথার উপরে
উঠিল সুগোল শশধর।

পিঙ্গলের বাহুযুগ মাঝে
দীর্ঘকায় দণ্-মাকণো হৈলা উপনীত,
শৈলময় ক্রোমা হ'তে তিনি
শূকর-শিকারী বলী বলি' সুবিদিত।
বাঁধিয়া নৌকায় চড়ি' তিনি
চড়িয়াছিলেন ঘোর তরঙ্গ উপরে,
ক্রমথর্ম্মো যে কালে ক্রোমার
অরণ্য জাগা'য়েছিল ঘুরি চারি ধারে।
দণ্-মাকণো মৃগয়ার কালে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'য়েছিলা অরিকুল-মাঝ।
দণ্-মাকণো! মহাবীর তুমি,
ভয়-লেশ প্রাণে তব কভু না বিরাজে।

দণ্-মাকণো কহে;—
"নির্ভীক কোম্হল্-পুত্র পিঙ্গল ধীমান্!
আজেবি নিশায়

* রাজা স্বর্ণোর কন্যা অগন্দিকা। ইনি পিঙ্গলের সহিত, পতি প্রাণ-বিনাশের ষড়যন্ত্র করাতে, স্বর্ণো ইহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

হ'বে কি আমার পদক্ষেপ আগুয়ান্?
এই ঢাল ধরি'
দেখিব কি আমি ওই দীপ্ত অরিঠাটে?
স্বর্ণো হ্রদপতি,
স্বর্ণো-সুত সুবরণ এসেছে নিকটে।
লোদার পাষাণ-শক্তি-সম
ও দোঁহার বাক্য কভু বৃথা মিথ্যা নয়।
দণ্-মাকুণো যুদ্ধে গিয়া আজ
ফিরিবে, কি না ফিরিবে—না জানি নিশ্চয়।
দণ্-মাকুণো হেথা যা'বে রণে,
গৃহে সেথা পত্নী তা'র আছে বিষাদিনী;
ক্রুণ্মো-ক্রোলো ভূমি বহি' সেথা
একত্রে মিশেছে দু'টি নদী নিনাদিনী।
চারি ধারে ছোট ছোট গিরি,
আওয়াজী অরণ্য হাসে গিরিদের প্রায়;
ডাগর সাগর নাচে কাছে,
উত্তাল তরঙ্গগুলি বুকেতে গড়ায়।
স্নেহের ছেলেটি মোর সেথা
চেয়ে দেখে সঞ্চরিত সিন্ধুপাখী পানে
শিশুর পর্য্যটক পুত্র মোর
মাঠে মাঠে ইতি উতি ধায় ফুল্ল মনে।
একটি শূকর-শির কন্ধোনেরে দাও,
পিতার আনন্দ তা'র তা'রে গিয়া কও।
যে সময়ে তাহার পিতার
উত্তোলিত খরধার ভীম বর্শা-মুখে
ই-খোর্ণোর শোকর শকতি
গড়াইল যন্ত্রণার ঘন ঘন ঝুঁকে;
সে কালের আনন্দের কথা
কহ মোর কন্ধোন নন্দনে সর্ব্বজন।
কহ তা'রে রণ-কর্ম্মে মোর,
কহ তা'রে কোথা তা'র পিতার পতন।"

পিঙ্গল কহিলা,—
"পূর্ব্বপুরুষগণ, মনে জাগে অনুক্ষণ
যাত্রা করিয়াছি আমি সাগর-উপরে।
মম পূর্ব্বপুরুষেরা আছিলেন পূর্ব্বকালে
সঙ্কটের সময়ের কোলের ভিতরে।
যদিও কৈশোর মোর কেশেতে প্রকাশ পায়,
তবু অরি-অস্ত্রে মোরে না ঢাকে আঁধার।
ক্রুণ্মো-ক্রোলোর বীর! শুনহ বচন মোর,
যামিনী-সংগ্রাম চির অধীন আমার।"

ধরিয়া সমস্ত অস্ত্র পিঙ্গল তখন
দূর-সীম তরথোর স্রোতের উপরে
চলিলা প্রবেশি' বলে। তরথোর স্রোত
নিশাকালে পর্ব্বতের কুজ্ঝটিকাময়
উপত্যকা-মাঝে ধীরে পাঠাইতেছিল
অস্পষ্ট গম্ভীর রব। পর্ব্বত-উপরে
চন্দ্রের কিরণ-রেখা পড়িল উজলি'।
একটি সরল-মূর্ত্তি ছিল দাঁড়াইয়া
মধ্যভাগে; ভাসা ভাসা কেশগুচ্ছ তা'র
শোভা বাড়াইতেছিল, লক্‌লিন্‌বাসিনী
বিশদ-হৃদয়া বালামালার সমান।
সে বালার পদভঙ্গি প্রকার অতুল।
সে কামিনী অবিরত চলন্ত বাতাসে
ভাঙা ভাঙা গানগুলি দিতেছে ছড়া'য়ে।
থাকিয়া থাকিয়া সেই ভুবন-সুন্দরী
চারু শ্বেত বাহু দু'টি উৎক্ষেপণ ক'রে,—
কারণ, হৃদয়ে তা'র জাগে গো যন্ত্রণা।

বলিল সে বালা,—"বৃদ্ধ তর্কুল্-তরণো!
লুলানের কাছে তব পদক্ষেপ কই?
কন্‌বন্-কারুগ্নার পিতা! পড়িয়াছ তুমি
তোমারি আঁধারময় স্রোতের মাঝারে!
কিন্তু, লুলানের রাজা! আমি পুনঃ পুন
লোদার প্রাসাদ-পাশে দেখি গো তোমারে
মৃগয়া করিতে, যবে আঁধারে মুড়িয়া
বিভাবরী নীলাম্বর-কোলেতে গড়ায়।
কভু কভু ঢাক তুমি ঢালে শশধরে।
দেখেছি চন্দ্রেরে আমি আকাশে মলিন।
উল্কাময় জ্বালি' তুমি তব কেশপাশ
গভীর রজনীকালে শূন্যে উড়ি' ধাও।

কেন মোরে ভুলে আছ গুহায় আমার?
লোদার প্রাসাদ হ'তে দেখ গো চাহিয়া
একবার কল্যারে তোমার একবার।"

কহিলা পিঙ্গল,—"তুমি কে রজনী-রব?"
কাপি' সে রমণী ফিরি' চলিমু তখনি।
"কে গো তুমি তব এই অন্ধকার-মাঝে?"
সে কামিনী নম্র হ'ল গুহার ভিতরে।

খুলিয়া দিলেন রাজা কর হ'তে তা'র
চর্ম্মের বন্ধনী। পরে জিজ্ঞাসিলা তা'রে
তা'র পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয়।

উত্তর করিল বালা,—"তরুল্-তরণো
লুনানের ফেনময় চলন্ত প্রবাহে
এককালে ক'রেছিলা বাস; কিন্তু এবে
নিনাদের শব্দ তিনি লোদার প্রাসাদে।
পকলিনের স্বর্ণোরে সমরে পিতা মোর
আহ্বানিলা। দুই জনে হৈল মহারণ।
নীল ঢালধারী পিতা হত হৈলা রণে
ভাসিয়া নিজের রক্তে! হা পিতা! হা পিতা।
তুলিয়া বিশাল শিলা লুনানের স্রোতে
সীমাবদ্ধ মীনডিম্ব বিদ্ধিলাম আমি।
বাতাসে আমার কেশ আছিল উড়িতে,
মম শ্বেত হস্ত তাহা নিল গুছাইয়া।
একটা শবদ আমি করিনু শ্রবণ।
নয়নযুগল মোর হইল উত্তার।
কোমল হৃদয় মোর উর্দ্ধে সমুখিল।
সম্মুখে হইল মোর চরণ বিক্ষেপ,
লুনানের দিকে, পিতা! দেখিতে তোমারে।
পকলিনের স্বর্ণো অতি ভয়ঙ্কর রাজা!
মোর প্রতি ঘুরে প্রেমে রক্ত চক্ষু তা'র।
স্বর্ণোর সঙ্কিত হাসিরাশির উপরে
নিবিড় তরঙ্গায়িত লোমময় ভুরু!
কোথায় আমার পিতা? বলিলাম আমি,—
ব দক্ষ পিতা মোর রণে কি এক্ষণে?

ওগো তুই তরুল্-তরণোর প্রাণসুতা!
প'ড়েছিস্ এবে একা শত্রুকুলমাঝে!
ধরিল সে কর মোর। তুলিল সে পা'ল।
এই সে গুহার মাঝে রাখিল সে মোরে।
সময়ে সময়ে সে গো আসে মোর পাশে,
আসে যেন কুজ্ঝটিকা-গঠিত মুরতি।
উপনীত হ'য়ে সে গো সম্মুখে আমার
আমারি পিতার ঢাল উঠাইয়া ধরে।
কিন্তু মোর গুহা হ'তে দূরে—বহু দূরে
যৌবনের প্রভা এক বারম্বার যায়।
স্বর্ণোর কুমার পড়ে দৃষ্টিপথে মোর।
সে যুবা হৃদয়ে মোর নিবসে নির্জ্জনে।

বলিলা পিঙ্গল,—"ওগো লুনান্-ললনে,
ওগো শ্বেতভুজে, ওগো দুঃখের কুমারি!
এক খণ্ড হিমের অগ্নির রেখায়
অঙ্কিত হইয়া ঘুরে হৃদয়ে তোমার।
না হেরিও ওই ম্লান-পরিচ্ছদী চাঁদে,
না হেরিও আকাশের ও সব উল্কারে।
আমার প্রদীপ্ত অসি তোমার চৌদিকে
এ অসি শত্রুর তব সাক্ষাৎ সঙ্কট।
দুর্ব্বলের অসি নহে এ অসি আমার,
কিম্বা প্রাণে যে আঁধার, তাহারো এ নহে।
আমাদের নারীগণ স্রোতের গুহায়
কভু নাহি বদ্ধ থাকে। বিষাদে তাহারা
কভু নাহি করে শ্বেত ভুজ উৎক্ষেপণ।
আমাদের রমণীরা বীণাযন্ত্র যবে
বাজায় অঙ্গুলি-ভারে আনত হইয়া,
তখন তা'দের শোভা চিকুরকলাপে
বড়ই সুন্দর হয়। নির্জ্জন জঙ্গলে
তা'সবার কণ্ঠরব কভু নাহি উঠে।
আমরা মোহিত হই মনোহর স্বরে।"

পিঙ্গল আবার ক্রমে ক্রমে
রজনীর বিশাল অঙ্কেতে
অগ্রসর হইলেন পদ বিক্ষেপিয়া।

আঁধারে ঝটিকার ঘোর,
াদার যতেক তুরঙ্গম
পিয়া উঠিতেছিল অস্থির হইয়া।
ন খণ্ড মহাশিলা সেথা,
য়েছে শৈবালে ঢাকি' মাথা ;
ট স্রোতস্বিনী ওক্ ফেলিল প্রবাহে ;
ক, শিলা, নদীর মোহানে
রতেছে ভীষণ আকারে
াদার বিকট যেন পাট রক্ত দেহে।

মেঘের উচ্চ চূড়া হ'তে
কটা প্রেতাত্মা আচম্বিতে
হিয়া দেখিতেছিল সম্মুখের পানে ;
য়াময় ধূম্রাকৃ সে ভূত
ক্ষাকার ধরি' অদ্ভুত
ড়াইয়াছিল ঘোর বিকট নয়নে।

। প্রেতাত্মা থাকিয়া থাকিয়া
তেছিল গর্জন ঢালিয়া
র্জনগমনা স্রোতস্বিনীর মাথার।
কটে, ঝটিকা-অবনত
রুতলে হ'য়ে সমাগত
' বীর শুনিতেছিল বচন তাহার।

দ দোঁহার মাঝে এক জন
দপতি বীর সুবরণ,
র্ণো সে অপর জন, বিদেশীর অরি।
র্ণো আর সুবরণ দোঁহে
নজ নিজ কৃষ্ণ-ঢাল-দেহে
রখেছিল নিজ নিজ দেহ ভর করি'।

টভয়ের বর্শা খরধার
ভদ করি' নিবিড় আঁধার
ন্নমুখ হ'য়েছিল দোঁহার মিনার।
আঁধারের ঝটিকার ঘটা
চর্ণোর অঙ্গেতে ঝটাপটা
হইয়া চেঁচা'তেছিল তীর দোবিণার

পিঙ্গলের পদশব্দ শুনিল উভয়ে
অমনি দাঁড়ায় দোঁহে অস্ত্র করে ল'য়ে

গর্ব্বভরে স্বর্ণো কহে,—"শুন, সুবরণ!
ওই আগন্তুকে কর সমরে শাসন।
তোমার পিতার এই ঢাল ধর করে।
এ ঢাল সাক্ষাৎ শৈল সঙ্কট সমরে।"

দীপ্ত বর্শা সুবরণ নিক্ষেপিল বলে,
বৃক্ষেতে বিন্ধিল বর্শা, আর নাহি চলে।
তখন উভয় শক্র ধরি' তরবার,
পিঙ্গলের দিকে ত্বরা হৈল আগুসার।
সম্মুখ হইল তবে যুদ্ধে তিন জনা ;
আঘাতে আঘাতে ওঠে অসির ঝঞ্ঝনা।
লুনোর অসির ফলা * হ'য়ে উৎপতিত,
ভেদিল ফলক-চর্ম্ম সুবরণ-ধৃত।
ঘুরিতে ঘুরিতে ঢাল পড়িল ভূমিতে ;
উষ্ণীষ কাটিয়া পড়ে লুটিতে লুটিতে।
পিঙ্গল উন্নত অসি কৈলা নিবারণ।
নিরস্ত্র হইয়া রোষে রহে সুবরণ।
নিস্তব্ধ নয়ন দু'টা ঘুরা'তে লাগিল ;
করধৃত তরবারি ভূমে ফেলি' দিল।
অনন্তর ধীরে ধীরে স্রোতের উপরে
গেল চলি' বৃথা গর্ব্বে তুরীধ্বনি ক'রে।

পুত্রের সে দশা স্বর্ণো দেখিল নয়নে।
ভয়ঙ্কর ক্রোধ তা'র উপজিল মনে।
প্রবল রোষের ভরে স্বর্ণোর তখন
লোমশ ভ্রূযুগ কম্পে ঘোর ঘন ঘন।
লোদার পাদপ স্বর্ণো বিঁধিল বর্শায়,
দর্পভরে গরজিয়া বীর গান গায়।
প্রত্যেকে † নিজের পথে মহাবেগে আসে
শকুলিনের সুসজ্জিত সৈন্যগণ-পাশে।
বরিষা-প্লাবিত যেন উপত্যকা হ'তে
দুই স্রোত ধেয়ে আসে কেন নহি' সাথে।

* কবিবুদ্ধিমানী লুনো এই অসি (তরবারি) নির্ম্মাণ করিয়া পিঙ্গলকে দিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা এখানে নির্ম্মাতার নামে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† স্বর্ণো এবং সুবরণ।

তুর্থোর ভূমির'পরে ফিরিলা পিঙ্গল।
পূর্ব্বের কিরণ-রেখা উঠিল উজ্জ্বল।
সে চারু কিরণ-রেখা উজলিয়া দিল দেখা
লর্ড্‌গানের দুঠ করা দ্রব্যের উপরে;
সেই সব দ্রব্য শোভে ভূপতির করে;
তর্ণ থর্ণোর সুতা বিথারি' রূপের ছটা,
বাস গৃহ হ'তে তা'র বাহিরে আইল।
বাতাসে উড়িল চুল, হাতে গুছাইল।
সে রমণী তা'র পরে ধরিল আরণ্য-সুরে
মনের সাধের গান ছাইয়া আকাশ।
লুলানের সেই গান, যেথা তা'র স্নেহ প্রাণ
পিতা এক দিন সুখে ক'রেছিল বাস।
ন্যর্ণোর রক্তাক্ত ঢাল হেরিল সে বালা,
ভাতিল বদনে তা'র আনন্দের খেলা।
অনন্তর সেই বালা করিল দর্শন
বিদীর্ণ উষ্ণীষ, যা' পরিত সুবরণ।
তা' দেখি' তাহার প্রাণ আকুল হইল,
ম্লানমুখে অশ্রুচোখে কহিতে লাগিল,—
"হায় হায়, এ কি গো ঘটনা!
যাতনার উপরে যাতনা!
পড়েছ কি তুমি রণাঙ্গনে
শত শত অস্ত্রের তাড়নে!
বিষাদিনী অভাগিনী আমি,
কেমনে ভুলিলে মোরে তুমি!"

উ-থোর্ণো! দাঁড়া'য়ে আছ জলের হৃদয়ে!
রজনীর উল্কামালা তোমার চৌদিকে!
গাঢ়োজ্জ্বল চন্দ্রে আমি হেরি নামিবারে
তোমার শঙ্কিত বনভূমির পশ্চাতে।
উ-থোর্ণো। চূড়ায় তব কুজ্ঝটিকাময়
লোদা করে বসবাস সৌন্দর্য্যে সাজিয়া:
মানব-আত্মার লোদা ত্রাস-নিকেতন।
ক্রথ্‌-লোদা খড়্গধারী, সম্মুখে ঝুঁকিয়া,
নিজের মেঘাল্‌ সভা-দেবতায় শোভে।
ভ্রবঙ্গিল কুজ্ঝটিকা-মাঝে মূর্ত্তি তা'র
ধোঁয়াটা ছায়ার মত ক্ষীণ দেখা যায়।

তাহার দক্ষিণ হস্ত শোভে ঢাল'পরি;
অর্দ্ধদৃষ্ট শঙ্খ শোভে বাম হস্তে তাঁ'র।
ক্রথ্‌ লোদার ভয়ঙ্কর প্রাসাদের ছাদ
নৈশ অগ্নিশিখালোকে সাজে রূপসে ভীষণ।

ক্রথ্‌-লোদার বংশ, বুঝি অনেক বিশেষ,
নিরাকার ছায়ার আবাস, হেন মানি।
যাহারা সমরে হয় বিখ্যাত বিশেষ,
তা'সবার প্রতি তিনি আনন্দিত চিতে
গম্ভীর শঙ্খের ধ্বনি করেন বিস্তার।
কিন্তু তাঁ'র বীর যত দুর্ব্বলের মাঝে
ভীম ঢাল উঠে তাঁ'র কৃষ্ণচক্রাকারে।
যাহারা সমরক্ষেত্রে বলহীন অতি,
স্থায়ী উল্কাসম তিনি তা'সবার প্রতি।
স্রোতের উপরে যথা দীপ্ত রামধনু,
তেমতি আসিল সেই লুলানবাসিনী
বিশদ-হৃদয়া বালা সুধীর গমনে।

দ্বিতীয় দুয়ান্।

বিবরণিকা।

পরদিবস দথ্‌-মারুণোর প্রতি পিঙ্গলের যুদ্ধাদেশ।—শত্রুসৈন্যের সহিত দথ্‌-মারুণোর যুদ্ধ ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তুর্থোর নদীপারে তাড়িত করণ।—আত্মপক্ষীয় লোকদিগকে পুনরাহ্বান করিয়া দথ্‌-মারুণোকে কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য পিঙ্গলের মঙ্গলকামনা; কিন্তু সেই মহাবীরকে রণক্ষেত্রে সাংঘাতিকরূপে আহত দর্শন।—দথ্‌-মারুণোর মৃত্যু।—মৃত বীরের সম্মানার্থ উল্লীন নামক কবি কর্ত্তৃক কলগার ও রিলা-লোমার উপাখ্যান বর্ণন; তদুপাখ্যানে দ্বিতীয় দুয়ানের সমাপ্তি।

কৃষ্ণকেশ দথ্‌-মারুণো বলিলা বিষণ্ণ মনে,—
"কোথা তুমি, রাজার নন্দন?
সেন্মার নবীন রবি! কোন্ ভয়ঙ্কর স্থানে
চিরতরে হইলে মগন?

কালরাত্রি-কোল হ'তে নাহি যে ফিরিলা তিনি
উ-থোর্ণোত্তে প্রভাতে হইয়া।
উদয়-গিরিতে ভানু কুজ্ঝটিকা-ঢাকা ওই,
বীরগণ কলঙ্ক ভুলিল।
ও রবি পশ্চিমে নাহি আকাশের উল্কা-সম,
ভূতলে উহার স্থান নহে তো অঙ্কিত।
ওই আসে রাজপুত্র, ঈগল পক্ষীর মত
ঝড়ের কিনার হ'তে হইয়া ধাবিত।
রাজকুমারের করে জয়লব্ধ দ্রব্য শোভে;
এস এস, সেল্মার ঈশ্বর!
তোমা বিনে আমরা কাতর।"

পিঙ্গল আসিয়া সন্নিকটে
কহিলেন,—"দথ্‌-মারুণো! হও সাবধান,
শত্রুগণ কাছাকাছি হয় আগুয়ান।
নীচে ধাওয়া বাষ্পের উপর
তরঙ্গের সম ওরা ধাইয়া আসি'ছে,
কুজ্ঝটির মাঝে যেন তরঙ্গ ভাসি'ছে।
গতি ছাড়ি' পালায় পথিক,
জানে না সে কোন্ দিকে পালাইতে হ'বে।
কম্পিত পথিক নহি কিন্তু মোরা সবে।
তোলো ঢাল, বীরপুত্রগণ!
পিঙ্গলের অসি এবে হ'বে কি উত্থিত?
কিম্বা এক যোদ্ধা রণে হইবে ধাবিত?"

দথ্‌-মারুণো কয়,—"রাজার তনয়!
প্রাচীন কালের প্রথা
আমাদের চক্ষে, আমাদের পক্ষে
মুক্ত পথ, মহারথ!
মহাঢালধারী ত্রেন্মর এখনো
দূর সময়ের ছায়।
লক্ষিত হইয়া কতই উৎসাহ
দেন আমা'সবাকায়।
আত্মা সে রাজার ছিল না দুর্বল,
ছিলা তিনি বীর-রবি।
অজ্ঞাত করম ঘটে নি কিছুই,

প্রকাশ্যে হইল সবি।
শত স্রোত হ'তে জাতি বাহিরিয়া
কলমানক্রোণায় এলো।
সে সব জাতির প্রধান বীরেরা
তা'দের সম্মুখে ছিলো।
সে সব বীরের প্রতি জন স্পর্দ্ধা
ক'রেছিল যুঝিবারে।
তা'সবার অসি অর্দ্ধমুক্ত ছিল
সুকঠিন কোষাগারে।
রক্তবরণে চক্ষু তা'সবার
রোষে হ'ত ঘূর্ণ্যমান।
আলাদা আলাদা দাঁড়ায়ে তাহারা
গাহিত ক্রোধের গান।—
"একতা আমরা কেন তেয়াগিব?
একতা মোদের প্রাণ;
মো সবার পিতৃপিতামহগণ
রণে ছিলা বলবান্।"
আছিলা ত্রেন্মর বীর সেই খানে
নিজ জনগণ সনে;
যৌবনের কেশ শিরসে ধরিয়া
সবল সতেজ মনে।
দেখেছিলা তিনি আপন নয়নে
ধাবিত অরাতিকুলে।
জাগিল তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা,
রোষ-স্রোত গেল খুলে।
বীরদলে তিনি দিলা অনুমতি,—
এক-পরে একে যেতে;
চলিল বীরেরা; কিন্তু একেবারে
চলি' গেল কোন্ স্রোতে।
শৈবালমণ্ডিত শৈলবর হ'তে
ত্রেন্মর তখন নিজে
নীল ঢাল ধরি' দড়বড় করি'
নামিলেন বীর-তেজে।
নিম্নতলে আসি' ধরি' ঢাল অসি
আরম্ভিলা মহারণ।
অরিগণ তাঁ'র হৈল ছারখার

কত কৈল পলায়ন।
চারি ধারে তাঁ'র অসিতক্রধারী
যোদ্ধারা আইল ছুটি'।
তা'রা পরস্পরে ফলকে আঘাত
করিল আনন্দে লুটি'।
রণভূমি সেথা হইতে তখন
মনোহর বায়ু মত
বীরগণ-বাণী প্রবলে ধাইল
ক্ষণকালে ইতস্তত।
ক্রমে পালাক্রমে বলী বীরগণ
মাতিল সমর-রসে।
ক্রমে ক্রমে রণ হইল ভীষণ
বিপদ বাড়িল শেষে।
রাজার তখন যুঝিবার কাল
রণভূমে উপনীত;
যশোরাশি লভিতে যুদ্ধমদে তাঁ'র
নাচিয়া উঠিল চিত।

ঢালধারী ক্রুম্-গ্লস্ বলিলা তখন,—
"আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণ সবাকার
বীরকর্ম্ম অবিদিত নহে তো কাহারো।
কিন্তু এবে কোন্ বীর আমা'সবা-মাঝে
রাজবংশীদের তরে যুদ্ধ চালাইবে?
এ চারি নিবিড় শৈলে কুজ্ঝটিকারাশি
আপাতিত হইয়াছে স্তরে স্তরে স্তরে।
এই কুজ্ঝটির মাঝে প্রত্যেক সমরী
সবলে নিজের ঢালে করুক্ আঘাত।
শক্তিদেবী স্বর্গ হৈতে অচিরে উরিয়া
রণ চিহ্নে আমা'সবে করুন অঙ্কিত।"

কুজ্ঝটিকাময় শৈলে চলিল প্রত্যেকে।
কবিগণ জনে জন লৌহ-ফলকের
নিনাদ গণনা করে সুরের স্বননে।
দথ্ মারুণো! বস্ যন্ত্র বাজাও গম্ভীরে।
তুমিই অবশ্য এবে মাতিবে সংগ্রামে।

জল-কোলাহল-সম ট-থোর্ণোর লোক
মহাবেগে সারি সারি আসিল নামিয়া।
স্বর্ণো আর সুবরণ দুই [illegible]।
ঝড়ময় দ্বীপপুঞ্জ প্রভু সুবরুণ!
দেখিতে লাগিল দোঁহে লৌহঢাল দিয়া,
সেইরূপ অগ্নি-অক্ষি ক্রথ্-মোনা নিরখে
সুনিবিড় শস্যক্ষেত্র পশ্চাৎ হইতে
নিশায় ছড়ায়ে তাঁ'র ক্ষমতা-লক্ষণ।
তুর্থোর তটিনীতটে শত্রুরা মিলিল।
উন্নত তরঙ্গ সম বাড়িল তাহারা।
তা'দের শক্তিতে অস্ত্র-আঘাত মিশিল।
সৈন্যদের শির বাহি' মৃত্যু হাহাকারে
উড়িতে লাগিল। শত্রুগণ পরস্পরে
জয়ের জলদ যেন ঝঞ্ঝা-বায়ু-মাঝে।
তা'সবার অস্ত্রবৃষ্টি একত্রে গরজে।
গভীর উন্মত্ত সিন্ধু গর্জ্জিয়া গড়ায়
তা'সবার পাদমূলে তটের তলায়।

বনময় ট-থোর্ণোর সমর-বিবাদ!
কেমনে তোমার ক্ষত চিহ্নিত করিব!
বহু কাল ধরি' তুমি আসিতেছ চলি';
আমার জীবন তুমি করিতেছ ক্ষীণ।

সমরে মাতিল স্বর্ণো অগ্রসর হ'য়ে,
সুবরুণ সৈন্যগণে আনিল ঝটিতি।
দথ্-মারুণো অসিহস্তে হইলা প্রস্তুত;
সংহারক অগ্নি ছুটে অসিমুখে তা'র।
বহুসংখ্য স্রোতোমধ্যে লকৃলিন্ গড়ায়।
রোষময় রাজগণ সমর-চিন্তায়
হইলেন আত্মহারা; নিস্তব্ধ নয়ন
ঘুরাইতে লাগিলেন স্বদেশের পানে;
বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে দেশ যায় যায়!
পিঙ্গলের রণশৃঙ্গ বাজিল সঘনে।
অগ্‌বিয়ন্-পুত্রগণ ফিরিয়া আসিল;
তুর্থোর নদীর তীরে কিন্তু অনেকেই
নিজ নিজ রক্তে ভাসি' রহিল নীরবে।

কহিলা পিঙ্গল তবে,—"ক্রথ্মোর ঈশ্বর!
দথ্ মারুণো মহাবীর শুকরশিকারী!
অবশ্যই তুমি মোর ঈগল-পতাকা
কদাচ ফিরাও নাহি—ফল-শূন্যতায়
শত্রুর সম্মুখ হ'তে; এই সে কারণে
বিশদ-হৃদয়া সেই লাহুল্ হবিষে
উচ্ছলিত হ'বে তাঁ'র স্রোতের কিনারে।
কন্দন আনন্দ কত লভিবে জীবনে
দথ্-মারুণো ক্রথ্মো-ভূমে ফিরিবে যখন।"

সেনাপতি দথ্-মারুণো কহিলা তখন,—
"আমার বংশের আদি কল্গর্ম্ আছিলা
বহু অল্বিয়ন্ মাঝে। গভীর সাগরে
নীচ উপত্যকা-মাঝে ধাইতেন তিনি।
নির্মুণ্ড করিলা তিনি ভ্রাতারে তাঁহার
ই থোর্ণোতে* মহারোষে। পৈতামহ ভূমি
পরিত্যাগ কৈলা তিনি চিরকাল তরে।
শৈলময় ক্রথ্মো-ক্রোলো-সন্নিহিতে তিনি
নির্জ্জন স্থানেতে বাস কৈলা নির্ব্বাচন।
কালে কালে বংশ তাঁ'র হইল বিস্তার।
তদ্বংশীয়েরা সময়ে সময়ে
করিল সংগ্রাম, কিন্তু ত্যজিল শরীর।
হে পিঙ্গল দ্বীপেশ্বর! জানিও নিশ্চয়,—
মম পিতামহদের আঘাত আমারি।"

এতেক কহিয়া বীর নিজ কুক্ষি হ'তে
উখাড়ি' পাড়িলা এক খরধার শর;
বিপক্ষ-ক্ষেপিত সেই বিষময় বাণ!
উপাড়িবা মাত্র সেই প্রাণান্তিক শর
কাতর হইয়া বীর পড়িলা ভূতলে।
ফোয়ারা সমান রক্ত শরক্ষত হ'তে
বাহির হইয়া দেহ নীরক্ত হইল।
অজ্ঞাত দেশেতে বীর ত্যজিলা জীবন।
পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁ'র নিবসে যেথায়,
আত্মা তাঁ'র উপনীত হইল সেথায়।
দাঁড়াইল বীরগণ বেষ্টিয়া নীরবে,
চূড়াবলী স্থির যথা পর্ব্বত উপরে।
পথিক নির্জ্জন পথে গোধূলি সময়ে
নিরখিল সেই সব স্থির বীরগণে।
পথিক তা'সবে হেরি' চিন্তিল অন্তরে
যেন তা'রা প্রেত-আত্মা বৃদ্ধ সবাকার।
যেন তা'রা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আকার।

উঠিল রজনী ক্রমে উ-থোর্ণো উপরে।
তখনো বীরেরা সহি' যন্ত্রণা অপার
এক ভাবে স্থির হ'য়ে রহিল দাঁড়া'য়ে।
প্রত্যেক যোদ্ধার কেশ বাহিয়া সঘনে
দমকা বাতাস শব্দ করিতে লাগিল।
অবশেষে অন্তরের চিন্তা-স্রোত হ'তে
ছিন্ন ভিন্ন হইলেন বীরেন্দ্র পিঙ্গল।
আহ্বান করিয়া তিনি উল্লীন কবিরে
আদেশিলা সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিতে।—
"ওই যে সম্মুখে হের, ইহা কভু নহে
পতন-উন্মুখ অগ্নি; এ অগ্নির রেখা
নিস্তেজ হইয়া নাশ না পায় নিশায়,
যিনি আজ ভূমি তলে লুটান শরীর,
না ছিলা চলন্ত উল্কা কদাচই তিনি।
স্ববাস পর্ব্বত'পরি বহুকাল সুখে
তীব্রকর রবি সম আছিলা এ বীর।
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া একস্বরে এবে
এঁ'র পূর্ব্বপুরুষগণের পূত নাম
আহ্বান করহ পূর্ব্ব-নিবাস হইতে।"

কহিলা উল্লীন কবি, "ই-থোর্ণো! ই-থোর্ণো!
উত্থিত হ'য়েছ তুমি সমুদ্র-মাঝারে।
সৈন্ধব কুজ্ঝটি-মাঝে কি হেতু তোমার
উচ্চ শির হইয়াছে নিবিড় মলিন?
তব উপত্যকা হ'তে উৎপন্ন হইল

* স্কান্দিনাভীয়া (কেদনাভীয়া)র অন্তর্গত একটি দ্বীপ।

এক বীরজাতি, যেন তোমারি পালিত
নির্ভীক কঠিনপক্ষ ঈগলের দল।
লৌহ ঢালী কলগর্ম্মের কুলোদ্ভূত তা'রা,
সোনার প্রাসাদমাঝে তা'দের নিবাস।

"তর্ম্মথের নিনাদিত দ্বীপের মাঝারে
লুর্থান্ দাঁড়া'য়ে আছে—স্রোতোময় গিরি।
লুথান্ অরণ্যময় মস্তক তাহার
ঝুঁকাইয়া আছে এক উপত্যকা'পরে,
সে মহতী উপত্যকা নিস্তব্ধ—নীরব।
সেথায় ক্রুথ্রুতটিনীর মূলস্থলে
রুর্ম্মব শূকরনাশী করিতেন বাস।
স্ত্রিনা দোনা কন্যা তাঁ'র বিশদ হৃদয়া,
ভানু ভাতি সম তা'র ছিল রূপরাশি।

"কত শত বীর রাজা, কত শত বীর
লৌহ ঢালধারী, কত শত মহাকেশী
যুবা আসিতেন তাঁ'র প্রতিধ্বনিময়
বিশাল সভার মাঝে আশায় মজিয়া।
স্ত্রিনা দোনা লভিবার আশা সে সবার।
কিন্তু ওগো স্ত্রিনা-দোনা। উন্নত-হৃদয়ে!
তোমার চরণক্ষেপে নিরখি তোমায়
দৃক্ষেপ না কর তুমি কাহারই প্রতি।

"যদি সেই স্ত্রিনা-দোনা গুল্মবিমণ্ডিত
বনমাঝে বেড়াইত, তা' হ'লে তাহার
বক্ষোদেশ শুভ্রতর হ'ত ক্যানা* চেয়ে;
যদি সে বেড়া'ত সিন্ধু-বিঘাতিত তটে,
তা' হ'লে তাহার রূপ হ'ত শুভ্রতর
তরঙ্গনর্ত্তিত সিন্ধু ফেনকের চেয়ে।

আলোকিত তারাতুল্য অক্ষিযুগ তা'র,
বদনখণ্ড তা'র বৃষ্টি সময়ের
মর্গের উজ্জ্বল ধনু সমান সুন্দর!
সে মুখের ইতি উতি শুলিত কেমন
কৃষ্ণকেশগুচ্ছ, প্রবাহিত মেঘ সম।
শুভ্রভুজে স্ত্রিনা-দোনা! ধন্য গো রূপসি!
মানসবাসিনী তুমি, ভুবনমোহিনি!

"নিজ জলযানে চড়ি' কলগর্ম্ম আইলা
আসিলেন শস্থপতি কর্কল-সুরণ।
তর্ম্মথ-অরণ্য-ভূমি-বাসিনী তোমার †
পাণি লভিবারে সেই বীর ভ্রাতৃযুগ
ই-থোর্ণো হইতে ত্বরা কৈল আগমন।
স্ত্রিনা-দোনা সে দোঁহারে করিল দর্শন
সে দোঁহার শব্দকারী অসির মাঝারে। ‡
নীলনেত্র কলগর্ম্মের রূপের সাগরে
স্ত্রিনা-দোনা রূপসীর ভেসে গেল প্রাণ।
উল্-লক্রিন্ তারকার § নিশিজাগা আঁখি
দেখিতে পাইল স্ত্রিনা-দোনা সুন্দরীর
বিস্তারিত বাহু দু'টি গর্ম্মলের দিকে।

"ক্রোধান্ধ যুগল ভ্রাতা বাঁধিল ভ্রূকুটী।
দোঁহারে অলস চক্ষু চাহিল নীরবে!
ভীম অস্ত্র ধরি' দোঁহে লাগিল ঘুরিতে।
পরস্পরে আঘাতিল ঢালের উপরে।
অসিমুষ্টিধৃত ভুজ লাগিল কম্পিতে।
দীর্ঘকেশী সুরূপসী স্ত্রিনা-দোনা ডরে
দুই বীর উন্মত্ত হইল ঘোর রণে।

"কর্কল্-সূরণ শূর পড়িলা সমরে;
নির্জীব হইল দেহ শোণিত অভাবে।

* ক্যানা (Cana) এক জাতীয় তৃণবিশেষ। এই তৃণ য়ুরোপের উত্তরপ্রদেশের ক্ষুদ্র তরু(গুল্ম)ময় আর্দ্রভূমিতে ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বোধ হয়, আমাদের দেশের কেশে ও উলুঘাসের শ্বেতবর্ণ শীষের ন্যায় ক্যানা ঘাসেরও শীষ শ্বেতবর্ণ।

† স্ত্রিনা-দোনার।

‡ অর্থাৎ স্ত্রিনা-দোনা, কলগর্ম্ম ও কর্কল্-সূরণকে তখ্যাতজনিত রোষে যুদ্ধ করিতে দেখিল। মহাভারত আদিপর্ব্ব-বর্ণিত, তিলোত্তমার জন্য সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধ-ঘটনার সহিত ইহার কতকটা ঐক্য আছে।

§ উল লক্রিন্ তারকা লক্রিনের নিয়ন্ত্রী।

ইহা শুনি' ই-থোর্ণোতে জনক তাঁহার
জলিয়া উঠিলা রোষে কুমারের শোকে।
পিতৃদেব, কল্-গর্ম্মেরে এই সে কারণ
ই-থোর্ণো হইতে দিলা বহিষ্কৃত করি'।
কল্‌গর্ম্ম তখন ছাড়ি' পিতার নিবাস
ক্রথ্‌মো-ক্রোলোর শৈলময় ভূমিতলে
বাস কৈলা একটি অজানা নদীতটে।
কল্‌গর্ম্ম করে নি বাস আঁধারে সেথায়।
আলোকের কররাশি ছিল তাঁ'র পাশে।
তর্ম্মথ্ দেশের কন্যা স্নিনা-বোনা বালা
গর্ম্মলের সে আঁধারে ছিল চির-আলা।"

তৃতীয় দুয়ান্।

বিবরণিকা।

কতিপয় সাধারণ বিষয়ের আলোচনার পর অশ্বায়ন কর্তৃক পিঙ্গলের অবস্থান এবং লক্লিন্‌নামক স্থানের সৈন্যগণের অবস্থা বর্ণন।—স্তর্ণো-সুবরণ-সংবাদ।—কর্ম্মন্-ক্রনয় ও করনা-ব্রাগলের উপাখ্যান।—নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি প্রত্যাগত পিঙ্গলকে ভয়চমকিত করিবার জন্য আত্মদৃষ্টান্ত-যোগে সুবরণকে স্তর্ণোর অনুরোধ।—স্তর্ণোর অনুরোধ রক্ষায় সুবরণের অস্বীকার।—পিঙ্গলকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য স্বয়ং স্তর্ণোর গমন।—পিঙ্গল কর্তৃক স্তর্ণোর পরাজিত হইয়া অবরুদ্ধ হওন।—স্বীয় নিষ্ঠুরাচরণের জন্য যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃত হইয়া পিঙ্গল কর্তৃক স্তর্ণোর মুক্তিলাভ।

কোথা হ'তে আসে বর্ষরাশির প্রবাহ?
কোথায় সে বর্ষরাশি গড়াইয়ে যায়?
কোথায় লুকা'ল' তা'রা কুজ্ঝটি-মাঝারে
তা' সবার নানাবর্ণী শরীরের ভাগ?*
প্রাচীন কালের দিকে দেখি তাকাইয়া,
কিন্তু তাহা অশ্বায়ন চক্ষের উপর
ঘোর ঘোর বোধ হয়, যেন দুর্বাসিত
হ্রদের উপরি চন্দ্র কান্তি বিভাসিত।
হেথায় যুদ্ধের রক্ত-কিরণের ছটা।
সেথায় নিবসে এক বলক্ষীণ জাতি
নীরবে নীরবে, আহা, অস্পষ্ট আঁধারে।
তাহারা তা'দের কার্য্যে করে নি চিহ্নিত
সময়েরে; ধীরে ধীরে চলি' যায় তা'রা।
ওগো ঢালমধ্যনিবাসিনি চারু বীণে!
ওগো ও কোণার বীণে।† ভাল জানি আমি,
পতন-উন্মুখ প্রাণ তুমিই জাগাও,
তেঁই কহি, এস উঠি' দেওয়াল হইতে
তব স্বরত্রয় সনে।‡ আইস অচিরে

* নানাবর্ণী শরীরের ভাগ—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু; মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, প্রহর, দণ্ড, পল ইত্যাদি।

† ভারতবর্ষীয় বীণার ন্যায় ঠিক্ ইহার আকার নহে।

‡ দেওয়াল' হইতে—আমাদের বীণার ন্যায় পাশ্চাত্য বীণা(Harp. Lyre, Gitter)ও দেওয়ালে টাঙ্গান থাকে, সেই জন্য এই কথা বলা হইয়াছে। আমাদের ভরত বীণার সহিত ইয়ুরোপীয় Gitter এর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

স্বরত্রয় সনে—তিন স্বরের সহিত। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে য়ুরোপের বাদকেরা বীণাতে তিনটি মাত্র তন্ত্র (তাঁত) বাঁধিত। সেই তিন তাঁতে তিন প্রকার সুর বাঁধা থাকিত। এ দেশেও পূর্ব্বকালে বীণাতে তিনটি মাত্র তার বা তাঁত থাকিত। এই জন্য বীণার অপর নাম ত্রিতন্ত্রী। পারস্য ভাষায় 'সে' অর্থে 'ত্রি' বুঝায়; এই জন্য এক জাতীয় বীণার নাম সেতার। এক্ষণে প্রয়োজনানুসারে এদেশের ও য়ুরোপের বীণাতে তার বা তাঁতের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। সচরাচর ভারতবর্ষীয় বীণাতে পাঁচটি মূল তার (দুইটি লোহ বা ইস্পাৎ ও তিনটি পিত্তলের তার) দেখা যায়। তাহা ছাড়া কোন কোন বীণার একটি, দুইটি বা তিনটি পার্শ্বতন্ত্রিকা (চিকারীর তার) থাকে। চিকারীর তারগুলি লৌহনির্ম্মিত। ভারতবর্ষে যতগুলি বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে, তন্মধ্যে মহতী বীণা (ইহাতে অধোর্দ্ধে দু'ইটি অলাবু [তুম্বী] থাকে), কচ্ছপী বীণা (কছুয়া সেতার), রুদ্রবীণা (রবাব), ভরতবীণা শারদী বীণা (শরদ্), রঞ্জনী বীণা ইত্যাদিই প্রধান। দেবর্ষি নারদের মহতী বীণা (বীণ্) এবং দেবী সরস্বতীর কচ্ছপী বীণা (কছুয়া সেতার)। সারঙ্গী, এস্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি তত যন্ত্রও বীণাজাতীয়। বীণ্, সেতার প্রভৃতি যন্ত্র অঙ্গুলি-আঘাতে এবং সারঙ্গী এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্র ধনুর্ঘর্ষণে (ছড়ির টানে) বাদিত হয়।

তা'র সনে, অতীতের যে দেয় জাগা'য়ে।
প্রাচীন কালের সেই বীরমূর্ত্তি যত
দেখাও তুলিয়া, বীণে। ঘোর ঘোর ভাবে
তা' সবার সুনিবদ্ধ কালের শরীরে।

উথোর্ণো। ঝঞ্ঝার গিরি তুমি চিরদিন,
আমার বীরগণে দেখি তব পাশে।
গভীর নিশীথকালে ভূপাল পিঙ্গল
দগ্‌ মারুণো বীরেন্দ্রের সমাধি উপরি
ম্লানমুখ নত করি' আছেন বসিয়া।
তাঁহার নিকটে তাঁ'র প্রিয় বীরগণ
নীরবে দাঁড়া'য়ে আছে অবনতমুখে।
দূর পার তটিনীপাশে ছায়ায় মিশা'য়ে
লখলিনের সৈন্যগণ রয়েছে গম্ভীরে।
[illegible] দাঁড়াইল রুষ্ট ভূপগণ;
চাহি বারে' পরস্পরে লাগিল চাহিতে।
আকাশ পশ্চিমে রক্ত তারাদলপ্রতি
চাহিতে লাগিল তা'রা অচল লোচনে।
মেঘমাঝে নিরাকার উল্কার সমান
[illegible] পড়িলা ঝুঁকি' উচ্চস্থল হ'তে।
[illegible] চৌদিকে তিনি দ্রুত বায়ুবেগে
নিজ চিহ্নে সুচিহ্নিত করিয়া সে সবে।
দেখিলেন স্বর্ণো রাজা বিশেষ চিন্তিয়া—
মর্ভেন্ ভূপতি বীর পিঙ্গল নিশ্চয়
কদাচই যুদ্ধে নাহি নিরস্ত্র হইবে।

এই সে কারণে তিনি অতি রুষ্টমনে
এক বৃক্ষে দুই বার করিলা আঘাত।
আপন পুত্রের দিকে গেল দ্রুতবেগে।
গাহিলা সংগ্রাম গান উচ্চ সুর তুলি';
বুঝিলেন, কেশ তাঁ'র উড়ি'ছে সমীরে।
পিতাপুত্রে দাঁড়াইলা ফিরি' পরস্পরে,
যেন দুই ওক বৃক্ষ প্রতিকূল বাতে
পরস্পার মুখামুখি হইল সহসা।

হ্রদেশ্বর স্বর্ণো কহে,—'বীরেন্দ্র অন্নির
আছিল্যা সাক্ষাৎ বহ্নি প্রাচীন সময়ে।
রণভূমে প্রতিযোগী শত্রুগণ'পরে
চালিতেন মৃত্যু তিনি অক্ষি হ'তে তাঁ'র।
আনন্দ হইত তাঁ'র মনুষ্য পতনে।
রক্তরাশি তাঁ'র পাশে গ্রীষ্মের তটিনী।
সুথ্ কর্ম্মো হ্রদের তীরে এসেছিলা তিনি
কর্ম্মন্ ক্রনার সনে সাক্ষাৎ করিতে।
মসীময় ঊর্লর হইতে গতি তাঁ'র*,
সমর-পক্ষের'পরি তাঁহার নিবাস।"

গর্ম্মালে আসিয়াছিলা ঊর্লর-ভূপতি
লইয়া আঁধার-বক্ষ জাহাজ নিচয়।
অন্নিরের কুমারীরে হেরিলেন তিনি।
ফইনা ব্রাগল্ বালা অন্নির-কুমারী।
সে বালার চক্ষু দু'টি তরঙ্গ-আরূঢ়
ঊর্লরের ভূপ পানে রহিল অচল।
ফইনা ব্রাগল্ পরে ঘোর অন্ধকারে
প্রবেশে গেল তাঁ'র জাহাজ ভিতরে,
শৈল উপত্যকা-মাঝে যেন শশী কর।
অবিলম্বে অন্ধকারে ধাইল অন্নির,
যুদ্ধের সমীরগণে ডাকিলেন তিনি।
রাজা নাহি ছিলা একা। স্বর্ণো ছিল পাশে।
উথোর্ণোর যুব ঈগলের সম আমি
আমার পিতার পানে ফিরা'নু নয়ন।

শব্দিত ঊর্লরমাঝে পশিনু আমরা।
কর্ম্মন্-ক্রনার এল নিজ দল ল'য়ে।
যুঝিনু আমরা সবে; কিন্তু শত্রুচয়
ছড়া'য়ে পড়িল ভয়ে বর্ণভূ-মাঝারে।
পিতা মোর ক্রোধ সহ ছিলা দাঁড়াইয়া।
খড়্গে পিতা বিন্ধিলেন বৃক্ষ শত শত।
ক্রোধে তাঁ'র চক্ষুযোড় লোহিত হইল,
রাজার অন্তর আমি পারিনু বুঝিতে,

* কর্ম্মন ক্রনায়ের।

ফিরিনু আবার আমি সেই নিশাকালে।
রণক্ষেত্র হৈতে এক ভগ্ন শিরস্ত্রাণ
আনিলাম তুলি' আমি বিশেষ যতনে।
বসাবিদ্ধ ঢাল এক আনিনু তুলিয়া।
আমার হাতের বর্শা ভোঁতা হ'য়েছিল।
প্রস্থান করিনু আমি শত্রু-অন্বেষণে।

শৈলোপরে এক বৃক্ষ আছিল [illegible]
কম্মন্ ক্রনার বীর বসিল সেথায়।
তাঁহার নিকটে এক বৃক্ষের [illegible]
কহিনা বাগল বালা বসি[illegible]।
ভগ্ন ঢাল নিক্ষেপিনু তাহার [illegible]।
সন্ধিস্থাপনের বাক্য কহিনু তখন।

(অসম্পূর্ণ)

পঞ্জাবী কাহিনী।

১।—গেঁও তাঁতি।

এক দিনে এক গেঁও তাঁতি ভাত রাঁধ্‌বে বোলে।
কাঠ কাট্‌তে বনে গেলো পেটের জ্বালায় জ্বোলে॥
একটা গাছে উঠে পোড়ে একটা ডালে গিয়ে।
ডাল কাট্‌তে কোল্লে সুরু ভোঁতা কুড়ুল দিয়ে॥
যে দিক্ পানে দাঁড়িয়েছিলো, উল্টো দিকে তা'র।
গুঁড়ি ঘেঁসে কুড়ুলখানা কোপায় বারম্বার॥
এমন সময় জনেক পথিক সেই দিকেতে যায়।
বোকা তাঁতির কাণ্ডখানা দেক্তে চোকে পায়॥
পথিক বলে, "ও ভাই তাঁতি! এ কি তুমি করো।
দাঁড়য়ে ডালের ডগার দিকে গোড়ায় কুড়ুল মারো?॥
একটুখানি পরেই তুমি এই ডাল্‌টির সনে।
হুড়মুড়িয়ে পোড়ে যা'বে, থাকে যেন মনে।"
বোকা তাঁতি শুন্‌লে নাকো সেই পথিকের কথা।
হাতের জোরে কুড়ুল মারে, নোড়্‌চে তা'তে মাথা॥
খানিক পরেই মড়্‌মড়িয়ে ডাল্‌টা গেলো ভেঙে।
ডালের সনে বোকা তাঁতি পোড়ে গেলো ভূমে॥
"গেলুম—গেলুম!" বোলে তাঁতি চেঁচিয়ে তখন উঠে।
সেই পথিকের পায়ের'পরে পো'ড়্‌লো গিয়ে লুটে॥
যোড়হাত কোরে বোল্লে তা'রে,—"বুঝ্‌নু সুনিশ্চয়।
দেব্‌তা তুমি—দেব্‌তা তুমি, মানুষ তুমি নয়॥
তোমার কথা ফোল্‌লো, ঠাকুর! পলক নাহি যেতে।
দেব্‌তা তুমি—ধন্যি তুমি! বুঝ্‌নু আমি চিতে॥"
পথিক বলে,—"তাঁতি ভায়া! দেব্‌তা আমি নয়।"
তাঁতি বলে,—"উঁহু, তুমি দেব্‌তা সুনিশ্চয়॥
এই নিবেদন করি এখন তোমার পায়ে আমি।
কবে আমার মরণ হ'বে, আমায় বল তুমি?॥"
বোকা তাঁতির কাণ্ড দেখে পথিক তখন কয়।—
"রক্ত যখন উঠ্‌বে মুখে, মোর্‌বে সুনিশ্চয়॥"
এই-না বোলে পথিক তখন সেখান থেকে গেলো।
গেঁও তাঁতি কাঠের বোঝা নিয়ে ঘরে এলো॥
দিন কএকের পরে তাঁতি তাঁতশালেতে ঢুকে।
রাঙা কাপড় বুন্‌তে বসে কোসে গুড়ুক ফুঁকে॥
রাঙা সুতো ছিঁড়্‌তে সুরু কোল্লে দাঁতে ধোরে।
দাঁতের ফাঁকে একটু সুতো রইল কেমন কোরে॥
খানিক পরে গেঁও তাঁতি টিপ্ পোর্‌তে গিয়ে।
মুখটি নিজের দেখ্‌লে চেয়ে আয়না হাতে নিয়ে॥
দৈবাত্তির দাঁতের গোড়ায় দেখ্‌লে চেয়ে তাঁতি।
রক্ত-রেখা যাচ্চে দেখা! উঠ্‌লো কেঁপে ছাতি!॥
লাল সুতোটা আট্‌কে আছে বুঝ্‌লে নাকো মনে।
রক্ত উঠে মর্‌বে তাঁতি, পথিক দেছে গুণে॥
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতি দৌড়ে তখন যায়!
বৌকে ডেকে বলে,—"ও বৌ! মোর্‌বো অচিরায়॥
সেই যে সে দিন বনেরমাঝে কাঠ কাট্‌বার কালে।
কোত্থেকে এক দেব্‌তা এসে আমায় গেছে বোলে॥
'রক্ত যখন উঠ্‌বে মুখে, মোর্‌বে সুনিশ্চয়।'
আজ্ রক্ত উঠ্‌লো মুখে, ঢুক্‌লো বুকে ভয়॥

* নৌশেরার সৈনিক-পাদরী REV. C. SWYNNERTON, M, R. A, S. সাহেবের "Folktales from the Upp er Punjab" হইতে অনুবাদিত।

আরে ,বেশী ক্ষণ নয় গো, ও বৌ ! মিত্যু এলো এলো।
এবার কোরে শ সাজা'তে শ্মশান-ঘাটে চলো ॥
এই-না বোলে বোকা তাঁতি ঘরের ভিতর ঢুকে।
চাটাই পেতে পোড়্লো শু'য়ে বিষাদভরা মুখে।
বেবান পানে পাশ ফিরিয়ে চক্ষু দুটো বুজে।
অনড হোয়ে রইলো পড়ে মুখ্টো ঘাড়ে গুঁজে ॥
বোকা তাঁতির ভাব ভঙ্গি যেমন চোকে দেখা।
অম্নি বোকা তাঁতির বোয়ের লাগ্লো ভ্যাবাচেকা ॥
এমন সময় হঠাৎ সেথায় এলো অনেক লোক।
দেখ্লে চেয়ে তাঁতি-জায়া কোচ্ছে বেজায় শোক ॥
তাঁতি বোয়ের মুখে শুনে তাঁতির ব্যাপারখানা।
তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলো, রৈল কাপড় কেনা ॥
ঘরে গিয়ে দেখ্লে চেয়ে পোড়ে আছে তাঁতি।
চক্ষু বোজা, মুখ্টো গোঁজা, কিন্তু নড়ে ছাতি ॥
এই না দেখে সেই লোক্টা বোল্লে তখন তা'রে।—
ওঠ্ তাঁতি। নড়্চে ছাতি, চক্ষু মিলে চা রে ॥
তাঁতি বলে,—"চাইতে নারি, তেরাত্রেরি প্রায়।
বোকা আমার শ সাজা'তে বোল্গে অচিরায় ॥"
লোকটা বলে,—"না হয় জেলে আমিই দেবো শ।
তুই একবার হাঁ কর্ তো ?" তাঁতি বলে,—"র ॥"
এই না বোলে বোকা তাঁতি মুখ্টো করে হাঁ।
লোক্টা বলে হেসে হেসে,—"কচু-পোড়া খা ! ॥
আরে বোকা। রক্ত কোথা ? এ যে রাঙা সুতো।"
এই না বোলে উঠোয় তা'রে মেরে কনুই গুঁতো ॥
সন্না দিয়ে রাঙা সুতো কোল্লে টেনে বা'র।
সুতো দেখে বোকা তাঁতির লাগ্লো চমৎকার।
"বাঁচ্লুম্, দাদা !" বোলে তাঁতি হাস্লো হি হি কোরে,
সত্যিপীরের সিন্নি দিলে দুধ্ বাতাসা ধোরে ॥

২।—তিন তাঁতি।

তিন তাঁতিতে বাস কোত্তো একটা গ্রামের মাঝ।
তিন জনেতেই ভাই তাহারা, কোত্তো বোনার কাজ ॥
এক দিন সে সবার বড় চোলে গেলো হাটে।
দুগ্ধবতী মোষ কিন্তে টাকা বেঁধে গাঁঠে।
মোষওলাকে টাকা দিয়ে দুগ্ধবতী মোষ।
কিনে নিয়ে ঘরে এলো, চিত্তে পরিতোষ ॥
মেজো ভ্রাতা মোষটা দেখে তুষ্ট হোলো অতি।
মোটা সোটা শৃঙ্গ দু'টা, আর দুগ্ধবতী ॥
এই না দেখে মেজো বলে,"মোষটা, দাদা। ভালো।
নধর গতর, নাদুস্'নুদুস্, বর্ণটা চিকণ কালো।
আমায় যদি দয়া কোরে কর ভাগীদার।
তবে আমার ভাগ্যি ভাল, বেশী কিবে আর ?"
জ্যেষ্ঠ বলে,—"মোষওলাকে বাইশ টাকা দিয়ে।
এই মোষটি আন্লুম কিনে মোষের হাটে গিয়ে।
এই মোষটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে।
মোষওলাকে বাইশ টাকা দাও গে গুণে তাকে ॥
এই রকমে কয় দু'জনে ভাগাভাগির কথা।
এমন সময় সেথায় এলো সবার ছোট ভ্রাতা ॥
জ্যেষ্ঠকে সে বোল্লে, "দাদা ! আমিও কার আশা
এই মোষটির অংশী হ'তে; মোষটি বড় খাসা।"
জ্যেষ্ঠ বলে,—"মোষওলাকে বাইশ টাকা দিয়ে।
এই মোষটি আন্লুম কিনে মোষের হাটে গিয়ে ॥
এই মোষটির অংশী হ'তে ইচ্ছে যদি থাকে।
মোষওলাকে বাইশ টাকা দাও গে গুণে তাকে ॥"
মেজো ছোট দু'জন তখন চোলে গেলো হাটে
প্রত্যেকেতে বাইশ টাকা এঁটে বেঁধে গাঁঠে
মোষওলাকে মেজো ছোট টাকা দিলে গুণে।
মোষ ব্যাপারী আমোদ ভারী লাভ কোলে মনে ॥
মুচ্কি হেসে মোষ ব্যাপারী মনে মনে কয়।—
"লাভ কোল্লুম্ ভেষাট্টি টাকা! বুড়ো মোষের জয়"॥
তা'র পরেতে তিন ভেয়েতে ঠিক্ কোল্লে পালা।
এক্ এক্ দিনে এক্ এক্ ভেয়ের দুধ্ দুইবার পালা।
যে যা'র নিজের কেঁড়ে এনে দুধ্টো দু'য়ে নেবে।
পরের কেঁড়ের দুধ্ দুইতে অন্যে নাহি পা'বে ॥
প্রথম দিনে বড়র পালা, নিজের কেঁড়ে এনে।
দুধ্টো দু'য়ে নিলে বড় বাঁট চার্টে টেনে ॥
দ্বিতীয় দিনে মেজোর পালা, নিজের কেঁড়ে এনে।
দুধ্টো দু'য়ে নিলে মেজো বাঁট চার্টে টেনে ॥
তা'র পরেতে তৃতীয় দিনে ছোটর পালা পড়ে।
দুধ্টা দোয়া শক্ত হোলো, নাইকো ছোটর কেঁড়ে

জেঠাকে সে বোল্লে তখন,—"উপায় কবি কিবে।
দুদ্ দুইবাব নেইকো কেঁড়ে, আকুল হোলুম ভেবে॥"
ছোট ভেয়েব কথা শুনে বড় তখন কয়।—
"তাইতো, ভায়া! ব্যাপাবখানা শক্ত সুনিশ্চয়॥
কেঁড়ে ছেড়ে দুদটো যদি দু'য়ে ফেলো তুমি।
সব দুদটোই নষ্ট হ'বে, শুষে নেবে ভূমি॥
সেই জন্যে দিচ্চি আমি এক যুক্তি তোরে।'
এই মোষটার দুদ্ দু'য়ে নে মুখ্‌টো নিজের ভোবে॥"
"বেস যুক্তি বোল্লে, দাদা!" বোলেই ছোট ভাই।
বাঁটের কাছে মুখ্‌টো বেখে কোবেও নিলে তাই॥
এই বকমে দুদ্‌টো দু'য়ে ছোট গেলো ঘরে।
এমন সময় ছোটর জায়া বোল্লে এসে তা'রে॥
"অংশ ক্যোলে মোষেব তুমি বাইশ টাকা দিয়ে।
দুদ কিন্তু কেন তুমি আন্‌চো নাকো দু'য়ে?॥"
ছোট তখন বোল্লে তা'কে,—"ও বৌ! ক'ব কি।
নেইকো কেঁড়ে, কাজেই আমি মুখে দু'য়েচি॥"
এই না শুনে অভিমানে পত্নী তখন কয়।—
"আমায় ছেড়ে একলা তোমাব খাওয়া উচিত নয়॥"
খুব কোরেচো, বেস কোরেচো, খাও গে তুমি ফেব।
এক ছটাকো দিলে নাকো, নিজেই দু' তিন সেব॥
কাজ কি আমার হেথায় থাকা? বাপের বাড়ী যাই
এই বোলে সে রাগের ভরে কোল্লে কাজেও তাই
ছোট বৌয়ের কাণ্ড দেখে তিন ভেয়েতে তবে।
গাঁয়েব মোড়ল যেথায় ছিলো, সেথায় গেলো ভেবে
বড় মেজো বোল্লে তা'কে—"মোড়ল মহাশয়।"।
ছোট ভেয়েব বৌকে ফিরে আনাও যা'তে হয়॥"
মোড়ল বলে,—"ব্যাপারখানা আমায় বল আগে।
তা'ব পরেতে আনাই তাকে ছোট ভেয়ের লেগে॥
বড় মেজো তখন তা'বে সব বোল্লে খুলে।
ছোট ভেয়ের বৌকে মোড়ল ডাকিয়ে এনে দিলে॥
বিচার কোরে বোল্লে মোড়ল বৌকে তখন ডেকে।—
"ওগো মেয়ে! শোন্ গো কথা কানের কোণে রেখে।
তোব স্বোয়ামীব মতন তুইও পা'বি দুদেব ভাগ।
পত্নী হোয়ে পতিব প্রতি কোত্তে আছে রাগ?।
তোব স্বোয়ামী সকাল বেলা দুদ্ দুইবে মুখে।
সন্ধ্যে বেলা তুই দুইবি নিজেব মুখে সুখে॥"
এই না শুনে ছোট ভেয়েব বৌটো বলে তা'রে।
"মিন্সে কেন এমন কথা কয় নি তখন মোরে?।
যা'তোক, এখন গোল চুক্‌লো, তা'ছাড়া কেন গোর।
ঘুচে গেলো মাথন তোমাব পবিচ্ছদের ঘোব॥'

সম্পূর্ণ

অদ্ভুত গল্প।

রাজকুমারী সরলা।

অবন্তীপুরের রাজা মহেন্দ্রবিক্রম,
সাতটি সুন্দরী কন্যা আছিল তাঁহার।
সবার কনিষ্ঠা কন্যা, সকলের চেয়ে
রূপে গুণে মনোহরা। একাধারে যেন
লক্ষ্মী সরস্বতী আসি' বিরাজেন ভূমে।
নামেও সরলা কন্যা গুণেও সরলা।

একদা প্রভাতকালে অবন্তী-ঈশ্বর
সাতটি কন্যারে ডাকি' আপনার পাশে
কহিলেন,—"কন্যাগণ। কহ তো আমারে
সত্য করি' একে একে, আমারে তোমরা
কি প্রকার ভালবাস?"
অগ্রজা তনয়া
কহিল,—"তোমারে, পিতা। চিনির সমান
সদা ভালবাসি আমি, কহি সত্য কথা।"
এইরূপে ছয় কন্যা কহিল রাজারে।
শুনিয়া ভূপতি হৈলা আনন্দিত অতি।
অবশেষে কহে' রাজা সরলারে ডাকি',—
"কহ, বৎসে। ভালবাস তুমি বা কেমন?"

সরলা কহিল,—"পিতা! কর গো শ্রবণ,
তোমারে লবণ সম ভালবাসি আমি।"
এ কথা শুনিয়া রাজা রুষ্ট হৈলা অতি,
বলিলা আরক্তনেত্রে,—"আরে লজ্জাহীনে।
সামান্য লবণ সম আমি তোর পাশে?"
এতেক কহিয়া রাজা সে স্থান হইতে
অবিলম্বে চলি' গেলা। ডাকি' ভৃত্যগণে
কহিলা গোপনে,—"শুন, আমার বচন,
ডুলীতে তুলিয়া মোর কনিষ্ঠা সুতারে
নিবিড় অরণ্যমাঝে আইস রাখিয়া।"

রাজার আদেশ পেয়ে রাজভৃত্যগণ
সরলারে বস্ত্রাবৃত ডুলীতে তুলিয়া
লইয়া চলিল এক নিবিড় জঙ্গলে।
দূর—দূর—বহু দূর করিয়া গমন
অরণ্যে পশিয়া তা'রা নামাইল ডুলী।
তা' দেখি' সরলা কহে সশঙ্কিত চিতে,
"রে বাহকগণ। মোরে কোথায় আনিলে?
পথ নাই—লোক নাই—ভবনাদি নাই,
কেবল নিবিড় বন দেখি যে চৌদিকে।"

কহিল জনেক ভৃত্য,—"শুন, রাজসুতে।
জল পিপাসায় মোরা কাতর হইয়া
নামাইনু ডুলী হেথা। না ভাবিও মনে,
এই ঘোর বনে তুমি র'বে একাকিনী।
ক্ষণকাল তিষ্ঠ হেথা ডুলীর ভিতরে।
দেখি, কোথা সরোবর। জলপান করি
আবার আসিব হেথা। তখন তোমারে
লইয়া যাইব পুন নগর মাঝারে।"
সরলা সরল মনে করিল বিশ্বাস।
রাজভৃত্যগণ গেল সে স্থান হইতে;
আর না ফিরিল তা'রা সরলার পাশে।

রাজকন্যা একাকিনী এক বৃক্ষতলে
ডুলীর ভিতরে থাকি' ভাবে ভীত মনে।
যে দিকে ভৃত্যেরা গেল, সেই দিকে চাহি'
অপেক্ষা করিয়া বালা রহিল একেলা।
ক্রমে ক্রমে দিন গেল, সন্ধ্যা উপনীত,
তথাপি ভৃত্যেরা নাহি আইল ফিরিয়া।
সন্ধ্যার ঘোরাল মূর্ত্তি দরশন করি'

সরলা শিহরি' উঠি' লাগিল কাঁদিতে।
কেঁদে কেঁদে বলে বালা,—এখনি আমারে
ব্যাঘ্র আদি বন্য পশু খাইয়া ফেলিবে।
হায় হায়, কিবা করি! কোথায় বা যাই!
এ বনে জীবন আশা আর মোর নাই!"
এরূপে সরলা বালা আকুল অন্তরে
ডুলীর ঢাকনী ঢাকি' কেঁদে কেঁদে ভাবে।
ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হ'য়ে হইল রজনী।
ক্রমশ আঁধারবস্তর জমিল কাননে।
হতাশ অন্তরে কন্যা ভাবিতে ভাবিতে
ঘুমা'য়ে পড়িল লুটি' ডুলীর ভিতরে।
মুহূর্ত পরেই পুনঃ জাগিয়া উঠিল;
দেখিল ডুলীর মধ্যে একখানি থালে
ভোজ্য বস্তু কতগুলি আছে থরে থরে,
একটি ঘটীর মধ্যে সুশীতল জল।
বুঝিতে নারিল বালা এ অদ্ভুত খেলা।
কিন্তু ভগবান্ তা'রে এই খাদ্য জল
দিয়াছিলা পাঠাইয়া ঘুমন্ত সময়।
সেই খাদ্য জলে বালা ক্ষুধা তৃষা নাশি'
জুড়াইল মনপ্রাণ। ভাবিল অন্তরে,—
"এমন মধুর খাদ্য এ বিজন বনে
অন্নদাতা হরি বই কেবা দিতে পারে
নিদ্রা জাগরণে ক্রমে পোহা'ল রজনী,
পূর্ব্ব দিকে জাগিলেন দেব দিনমণি।
প্রভাত-আলোক হেরি' সরলা তখন
ডুলী ফেলি' গেল চলি'। ক্রমে ক্রমে বালা
নিবিড় অরণ্যমাঝে করিল প্রবেশ।
সহসা এমন কালে সেই বনমাঝে
দেখিল প্রাসাদ এক অতি মনোহর
সে প্রাসাদ সরলার জনকের নহে,
অন্য এক ভূপতির অধিকৃত তাহা।
প্রাসাদের দ্বারদেশ আবদ্ধ আছিল।
সরলা সে দ্বার খুলি' পশিল ভিতরে;
প্রাসাদের চাবি ধার করি' দরশন
ভাবিল সরলা মনে,—"আহা কি সুন্দর
এই অট্টালিকা। আহা, উদ্যান, সরসী
কিবা মনোহর! হেন হেরি নাই কভু।"
নানাবিধ দ্রব্য ছিল সে প্রাসাদমাঝে;
সমস্ত দ্রব্যই বহুমূল্য অতি চারু।
কিন্তু কোন ভৃত্য কিম্বা অন্য কোন লোক
দেখিবারে না পাইল সরলা সেথায়।
প্রাসাদভিতরে বালা প্রবেশ করিয়া
প্রত্যেক গৃহের মাঝে করিল গমন।
ক্রমে ক্রমে কৌতূহল বাড়িল তাহার।

অনন্তর এক গৃহে গিয়া নিরখিল
মধ্যাহ্ন-ভোজন-দ্রব্য র'য়েছে সজ্জিত;
কিন্তু খাইবার লোক নাহিকো সেথায়।
অবশেষে অন্য এক গৃহের ভিতরে
পশিয়া দেখিল বালা সুবর্ণের খাট;
একজন রাজপুত্র সে খাটে ঘুমায়।
রাজার পুত্রের দেহ শালে আচ্ছাদিত।
সরলা সে শালখানি উত্তোলন করি'
দেখিল, সুন্দর মূর্ত্তি সে রাজসুতের।
কিন্তু সেই রাজপুত্র নহেক জীবিত।
সমস্ত শরীর তা'র বিদ্ধ সূচীজালে।

তখন রাজার কন্যা সরলা সুন্দরী
বসিল সে খাটপাশে বিষাদিত মনে।
সাত দিন দিবানিশি উপবাসে থাকি'
তৃষা নিদ্রা পরিহরি' লাগিল তুলিতে
সেই তীক্ষ্ণ সূচীরাশি এক এক করি'
মৃত রাজকুমারের বর বপু হ'তে।

হেন কালে এক ব্যক্তি আইল সেথায়
একটি বালিকা ল'য়ে আপনার সনে।
কহিল সে আগন্তুক ধীরে সরলারে,—
"ওগো! তুমি এ কন্যারে ক্রয় কি করিবে?
ইহারে বেচিতে আমি করেছি বাসনা।"
সরলা কহিল,—"টাকা নাহি মোর পাশে,
কি দিয়া কিনিব আমি তব বালিকারে?
দু'গাছি হীরার বালা আছে মোর হাতে,
ইহা ল'যে বেচ যদি এই কন্যাটিরে,
তবে তো কিনিতে পারি।

বালিকাবিক্রেতা
কহিল তখন,—"ভাল, তাহাই হউক।
দাও বালা, লও বালা, চলি' যাই আমি।"
সরলা দু'গাছি বালা দিয়া তা'র করে
সে বালারে ক্রয় করি' রাখিল নিকটে।
বালিকাবিক্রেতা পেয়ে হীরকের বালা,
সে স্থান হইতে ত্বরা করিল প্রস্থান।
সরলা ভাবিল মনে,—"হরির কৃপায়
সঙ্গিনী পাইনু আমি এ বিজন স্থানে।"
সারাদিন সারানিশি বসি' একাসনে
রাজার দুহিতা তুলে তীক্ষ্ণ সূচী যত।
ক্রীতকন্যা অন্য কাজে হইল ব্যাপৃত।
রাজপুত্রী ক্রমে ক্রমে তৃতীয় সপ্তাহে
রাজপুত্র দেহ হ'তে এক এক করি'
তুলিল সমস্ত সূচী সুকোমল করে।
অবশিষ্ট রৈল শুধু সেই সূচীগুলি,
যেগুলি আছিল বিদ্ধ যুবার নয়নে।
তখন রাজার কন্যা নিকটে ডাকিয়া
দাস তনয়ারে কহে,—"শুন মোর কথা,
ক্রমশ একুশ দিন স্নান করি নাই।
স্নানের যোগাড় মোর করহ অচিরে।
যতক্ষণ স্নান মোর শেষ নাহি হয়,
ততক্ষণ রাজপুত্র পাশে রহ তুমি।
কিন্তু সাবধান, অঙ্গে নাহি দিও হাত,
না তুলিও সূচীগুলি নয়ন হইতে!
স্নানপরে নেত্র-সূচী আমিই তুলিব।"
রাজকন্যা-মুখে শুনি' এ হেন বচন,
দাসকন্যা বলে,—"দেবি! যা' বলিলে তুমি,
অবশ্য পালিব তাহা না তুলিব সূচী।"
এতেক কহিয়া কন্যা স্নান আয়োজন
করি' দিল স্নান-গৃহে করিয়া গমন।
রাজকন্যা খাট ছাড়ি' স্নান করিবারে
গমন করিল ত্বরা। দাসকন্যা হেথা
বসিয়া রহিল খাটে রাজপুত্র-পাশে।
কিন্তু সেই দুষ্ট কন্যা অঙ্গীকার ভাঙি
নেত্রবিদ্ধ সূচীগুলি তুলিয়া ফেলিল।
যেমন চক্ষের সূচী হৈল উত্তোলিত,
অমনি রাজার পুত্র মেলিল নয়ন।
যেমন মেলিল চক্ষু, অমনি সম্মুখে
দেখিতে পাইল দাসকন্যারে নয়নে।
খট্টা'পরে রাজপুত্র উঠিয়া বসিল,
কহিল প্রফুল্লমনে দাস তনয়ারে—
"কে মোরে করিল সুস্থ? কেবা সূচীরাশি
শরীর হইতে মোর করিল বাহির?"
দাসকন্যা বলে,—"আমি করিনু বাহির।
হেন শুনি' রাজপুত্র কৃতজ্ঞ অন্তরে
শত শত ধন্যবাদ অর্পিল তাহারে।
তা' ছাড়া কহিল,—"শুন, হে হিতকারিণি!
তুমি মোর পত্নী হ'বে কৈনু অঙ্গীকার।"
এ দিকে করিয়া স্নান রাজার কুমারী
নব বাসে অঙ্গ ঢাকি' রাজপুত্র-পাশে
পুনর্ব্বার উপনীত হইল অচিরে।
মনে জাগে অক্ষিসূচী খুলিবার আশা।
কিন্তু, হায়, সে আশায় সাধিয়াছে বাদ
মিথ্যাবাদী দাসকন্যা প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া।
গৃহের দুয়ারে পশি' রাজার কুমারী
দেখিল, রাজার পুত্র দাসকন্যা সনে
বাক্যালাপ করিতেছে বসিয়া খট্টায়।
এ দৃশ্য দেখিয়া যেন শত বজ্রপাত
হৈল রাজপুত্রী-শিরে! অনন্ত বিষাদ
ঢাকিল অন্তর তা'র! শুকাইল মুখ।
কিন্তু কোন কথা মুখে না ফুটিল তা'র।
নীরব নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়া'য়ে রহিল।
পার্শ্বে উপবিষ্টা দাসকন্যারে তখন
রাজপুত্র কহে—"কহ, কে এই বালিকা?"
দাসকন্যা কহে হাসি',—"এ আমার দাসী।"
অমনি তখন হ'তে রাজার কুমারী
কিঙ্করী হইল! এ কি বিধি বিড়ম্বনা!
আর সেই ক্ষণে সেই দাসের কুমারী
রাজার কুমারে কৈল বিবাহ হরিষে!
এও বিধি বিড়ম্বনা নিশ্চয় নিশ্চয়।
বিবাহের দিন হ'তে প্রত্যেক দিনেতে

রাজপুত্র মনে মনে লাগিল বলিতে,—
"এমন সুন্দরী বালা দাসের কুমারী ?
আমার পত্নীর চেয়ে এ যে মনোহরা ! ।"
এক দিন রাজপুত্র ভাবিলেন মনে
অন্য দেশে যাইবেন সমীর সেবনে।
রাজ-রাজকুমারীরে—যেটী পত্নী তাঁ'র—
ডাকিয়া কহিলা,—"আমি বায়ু সেবিবারে
অপর রাজ্যেতে যা'ব। বল, মোরে, প্রিয়ে।
আসিবার কালে আমি তোমার কারণ
কোন্ বস্তু আনিব হে ? কিবা চাহ তুমি ?
সে কহিল,—"চাহি আমি বহুমূল্য শাড়ী,
হেম রৌপ্য-অলঙ্কার রতন-মণ্ডিত।"
"ভাল ভাল, তাই হ'বে" বলি' রাজসুত
কহিল,—"ডাকহ তুমি দাসীরে তোমার।
কহ তা'রে, কোন্ দ্রব্যে জাগে তা'র আশা ?
তা'রেও তা' আনি' দিব,—আনিতে উচিত।"
আসিল নিকটে তবে সত্য-রাজসুতা।
রাজা কহে,—"হের, আমি যা'ব অন্য দেশে
সমীর সেবন তরে। ফিরিবার কালে
কিবা সে আনিব আমি তোমার কারণ ?"
বিষাদিনী রাজপুত্রী কহিল তখন, –
মহারাজ ! যদি তুমি অঙ্গীকার কর
আনিবারে সেই দ্রব্য, যাহা মাগি আমি,
তা' হ'লে বলিব, নহে বলিতে না চাই।"
রাজা বলে,—"বল তুমি, কোন ভয় নাই,
যা' তুমি কহিবে, তাহা অবশ্য আনিব।"
রাজকন্যা কহে,—"রাজা ! এনো মোর তরে
ভানু-মণি পেটারিকা ; অন্য নাহি চাই।"
ভানু-মণি পেটারিকা কি যে গুণ ধরে,
রাজকন্যা একাকিনী জানিতেন তাহা।
রাজা কিম্বা দাসকন্যা কিছুই তাহার
না জানিত, নামো তা'র শুনে নি কখন।
অনন্তর রাজা গেলা সমীর-সেবনে।
নানা স্থানে ভ্রমিলেন নিজ ইচ্ছামত।
নানা অলঙ্কার শাড়ী করিলেন ক্রয় ;
ভানু মণি পেটারিকা কিন্তু না মিলিল।
কত স্থানে কত জনে করিলা জিজ্ঞাসা,
কেহই কিছুই তা'র নারিল বলিতে।
কাজে কাজে মহারাজ হইলা চিন্তিত
প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন-ভয়ে আকুল হইয়া।
মনে মনে বলিলেন,—"কিবা এবে করি,
কি ক'রে সে দাসবালা ! উভয় সঙ্কট !"
প্রবাস-নিবাসে গিয়া ভাবিতে ভাবিতে
ক্লান্তি হেতু শয্যাপরি পড়িলা ঘুমা'য়ে।
ঘুমঘোরে দেখিলেন অদ্ভুত স্বপন।
একটি অরণ্য তিনি হেরিলা স্বপনে।
সে বনে সন্ন্যাসী এক করেন নিবাস।
যখন নিদ্রিত হ'ন সে সন্ন্যাসী বনে,
দ্বাদশ বৎসর কাল গোঙাইয়া যায়।
আবার জাগেন যবে, তখন তাহার
দ্বাদশ বৎসর কাল গোঙাইয়া যায়।
এইরূপে পালাক্রমে নিদ্রা জাগরণ।
এখন নিদ্রার পালা। জাগিবার আর
বড় দেরি নাই, শুধু চতুর্দ্দশ দিন।
চন্দ্ররশ্মি মহারাজ বুঝিলেন মনে
সে সন্ন্যাসী ভানু-মণি পেটারিকা দিবে।
তিনি ছাড়া সাধ্য নাই অপর কাহার
দিতে সে অজ্ঞাত বস্তু সংগ্রহ করিয়া।
অনন্তর নিদ্রাভঙ্গে চন্দ্ররশ্মি রাজা
কহিলেন সৈন্য আর কিঙ্কর নিকরে,—
"তিষ্ঠ সবে এই ঠাঁই যত ক্ষণ আমি
ফিরিয়া না আসি হেথা, না যাইও কোথা।
পুনর্ব্বার ফিরি' আমি তোমা' সবাকারে
ল'য়ে যা'ব নিজ রাজ্যে হরিষ অন্তরে।"
এতেক কহিয়া রাজা অশ্ব আরোহণে
যাত্রা কৈলা দুর্গা বলি' নিবিড় কাননে,
যে কানন নিরখিলা অদ্ভুত স্বপনে।
বরাবর গিয়া রাজা পশি' বনমাঝে
স্বপ্নের প্রত্যক্ষ ফল করিলা দর্শন,
সন্ন্যাসী নিদ্রিত আছে গভীর নিদ্রায়।
দেহের উপরে তাঁ'র, দীর্ঘকাল তরে
নিদ্রাহেতু জন্মিয়াছে গুল্মতৃণরাজি,

স্তরে স্তরে জমিয়াছে মৃত্তিকার স্তূপ।
চন্দ্ররশ্মি মহারাজ বসি' তাঁ'র পাশে
ক্রমাগত চৌদ্দ দিন বিশেষ যতনে
তৃণ গুল্ম মাটিরাশি কৈলা পরিষ্কার।
নির্ম্মল হইল দেহ পূর্ব্বের সমান।
চতুর্দ্দশ দিন পরে জাগিলা সন্ন্যাসী,
দেখিলা নিজের অঙ্গ অতি পরিষ্কৃত,
কাদা মাটি ঘাস গাছ দেহে কিছু নাই।
অতিশয় আনন্দিত হইয়া তখন
কহিলেন সম্বোধিয়া উপবিষ্ট ভূপে,—
"নরবর! দ্বাদশ বৎসর কাল আমি
পালাক্রমে নিদ্রা যাই, পালাক্রমে জাগি।
এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষ আছিনু নিদ্রিত,
জাগিয়া নিরখি এবে শরীর আমার
অতিশয় পরিষ্কৃত, নিদ্রা যাইবার
সময়ে যেরূপ থাকে পরিষ্কৃত অতি।
যখন সুদীর্ঘ নিদ্রা হ'তে আমি জাগি,
তখন শরীর মোর পরিষ্কার করি
তৃণ গুল্ম কাদা মাটি দেহ হ'তে তুলি'।
কিন্তু এই বার আমি অতি পরিষ্কৃত,
মলামাটি অঙ্গ হ'তে না হ'ল তুলিতে।"
মহারাজ চন্দ্ররশ্মি ক্রমে সাত দিন
সন্ন্যাসীর সনে সেথা করিলা নিবাস।
নিয়ত শুশ্রূষা সেবা করিয়া যতনে,
নিয়ত আদেশ তাঁ'র করিয়া পালন
তুষিতে লাগিলা তাঁ'রে নিজে মহারাজ।
রাজার সেবায় যোগী তুষ্ট হ'য়ে অতি
কহিলেন সম্বোধিয়া,—"ওহে নরেশ্বর!
তুমি অতি সজ্জন সুধীর সেবাপর।
ভাল, রাজা! কহ মোরে, কিসের কারণ
এ নিবিড় বনে তুমি কৈলে আগমন?
জানি আমি তুমি, রাজা! ধনবান্ অতি,
আমার গোচরে তব কিসের কামনা?"
কহিলেন চন্দ্ররশ্মি,—"শুন, যোগিবর!
ভানু মণি পেটারিকা মাগি তব পাশে,
তুমি বই আশা মোর নহিবে পূরণ।"

সন্তুষ্ট হইয়া যোগী কহিলেন তাঁরে
"মহারাজ! তব সম সচ্চরিত্র জনে
ভানু-মণি পেটারিকা অবশ্য অর্পিব।
এখানে অপেক্ষা তুমি কর কিছু কাল,
ভানু-মণি পেটারিকা আনাই চাহিয়া।"
অনন্তর যোগিবর কিছু দূর গিয়া
একটা গভীর কূপে নামিলা অচিরে।
সে কূপের তলদেশে উপস্থিত হ'য়ে
একটি সুন্দর স্থান করিলা দর্শন।
সেই স্থানে আছে এক চারু অট্টালিকা,
এক লাল পরী সেথা করে বসবাস।
সে পরীর দেহবর্ণ কিন্তু লাল নয়,
সুন্দর গৌরবর্ণ অঙ্গশোভা তাঁ'র।
কেন তবে লাল পরী নামে সে বিখ্যাত?
পরিচ্ছদ, অট্টালিকা, সাজ সজ্জা সব
লালবর্ণ তাঁ'র, তেঁই সে সুন্দরী নারী
লাল পরী নামে খ্যাত পরীকুলমাঝে।
যোগীরে হেরিয়া পরী হৈল হরষিত,
কহিল,—"কি হেতু, প্রভু! আসিলে এখানে?"
যোগী কহে, "বৎসে! আমি তোমার গোচরে
ভানু মণি পেটারিকা মাগিতে আইনু।"
পরী বলে,—"যথা আজ্ঞা, যোগিবর! তব
বাসনা তোমার আমি করিব পূরণ।"
এতেক কহিয়া পরী আনি' দিল তাঁ'রে
ভানু মণি পেটারিকা করিয়া যতনে।
পেটারিকা-মাঝে সাজে সাতটি পুতুল
সাতটিই ছোট ছোট, দেখিতে সুন্দর
তা' ছাড়া একটি ছোট বাঁশী আছে তা'র।
সন্ন্যাসীর মুখে পরী শুনেছিল সবি,
তেঁই সে কহিল,—"প্রভু! [illegible] গো শুন,
যে নারী চেয়েছে এই অদ্ভুত পেটারী,
সে বই অপর কেহ নারিবে খুলিতে
এই পেটারীর তালা কভু কোন মতে
রাজারে বলিয়া দিও, যেন সে নারীরে
নিভৃতে একাকী দেয় এ পেটারী খুলি'।
এতেক বলিয়া পরী বাক্য অবসানে

সন্ন্যাসীরে, যা' যা' ছিল পেটারীর মাঝে।
ধন্যবাদ করি' যোগী পত্নীরে তখন
ভানু মণি পেটারিকা করিয়া গ্রহণ,
চন্দ্রর্শ্মি ভূপ পাশে করিলা গমন।
যোগীবরে হেরিয়া রাজা করিলা প্রণাম।
ভানু মণি পেটারিকা দিলা যোগী ভূপে।
বাসনার বস্তু পেয়ে তুষ্ট হৈলা রাজা,
কোটি কোটি ধন্যবাদ কহিলেন তাঁ'রে।
পরে যোগী কহিলেন,—"শুন, মহারাজ!
যা'রে তুমি দিবে এই বিচিত্র পেটারী,
সে বই অপরে ইহা খুলিতে নারিবে।"
এই মাত্র বলি' যোগী হইলা নীরব,
না বলিলা পেটারীর অন্য কোন কথা।
অনন্তর চন্দ্ররশ্মি পেটারিকা ল'য়ে
সেথা ভৃত্যগণ পাশে করিলা প্রস্থান।
তা'সবারে সঙ্গে নিয়া আপনার পুরে
হরষিত চিতে ত্বরা করিলা গমন।
যথাকালে নিজ পুরে করিলা প্রবেশ।
ডাকিলা পত্নীরে—জাল-রাজপুত্রী যেই—
দিলা তা'রে বেশ ভূষা, যা' তা'র প্রার্থিত।
তা'র পর ডাকিলেন দাসীরে নিকটে—
প্রকৃত রাজার পুত্রী সরলা সুন্দরী—
দিলা তাঁ'রে রাজা ভানু-মণি পেটারিকা।
বাসনার বস্তু পেয়ে প্রফুল্ল অন্তরে
প্রণিপাত কৈলা ভূপে সরলা সরলা।
অনন্তর ভানু মণি পেটারিকা ল'য়ে
সেথা হ'তে গেলা চলি' আপনার গৃহে।
রাজার সম্মুখে কিম্বা ক্রীতা-বালা-পাশে
না খুলিলা পেটারিকা রাজার কুমারী।
পেটারী-রহস্য জানা আছিল তাঁহার,
তেঁই তিনি না খুলিলা অদ্ভুত পেটারী।
অনন্তর সুগভীর রজনী সময়ে
একেলা সরলা সেই পেটারিকা নিয়া
প্রবেশিলা বনমাঝে নির্ভীক অন্তরে।
খুলিয়া পেটারী সেথা রাজার কুমারী,
দেখে ... বাঁশী ছিল তাহার ভিতরে,
সেই বাঁশী করে ধরি' মধুর অধরে
আরোপিয়া বাজাইলা ধীরে সুমধুরে।
যেমন বাজিল বাঁশী, অমনি তখন
পেটারীর মধ্য হ'তে হইল বাহির
সপ্ত ক্ষুদ্র পুত্তলিকা মনোহর বেশে।
পেটারীর মধ্যে ছিল গালিচা, কেদারা
তাম্বুর যোগাড়যন্ত্র। সপ্ত পুত্তলিকা
সে সব বাহির করি', অদ্ভুত কৌশলে
সাজাইল যথাযথ বৃহত্ত আকারে।
তা'র পর তা'রা যত্নে রাজকুমারীরে
স্নান করাইয়া, অঙ্গে বেশ পরাইল,
নানাবিধ অলঙ্কার করিল অর্পণ,
কেশগুচ্ছ বাঁধি' তাহে ফুলগুচ্ছ দিল।
সরলা সুন্দরী হ'ল আরো গো সুন্দরী।
কিন্তু কি ভাবিয়া বালা, এত যতনেও
আনন্দিত না হইয়া, বরঞ্চ বিষাদে
লাগিল কাঁদিতে, চক্ষু লাগিল মুছিতে।
অনন্তর পুত্তলীরা তাম্বুর সম্মুখে
আনিয়া রাখিল এক সুচারু কেদারা।
সেই কেদারার'পরে রাজকুমারী'র
বসাইল তা'রা অতি যতন করিয়া।
এক পুত্তলিকা ল'য়ে একটি বাঁশরী
সুমধুর রবে কিবা বাজা'তে লাগিল।
বাকি পুত্তলিকাগণ আনন্দিত মনে
সরলার সম্মুখেতে লাগিল নাচিতে,
গাহিতে লাগিল কত সুধাভরা গান।
এততেও কিন্তু, হায়, তথাপি সরলা
আকুলি বিকুলি করি' লাগিল কাঁদিতে
অবশেষ যামিনীর চতুর্থ প্রহরে
সরলারে কহিলেক এক পুত্তলিকা,—
"রাজকন্যে! কেন তুমি করি'ছ রোদন
সরলা কহিল,—"শুন, ওগো পুত্তলিকে
চন্দ্ররশ্মি ভূপতির শরীর হইতে
একে একে সূচীগুলি তুলিলাম আমি,
কেবল চক্ষের সূচী কয়টি তুলিতে
বাকি ছিল মোর। কিন্তু স্নান করিবার

ঘুমাইছিনু যবে আমি, সেই অবকাশে
আমার কিঙ্করী তাহা তুলিয়া ফেলিল।
সেই কিঙ্করীরে আমি হীরা-বালা দিয়া
কিনিয়াছিলাম এক লোকের নিকটে।
সে কিঙ্করী মিথ্যা-ভাবে ব'লেছে রাজারে,—
সেই তুলিয়াছে তা'র দেহ নয়নের
সূচীরাশি, পাশে বসি' বিশেষ যতনে,
জীবন দিয়াছে তাঁ'রে এই সে উপায়ে।
তা' ছাড়া সে বলিয়াছে, আমি তা'র দাসী।
এরূপে সে বিপরীতে মিথ্যা কথা কহি'
অপারে ডুবায়ে দেছে বিবাদ-সাগরে।
মহারাজ চন্দ্ররশ্মি বুঝিতে না পারি'
হিতৈষিণী ভাবি' তাঁ'রে করিলা বিবাহ।
ভাগ্যদোষে দাসী হৈনু আমি অভাগিনী!"
রাজকন্যা সরলার হেন বাণী শুনি'
বলিল সে পুত্তলিকা,—"ওগো রাজবালা!
কেঁদ না—কেঁদ না তুমি। তব শুভতরে
সমস্তই ক্রমে ক্রমে হ'বে সংঘটিত।"
ক্রমে উষা-সমাগম হইল তখন।
সরলা ত্বরিতে ধরি' অধরে সে বাঁশী
যেমন ছাড়িল শব্দ, অমনি তখনি
গালিচা, কেদারা, অম্বু, সপ্ত পুত্তলিকা
ক্ষীণাকারে প্রবেশিল পেটারী-ভিতরে।
সরলা সে ক্ষুদ্র বাঁশী রাখি' তা'র মাঝে
আবদ্ধ করিয়া ডালা, আঁটিল পেটারী।
তা'র পর গেল চলি' রাজার প্রাসাদে।
অনন্তর পুনরায় রজনী সময়ে
সে বনে যাইয়া খুলি' সেই পেটারিকা
সেরূপ অদ্ভুত খেলা লাগিল খেলিতে।
এক জন কাঠুরিয়া এ হেন সময়
বাটীতে আসিতেছিল কাঠ কাটি' বনে।
অরণ্যে অসুখহেতু ঘুমাইয়াছিল,
তেঁই তা'র দেরি আজ ফিরিতে ভবনে।
দূর হ'তে বনমাঝে হেরি' এ ঘটনা
বিস্মিত হইল অতি দীন কাঠুরিয়া।
সে অদ্ভুত ঘটনাটি বিশেষ করিয়া
দেখিবারে কৌতূহল জাগিল তাহার।
এই হেতু কিছু দূরে এক বৃক্ষ'পরে
ধীরে ধীরে আরোহণ কৈল কাঠুরিয়া।
বিগত নিশায় যা' যা' ঘ'টেছিল বনে,
আজেরো নিশায় ঠিক্ হইল সেরূপ।
বিস্ময়ে আশ্চর্য্য হেরি' কাঠুরে তখন
মনে মনে কত কি যে লাগিল ভাবিতে।
অনন্তর রাজপুত্রী সরলা সুন্দরী
পেটারিকা আঁটি' ভোরে ফিরিয়া চলিল।
কাঠুরেও অন্য পথে আপন ভবনে
প্রস্থান করিল নানা চিন্তা করি' মনে।
অনন্তর প্রাতঃকালে সেই কাঠুরিয়া
চন্দ্ররশ্মি ভূপালের নিকটে আসিয়া,
নিশার অদ্ভুত কাণ্ড করিল প্রকাশ।
মহারাজ শুনি' তাহা হইলা বিস্মিত।
বলিলা তখন রাজা,—"ওরে কাঠুরিয়া!
যদি তুই সে ঘটনা পারিস দেখা'তে,
তবে তোরে দিব আমি নানা পুরস্কার।"
কাঠুরে বলিল,—"রাজা! অবশ্য দেখা'ব,
কৃপা করি' যাও যদি আমার সহিত
আজের নিশায় সেই নিবিড় কাননে।"
সম্মত হইলা রাজা তাহার বচনে।
অনন্তর নিশাকালে সরলা সুন্দরী
ভানু-মণি পেটারিকা ধরি' চারু করে
সেই বনে একাকিনী করিল গমন।
পূর্ব্বসম আরম্ভিল অদ্ভুত ঘটনা।
এ দিকে ভূপতি আর কাঠুরিয়া দোঁহে
গোপনে একটি বৃক্ষে আরোহণ করি'
সরলার সে অদ্ভুত সমস্ত ঘটনা
দেখিতে লাগিল। রাজা বিস্ময়ে মগন।
পুত্তলিকা পরী সনে যখন সরলা
কহিতে লাগিল কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
তখন রাজার মনে উপজিল ব্যথা
লজ্জিত হইলা তিনি আত্মনিন্দা করি'।
বুঝিতে পারিলা রাজা,—"সরলা সুন্দরী
যথার্থ রাজকন্যা মম হিতৈষিণী।

আর সেই পত্নী মোর অনৃতভাষিণী
সরলার ক্রীতদাসী, রাজকন্যা নহে।
প্রবঞ্চনা করি' সেই অধমা রমণী
ভুলা'য়ে আমারে, মোর হইয়াছে রাণী।
যা হোক্' তা'রে আমি পরিত্যাগ করি'
রাজকন্যা সরলারে বিবাহ করিব।"
মনে মনে হেনরূপ করিয়া বিচার
কাঠুরেকে বলে রাজা,—"চল, কাঠুরিয়া!
এ স্থান হইতে এবে করি রে প্রস্থান,
গৃহে গিয়া দিব তোরে নানা পুরস্কার।
রাজা আর কাঠুরিয়া চলি' গেল দোঁহে,
সরলাও ভোরে তোরে ফিরিল ভবনে।
অনন্তর প্রাতঃকালে চন্দ্ররশ্মি রায়
নিজে সরলার পাশে করিয়া গমন
কহিলেন সম্বোধিয়া,—"হে রাজকুমারি!
বাধাও না পারি' আমি মোহের ছলনে,
আহা, কত নিদারুণ যন্ত্রণা তোমারে
দিয়াছি হে! এবে মোরে ক্ষমা কর তুমি।
সাক্ষী ওই নভশ্চর দেব দিবাকর,
তুমিই হইবে মোর সহধর্মিণী।"
রাজার বদনে শুনি' আশ্বাসের কথা,
অন্তরে আনন্দ, চক্ষে সরমের ভাব
হইল সে সরলার। পূরিল বাসনা।
অনন্তর চন্দ্ররশ্মি সরলার মুখে
আদ্যোপান্ত পরিচয় লইয়া তাহার,
অবন্তীনগরে দিলা দূত পাঠাইয়া
সরলার পিতামাতা দোঁহার সমীপে
করে দিয়া শুভ-পরিণয়ের পত্রিকা।
অবন্তীনগরে দূত করিয়া গমন
মহেন্দ্রবিক্রম ভূপে প্রণিপাত করি'
শুভ পরিণয় পত্র করিল অর্পণ।
পত্র পড়ি' মহারাজ তুষ্ট হৈলা অতি
সরলার জননীও হৈলা পুলকিত।
অনন্তর মহীপাল মহেন্দ্রবিক্রম
পত্নী, ছয় কন্যা আর দাসদাসীগণে
সঙ্গে করি' চলিলেন সরলার পাশে।
বহুদ্রব্য ল'য়ে চলে ভৃত্য শত শত।
যথাকালে পঁহুছিয়া মহেন্দ্রবিক্রম
চন্দ্ররশ্মি ভূপ-করে সরলা কন্যারে
শাস্ত্রমতে করিলেন সুখে সম্প্রদান।
রাজপুরে পড়ি' গেল আনন্দের রোল।
পিতা মাতা ভগ্নীগণে বহু দিন পরে
দেখিতে পাইয়া চক্ষে সরলা সুন্দরী
কি যে আনন্দিত হ'ল, কে পারে বর্ণিতে?
অনন্তর পরদিনে আপনি সরলা
বিবিধ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন
পিতারে খাইতে দিল। কিন্তু ব্যঞ্জনে
লবণের পরিবর্ত্তে দিল চিনি ঢা'লি'।
ভোজনে বসিয়া তবে মহেন্দ্রবিক্রম
একটি একটি করি' পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
লাগিলা বদনে দিতে। কিন্তু কিছুতেই
তৃপ্তি না লভিলা মনে; জঠর-অনল
না নিভিল। তাহা দেখি সরলা সবলা
লবণমিশ্রিত নানা ব্যঞ্জন আনিল।
সে ব্যঞ্জন অন্ন-সনে ভক্ষণ করিয়া
তৃপ্ত হৈলা তবে রাজা মহেন্দ্রবিক্রম।
সরলা তখন যুড়ি' চারু ভুজ দু'টি
কহিল পিতারে,—"পিতা! অগ্রের ব্যঞ্জন
কেন না রুচিল তব ক্ষুধার সময়?
কিন্তু, পিতা! শেষের ব্যঞ্জনে কেন তুমি
তুষ্ট হৈলে—তৃপ্ত হৈলে, কহ তা' আমারে।"
মহেন্দ্রবিক্রম বলে,—"পূর্ব্বের ব্যঞ্জন
চিনিতে মিশ্রিত, তেঁই ভাল না লাগিল।
শেষের ব্যঞ্জন কিন্তু লবণ-মিশ্রিত,
এই সে কারণে অতি সুমিষ্ট হ'য়েছে।"
সরলা তখন বলে,—"পিতা গো আমার!
তেঁই সে বলিয়াছিনু, তোমারে লবণ-
সমান সতত অতি ভালবাসি আমি।
কিন্তু তুমি লবণেরে তুচ্ছ বস্তু ভাবি'
বিসর্জ্জন দিলে মোরে নিবিড় কাননে।
শুন, পিতা! পুন বলি, আমি চিরকাল
লবণ সমান ভালবাসিব তোমারে।"

কনিষ্ঠা কন্যার বাক্য করিয়া শ্রবণ
লজ্জিত হইলা রাজা মহেন্দ্রবিক্রম।
কহিলেন,—"মা আমার! ভুলে যা সে কথা
বুঝিতে পারি নি, তেঁই করেছি অন্যায়।
তুই মোর সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিময়ী সুতা
বুঝিতে পারিনু আজ। স্বামীর সহিত
চিরকাল সুখে থাক্ দীর্ঘজীবী হ'য়ে,
এই আশীর্ব্বাদ করি অকপট মনে।"

অনন্তর কন্যা আর জামাতারে ল'য়ে
মহেন্দ্রবিক্রম রাজা নিজ জন সনে
ফিরি' গেলা নিজ পুরী অবন্তীনগরে।
চন্দ্ররশ্মি মহারাজ সরলা বালারে
পাটরাণী করিলেন। সেই ক্রীতদাসী
সেই ক্রীতদাসী পুন সেই ক্রীতদাসী

সম্পূর্ণ

সাময়িক কবিতা।

আবার ছাব্বিশে।

বাঙ্গালী ইংরেজী মাসে প'ড়েছে তফাত্।
ছাব্বিশে ৩০শে কিন্তু সম সূত্রপাত॥
আবার ঢাকিল ঢাকা অনন্ত রাব্বিশে।
তাই আমি বলিতেছি 'আবার ছাব্বিশে'॥
কুরুক্ষেত্র যোগ, ভাই। আর কিছু নয়।
ছাব্বিশে ছাব্বিশে যোগ, তূর্ণডের ভয়॥
সে ছাব্বিশে এ ঢাকার যে দশা ঘটিল।
এ ছাব্বিশে সেই দশা ফুটিয়া উঠিল॥
সে ছাব্বিশে দেহ গেছে, এ ছাব্বিশে প্রাণ।
ঢাকা বড় মরিল রে! তূর্ণডের টান!!!
তূর্ণড হে, এই কি বিচার,
মরারে মারিলে পুনর্ব্বার?
সে ছাব্বিশে নিরাকারে, গুঁড়াইলে ঢাকাটারে,
গুঁড়াইলে ঢাকাটারে সাকারে এ বার।
বুঝিতে লীলার মর্ম্ম নারিনু তোমার॥
কি যে হে তোমার ধর্ম্ম, কি যে হে তোমার কর্ম্ম,
কি যে হে তোমার মর্ম্ম, বুঝে সাধ্য কা'র?
তোমার ধারের কাছে হারে ক্ষুর-ধার।॥
সাবাস তোমার ভেদ, মনে মুখে তব ভেদ,
হিন্দু মুসলমানে ভেদ ঘটা'লে ঢাকায়।
পিশিলে মনের মিল চাতুরী-চাকায়॥
একে ঘোর দলাদলি ঢাকারে দলি'ছে।
নিরন্তর অগ্নিজ্বালা অন্তরে জ্বলি'ছে॥
ঘৃতাহুতি দিলে তা'য়, দ্বিগুণ জ্বলিয়া যায়,
কি গুণ করিলে তুমি, ওহে গুণমণি।
আগুনে পড়া'য়ে দিলে মিলন বন্ধনী।
বিকৃতির প্রিয় তুমি, অপ্রিয় মূরতি।
'DACCA' = ধাক্কা, নামে ঢাকা তোমার সর্কা৩॥
তাই কি হে ধাক্কা দিয়ে, ঢাকায় ভাঙ্গিলে হিয়ে,
অন্তরে বাহিরে এর করিলে দুর্গতি।
তুলসীর পত্ররূপে তুমি হে বিভূতি॥
দফা দফা ঋণ কোরে, তোমার সেবার তরে,
দফা রফা হ'য়ে গেল এ বার ঢাকার।
দফা ঋণে ফাঁপা হ'ল ঢাকার ভাণ্ডার॥
আর না, আর না, প্রভু! দোহাই দোহাই।
যেথা হ'তে এলে তুমি, যাও সেই ঠাঁই॥
আমিও আবার ফিরি, ঢাকা হ'তে ধীরি ধীরি,
যদ্যপি ঢাকায় আমি আসি হে আবার।
দেখিতে না পাই যেন ব্যাপার তোমার॥
ঢাকেশ্বরী জননীরে, পূজা দিব নত শিরে,
যে দিন যাইবে তুমি সাগরের পার।
তূর্ণড হে তূর্ণ ফেরো, দোহাই তোমার॥

ঢাকা।
২৬এ নবেম্বর, ১৮৮৮।

বাঘের মুখে মেষ।

"সুখ চেয়ে সোয়াস্তি ভাল" বড় পাকা কথা।
এই কথা সে বুঝবে ভাল, যা'র লেগেছে ব্যথা॥
লোক দেখানো রঙ মাখানো ধ্বজায় কি আর হবে?
তেলের আলো জ্বাললে কি আর মনের আঁধার যা'বে
ভিতর ভাঙ্গা বাইরে রাঙ্গা জাঁকজমকে আর।
মন মজে না, বাইরে মোজে নাইকো মজায় সার।

সবাই মিলে রাশি রাশি চাল্‌ছে টাকার কাঁড়ি।
রাত পোহা'লে ফাঁকা হ'বে, পড়্‌বে ঘোড়া দাঁড়ি॥
গোটা কয়েক মোটা-পেটা সাগর-পেরো লোকে।
ঘুরিয়ে দেশে কিলে কিলে লাগিয়ে ঠুলি চোকে॥
তা'দের কুহক-কলের চাকায় প্রাণটা পিশে গেলো।
গরীব ধনী ঘোর যাতনায় ছট্‌ফটিয়ে মোলো॥
জোর ক'রে হায়, চাঁদা নিয়ে সাধ্‌ছে মনের সাধ।
মিষ্টি কথায় তুষ্টু কোরে বাঁধ্‌ছে বালির বাঁধ॥
যা' খুসী তা'ই কোচ্চে তা'রা কর্ত্তা কোরে খাড়া।
প্রাণ মান ধন সব যে গেলো, এম্নি কপাল পোড়া॥
বুকের মাঝে আগুন জেলে মন মিলুতে চায়।
ভুলিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে শিকলি বাঁধে পায়॥
ছু চটি হোয়ে ঢুকে, বেরোয় ফাল্‌টা হোয়ে শেষে।
কা'রা এরা কোচ্ছে সারা মুখোস্‌পরা বেশে?॥
আর সহে না আর সহে না, দোহাই ভগবান্।
বাঘের মুখে আর দিও না ক্ষুদ্র মেষের প্রাণ॥

ঢাকা।

২৬এ নবেম্বর, ১৮৮৮।

৩

বড় সুখে রেখে গেলে।

বড় সুখে রেখে গেলে, মনে গাঁথা র'বে।
কি জাগ্রত, কি স্বপনে,
জেগে তুমি র'বে মনে,
জপমালা সম জিহ্বা তব নাম ল'বে॥
ব্যঞ্জন খা'বার কা'লে,
লুনশূন্য ঝোলে ঝালে,
আলুনির স্বাদে, প্রভু! তুমি দেখা দিবে।
পেট্রোলিয়ম করে,
আলো না জ্বলিবে ঘরে;
আঁধারে ভারতবাসী তোমারে ভজিবে॥
ইন্‌কম্ টাক্সের সুখে,
তোমারে তুলিয়া বুকে,
নাচিবে ভারতবাসী দিবস রজনী
বড় সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি।

তিব্বতে সিকিম শৈলে,
বড়ই বাহবা নিলে,
ক্ষুদ্র শৈলে কেলে ভাল বীরত্ব দেখালে।
রক্ষের ফিরবে ঘোরে
বাঁধিলে ভারতে প্রাণ,
বাজারে রাজার পূজা! কে বলে [illegible]?
বেওয়ার বাজার বাণী,
হইয়ে আকুল প্রাণী,
শুনিতে তোমার বাণী এসো [illegible]।
সান্ত্বনা কারবে তুমি, এই আশা মনে।
কিন্তু তুমি ঘুমাইলে,
প্রাণীরে না দেখা দিলে,
ধন্য তব লীলা খেলা, ওহে দয়াময়!
জগত্ ভরিয়া তব উঠিয়াছে জয়॥
পুর বন্দরের কথা
চিরকাল র'বে গাঁথা,
তোমার শাসনপ্রথা—বহ্নতের খনি।
বড় সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি।।

কি করিতে এসেছিলে,
কি করিয়ে ফিরে গেলে,
আঁধার নাশিতে এসে বাড়া'লে আঁধার।
ভাণ্ডারে পুরিতে এসে কৈলে চুরমার!॥
আমাদের ভাগ্যলেখা,
তাই তব সঙ্গে দেখা,
তোমার দয়ার রেখা কভু না মুছিবে।
যাবৎ তপন শশী, তাবৎ রহিবে॥
যত দিন র'বে প্রাণ,
গাহিব তোমার গান,
জপিব তোমার জপ দিবস রজনী।
বড় সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি।।

ঢাকা

২৮এ নবেম্বর, ১৮৮৮।

সম্পূর্ণ।

বঙ্গভূষণ।*

(বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী চতুর্দ্দশপদী কবিতানুসারে রচিত)

" ——— I will tell you now
What never yet was heard in tale or song
From old or modern bard, in hall or bower."

MILTON

" ——— it pursues
Things unattemped yet in * * rhyme."

MILTON.

পণ্ডিতবর বিশ্বনাথ কবিরাজ অলঙ্কার-বাগীশ।†

স্বর্ণকার মনোহর গঠিয়া ভূষণ
(শিল্পভাব পরিচয়) শরীর সাজায়
যেমতি, নিরখি' তাহা জুড়ায় নয়ন,
হর্ষে স্বর্ণকার-গুণ সকলেই গায় ;
তেমতি, গো বিশ্বনাথ ! এ বিশ্ব-আধারে
সংস্কৃত সাহিত্যের চারু অলঙ্কার—
অতুলিত—গঠি' তুমি পূজ্য সবাকার,
বুধকুল নিরবধি ঘুষি'ছে তোমারে।
ধন্য তুমি, ধন্য তব বুদ্ধি অতুলন।
মূল্যহীন অলঙ্কার গৌড়জন-করে
অরপিলে, মহাদাতা, সুখ্যাতি-ভাজন
নরকুল মাঝে তুমি ! সুদীননিকরে
ভূপ যথা হেম-ভূষা করি' বিতরণ,
অক্ষয় সুযশ সহ সসুখে বিহরে।

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।‡

সুনীল গগনে যথা পূর্ণ শশধর
সুধামাখা কর দানে ধরাবে হাসায়,
তেমতি, ভারতচন্দ্র ! ভারত ভিতর,
বিশেষতঃ আমাদের এই বাঙ্গালায়
পূর্ণিমার চন্দ্র-সম কাব্য-কর সনে
সুধা বরষিলে যত বঙ্গ-জনগণে।
বঙ্গ-কবি-চূড়া তুমি বঙ্গের হৃদয়ে,
সর-নীর-সুশোভিত পদ্মিনী যতন,
কিম্বা দীপ-শিখা সম আঁধার আলয়ে
রাখি' গেলে, কবি, কাব্য-কীর্ত্তি অনুক্ষণ !

* এই পুস্তকখানি ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে লক্ষ্ণৌ নগরে লিখিত হইয়াছিল।

† ইনি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত "সাহিত্য-দর্পণ" নামক অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রণেতা।

‡ ইনি বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ভুরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র। ইনি পারসিক, সংস্কৃত, উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন। ইনি অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, চোর পঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইঁহার কবিতা কাব্যপ্রিয়গণের উৎকৃষ্ট উপাদেয় সামগ্রী। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় ইনি রাজকবি ছিলেন এবং তিনি ইঁহাকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন। জ, ব, শং ১৬৩৪। মৃ, ব, শং, ১৬৮২

শুভক্ষণে লেখনীরে ধরেছিলে করে,
যে লেখনী সুধা-ধারে মানব সকলে
ভিজাইল চির তরে, যথা হিম জলে
প্রকৃতি ভিজায় সদা তৃক পবিকরে।

ভিষগ্বর মাধব কর। *

আয়ুর্ব্বেদ হ'তে বাছি' রচিলে 'নিদান,'
সংক্ষেপে শিখা'তে যত বঙ্গ-কবিরাজে
আময়-লক্ষণচয়, তোমার সমান
অপূর্ব্ব হিতাশী এই বঙ্গ-হৃদি মাঝে
নাহি মিলে তপাসিলে, বৈদ্য কুল ধন।
আর কি পাইব গুণী তোমার মতন?
পোতারোহী দরিদ্রের ভিক্ষা উপার্জ্জিত
রতন পড়িলে যথা তটিনী-সলিলে,
কোথায় তলিয়া যায়, আর কি তা' মিলে?
হাহাকারে কাঁদে দীন ব্যাকুলিত চিত,
তেমতি কালের গর্ভে তোমা হেন ধনে
হারা'য়ে বাঙ্গালা কাঁদে শোকে দিবা রাতি,
আর কি তোমারে বঙ্গ হেরিবে নয়নে?
সে আশে দিয়াছে কাঁটা শমন অরাতি।

ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত। †

কি দিয়া তোমার ঋণ, হে মধুসূদন,
শুধিবে এ বঙ্গবাসী! যে হিত করিলে
ইংরাজ চিকিৎসা শিখি', এ বঙ্গে যখন
বাঙ্গালী করিত ঘৃণা এ নাম শুনিলে।
কিন্তু তুমি সে ঘৃণারে ঘৃণা করি পুন,
সাহসে করিয়া ভর অস্ত্র করি' করে
ছেদিলে শবের দেহ, সুধীরা দ্বিগুণ
তোমারেই বাজ জাতি প্রফুল্ল অন্তরে।
এই যে এখন দেখি অসংখ্য ডাক্তার,
তা' সবার তুমি আদি, তুমিই দেখা'লে
ধনম লাভের পথ, তুমিই শিখা'লে
প্রাণ দান-বিদ্যা করি' বঙ্গ উপকার।
শুক্র তারা দীপ্ত যথা তারাদল মাঝে,
তেমতি তুমিও খ্যাত ডাক্তার সমাজে।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ‡

কবিরাজ কুল ফুল, ওহে কবিবর।
হাস্য রস কবিতায় তোমার সোসর
নাহি দেখি আর কা'রে, তোমার মতন
কবিতা মরন্দ দানে তুষিবে কে আর
পিপাসিত বাঙ্গালারে? ভিজা'বে শ্রবণ
দ্বি অর্থ কবিতা বারি কে করি' আসার?
গুপ্ত হ'য়ে, গুপ্ত! তুমি আজো গুপ্ত নও,
গুণের প্রভাবে ব্যাপ্ত আছ দেশময়,
কবিতা সুরভি দানে অদৃশ্যেতে রও,
ফুলবাস ছড়াইয়া বায়ু যথা বয়।

---

* ইনি জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। ইহাঁর পিতার নাম ইন্দ্র কর। যবন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন। ইনি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে নিদান, দত্তকচন্দ্রিকা, রসকৌমুদী, রসদীপিকা প্রভৃতি কএকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। নিদান সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

† সর্ব্বপ্রথমে ইনিই ইংরাজি চিকিৎসা শিক্ষা করেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালী মাত্রেই উক্ত চিকিৎসাকে ঘৃণা করিত। ইংরাজ ডাক্তারেরা ইহাঁকে প্রথমে ডাক্তার হইতে দেখিয়া ইংরাজি বাদ্যাদি দ্বারা ইহাঁর সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিতে ইহাঁর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

‡ ইনি কাঁচড়াপাড়া (কাঞ্চনপল্লী) গ্রামে হরিনারায়ণ গুপ্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রবোধপ্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ নাটক দুই খণ্ড, কবিবর ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত, কবিওয়ালাদিগের জীবনী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। সংবাদপ্রভাকর ইহাঁ দ্বারাই প্রথমে প্রকাশিত হয়। জ, ব, বং ১২১৬। মৃ, ব, বং ১২৬৫, ১০ই মাঘ।

প্রভাকরে ঈশ্বরের নৈপুণ্য যেমন
বিরাজি'ছে উজলিয়া ভূতল, আকাশ ;
হে ঈশ্বর। তব প্রভাকরেও তেমন
তোমার চাতুরী প্রভা হ'য়েছে প্রকাশ।'

বাবু রামগোপাল ঘোষ।*

বাঙ্গালা রতনগর্ভা, যে গর্ভে তোমার
শুভজন্ম, তোমা হেন তনয় পাইয়া
বঙ্গভূমি বড় সুখী—আনন্দ অপার
ল'ভেছিল। সুবিশাল গগন ছাইয়া
উঠেছিল ধন্যবাদ-ধ্বনি চারি পাশে,
সঙ্গীত লহরী যথা বায়ুযোগে ভাসে।
অসীম সাহস সনে দেশ-হিত-হেতু
বক্তৃতা সমর ঘোর করিলে নির্ভয়ে,
তাই ত উড়িল তব সুযশের কেতু
ধন্য ধন্য রবে এই বাঙ্গালা-নিলয়ে!
প্রকৃত বাঙ্গালী তুমি প্রকৃত হিতাশী,
প্রকৃতি-প্রদত্ত তব প্রকৃত সাহস।
জ্ঞাত ছিলে স্বদেশের যত দুঃখরাশি,
সদাই বহিতে তাই হইয়া বিবস।

পণ্ডিতবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।†

শাস্ত্র জলধির জলে নির্ভীক মানসে
ডুবিয়া লভিলে তা'র সুগভীর তলে
জ্ঞান-মুক্তা-পরিকর মানসিক বলে,
তাইত বিশদ রাগে এ বঙ্গ-সরসে
ভাসিল তোমার, বুধ, সুযশ-কমল
অমল, কোমল, পরিপূর্ণ পরিমল।
পণ্ডিত যেমন তুমি তেমতি আবার
শ্রুতিধর ছিলে, তাহা বঙ্গে কে না জানে?
যদি না বঙ্গের হ'বে কপাল অসার
তবে কি বিরহে তব বাঁচে পোড়া প্রাণে?
অর্ক যথা খর করে ঝলসে সকলে,
তর্কপঞ্চানন। তুমি তর্কে গো তেমতি
সতর্ক হইয়া হত প্রতিবাদিদলে
জ্বালাইতে, পালাইত পদে করি' নতি।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত।‡

বঙ্গ কবি কুল ধন, হে মধুসূদন।
নব মধু বরষিলে এ বঙ্গ-সমাজে
প্রকাশি' অমিত্রাক্ষর ছন্দ সুরতন,
সাজা'য়ে তাহারে চারু নব নব সাজে।
ছিল না বঙ্গেতে যাহা, গুণেতে তোমার
এ বঙ্গ লভিয়া তাহা মাতিল হরষে,
দীন যথা করে পেলে গজ-মতি-হার
সম্ভবে বিভোর হ'য়ে আনন্দ-সরসে।
তব সুলেখনী-মুখে বীর রসময়
"মেঘনাদবধ কাব্য" হইল প্রসব,

---

* ইনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। রামগোপাল বাবু ইংরাজি ভাষা উত্তম শিখিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বজাতির হিতার্থে টাউন-হল প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থলে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইঁহার দানশক্তিও যথেষ্ট ছিল। জ, র, খৃঃ ১৮১৫। মৃ, র, খৃঃ ১৮৬৮।

† ইনি ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত বিদ্যায় ইনি বিশিষ্টরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার স্মরণশক্তির বিষয় অতি আশ্চর্য্য ; ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষা বুঝিতেন না বটে, কিন্তু যেরূপ শুনিতেন, অবিকল সেইরূপ শুনাইতেন।

‡ ইনি বঙ্গভাষার অমিত্রাক্ষর ছন্দের আদি পিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ক্রমান্বয়ে শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী ও মায়াকানন নাটক ; একেই বলে সভ্যতা?, ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া প্রহসন ; তিলোত্তমা-সম্ভব, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা, প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড মেঘনাদবধ কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী এবং গদ্য হেক্টর-বধ প্রণয়ন করেন। ইনি যশোহর—সাগরদাঁড়ী গ্রামে রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। জ, র, বং১২৩৫। মৃ, র, বং ১২৮০, ১৬ই আষাঢ়।

মৃগরাজ বধূ বই কেশরী ভৈরব
শৃগালী হইতে কভু জনম কি লয় ?
তব গুণ গুণে বঙ্গ আজীবন হেতু
আবদ্ধ রহিল তুলি' তব যশ-কেতু।

মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর।*

যে কুলে জনম তব প্রসিদ্ধ সে কুল
এ বঙ্গে, হে নৃপমণি। মধুর আসব
হৃদয়ে যেমতি ধরে পারিজাত ফুল,
সে রাজ-কুলেতে তথা তোমার সম্ভব।
শশাঙ্কে যেমতি শোভে সুধা মনোহর,
অথবা কুসুমে যথা নিশার তুষার,
কিম্বা যথা সুতিলক ললাট মাঝার,
তেমতি তোমার নাম পঞ্জিকা উপর।
বাঙ্গালা পঞ্জিকা, ভূপ ! তোমার আদেশে
জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ করিয়া প্রকাশ,
বঙ্গের পরম হিত সাধিল বিশেষে
উঠিল তোমার খ্যাতি ভরিয়া আকাশ।
রাখিল তোমার নাম এ বাঙ্গালা দেশে
বাঙ্গালা পঞ্জিকা ; নাম হ'বে না বিনাশ।

মহাত্মা লালাবাবু।†

অন্তর প্রাসাদে, আহা, ঈশ্বর প্রসাদ
নিহত যখন হয়, আর কি তখন
ভাল লাগে ভোগ সুখ, নশ্বর প্রাসাদ,
স্বপন সমান ক্ষণকালস্থায়ী ধন ?
সকলি পড়িয়া রহে, অন্তর না চায়
পরশিতে সে সকলে, নয়ন না চায়
ফিরেও তা'দের পানে। নিরঞ্জন তুমি
এ সকল চেয়ে-হয় সুখের তখন,
তাই, গো ধার্ম্মিক মণি। গৃহ, ধন ভূমি
পরিহরি' বৃন্দাবনে যাপিলে জীবন।
রাখিলে মহতী কীর্ত্তি সে সুখের ধামে,
প্রতিদিন কত দীন করি'ছে আহার,
ধ্বনিত হই'ছে দিক্ সদা তব নামে,
বঙ্গের তিলক তুমি পুণ্যের আধার।

কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার।‡

সুন্দর তোমার, কবি, লেখনী নিঃসৃত
কবিতা সুধার এই বাঙ্গালা-ভবনে।
যাহা পাঠে পাঠকের কত ভাব মনে
উদিত হইয়া করে চিত পুলকিত॥
কবি কুল মাঝে তুমি গণনীয় হ'লে,
বুধবর ! বিরচিয়া "বাসবদত্তায়"
তোমার অপূর্ব্ব লেখা খ্যাত বাঙ্গালায়,
তোমার সুযশ গায় মানব সকলে।
তোমারে পাইয়া বঙ্গ আনন্দ সাগরে
সন্তরিল মুহুর্মুহুঃ, হে তর্কালঙ্কার !

* ইনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপৌত্র। ইনি নবদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। বাঙ্গালা পঞ্জিকা ইহাঁরই আদেশে প্রকাশিত হইয়া আজি পর্য্যন্ত ইহাঁর নাম বহন করিতেছে। যদিও ইনি জীবনের শেষাংশ স্বেচ্ছাচারিতায় নিঃশেষ করিয়াছেন, তথাপি ইনি বঙ্গদেশের একজন মাননীয় ব্যক্তি। মৃ, র, বং ১২৭৭, কার্ত্তিক।

† ইনি বিশিষ্ট হিন্দু ছিলেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়ার রাজপরিবার ইহাঁর বংশোদ্ভব। কলিকাতা—জগন্নাথ ঘাটের জগন্নাথ দেবতা ও তাঁহার মন্দির ইহাঁর স্থাপিত। ইনি জীবনের শেষাংশ বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। তথায় একটা অশ্বের পদাঘাতে ইহাঁর প্রাণবিয়োগ হয়। বৃন্দাবনে ইহাঁর প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে। তাহার দৈনিক ব্যয় এক শত পাচ মুদ্রা।

‡ নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইনি জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র। ইংরাজী ভাষাও বেশ জানিতেন। বাসবদত্তা, রসতরঙ্গিণী ও বালকদিগের শিক্ষোপযোগী তিন ভাগ শিশুশিক্ষা ইহাঁর প্রণীত। ইনি পরিশেষে বহরমপুর জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া গমন করেন। জ, র, বং ১২২২। মৃ, র, বং ১২৬৪, ২৭এ ফাল্গুন।

চকোরী যেমতি পেলে পূর্ণ শশধরে,
অধরে ধরে না হাসি, আনন্দ অপার।
গত তুমি কিন্তু খ্যাতি এ বঙ্গ-ভিতরে
গীত হইতেছে তব শেষ নাহি যা'র।

পণ্ডিতবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম। *

তাপস পরশুরাম শান্তনুকুমারে
(জিতেন্দ্রিয়, বীর চূড়া, যশস্বী, ধীমান্,)
প্রিয় শিষ্য পদে বরি' করি' মন্ত্র দান
শিখাইলা রণবিদ্যা—বিখ্যাত সংসারে—
যেমতি, পণ্ডিত-মণি! তুমি গো তেমন,
শচীসুত শ্রীচৈতন্যে প্রচুর যতনে
স্বকৃত বিদ্যা ধন করি' বিতরণ,
বঙ্গ গুরু গুরু হ'লে ধরণী ভবনে।
উর্ব্বর ভূভাগে যবে পরিমিত জল
জলদ বিতরে, তবে জনমে তাহায়
যথেষ্ট ফসল, তথা তুমি অবিরল,
অগণিত জ্ঞান দান-সলিল-ধারায়
চৈতন্যের চিত-ক্ষেত্র—উর্ব্বর, বিমল,—
ভিজা'লে, ফলিল ধর্ম্ম ফসল ইহায়।

কবিবর কাশীরাম দাস। †

কথকতা শুনি' শুধু কথকের মুখে,
বিরচিলে মহাকাব্য ভারত পুরাণ
বাঙ্গালা ভাষায় গাঁথি', পড়ি' ভাসি সুখে,
হৃদি পুলকিত হয়, নেচে উঠে প্রাণ।
সাবাসি তোমারে, কবি! বঙ্গে যে সময়
কবিতাবিহীন প্রভা আছিল নিশ্চয়,
জননী-গরভ ছাড়ি' সে সময়ে তুমি
কাব্য রস ভাণ্ড ল'য়ে বঙ্গে সমুদিলে,
সে রস অঞ্জলি ভরি' পিয়ি' বঙ্গভূমি
মুহুর্মুহুঃ সন্তরিল সুখের সলিলে।
প্রাঞ্জল, প্রসাদ গুণ তব কবিতায়
প্রস্ফুরিত রহিয়াছে, যথা অবিরল
সুরভি, আসব সহ প্রফুল্ল কমল
অন্তর মোহিত করি' রূপে শোভা পায়।

কবিবর দাশরথি রায়। ‡

সরস পাঁচালী রচি' কবি কুল-মাঝে
রাখিলে হে নাম তুমি, মৃত কবিবর!
তব কৃত গীত ধারা বঙ্গীয় সমাজে
ঝরিতেছে, যথা ধারা ঢালে জলধর।

* ইঁনি নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন। চৈতন্যদেব ও রঘুনাথ শিরোমণি (কাণ ভট্ট) ইঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্রদ্বয়। বাসুদেব মিথিলায় গমন করিয়া তথায় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তথাকার পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েন। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।

† বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যস্থিত কাঁটোয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সিঙ্গিগ্রামে কমলাকান্ত দেবের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরাম বঙ্গদেশে দাস উপাধিতে বিখ্যাত। ইনি বঙ্গভাষায় বৃহৎ মহাভারত কাব্য প্রণয়ন করিয়া অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন। মূল মহাভারতের সহিত ইঁহার মহাভারতের অনেক স্থানে মিলে না। ইনি কথকতা শুনিয়া বাঙ্গালা ভারত রচনা করেন। ইঁহার রচিত মহাভারত পাঠে বোধ হয়, ইনি ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

‡ জেলা বৰ্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাঁটোয়ার সন্নিহিত বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ইঁহার পৈতৃক নিবাস। ইঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। ইঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। দাশরথি বাল্যকাল হইতে পাটুলীর নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। ইনি একাদিক্রমে পাঁচ খণ্ড পাঁচালী লিখিয়া গিয়াছেন। যদিও ইঁহার কবিতার অনেক স্থলে মিল দোষ এবং কোন কোন স্থলে অশ্লীলতা দোষ দৃষ্ট হয়, তথাপি ইনি প্রশংসনীয় কবিদের মধ্যে এক জন গণনীয় কবি ছিলেন। ইঁহার কবিতার অনেক স্থলে অনুপ্রাস অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। জ, ব, খৃঃ ১৮০৪। মৃ, ব, খৃঃ ১৮৫৭।

অনুপ্রাস আদি গুণ তব কবিতায়
শোভিতেছে, মন ভুলে, জুড়ায় শ্রবণ,
হরষ-সরসী-জলে দেহ ডুবে যায়,
শ্রোতাগণ শুনে হয় ভাবেতে মগন।
অশ্লীলতা-দোষে বটে লেখনী তোমার
দূষিতা হয়েছে কিছু, যদিও সে দোষ
ধরে কেহ, কিন্তু লভে তখনি সন্তোষ
হেরি' তব সুকবিতা-ছটার বাহার।
দোষী হ'য়ে দোষী নও গুণের বিভায়,
খনিজাত খাদমাখা হীরা কে ফেলায় ?

ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীচৈতন্যদেব। *

আঁধারে ধরণী-হৃদি যবে আবরিত
হইয়া নিবিড় ভাবে করে কালক্ষয়,
হইলে কিরণ-মালী গগনে উদিত,
আর কি সে তমোরাশি ধরাতলে রয় ?
তেমতি, হে দ্বিজবর, রবিরূপে তুমি
বৈষ্ণব-ধরম-করে এই বাঙ্গালার
নাশিলে কৃত্রিম ধর্ম্ম ভীষণ আঁধার!
পবিত্র আলোকে পূর্ণ হ'ল বঙ্গভূমি।
জীবের শুভাশী হ'য়ে সহি' বহু ক্লেশ
স্থাপিলে মানব-চিত্তে পরম রতন,
সত্যালোক প্রচারিলে ভ্রমি' কত দেশ,
অবশেষে নীলাচলে ত্যজিলে জীবন।
আজিও তোমার মত চলি'ছে হেথায়,
আজিও তোমার নাম বৈষ্ণবেরা গায়।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। †

শক্তি-ভক্তি-রসাত্মক কবিতা-লহরী
ভক্তচিত্তসরোবরে খেলাইলে তুমি,
চণ্ডীগুণবিমণ্ডিত "চণ্ডী" (মরি মরি!)
তব পরিচয় দিল ব্যাপি' বঙ্গভূমি।
ভীষণ কলুষে যবে মানুষ মানস
পীড়িত, তাড়িত হয়, শুনিলে তখন
তোমার চণ্ডীর গান, হৃদয় বেদন
দূর হয়, লভে চিত্ত শান্তিসুখরস।
ভগবতী-পরসাদে জগতী-নিলয়ে
লভিলে পবিত্র গাথা গুণ অতুলন,
যে গুণ দ্বিগুণ হ'য়ে পাপীর হৃদয়ে
ত্বরিত-আগুনজ্বালা করে নিবারণ।
তটিনী যেমতি দেয় সুশীতল জল;
তব চণ্ডী দেয় তথা আনন্দ বিমল।

---

* ইনি নবদ্বীপনিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম শচীদেবী। চৈতন্যদেবের ন্যায় প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রায় দেখা যায় না। ইনি জাতিভেদ মানিতেন না। রাধাকৃষ্ণ ইঁহার উপাস্য দেবতা। নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, মাধব, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ ইঁহার শিষ্য ছিলেন। ইনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র। ইনি পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাটোয়া (কণ্টকনগর) নিবাসী কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। জ, র, খৃঃ ১৪৮৬। মৃ, র, খৃঃ ১৫৩৪। বঃ ৪৮ বঃ। মৃত্যুভূমি নীলাচল বা জগন্নাথক্ষেত্র।

† ইনি বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী দামুন্যা গ্রামে হৃদয় মিশ্রের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের প্রকাশ্য উপাধি মিশ্র, কিন্তু এতদ্দেশে চক্রবর্ত্তী বলিয়াই বিখ্যাত। ইনি সম্রাট আকবরের সময় জীবিত ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের রাজ্যারম্ভে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি জীবদ্দশায় অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। অবশেষে ইনি আঁড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা রঘুনাথ রায়ের নিকট প্রতিপালিত হন এবং তাঁহারই আদেশে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। চণ্ডীকাব্যই ইঁহার অচলা কীর্ত্তি।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর। *

শক্তি-ভক্তি-অনুরক্ত তুমি, হে রাজন্,
আছিলে এ বঙ্গভূমে! তন্ত্র অনুসারে
হিন্দু ধর্ম্ম-মর্ম্ম তব বুঝেছিল মন,
সুবিজ্ঞ জহরী চিনে যেমতি হীরারে।
রাজ-কুল শিরোমণি! বিদ্যা বিভূষণে
ভূষিত যেমন ছিলে, তেমতি আবার,
বিদ্যার উন্নতি হেতু মানস তোমার
যতন সহিত রত ছিল প্রতিক্ষণে।
"পঞ্চরত্ন" সভা তব খ্যাত বাঙ্গালায়,
পঞ্চরত্ন সম দীপ্ত আছিল বিভায়।
বাঙ্গালা-কবিতা-প্রিয় তোমার মতন
এ কালে বিরল; এ যে হেরি বিপরীত,
বিদেশীয় কবিতায় বঙ্গ-সুতগণ
মোহিত এখন,—ধন্য ইহাদের রীত!!!

রাজা রামমোহন রায়। †

রজনীসময়ে যথা বিমল গগনে
জ্যোতির্ম্ময় তারাদল ঝকমক্ করে;
অথবা ভূপতি শির-মুকুট-ভূষণে
উজ্জ্বল হীরকরাজি যথা শোভা ধরে;
তেমতি তোমার, ভূপ, অন্তর-আকাশে
বহু ভাষা বিভাতিল! তুমি, হে রাজন্!
বঙ্গের অঙ্গের ভূষা, গুণী, মহাজন;
আজিও তোমার নাম সবে সুখে ভাষে।
সর্ষপপ্রমাণ বীজে কালেতে যেমতি
সুবিশাল বটতরু জনমে ভূতলে;
তব উপ্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজেতে তেমতি
ব্রাহ্মধর্ম্ম-তরুবর জন্মিল সদলে।
বঙ্গ-হিত সাধিবারে যাইয়া বিলাতে
ত্যজিলে শরীর, হায়, বঙ্গেরে কাঁদা'তে!

ভিষগ্বর বিজয় রক্ষিত। ‡

বিধি-বলে পেলে যথা চিরান্ধ নয়ন,
সকলি নূতন যাহা প্রথমে নেহারে,
অবাক্ হইয়া রহে, বুঝে না কারণ,
বুঝাইলে দিলে ভাসে আনন্দ-পাথারে।
তেমতি নিদান শাস্ত্র মাধব-রচিত—
আময়-লক্ষণ যাহে নিহিত বহুল—
দেখিত এ বঙ্গবাসী কবিরাজ-কুল
অতি গূঢ়; বুঝাইলে তুমি যথোচিত
সব্যাখ্যা লিখিয়া টীকা। তাই গো তোমায়,
সুপণ্ডিত! গৌড়জন সকৃতজ্ঞ চিতে
ভিজাই'ছে সুযশের অজস্র ধারায়।
তব গুণ-গান শুনি বৈদ্যমণ্ডলীতে।
কেন বা না গা'বে গুণ, বল গো আমায়?
গুণ-গ্রাহী গুণ গায় জানি অবনীতে।

---

* ইঁহার জন্মভূমি কৃষ্ণনগর এবং রাজধানী ভারতপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপ। ইনি বঙ্গদেশের এক জন প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী, বিদ্বান্, রসজ্ঞ ও গুণি-গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। কবিবর ভারতচন্দ্র, সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রসরাজ গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি ব্যক্তিরা ইঁহার পারিষদ ছিলেন। কথিত আছে ইনিই দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী প্রতিমা পূজা বঙ্গদেশে প্রচার করেন।

† হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে একেশ্বরবাদী হন। ইনি সাত আট প্রকার ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে কএকটি ভাষাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহা দ্বারাই প্রথম বাঙ্গালা গদ্য লিখনারম্ভ হয়। জ, ব, খৃঃ ১৭৭৪। মৃ, ব, খৃঃ ১৮৩৩। মৃত্যুভূমি ইংলণ্ড। সমাধিস্থল ইংলণ্ডস্থ ব্রিষ্টল নগরের সমাধিমন্দির। ইঁহা দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন খৃঃ ১৮২৮ ও ইঁহার ইংলণ্ড যাত্রা খৃঃ ১৮৩০।

‡ ইনিও প্রথমতঃ ময়ূরেশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। অবশেষে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌপাড়িয়া গ্রামে আসিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ করেন। নিদান-শাস্ত্রকার মাধব করের ইনি জামাতা এবং তাঁহার নিদান শাস্ত্রের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত টীকা রচনা করেন।

বাবু মতিলাল শীল। *

অবিদিত খনি-গর্ভে রতন যেমন
সামান্য দশায় থাকি' শেষে শোভা পায়
ভূপতির শিরে হ'য়ে মুকুট ভূষণ,
দেখিলে তখন তা'রে আঁখি ভুলে যায়।
তেমতি, সুবুদ্ধি, তুমি স্বীয় গুণ বলে
বঙ্গদেশে পরিচিত হইলে বিশেষ।
ভাল কাজ করি' যশ রাখিলে অশেষ,
ধন্যবাদ দেয় তোমা' মিলিয়া সকলে।
হিন্দুচিত ধর্ম্মে তব রত ছিল মন,
বিদ্যালয় আদি কীর্ত্তি গিয়াছ রাখিয়া,
সাধে কি তোমার যশ গায় বঙ্গজন?
সাধে কি তোমারে ঘোষে লেখনী লিখিয়া?
অধ্যবসায়েতে হয় উন্নতি যেমন,
প্রমাণ তাহার তুমি জ্ঞাত সর্ব্বক্ষণ।

গানবিৎ রামনিধি গুপ্ত। †

বসন্তে কোকিল যবে নিকুঞ্জ মাঝারে
ঝঙ্কারে, সে রব তা'র শুনিলে তখন
কা'র না অন্তর ডোবে সুখ পারাবারে?
কা'র না শীতল হয় বিরক্ত শ্রবণ?
জগদীশ দত্ত কণ্ঠে, হে গায়কবর,
কি যে মধুমাখা গীত গেয়েছিলে বসি'
এ বঙ্গ-কাননে! তাহা নর-কানে পশি'
ঢালিত সুধার ধার—জুড়া'ত অন্তর।
সরস রসাল তরু (তরুকুল সার।)
মধুর রসাল ফল মানবনিকরে
দান করি' লভে যথা সুযশ সুধার,
তেমতি, গায়ক নিধি! নিজ চিত্তের
মধুমাখা গীতাবলী করিয়া প্রচার
জুড়াইলে মানবের তৃষিত অন্তর।

অনরেবল্ স্যার্ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি, এস, আই। ‡

প্রসন্ন! প্রসন্ন তুমি ছিলে অতিশয়
বাঙ্গালার প্রতি, তব অন্তর সদাই
মাতিয়াছে হিত এর; তাই দেশময়
তোমার যশের গান শুনিবারে পাই।
"ভারত নক্ষত্র" খ্যাতি স্বীয় গুণ বলে
লভেছিলে বঙ্গ হিত করি' সুসাধন,
তপন তাপিত ধান্য ফুল ফলদলে
স্নিগ্ধ করি' বায়ু লভে সুগন্ধ যেমন।
দেশের হিতৈষী তুমি যেমতি আছিলে
শিক্ষার উন্নতি হেতু নিরখি তেমন,
তিন লক্ষ মুদ্রা দান উইলে লিখিলে,
প্রেসিডেন্সি কলেজের হইল সে ধন।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি! ধন্য তব দান।
যথা যাই, শুনি তথা এ দানের গান।

---

* ইনি কলিকাতা—কলুটোলানিবাসী চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র। স্বীয় অধ্যবসায় ও যত্নে মনুষ্যের যত দূর উন্নতি হইতে পারে, মতিলাল বাবু তাহার অন্যতর নিদর্শন। ইনি বেলগাছিয়ায় একটী অতিথিশালা এবং কলিকাতায় 'শীল্‌স্ ফ্রী কলেজ' (Seal's Free College) স্থাপন করিয়া বিশিষ্টরূপ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। জ, র, খৃঃ ১৭৯২। মৃ, র, খৃঃ ১৮৫৪।

† ইনিই নিধুবাবু বলিয়া বিখ্যাত। কলিকাতা—কুমারটুলিতে ইনি বাস করিতেন। কিন্তু পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী চাঁপ্তা নামক গ্রামই ইঁহার প্রকৃত বাসস্থান। ইনি জীবিতকাল মধ্যে অনেকগুলি আদিরসঘটিত গীত রচনা করেন। গীতগুলি অতি মধুর ভাবপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট। এবং ঐ গীতগুলি "সঙ্গীত-রত্নাকর" গীতগ্রন্থ নামে প্রকাশিত হইয়াছে। জ, র, বং, ১১৪৮। মৃ, র, বং, ১২৪৫। বঃ ৯৭ বঃ।

‡ ইনি কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটানিবাসী বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি আজীবন স্বদেশের উন্নতি সাধনে যেরূপ নিরত ছিলেন, সেইরূপ দানশক্তিও ইঁহার যথেষ্ট ছিল। মৃত্যুর প্রাক্কালে উইলে অনেকগুলি দান সদ্বিষয়ের জন্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মূলাযোড় প্রভৃতি স্থানে ইঁহার বিদ্যালয় প্রভৃতি অনেকগুলি কীর্ত্তি আছে। ইনি ইংরাজি ভাষায় বিশিষ্টরূপ নিপুণ ছিলেন।

পণ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন *

শাস্ত্রবিৎ, দর্শনেতে এ বঙ্গ-ভবনে
প্রতিষ্ঠা লভিলে ভাল! তোমারে সবাই
এ কারণে পুষিতেছে হরষিত মনে,
তব গুণ-গান শুনি যেই খানে যাই!
দরপবিহীন ছিলে, কখন কাহায়
না দেখা'তে বিদগ্ধতা অভিমান তুমি;
এ গুণে তোমায়, দ্বিজ, এই বঙ্গভূমি
বিতরি'ছে যশোরাশি মধুর ধারায়।
অপরূপ ভাব তব ছিল, দ্বিজবর,
সকলেরে সমভাবে হেরিতে নয়নে!
সকলের জ্ঞানদানে তোমার অন্তর
অবিরত রত ছিল; মধুর স্বননে
জগতেরে জগতের জীবন যেমন
নিয়ত বরষিয়া করে তৃপ্তি বিতরণ।

ভিষগ্বর চক্রপাণি দত্ত। †

বৈদ্য-কুল-ধন, তুমি বঙ্গের হিতাশী
আছিলে অতীব; তব কৃত উপকার
এ বঙ্গে চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর মাঝার
কে না বল, লভিতেছে, কে রোগবিনাশী!
শার্দ্দূল, কেশরী আদি ভীম পশুকুলে
বধিবারে ব্যাধ যথা নানাবিধ বাণ
ধাণাধারে সযতনে সদা রাখে তুলে,
সময় পাইলে মারি' কাড়ি' লয় প্রাণ;
তেমতি, গো চক্রপাণে, ব্যাধিপরিকরে
নাশিতে রেখেছ তুমি "চক্রদত্ত" মাঝে
ভেষজ ভীষণ অস্ত্র লিখি' থরে থরে,
যবে রোগ এ আয়ুধ যবে শিরে বাজে।
"চক্রদত্ত" নাম তব বঙ্গের ভিতরে
রাখিবে, শুক্তিতে যথা মুকুতা বিরাজে।

দেওয়ান্ কৃষ্ণকান্ত নন্দী। ‡

বিধাতা সৃজিলা যথা প্রফুল্ল কমল
কমলারে বসাইতে তাহার উপর,
যে কমলে বিষ্ণুপ্রিয়া (রূপ নিরমল)
ধন-পাত্র ল'য়ে বসে, প্রফুল্ল অন্তর;
তেমতি, দেওয়ান্, তুমি সুভাগ্যের বলে
সৃজি' গেলে রাজবংশ-কমল সুকম,
সুরভি যাহার ছুটে ভারতমণ্ডলে,
যে কমল-যশোমধু অতি নিরুপম;
কমলারূপিণী কৃষ্ণ § প্রিয়া মহারাণী
স্বর্ণময়ী সে কমলে ধনাধার ল'য়ে

---

* ইনি সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" নামধেয় প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ইহাঁর স্বভাব, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতি সদ্গুণ ইহাঁকে বিশেষরূপে যশোভাগী করিয়াছে। ইনি কাশীধামে বাস করিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন। মৃ, র, বং ১২৭৯, কার্ত্তিক।

† ইনিও ময়ূরেশ্বর গ্রামে মাধব করের সমবর্ত্তী কালে বাস করিতেন। তদনন্তর বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী চৌপাড়িয়া গ্রামে জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করেন। ইনি মাঘ, কাদম্বরী ও ন্যায় শাস্ত্রের টীকা-রচয়িতা। কিন্তু ইহাঁর প্রণীত "চক্রদত্ত" নামক ঔষধগ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ দেশীয় কবিরাজদিগের পক্ষে গ্রন্থখানি সাতিশয় উপযোগী।

‡ ইনিই এতদ্দেশে কান্ত বাবু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজারে বাস করিতেন। ইহাঁর পিতার নাম রাধাকৃষ্ণ নন্দী। যৎকালে দুরাত্মা নবাব সিরাজুদ্দৌলা ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরল্ হেষ্টিংস্ সাহেবের প্রাণ বধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করেন, তৎকালে কান্তবাবু উক্ত গবর্ণরকে স্বভবনে লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য উক্ত গবর্ণর কৃতজ্ঞতা স্বীকার স্বরূপ কান্তবাবুকে বিস্তর ধন ও বাহিরবন্দ প্রভৃতি অনেকগুলি জমিদারী প্রদান করেন। ইনিই কাশীমবাজার রাজবংশের আদিপুরুষ। মৃ, র, বং, ১১৯৫, পৌষ।

§ মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর। ইনি কান্ত বাবুর প্রপৌত্র।

বিবাজেন, দীন, দেশ-হিতে যাঁ'র পাণি
বিতরি'ছে ধন ধারা ভারত-আলয়ে।
কান্ত বাবু, এই হেতু তোমারে বাখানি,
রহিল তোমার নাম ক্ষয়হীন হয়ে।

অনরেবল্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত। *

দিনে দিনে কলা কলা লভিয়া কিরণ
কলাধর পূর্ণ যথা পূণিমা নিশায়,
সেইরূপ বিদ্যা কলা ল'ভে' অনুক্ষণ
তব জ্ঞানশশী চারু উজ্জ্বল বিভায়
বিভাসিয়া ছিল এই বাঙ্গালা গগনে।
সুদক্ষ নিরখি' তোমা' অতীব সাদরে
বসাইল সকলেতে বিচার আসনে,
উজ্জ্বল হীরক যেন মুকুট উপরে।
সুবিচার গুণে খ্যাতি বাড়িল তোমার—
অসীম—বাঙ্গালামাঝে, যথা বিকসিত
সুন্দর কুসুম চারু মকরন্দপূরিত—
তুষি' অলিকুলে শোনে মধুর ঝঙ্কার।
তব গুণে বঙ্গ বাঁধা নিয়ত রহিল,
তব যশ সমীরণ চৌদিকে বহিল।

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। †

চন্দ্রমা চন্দ্রিকা যথা নিশায় যতনে
বিতরে বিমলা, স্নিগ্ধ, সানন্দ সাগর,
তোমার "চন্দ্রিকা" তব আনন্দ প্রকাশো।
সত্যের স্বাধীনতার বিমল কিরণ।
দেশ-হিতে ব্রতী হবে সুধীগণ বিস্তর
বিপক্ষ পক্ষের সহ শুধু অস্ত্র কল
আজিও "চন্দ্রিকা" বল, সদাই সম্বল
করি' যথা ভীম দাপে অবধানকর।
যা' কিছু সম্বাদপত্র—নিরখি এখন—
বঙ্গভাষা-প্রকাশিত বঙ্গের ভিতর,
"তোমার চন্দ্রিকা", দ্বিজ, অতি পুরাতন,
নির্বিঘ্নে আজিও বঙ্গে নিয়ত বিহরে।
এ বঙ্গে বিরল লোক তোমার মতন,
তাই ত আক্ষেপে সবে বিমর্ষ অন্তরে।

পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। ‡

হে পণ্ডিতবর, তব যশের নির্ঘোষে
চারি ধার আবরিত হই'ছে নিয়ত।
বিবিধ পুস্তক রত্ন রচি' বঙ্গ কোষে
নিহিত করিলে, দ্বিজ! বাগ্দেবে যেমত

---

* ইনি গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে বিদ্যাধ্যয়ন করেন। ইঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী কলিকাতা প্রধানতম বিচারালয়ের জজ হইতে পারেন নাই। ইনিই দেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের (প্রধানতম বিচারালয়ের) জজ হয়েন। ইনি জীবদ্দশাতে অনেকগুলি সৎকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। মৃ, র, শং ১৭৮৮।

† ইনি "সমাচার চন্দ্রিকা" পত্রের আদি সম্পাদক ছিলেন। উক্ত পত্রিকা আজি পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে যত বাঙ্গালা সমাচারপত্র দেখা যায়, তন্মধ্যে "সমাচার চন্দ্রিকা" প্রাচীনতম। ভবানীচরণ বাবুর সময়ে চন্দ্রিকা খৃষ্টধর্ম্মের বিপক্ষে এবং সতীদাহের সপক্ষে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল। ইঁহার যত্নে "চন্দ্রিকা" বঙ্গদেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছিল এবং এখনো যথানিয়মে বহির্গত হইয়া স্বদেশের হিতসাধন করিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে (বং ১২৯৮) "সমাচার চন্দ্রিকার" বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর।

‡ ইনি অনেকগুলি ভিন্ন ভাষাস্থ পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। "সর্ব্বার্থ-পূর্ণচন্দ্রে" প্রকাশিত পুরাণাদির অনুবাদ এবং আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। ইনি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের যত্নে "শব্দাম্বুধি" অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

নানাবিধ ধন ধনী ধনাগার মাঝে,
যে ধনের বলে তিনি গণিত ভূতলে,
তুমিও পুস্তক রূপ রতনের বলে
গণনীয় হইয়াছ বঙ্গীয় সমাজে।
সংস্কৃত পুরাণাদি বাঙ্গালা ভাষায়
অনুবাদি' করিলে গো বঙ্গ-উপকার
প্রাণ-পণে। এই গুণে সাবাসে তোমায়
দেশবাসী তব খ্যাতি করিয়া প্রচার।
হ'য়েও বিগতজীব—জীবিত দশায়
র'য়েছ কীর্ত্তির গুণে ভুবন-মাঝার।

অনরেবল্ স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কে, সি এস্, আই।*

ধার্ম্মিক-তিলক তুমি, ভুবন-বিদিত
তব নাম, হে রাজন্, ধন্য জনমিলে
বঙ্গের মাঝারে! কত সাধিলে সুহিত
স্বদেশের, তব সম জ্ঞানী নাহি মিলে।
হে বিদ্বান্-কুল ধন, যতন প্রচুর
করিলে উন্নতি হেতু বাঙ্গালা ভাষার।
প্রকাশিলে অজ্ঞানতা করিবারে দূর
"শব্দ-কল্প-দ্রুম" নাম অভিধান সার,
অপূর্ব্ব এ অভিধান, মূর্খতা বিষম
উপশম হয় এর পাইলে আভাস,
এ বঙ্গ মাঝারে তব যশ অনুপম
এ হেতু হ'তেছে রবি-সম সুপ্রকাশ।
আর কি পাইবে বঙ্গ গুণী তব সম?
বিধাতা সে আশা, হায়, করেছে বিনাশ।

পণ্ডিতবর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য।†

গগনে ভাস্কর যথা উজ্জ্বল কিরণে
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নাশে অবনী-আঁধার,
তেমতি "ভাস্কর" তব এ বঙ্গ-গগনে
তোমারি লেখনী-বলে চলি' চারি ধার
নেশেছিল সমাজের অনুন্নতি তমঃ
তোমার সময়ে, দ্বিজ। ওগো বুধোত্তম,
গদ্য লিখনেতে তুমি আছিলে চতুর
এ বঙ্গভবন মাঝে। তাই গো তোমায়
সুবিজ্ঞ লেখক বলি' ঘুষি'ছে প্রচুর
এখনো বাঙ্গালাবাসী! যশের বিভায়
তব নাম বিস্থিতেছে ব্যাপি' বহুদূর
এ বঙ্গ-হৃদয়ে আজো, যথা আয়নায়
পড়িলে তপন-কর বিম্ব বিভা তা'র
ঝক্‌মকে অবিরত অতি চমৎকার।

রসিকরাজ গোপাল ভাঁড়।‡

রসিক-চতুর তুমি রসের ভাষায়
ভাষিতে, ভাসিত সবে শুনিয়া হরষ-

---

* এই মহাত্মা বঙ্গদেশের সর্ব্ববিষয়ে হিতৈষী ছিলেন। ইঁহার হিন্দু-ধর্ম্ম চর্চ্চা বিশিষ্টরূপ ছিল। ইনি শব্দাম্বুধি নামক অভিধান প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতি বৃহৎ ও অত্যুৎকৃষ্ট শব্দকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধান ইঁহা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। ইনি বৃন্দাবনে বাস করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। জ, র, খৃঃ, ১৭৮৩। মৃ, র, খৃঃ ১৮৬৭,—২৯এ এপ্রিল।

† ইনি খর্ব্বাকার ছিলেন, এজন্য ইঁহাকে সকলে "গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিত। ইনি সুলেখক ছিলেন; ইঁহার গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল। ইঁহা দ্বারা অনেকগুলি বিলুপ্ত পুস্তক আবিষ্কৃত ও অনুবাদিত হইয়াছে। ইঁহা দ্বারাই ১২৪২ সালে "সংবাদ ভাস্কর" পত্র প্রথম উদয় হয়। ইনি বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত পত্রখানি চালাইতেন। এক্ষণে ভাস্কর অস্তমিত হইয়াছে।

‡ কথিত আছে যে, গোপাল ভাঁড় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অন্তরর পারিষদ ছিলেন এবং প্রত্যুৎপন্নমতিজাত হাস্যরসগর্ভ প্রশ্নোত্তর দ্বারা মহারাজকে এত দূর সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন যে, মহারাজ ইঁহাকে যথেষ্ট আদর এবং বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিতেন। আমাদিগের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই গোপালের বাক্‌চতুরতার বিষয় জ্ঞাত আছে।

সাগরে। সদাই মিষ্ট কথায় কথায়
হাস্য'তে বিরস মুখ হইত সরস।
খর্জ্জুর পাদপ হ'তে যথা মধুময়
রসরাশি ক্ষরে, যাহা দিলে রসনায়,
রসনা রসিত হয়; বাক্য-রসচয়
তোমার রসা'ত সদা মানস-জিহ্বায়।
মনোহর সদুত্তর প্রদানি' সকলে
যেমন তুষেছ তুমি, তেমনি তোমায়
তুষিল মানবগণ যশের ধারায়,
কুসুম কেশর সিক্ত যথা পরিমলে।
হে গোপাল ভাঁড়! তুমি রসভাঁড় ছিলে,
রস বিনিময়ে বঙ্গে সুযশ কিনিলে।

কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্র। *

কবিতা কুসুম-বনে ভ্রমি' নিরন্তর
কবিতা প্রসূনরাজি তুলিয়া যতনে
ছন্দোডোরে গাঁথিলে হে ভাব মনোহর,
পরিলা বাঙ্গালা তাহা হরষিত মনে।
অতি সুমধুর ভাব তব কবিতায়
পড়িয়া ভাবুক হয় ভাবেতে মগন,
ঝরণার ধারা সম নিয়ত ক্ষরণ
হইয়া কবিতা তব শ্রবণ জুড়ায়।
যেমতি আছিলে কবি, তেমতি আবার
সম্পাদকীয়তা করি' সাধি' দেশ-হিত
রাখিলে অক্ষয় নাম, যথা হিম ধার
হিমালয় গিরি শিরে চির আবরিত।
অকালে কালের গ্রাসে যদি না পশিতে,
তা হ'লে দেশের হিত আরো হে সাধিতে।

পণ্ডিতবর ভরত মল্লিক। †

দুর্গম উন্নত গিরি ভৃগু কলেবরে
যতন রচিত সিঁড়ি বচনের মত
রচিলে, পণ্ডিতবর, টীকা সিঁড়ি কত
সুকঠিন সংস্কৃত সাহিত্য উপরে।
অতীব ধীমান্ তুমি ছিলে, টীকাকার।
বুদ্ধির সাগর ছিল মস্তিষ্ক ভিতর
তোমার, যেমতি সুবিশাল পারাবার
মুক্তা প্রভৃতি ধনে ধরায় বিতরে।
দুর্ভেদ্য প্রাচীর যথা তোপের গোলায়
বিদ্ধ হয়, সেইরূপ তব জ্ঞান বলে
দুর্ভেদ্য সাহিত্য শ্লোক করেছে সরল,
বিদ্যার্থী অনা'সে পশে ঘুষিয়া তোমায়।
টীকা রচি' ঘুচাইলে বচনের ভার,
তাই ত সকলে গায় প্রশংসা তোমার।

বাবু গোবিন্দরাম মিত্র। ‡

হিন্দু-কুলে জনমিয়া হিন্দুচিত কাজ,
হে হিন্দু-তিলক, তুমি সাধিলে যতনে,

* ইহাঁ দ্বারা অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় ইহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ইনি বিধবা বঙ্গাঙ্গনা, কীচকবধ কাব্য, রামায়ণ—আদিকাণ্ড, নীরবাক্যাবলী, সীতা-নির্ব্বাসন কাব্য, কবিরহস্য, জ্ঞানকা নাটক, জয়দ্রথ নাটক, কবিকলাপ ইত্যাদি পুস্তক সমূহের রচয়িতা। পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে ইনি বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। হিন্দু-হিতৈষিণী, ঢাকাদর্পণ, হিন্দুরঞ্জিকা প্রভৃতি সংবাদপত্র ইঁহা দ্বারা সম্পাদিত হইত।

† ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তগত পাতিলপাড়া গ্রামে বাস করিতেন। ইনি বৈদ্যবংশোদ্ভব গৌরাঙ্গ মল্লিকের পুত্র। ইনি কালিদাস-প্রণীত মেঘদূতের "সুবোধা" নাম্নী টীকা লিখিয়াছেন এবং অমরকোষ, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি অপরাপর অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। সংস্কৃত গ্রন্থাধ্যায়ীদিগের পক্ষে ইঁহার টীকা বিশেষ উপযোগী।

‡ ইনি কলিকাতা—কুমারটুলিস্থ মিত্রবংশের আদিপুরুষ। কলিকাতা নগরী স্থাপনকর্ত্তা জব চার্ণক সাহেব ইহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া ইঁহাকে ইংরাজ সরকারের কতকগুলি কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন, ইনি সেই সকল কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কুমারটুলির নিকটস্থ "গোড় বাঙ্গালা" ও "নবরত্ন" প্রভৃতি দেবালয় ইঁহারই স্থাপিত। ইনি দুর্গা ও কালীপূজা উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে দীন দুঃখীদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন।

সে হেতু তোমার ঘোষে হিন্দুর সমাজ
সমস্বরে, সাদরেতে, সানন্দিত মনে।
জগদীশপদ পূজি' বরষে বরষ
যত ধন ব্যয় তুমি অনায়াসে করিলে,
তোমার সে পূজা, মিত্র, বালক স্মরিলে,
অন্তর সন্তরে সদা আনন্দ সরসে।
"নবরত্ন", "শিবালয়" কীর্ত্তি হে তোমার
কলিকাতা নগরীতে আজো মূর্ত্তিমতী।
তা' হেরি' তোমারে মনে হয় হে সবার,
চন্দ্রিকা হেরিলে মনে চন্দ্রমা যেমতি।
ধন্য জনমিলে তুমি বঙ্গের মাঝার,
বঙ্গের হৃদয়রত্ন, হে মিত্র সুমতি।

বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। *

পর্ব্বতশিখর হ'তে বরষা সময়ে
গভীর গর্জ্জনে নদী ভাসাইয়া কূল
বহে যথা, সেইরূপ বেগবান হ'য়ে
লেখনীপ্রবাহ তব বহিল তুমুল,
ঘোর বৈরী বিজাতীয় অত্যাচারী বীর
আক্রমণ করি', যথা কাটি' শত্রু শির
অসি পুন ঝকমকে। বাঙ্গালা মাঝারে
শুভক্ষণে জন্মেছিলে, নরোচিত কাজ
করিয়া ভিজিলে তুমি প্রশংসা-সুধারে।
আনন্দিত তব গুণে বঙ্গীয় সমাজ।
তোমারে পাইয়া বঙ্গ ভেবেছিল চিতে,—
তোমা হ'তে হ'বে আরো মঙ্গল সাধন,
কিন্তু নিরদয় কাল (ভীম দরশন!)
হানিল তোমারে আশা পূর্ণ না হইতে।

কবিবর কৃত্তিবাস। †

কবিগুরু বাল্মীকির লেখনীসম্ভূত
রামায়ণ মহাকাব্য বিদিত ধরায়,
তুমি, কবি, তা'রে সহ যতন প্রভূত
অনুবাদ করিলে হে বাঙ্গালা ভাষায়।
যদিও করেছ তুমি ছন্দের পতন
হীন মনোযোগ হ'যে, তথাপি তোমায়
কেন না করিবে হে বল কবিত্বে বরণ?
কে বা না ভিজা'বে তোমা' যশের ধারায়?
সংস্কৃত অনভিজ্ঞ যে সকল নর,
অথচ পড়িতে চাহে রামগুণ গান,
তব রামায়ণ পড়ি' পুলকিত প্রাণ
হইয়া কৃতজ্ঞ হয় তোমার গোচর।
সরোবরনীরে শোভে কমল যেমন,
কৃত্তিবাস, কীর্ত্তি তব রহিল তেমন।

---

* ইনি ভবানীপুরে জন্মপরিগ্রহ করেন। নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রম সহকারে ইংরাজি বিদ্যায় বিশেষ বিদ্বান্ হন। বর্ত্তমান "হিন্দু পেট্রিয়ট" নামক ইংরাজি সংবাদপত্রের ইনিই স্থাপনকর্ত্তা। ইনি এই পত্রে বাঙ্গালিদের পক্ষে ও অত্যাচারী ইংরাজদের বিপক্ষে অনেক লিখিয়াছিলেন।

† বঙ্গদেশীয় কবি বলিয়া যাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতে পারা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে ইনি সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে বিদ্যাপতি প্রভৃতি যে সকল কবি ছিলেন, তাঁহারা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সুবিস্তীর্ণ কাব্য কেহই রচনা করিতে পারেন নাই। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যদিও ইনি ছন্দোবন্ধের প্রতি তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, তথাচ ইঁহার ভাষা রামায়ণ সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে একটি উপাদেয় গ্রন্থ। প্রায় তিন শত বৎসর হইল কৃত্তিবাসী রামায়ণ সৃষ্ট হইয়াছে।

ধার্ম্মিকবর নিত্যানন্দ। *

তাহারে প্রকৃত নর সকলেই কয়,
অন্তর যাহার সদা জ্ঞান-বিভূষণে
ভূষিত হইয়া গায় ধর্ম্মের জয়,
শুদ্ধ হয় চিত তাহা শুনিলে শ্রবণে।
তুমি, গো ধার্ম্মিকমণি, শ্রীচৈতন্য হ'তে
পরমেশ-তত্ত্ব-ধন যতনে লভিয়া,
স্বয় অন্তরে তাহা কীর্ত্তন করিয়া,
রাখিলে পবিত্র যশ বিশাল ভারতে।
ঈশের প্রসাদে তুমি ঈশ-পরিচিত
হইয়াছ ধর্ম্মরূপ কুসুম-কাননে,
হইলে ধরম গুণে ভুবন বিদিত,
শশী পরিচিত যথা সুধার কারণে।
তত্ত্ব বই কিছু আর না ছিল তোমার,
প্রকৃত ধার্ম্মিক তুমি বাঙ্গালা-মাঝার।

কবিবর জয়দেব। †

সুধাপানে আশা যা'র, আসুক সে জন
আমার সমীপে, তা'রে দিব দেখাইয়া
তব "গীতগোবিন্দেরে", যাহে অতুলন
সুধা-ধারা ঝরিতেছে সদা উথলিয়া।
সুখে সে করুক পান, ঘুচিবে পিপাসা—
ঘুচিবে না, পুন পানে বাড়িবেক আশা।
মধুকর গায়' যথা স্বর্ণ কুসুমে
সুচারু মাণিক্য দেয় গুণ পরিচয়,
তেমতি তোমার গুণগান বঙ্গভূমে,
তোমার ললিত ছন্দ সুধারাশিময়।
ইংরাজাদি জাতিগণ জাতীয় ভাষায়
তব "গীতগোবিন্দেরে" অনুবাদ করি'
গাই'ছে সুযশ তব দিবা বিভাবরী,
ধন্য, কবি, জনমিলে তুমি বাঙ্গালায়!

গণিত-শাস্ত্রবিৎ শুভঙ্কর দাস। ‡

শুভঙ্কর! শুভঙ্কর ছিলে বাঙ্গালায়,
শুভকরী অঙ্কবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া,
সুগম সুনিয়মগুলি বুদ্ধিতে সাধিয়া,
শিখা'লে তা' বঙ্গ জনে। সাবাসে তোমায়
এ হেতু এ বঙ্গবাসী। বড় উপকার
করেছ যেমন তুমি, লভিলে তেমন
বঙ্গ মুখ-বিনিঃসৃত প্রশংসা অপার,

* ইনি চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর। চৈতন্যের ঈশভক্তি দেখিয়া, ইনি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণ অপেক্ষা ইহাঁর ঈশ্বর চিন্তা যথেষ্ট ছিল, এজন্য সকলে ইহাঁকে চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য করিয়াছিলেন। ইনি বিষ্ণু-নাম-সঙ্কীর্ত্তনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খড়দহের গোস্বামীরা ইহাঁর বংশোদ্ভব।

† ইনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে যে সকল সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহাঁর "গীতগোবিন্দ" ইহাঁকে অত্যচ্চ কীর্ত্তি শৈলে উঠাইয়াছে। ইহাঁর জীবনী বিষয়ে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা শুত হওয়া যায়। ইহাঁর স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। কথিত আছে যে, ইনি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাস্থ পঞ্চরত্নের অন্যতর রত্ন ছিলেন।

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণোজয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

‡ ইনি কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে জীবিত ছিলেন, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু ইনি যে বঙ্গদেশের লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ বাঙ্গালা ভাষা-বিরচিত কবিতায় ইনি অনেকগুলি অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর অঙ্ক কসিবার আর্য্যাগুলি অতি সুন্দর এবং কবিতায় ঐ সকল লিখিত হওয়াতে সকলের বিশেষরূপে কণ্ঠস্থ হইয়া থাকে। ইনি বঙ্গদেশের প্রাচীন কালের একজন বিশিষ্ট অঙ্কবিৎ ছিলেন। ইহাঁর রচিত আর্য্যাগুলি দেখিয়া বোধ হয় যে, যবনদিগের দ্বারা বঙ্গদেশ আক্রান্ত হইলে পর ইনি প্রাদুর্ভূত হন। বোধ হয়, ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন।

তব যশে প্রপূরিত এ বঙ্গ-ভবন।
তব নিয়মানুসারে প্রতি পাঠশালে
পাঠার্থী কিশোরমতি বালকনিচয়
শিখি'ছে গণিতবিদ্যা ব্যবসার কালে
যাহাতে লভিবে তা'রা সুফল নিশ্চয়।
দীন ধন পেলে যথা প্রশংসে দাতাবে,
তথা বঙ্গ-ব্যবসায়ী ঘোষে গো তোমাবে!

কবিবর চণ্ডীদাস। *

হে কবি! কবিতা-রসে বঙ্গ-জনগণে
ভিজাইলে ভালমতে, তোমার সুযশ
সে হেতু ঘুষি'ছে সবে সানন্দিত মনে,
সে রবে পূরিত সদা বঙ্গ-দিগ্-দশ।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত-তুমি, রচিলে হে তাই
রাধাকৃষ্ণ-গুণ গান কবিতা-ছটায়!
হৃদয় আনন্দ লভে যত পড়ি তা'য়
ভকতি-রসেতে পূর্ণ—কপটতা নাই।
"শ্রীরাধাগোবিন্দ-কেলি-বিলাস" রচিয়া
কবিকুলে পরিচিত হইলে বিশেষ;
বৈষ্ণব ভকতবৃন্দ সে গ্রন্থ পড়িয়া
অমেয় আনন্দ লভে—নাহি তা'র শেষ।
শাখে ফুলকুল রহে যেমতি শোভিয়া,
তথা তব যশ শোভা করে বঙ্গদেশে।

রাণী ভবানী। †

অতল সাগর-জল তপন যেমন
নির্জ্জল করিতে নারে শুষিয়া স্বকরে;
তেমতি করাল কাল পারে না কখন
শুষিবারে মানবের কীর্ত্তি-সরোবরে।
দয়াবতী রাণি, তুমি এ বঙ্গ-ভবনে
দানা কীর্ত্তি বলে নাম অক্ষয় করিয়া,
অলোকসামান্য-লোকে হরষিত মনে
গিয়াছ ধরমরূপ মুকুট পরিয়া!
তোমার বিরহে বঙ্গ সদাই দুঃখিত;
কাদম্বিনী বিনা যথা চাতকীর চিত।
বঙ্গের কুদিন, হায়! যদি না ঘটিবে,—
তবে কি গো তোমা ধনে কভু হারাইত?
যদি না নিয়তি তোমা ল'য়ে পালাইবে,
তবে কি বঙ্গের আঁখি শোকেতে কাঁদিত?

মহারাজ প্রতাপাদিত্য। ‡

বঙ্গদেশ চূড়া-মণি তুমি, হে ভূপাল,
আছিলে বিভবে, মানে, বীরত্ব-ভূষণে!
তব যশে পরিপূর্ণ এ বঙ্গ বিশাল
হ'য়েছিল, আজো যশ ঘোষে গৌড়জনে।
প্রতাপ-আদিত্য তব প্রতাপ ভীষণ
উৎকণ্ঠিত করেছিল অরিকুলনিকরে!

---

* ইনি জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী সাকুল্লিপুর থানার অধীন নান্নুর (নান্দুর) গ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। নান্দুব গ্রাম প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ হইতে ২০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত। ইঁহার "বড়ু" উপাধি ছিল। ইনি প্রথমে বিশালাক্ষী দেবীর উপাসক ছিলেন; পরে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। ইনি কৃষ্ণলীলাবিষয়িণী অনেক পদাবলী ও "শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলি বিলাস" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতির সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। জ, ব, খৃঃ, ১৪১৭।

† ইনি জেলা রাজসাহীস্থ নাটোরের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব রাজা রামকান্ত রায়ের সহধর্ম্মিণী। স্বদেশস্থ ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও অধীন প্রজাদিগের প্রতি ইনি সাতিশয় মুক্তহস্তা ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন অতি প্রাচীন ব্যক্তি ইঁহাকে দেখিয়াছিলেন। কাশীধামে ইনি বিশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অসীম দান-শক্তি ইঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয়া করিয়াছে।

‡ ইনি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ভূপতি ছিলেন। ইঁহার সময়ে বঙ্গদেশের সীমা সুন্দরবনের কতক দূর পর্য্যন্ত ছিল। ইঁহার রাজধানীর নাম যশোহর নগর। ইনি আকবর সম্রাটের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তৎপুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যকালে তাঁহার সেনাপতি রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বারাণসীধামে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার অসীম বিভব ও সৈন্য ছিল। ইঁহার পিতার নাম শ্রীহরি (উপাধি মহারাজ বিক্রমাদিত্য)। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ বংশোদ্ভব ছিলেন।

প্রচণ্ড নিদাঘ জাত আদিত্যের করে
আকুলিত যথা ধরাবাসী জীবগণ।
হায়, এবে বঙ্গবাসী তোমাব বিহনে
আনন্দ-রতন-শূন্য, হে বীর রতন!
চকোরনিকর যথা শশি অদর্শনে
বিষাদিত হ'য়ে করে সময় যাপন।
আজিও তোমার নাম এ বঙ্গ ভবনে
প্রগীত হই'ছে শুনে জুড়ায় শ্রবণ।

কবিবর বিদ্যাপতি। *

সংস্কৃত কবিতার আদি-গুরু বলি',
বাল্মীকি তাপস খ্যাত ভারত ভবনে
যেমতি, যাঁহার কাব্য-বিজলী উজলি'
খেলিতেছে মানবের যুগল নয়নে;
তেমতি এ বঙ্গদেশে, ওগো বিদ্যাপতি!
বঙ্গ-কবিতার তুমি আদিগুরু হ'য়ে
প্রসিদ্ধ হইলে, তব ঝকে যশোজ্যোতি
আমাদেব মাতৃ-ভূমি এ বঙ্গ আলয়ে।
তোমার প্রসাদে, দ্বিজ যত গৌড়জন
গৌড়ীয়-কবিতা-বস আস্বাদ পাইল!
ধন্য তুমি জনমিলে, কোবিদ-রতন!
এ বঙ্গ ব্যাপিয়া তব সুযশ রহিল।

যথায় তথায় তব সুকীর্ত্তি ঘোষণ
শুনি' বঙ্গবাসি মন সুতৃপ্ত হইল।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ। †

ব্যাস বিবচিত মহাভারত পুরাণ,
এ ভারতে কে না জানে ভারতী তাহাব?
জলধি গরভ-সম গরভ যাহাব
বতননিকরে ভরা, যাহার সমানী
পৌরাণিক ইতিহাস দুর্লভ ভুবনে;
অনুবাদ করাইয়া তুমি সে ভারতে
বাঙ্গালা ভাষায়, দিলে বঙ্গ জনগণে
বিনা মূল্যে; তব নাম রহিল ভারতে।
যদিও তোমাতে কিছু দোষ দেখা যায়,
এ হেন মহান্ গুণে সে দোষ কি আর
ধরে কেহ? দোষাকবে যেমতি সুধায়
কলঙ্ক ঢাকিয়া করে গুণের প্রচার।
রহিল তোমার নাম সমুজ্জ্বল হ'য়ে।
বালার্ক বিভার সম এ বঙ্গ নিলয়ে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। ‡

চকোরেরে সুধা দানে যথা সুধাকর
ক্ষুধা নাশে, তেমতি গো বাঙ্গালা বাসীর

---

* দেশীয় জনরবে শুনা যায় যে ইনি যশোহরনিবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ভবানন্দ রায়ের পুত্র। বিদ্যাপতির প্রকৃত নাম বসন্ত রায়। ইনি বঙ্গদেশের আদিকবি বলিয়া বিখ্যাত, ইঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষা বহু পরিমাণে হিন্দি ভাষার সহিত মিশ্রিত থাকাতে ইহার কবিতাগুলিও হিন্দি ভাষার সহিত অধিকাংশ মিশ্রিত। ইনি রাধাকৃষ্ণবিষয়িণী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা করিয়াছেন। জ, ব, খৃঃ ১৪৩৩। মৃ, ব, খৃঃ ১৪৮১।

† ইনি কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ কবেন। ইনি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃত "বিক্রমোর্ব্বশী নাটক" বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় এক প্রকার নূতন রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সংস্কৃত মূল মহাভারত উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং বিনা মূল্যে উহা বিতরণ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। মহাভারতই ইঁহার দৃঢ়তর কীর্ত্তিস্তম্ভ।

‡ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। রামপ্রসাদ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দান করেন। ইনি বিদ্যাসুন্দর, কালীসংকীর্ত্তন এবং অপরাপর অনেকগুলি শক্তিবিষয়িণী পদাবলী রচনা করেন। ইঁহার কালীসংকীর্ত্তন গ্রন্থখানি অধিকতর উৎকৃষ্ট। ইঁহার সৃষ্ট নূতন সুর অতি সহজ অথচ শ্রুতিমধুর ও ভক্তিরসাত্মক। আনুমানিক জ, ব, খৃঃ ১৭২২ বা ২৩ এবং মৃ, ব, খৃঃ ১৭৫৮ বা ৬২।

জুড়া'লে অন্তর ঢালি' কালী-নাম-নীর
গীত-ছলে। মরি মরি, কিবা মনোহর
তোমার গানের ভাব! শুনি যত বার,
তত তই মানস লভে আনন্দ বিমল,
ভগবতী-ভকতির সুশীতল ধার
ফুটায় নীরস, শুষ্ক হৃদয়-কমল।
এরূপ প্রবাদ বঙ্গে আছে প্রচলিত,—
পার্ব্বতী দিতেন দেখা সদাই তোমাবে;
যেরূপ তোমার গীত অমিয়-পূরিত,
সে কথা অলীক নহে—হইতেও পারে।
তব কৃত সুধামাখা সুর শ্রুতিহর
জানাই'ছে তব নাম বাঙ্গালা-ভিতর।

বাবু রামকমল সেন।*

হে হিতাশী! বাঙ্গালীরে ব্রিটনীয় ভাষা
শিখা'বার তরে তুমি বিপুল যতনে,
দ্বিভাষিক অভিধান—জ্ঞানগর্ভ, খাশা—
বিরচিলে; চির হেতু এ বঙ্গ-ভবনে
পরিচিত হ'লে তুমি, গৌড়-জন-চিত
সাদরে তোমার নাম ঘোষে যথোচিত।
বঙ্গের সুভাগ্য তাই তোমা হেন ধনে
পেয়েছিল, বৈদ্য কুল-কুসুম-রতন!
যে গ্রন্থ গাঁথিলে তুমি, এ বঙ্গে তেমন
ব্রিটন-বঙ্গীয় কোষ না হেরি নয়নে।
যে হিত সাধিলে, বল, কি দিয়া তাহার
প্রতি উপকার বঙ্গ করিবে এখন?
কি আছে এ ধরা-মাঝে জিনিষ এমন?
ধন্যবাদ বই, দেখি, কিছু নাহি আর।

পণ্ডিতবর রঘুনাথ শিরোমণি।†

অগাধ-সাগর-হৃদে অসংখ্য লহরী
দিবানিশি খেলে যথা সফেন আননে;
তেমতি গো, বুধ, তব অন্তর ভিতরি
বুদ্ধির বিচিত্র বীচি খেলিল সঘনে!
পণ্ডিতমণ্ডলী-মাঝে এ বঙ্গ-আগারে
অসামান্য ছিলে তুমি তুলনাবিহীন,
কল্পনা নিপুণ, সূক্ষ্ম জ্ঞানেতে প্রবীণ
তব সম মেলা ভার ভূভাগ মাঝারে।
তপন লপন-প্রভা প্রভাত সময়
লোহিত বরণে ঝকে উজলি' আকাশ;
"দীধিতি" দীধিতি তব এ বঙ্গ-আলয়
উজলিল পূর্ণরূপে হইয়া প্রকাশ।
বঙ্গ-বুধ-সমাজেতে তব গুণচয়
কখন হ'বে না লয়—র'বে বার মাস।

দেষ-হিতৈষিণী দাড়িম্বা দেবী।‡

সার্থক জীবন তাঁ'র, পরহিত তরে
মরত ভুবনে যিনি রত চিরকাল;
তাঁহারি সুযশ ঘোষে নরপরিকরে,
যাঁহার গুণেতে দেশ লভে সুখজাল।

---

* ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। ইনি যে একখানি ইংরাজি বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইঁহার নাম চিরোজ্জ্বল করিয়া রাখিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

† ইনি চৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপে জীবিত ছিলেন। ৩৮০ বৎসর অতীত হইল, ইনি সংস্কৃত "চিন্তামণি" নামক গ্রন্থের "দীধিতি" নামক একখানি টীকা করেন। বোধ হয়, দীধিতির তুল্য গ্রন্থ পূর্ব্বে হয় নাই এবং পরে হইবে এমত সম্ভাবনাও নাই। ফলতঃ ইঁহার ন্যায় কল্পনানিপুণ অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন, সংক্ষিপ্তলেখক গ্রন্থকর্ত্তা আর দ্বিতীয় অনুভূত হয় না। কিন্তু উক্ত টীকা অতিশয় কঠিন।

‡ ইনি প্রসিদ্ধ অনরেবল্ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের রাণীগঞ্জনিবাসী ভ্রাতা মৃত জমীদার বাবু গোবিন্দরাম পণ্ডিতের সহধর্ম্মিণী। ইনি দেশহিতকর কার্য্যে এবং দীনদুঃখীদের প্রতি বিশেষ মুক্তহস্তা ছিলেন। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সদ্বিষয়ে ইনি অনেক দান করিয়া গিয়াছেন।

তুমি, দয়াবতি দেবি, এ বঙ্গ মাঝারে
স্মরণীয়া হইলে গো দেশ হিত গুণে,
তব কৃত উপকার শতমুখে শুনে
তৃপ্ত হ'য়ে চিত যশ বরষে তোমারে।
রমণীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিলে,
রাখিলে অক্ষয় নাম এ বঙ্গ ভবনে,
দয়াশালা হ'য়ে বহু ধন বিতরিলে,
যাপিলে জীবন দেশ উন্নতি সাধনে।
আলোক নিভিলে গৃহ আঁধার যেমতি
তোমারে হারা'য়ে বঙ্গ হয়ে'ছে তেমতি।

মহারাজ আদিশূর। *

বঙ্গের প্রধান রাজা তুমি, হে ভূপাল।
হিন্দুধর্ম্মোচিত তব ছিল অনুরত,
যাগ যজ্ঞ, ধর্ম্ম কর্ম্মে যাপিলে নিয়ত
সময় পবিত্র চিতে আজীবন কাল।
তুমিই আনা'লে হেথা কনৌজ ব্রাহ্মণ
করিতে পুত্রেষ্টি যাগ শাস্ত্র সুবিহিত,
তোমা হ'তে বঙ্গদেশ পাইল দর্শন
বিশুদ্ধ-চরিত দ্বিজ বেদ পরিচিত।
কামিনী-হৃদয় শোভী সাতনর মাঝে
মধ্যমণি ঝকে যথা উজ্জ্বল কিরণে,
শোভেছিলে সেইরূপ এ বঙ্গ সমাজে
ধর্ম, তপ, অতুলিত বিদ্যা, জ্ঞান দানে।
আজও তোমার যশ পতাক বিরাজে
এ বঙ্গে ব্যাপিয়া নভ বিশদ বরণে।

মহারাজ বল্লাল সেন। †

হে রাজন, তব সম সুবুদ্ধি, চতুর
মিলে না এ বঙ্গভূমে। কি দিয়া তোমার
তুষিবে বাঙ্গালা আর,—কি আছে প্রচুর
জিনিষ এমন এই বঙ্গের মাঝার?
কুলীনগণের কুল মান রাখিবারে
যে নব লক্ষণ, ভূপ, ব্যবস্থা বলিলে।
সে নব লক্ষণ সব এ বঙ্গ আগারে
কুল মান রাখিবারে কিছু নাহি মিলে।
কিন্তু, হায়, কালে এবে কুলীনমণ্ডলী
সে ব্যবস্থা নাহি পালি' বৃথা করে জাঁক।
তোমাতে আরোপে দোষ কত কটু বলি'
বৃথা লোক—কা'র দোষে কাটে কা'র নাক।
ইদানীর কুলীনেরা যেন কুলকালি।
বিষ নাই চক্র আছে!—বিদ্যা, গুণে ফাঁক!!!

---

* ইনি ৯৯৯ শকে পুত্রেষ্টি যাগ করিবার জন্য কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে বাণভট্ট, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও দক্ষনামা বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। উক্ত পাঁচ জন ব্রাহ্মণের ঔরস হইতে বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণেরা উদ্ভব হইয়াছেন। পঞ্চ কায়স্থ ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সেবা করিবার জন্য তাঁহাদিগের সহিত আগমন করেন। বঙ্গদেশের ঘোষ, বসু ও মিত্র উপাধিধারী কুলীন কায়স্থেরা ইঁহাদের বংশোদ্ভব।

† মহারাজ আদিশূরের বংশ ধ্বংস হইলে সেনবংশীয় রাজারা গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সেই বংশোদ্ভব বিজয় সেনের পুত্র। ইঁহার সময়ে ক্রমে ক্রমে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের সন্তানেরা বিদ্যাহীন ও আচারভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। তন্নিবারণ জন্য ইনি কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন, যথা—"আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং॥" কিন্তু এক্ষণকার কুলীনেরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে, অথচ কৌলীন্যাভিমান ষোল আনা আছে!!!

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন। *

উষায় আকাশ পানে চাহিলে যেমন
শুক্র তারা বিনা আর অন্য উড়ুগণে
নাহি হেরি, পরক্ষণে সে তারা মগন
গগন-সাগরে হয় প্রভাত গোকুলে,
এ বঙ্গ গগনে শেষ ভূপতিমণ্ডলে
তুমি গো তেমতি শেষে আছিলে স্বাধীন।
প্রবল যবনরূপ আসিয়া দুর্দিন
আচ্ছাদিল তোমা', হায়, নিন্দনীয় বলে।
তোমার সহিত বঙ্গ স্বাধীনতা-ধন
চলিয়া গিয়াছে, হায়, চিরদিন তরে।
আর কি বাঙ্গালা তা'র পা'বে দরশন?
সে ধন কালের চক্রে হরিয়াছে পরে।
ব্যাধ জাল ধৃত মৃগী আকুল যেমন,
এ বঙ্গ তেমতি এবে অধীনতা ভরে।

বাবু গৌরমোহন আঢ্য। †

এ বঙ্গে তোমার যশ আজো বিরাজি'ছে
বিভাতিয়া চারি পাশ, এ কলিকাতায়
তোমার স্থাপিত বিদ্যা-আলয় সাজি'ছে,
যাহে বালকেরা শোভে বিদ্যার বিভায়।
অতীব যতনে তুমি এ বিদ্যা-ভবনে
পর-হিত-কামনায় করিলে স্থাপন,
যাহা হ'তে তব খ্যাতি হ'তেছে শ্রবণ,
নিঝর যেমতি ঝরে মৃদুর ঝরণে।
যথার্থ হিতাশী তুমি স্বজাতির ছিলে,
এ বঙ্গে তা' কে না জানে?—সবে অবগত,
মানব জনম তুমি সার্থক করিলে,
সফল করিলে সুখে জীবনের ব্রত।
চিরকাল তরে নাম এ বঙ্গে রাখিলে,
গাহ'ছে তোমার গুণ বঙ্গবাসী যত।

বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। ‡

শাণ সুশাণিত যথা সুধার কৃপাণ
সমূখে বিপক্ষকুলে ক্ষয় করে কাটি',
তব জ্ঞান সুনিশিত চিত—পরিপাটী—
অমুন্নতি অবরবে করি' খান খান
সাধিল বঙ্গের হিত। বঙ্গের ভিতরে
ভরিল তোমার খ্যাতি, সুরভি যেমতি
নিমেষে ছড়া'য়ে পড়ে বিমল অম্বরে।
দেশের হিতাশী তুমি, সুবিজ্ঞ, সুমতি!
ধন্য তুমি, ধন্য তব ছিল অভিলাষ।
মানব-উচিত কাজে রত অনুক্ষণ
আছিল মানস তব, তাই গো সাবাস
দিইল তোমারে সবে। উন্নতি সাধন,
জ্ঞান, বিদ্যা দান করি' হলে পূর্ণ-আশ
এ বঙ্গে, সার্থক তব অমূল্য জীবন।

---

* ইনিই বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন রাজা। ইঁহার রাজসভায় কবিবর জয়দেব প্রভৃতি পঞ্চ পণ্ডিতরত্ন ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দিন বাদশাহ-প্রেরিত বখ্‌তিয়ার খিলিজি আসিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। ইনি তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে প্রস্থান করেন। বঙ্গদেশ সেই দিন হইতে বিজাতীয় শাসনে আজি পর্য্যন্ত শাসিত হইয়া আসিতেছে। কবিবর হলায়ুধ ইঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

† ইনি প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ক্রমশঃ স্বকীয় বুদ্ধিবলে জীবনের উন্নতি সাধন করেন। ইনি ইং ১৮২৯ সালে কলিকাতা নগরীতে "ওরিএণ্টাল্ সেমিনারী" নামে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের মৃত জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ের অন্যতর ছাত্র।

‡ ইনি হিন্দু কলেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে ইনি একখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজি-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। বর্দ্ধমানের রাজসংসারে ইনি অনেক দিন উচ্চপদের কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাতাপচাঁদ ইঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

বর্দ্ধমান-রাজবংশাদিপুরুষ আবু রায়। *

প্রতিপদে শশী যথা কলামাত্র করে
বিশদ বরণ ধরে, ক্রমে তিথিচয়
অতিক্রমি' পূর্ণিমায় পূর্ণরূপ ধরে,
উজ্জ্বল আলোকে ব্যাপ্ত ধরণী-নিলয়।
তেমতি, গো আবু রায়! তোমার দ্বারায়
বর্দ্ধমান রাজবংশ স্থাপিত হইয়া
ভুবন প্রসিদ্ধ এবে এই বাঙ্গালায়,
পূর্ণরূপে যশ ব্যাপ্ত গগন ছাইয়া।
এ রাজকুলের তুমি আদিম পুরুষ,
তুমিই স্থাপিয়া এই রাজ্য সুবিশাল
চিরখ্যাত হ'লে—তব বহিয়া পৌরুষ।
এ গৌড়ে গৌড়ীয়গণ গা'বে চিরকাল
তব যশ, গাহিলেন যথা লব, কুশ
জনক তনয়া পতি রাম গুণজাল।

পণ্ডিতবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। †

ধরা দেহ রস লভি' যথা তরুবর
কালেতে সুফল দেয়, তেমতি, বাণেশ!
সংস্কৃত বিদ্যা লভি' তুমি গো বিশেষ
জ্ঞান ফল জন্মাইলে বাঙ্গালা ভিতরে।
উপযুক্ত জ্ঞানাকর গুরুর সকাশে
শিখিলে প্রচুর বিদ্যা, বুদ্ধি সুশাণিত
হইল তোমার। পুন, এ বঙ্গ-আবাসে
গুণিগণ সমাজেতে তুমি পরিচিত।
নানা গ্রন্থ বুদ্ধি জোরে আয়ত্ত করিয়া
শাস্ত্রবিৎ হইলে গো, প্রশংসে তোমা
নিঃসংশয়ে দেশবাসী, সমাজ ভরিয়া
বহিছে তোমার খ্যাতি নির্ম্মল ধারায়।
রহে যথা সুন্দর ফুল উদ্যান শোভিয়া,
তেমতি তোমার নাম বঙ্গ বাগানে।

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। ‡

স্বদেশের বহু হিত সাধি' গো সুমতি!
যে হেতু তোমার খ্যাতি তারা উচ্চে
এ বঙ্গ গগন পরে, বাঙ্গালার পতি
অতিশয় স্নেহী ছিলে। সদা সাধিতে
সকলের, তোমা হেন গুণীর বা মিলে।
নির্দ্দয় আচার সতী দাহ উঠাইলে
শক্তি দান করি', তাই ঘোরে সবে নিন্দে।
আজো গো তোমারে দ্বিজ স্মরিত বারেক।
দেশের উন্নতি তরে স্থাপিলে সমাজ,
স্বজাতির শুভ ইচ্ছা করিয়া অন্তরে
দুই বার গিয়াছিলে ইংলণ্ডের মাঝ,
শেষ বারে কাল তব প্রাণ তথা হরে।
নহিলে এ বঙ্গ সুখী হ'ত কত আজ।
মরিয়া অমর তুমি জগত-ভিতরে।

---

* ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। আপনার জন্মভূমি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বর্দ্ধমান নগরে বাস করেন। এবং যাবনিক ১০৬৮ সালে উক্ত নগরে বাদশাহের "পিক-আরি" নামক উদ্যানে চৌধুরী ও কোতওয়ালের পদে, বর্দ্ধমান চাকলার ফৌজদার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। ইঁহার পিতার নাম বাবু রায়।

† ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার বুদ্ধি প্রখরা হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইঁহার বিশেষ বিদ্যাবত্তা দেখিয়া ইঁহাকে আপনার রাজসভার সভাপণ্ডিত করিয়াছিলেন।

‡ ইনি কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা দ্বারা কলিকাতার "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" স্থাপন খৃঃ ১৮২৯; "কার ঠাকুর কোম্পানি" নামে কলিকাতার বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন খৃঃ ১৮৩[illegible], "ল্যাণ্ড্ হোল্ডার্স এসোসিয়েসন্" (বর্ত্তমান ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন) নামক সভা স্থাপন খৃঃ ১৮৩৮। ইঁহার প্রথম বার বিলাত যাত্রা খৃঃ ১৮৪২, দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা খৃঃ ১৮৪৫ এবং বেলজিয়ম্ নগরে মৃত্যু খৃঃ ১৮৪৬। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহার পুত্র।

বাবু ভৈরবনাথ সান্যাল। *

স্বধর্ম্মপালক, দেশ-হিত-পরায়ণ
ছিলে তুমি বঙ্গমাঝে; তোমার যতনে
বঙ্গের মঙ্গল বহু। কত দীনজন
পালিত হইল, সাধো, তোমার সদনে!
তোমার এ গুণ হেরি' সানন্দ অন্তরে
বঙ্গবাসী ঘোষে তব যশ নিরন্তর,
ব্যাপ্ত তাহা দেশময়; তরঙ্গনিকর
উদি' নীর গর্ভে যথা তীর স্পর্শ করে।
সরল, সুজন আর হিত অভিলাষী
যে জন, সে জন যদি ধনরাশি পান,
স্বধর্ম্ম, স্বদেশ-হিতে নিয়ত বিলান,
ধর্ম্মান্ধ কৃপণ সম সদা রাশি রাশি
না করে সঞ্চয়। জল পেলে জলধর
রাখে কি গোপনে কভু হইয়া কাতর?

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র। †

হে বিজ্ঞ, বিদ্বান্, তুমি এ বঙ্গমাঝারে
ধন্য জনমিলে! তব যশে বঙ্গদেশ
প্রপূরিত। বঙ্গবাসী প্রশংসার ধারে
ভিজাইল তোমা ধনে। আনন্দ অশেষ
লভেছিল সকলেতে তুমি যত দিন
জীবিত থাকিয়া সাধিলে হে দেশহিত!
বিদ্যা-পরিচয়, গুণী, দিলে যথোচিত!
এবে বঙ্গ তোমা বিনা বারিহীন মীন!
রহিবে তোমার নাম উজ্জ্বল হইয়া
এ গৌড় ভাণ্ডার-মাঝে, যথা আভাময়
মণিখণ্ড রাজালয়ে থাকয়ে শোভিয়া।
ইংরাজি বিদ্যার গুণে বঙ্গদেশময়
রহিল তোমার যশ সদা উজলিয়া,
মতিমান্, কভু তাহা হ'বে না বিলয়!

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর। ‡

নাটকের আদিগুরু ভরত তাপস
শুভক্ষণে জনমিলা ভারত-ভবনে;
হৃদয়-শীতল-কর মধুময় রস
নাট্যছলে বরষিলা মানব শ্রবণে।
সে ঋষির বরে (আমি অনুমান করি)
বঙ্গ-জন মিত্র হ'য়ে, মিত্র বাহাদুর!

---

* ইনি জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী পুঁটীয়া নামক স্থানে বাস করিতেন। ইঁহার জীবদ্দশা হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মকর্ম্মেই অতিবাহিত হইয়াছিল। দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের প্রতি ইনি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। ইনি মৃত্যুকালে উইলে স্বীয় বিষয়ের অর্দ্ধাংশ দেবসেবার জন্য লিখিয়া যান। পুঁটীয়ানিবাসিনী দেশবিখ্যাতা দানপরায়ণা ৺ রাণী শরৎসুন্দরী দেবী ইহার কন্যা।

† কলিকাতা,—নিমতলা ষ্ট্রীটে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে পারসী ও সংস্কৃত কিছু শিক্ষা করিয়া ডেবিড্ হেয়ার সাহেবের স্কুলে পরে পূর্ব্বতন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজিতে বিশিষ্ট কৃতবিদ্য হয়েন। টাউনহল প্রভৃতি সভাতে ইনি দেশের হিতার্থ অনেকগুলি ইংরাজি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড," "কলিকাতা রিবিউ" প্রভৃতি সংবাদপত্রে ইনি উত্তমোত্তম বিষয় লিখিতেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কেবল ইনিই মেট্রোপলিটান্ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। জ, ব, খৃঃ ১৮২২,—২৬এ মে। মৃ, ব, খৃঃ ১৮৭৩,—৬ই আগষ্ট।

‡ জেলা কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী চৌবেড়া নামক গ্রামবাসী কালাচাঁদ মিত্রের ঔরসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে হুগলী কলেজে পরে হিন্দু কলেজে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু কলেজে কিছু দিন শিক্ষকতার কার্য্য করেন। পরে পোষ্ট আফিস সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। ইনি নীলদর্পণ, লীলাবতী, সধবার একাদশী, বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো, নবীন তপস্বিনী, সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা, জামাই বারিক ও কমলে কামিনী নামক গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। জ, ব, শং ১৭৫১। মৃ, ব, শং ১৭৯৫—১৭ই কার্ত্তিক। বঃ ৪৪ বঃ।

বাঙ্গালা নাটক তুমি—আহা, মরি মরি!—
রচিলে ঘৃণিত নীতি করিবারে দূর।
যত পড়ি বাড়ে তত বাসনা পড়িতে,
মিটে না মনের সাধ; পাইলে যেমতি
সুধারস রসনার না হয় বিরতি,
কিম্বা জ্বর-বিকারীর যেরূপ বারিতে।
এমনি নাটক তুমি করিলে রচন,
পড়ি' কভু হাসি—করি কখন রোদন।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। *

ব্রিটনীয় ভাষা শিখি' পরিচয় তা'র
দিলে তুমি ভালরূপে, ঘোষজ সুজন!
গাঁথিয়া অপূর্ব্ব, চারু কবিতার হার
ইংরাজি ভাষায়। শ্রুতি-পথ-বিমোহন
কবিতার ছটা তব। দূর-বন-জাত
ফুল্ল ফুলকুলে যথা গাঁথে মালাকার
কমনীয় দাম (দাম প্রচুর তাহার)
ভুলা'তে নয়ন, মন;—হারে পারিজাত।
তেমতি সাগর-পার-বিদেশী ভাষায়
কবিতা-মালিকা তুমি স্বগুণে গাঁথিলে
বঙ্গবাসী হ'য়ে। পরি' অন্তর-গলায়
এ তব গুম্ফিত হার, আনন্দ সলিলে
সন্তরে পাঠক সদা; সুধার ধারায়
তব যশ গায় সবে। সুকীর্ত্তি রাখিলে।

কবিবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। †

আনন্দিত চিতে নন্দী আনন্দ দায়িকা
দক্ষের নন্দিনী সতী-চরণ-যুগলে
রক্তরাগসুরঞ্জিত জবার মালিকা
গাঁথিয়া যেমতি দিল, (পূর্ণ পরিমলে!)
তেমতি, কবীশ! তুমি অতীব যতনে—
সংস্কৃত-ভাষা-ফুলে (অতুলিত ফুল!)—
গাঁথিয়া কবিতা-হার পরা'লে চরণে
জননী বঙ্গের;—শোভা ভাতিল অতুল!
কে আর এমন, হায়, হার মনোহর
গাঁথি' জন্ম-ভূমি-পদ করিবে শোভিত!
এস এস, ফিরে এস, কাব্য-মালাকর,
গাঁথ মালা, দাও পদে! কাতর অন্তর
তিনি যে বিহনে তব। সবে বিষাদিত
না হেরি' তোমায়,—কোথা গেলে, কবিবর!

সঙ্গীতকেশরী রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। ‡

গভীর জলধি-জলে ডুবারী ডুবিয়া
মুকুতা যেমতি তুলে বহুশ্রম সনে,

---

* ইনি কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনবান্ কায়স্থবংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। প্রথমে পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত হন। পরে হিন্দু কলেজে ইংরাজি বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। যৌবন সময়ে কবিবর মিল্‌টনের মুখশ্রীর ন্যায় ইহাঁর মুখশ্রী ছিল। ইনি ইংরাজি ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই লিখিতেন। ইংরাজি কবিতা লিখিবার জন্য সকলে ইহাঁকে "ইণ্ডিয়ান্ বার্ড্" কহিত। ডাক্তার উইল্‌সন্, হেন্‌রি, র‍্যাটারি প্রভৃতি কলিকাতাস্থ ইংরাজ কবিগণের সহিত ইহাঁর বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। ইনি "হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্সার" নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। জ, ব, বং ১২১০। মৃ, ব, বং ১২৮০, অগ্রহায়ণ। বঃ ৭০ বঃ।

† ইনি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইহাঁর সময়ে ইনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় কবি ছিলেন। ইনি নৈষধচরিত, রাঘব পাণ্ডবীয় প্রভৃতি কাব্যের উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইনি শেষাবস্থায় কাশীবাস করিয়া পরলোকগত হন। মৃ, ব, শং ১৭৮৮।

‡ ইনি জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরনিবাসী গদাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় বিশিষ্টরূপ পণ্ডিত ছিলেন এবং ঐ সকল ভাষায় নানা প্রকার রাগরাগিণীসংযুক্ত গীত ও কবিতা রচনা করেন। ইনি সংস্কৃত বিদ্যায় এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, ইহাঁর সময়ে বিষ্ণুপুরের

সে মতি উজ্জ্বল জ্যোতিজালেতে জ্বলিয়া
কণ্ঠেরে শোভিত করে বিশদ বরণে ;
সঙ্গীত সাগর-নীরে তুমি, দ্বিজবর !
ডুবিয়া সঙ্গীত-বিদ্যা অতুল রতনে
তুলিলে তেমতি। বঙ্গ-হৃদয়-উপর
ছিলে তুমি বিভূষিত সঙ্গীত ভূষণে।
কুসুম কাননে যথা ফুলে ফুলে বসি'
মধু জড় করে অলি গুন্ গুন্ রবে ;
সঙ্গীত আরামে তুমি ঝঙ্কার বরষি',
তেমতি কবিলে লাভ সঙ্গীত-আসবে।
হে সঙ্গীত-প্রিয় পূজ্য ! প্রসাদে তোমার
যে লাভ লভিল বঙ্গ, তুলা নাহি তা'র।

বাদ্যবিশারদ শ্যামচাঁদ গোস্বামী। *

শুভক্ষণে তুমি, বাদ্য বাদন কুশল !
এ উর্ব্বর বঙ্গভূমি অঙ্কের উপর
জনম লভিয়াছিলে। তোমার সোসব
সর্ব্ব-চর্ম্ম-যন্ত্রবিৎ অতীব বিরল।
স্বেচ্ছাধীন চর্ম্ম-যন্ত্র যে যা' গো তোমায়
বাজাইতে দিত, তুমি নির্ভীক অন্তরে
বাজাইতে, মজাইতে সে যন্ত্রের স্বরে
শ্রোতাগণ-শ্রুতি ;—শ্রোতা চমৎকৃত তা'য় !
গাজন-তলায় ঢাক—রাস মঞ্চে খোল—
ডাগর নাগারা উচ্চ নবাব-তোরণে—
সঙ্গীত-সমাজে ঢাক মৃদঙ্গের বোল—
জগঝম্প, কাড়া, ডম্ফ বিবাহ-ভবনে—
ঢোলক গাগার দলে—পূজা-গৃহে ঢোল
বেজেছিল তব করে, ধন্য সে কারণে !

পরিশিষ্ট।

মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বঙ্গভাষায় প্রথম সৃষ্ট চতুর্দ্দশপদী কবিতার অনুকরণ করিয়া বঙ্গভূষণ রচনা করিলাম। সেই জন্য মৃ· কবিবরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই পুস্তকের কতকগুলি টীকাতে নিম্ন-লিখিত পুস্তক কএকখানি হইতে বিস্তর সাহায্য পাইয়াছি :—

কবিচরিত ; বঙ্গভাষার ইতিহাস ; সঙ্গীতসার, Indian Antiquary ; Calcutta Review, বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—প্রথম খণ্ড ; সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ; ইত্যাদি।

সাঙ্কেতিক বাক্য।

জ,	ব,	বং	...	জন্ম	বৎসর	বঙ্গাব্দ
জ,	ব,	খৃঃ	...	„	„	খৃষ্টাব্দ
জ,	ব,	শং	...	„	„	শকাব্দ
মৃ,	ব,	বং	...	মৃত্যু	„	বঙ্গাব্দ
মৃ,	ব,	খৃঃ	...	„	„	খৃষ্টাব্দ
মৃ,	ব,	শং	...	„	„	শকাব্দ
বঃ	( )	বঃ	...	বয়ঃক্রম	( )	বৎসর

কোন সংগীতবিদ্ ব্যক্তিই ইঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ তবলাবাদক বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ইঁহার মিত্র এবং সঙ্গতকার ছিলেন। সঙ্গীতসার, গীতগোবিন্দ স্বরলিপি, ঐকতানিক স্বরলিপি-প্রণেতা বঙ্গসঙ্গীতাচার্য্য ৬ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ইঁহার বিখ্যাত ছাত্র এবং তিনি বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মৃ, ব, বং ১২৬৮। বঃ ৭৭ বৎসর।

* ইনি জেলা বাঁকুড়ার অন্তঃপাতী বিষ্ণুপুরনিবাসী শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র। ইনি সকল প্রকার চর্ম্মযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। কথিত আছে, ইনি একটা বৃহৎ কূপের মুখভাগ চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তাহাতে নানা প্রকার বোল বাজাইয়াছিলেন। ১৬৫ বৎসর অতীত হইল ইনি জীবিত ছিলেন।

☞ বঙ্গভূষণ বর্ত্তমান ১২৯৮ সালে ৪র্থ ভাগ গ্রন্থাবলী মধ্যে তৃতীয় বার প্রকাশিত হইল। অতএব কোন কোন স্থলে সাময়িক বৎসরসংখ্যা ১৮ বৎসর হিসাবে বাড়াইয়া লওয়া হইল।

সম্পূর্ণ

আগমনী।

হিমালয় পর্ব্বত।

শয়নাগার।

মেনকার স্বপ্নযোগে ভগবতী দর্শন।

বিমল গগনতল সুনীল বরণ।
নেহারি' মানস মোহে জুড়ায় নয়ন॥
শারদীয় পূর্ণ শশী মাঝে শোভা পায়।
কষিত রজত সম, হীন তুলনায়॥
রমেশ-উরসে যথা কৌস্তুভ রতন।
ঝক্‌মকে উজলিয়া গোলোক ভুবন॥
অথবা সরস-সরে কমল সরস।
শোভা পায় সিত রাগে মোহি' দিগদশ॥
কিম্বা রৌপ্য ফুল যথা কামিনী-কুন্তলে।
শোভা করি' কেশপাশে সদা ঝলমলে॥
কিম্বা গজমতি যথা নিগ্রো-কর-মাঝে।
ধবল বিশদ রাগে নিয়ত বিরাজে॥
হীরাখণ্ড সম চারু তারকানিচয়।
বিশাল আকাশে শোভে, অতি শোভাময়॥
যেন মণি-সুখচিত নীলাম্বর পরি'।
স্মিতমুখে বিহরেন প্রকৃতি সুন্দরী॥
শীতল সমীর বহে মৃদু সঞ্চরণে।
জুড়ায় তাপিত দেহ তা'র পরশনে॥
তরুকুল ফুলে ফলে হিমাদ্রি-শিখরে।
নবীন হরিত রাগে কম শোভা ধরে॥
তাহে পুন শশি কর পরশি' হরষে।
হসিত আননে যেন ভাসে প্রেমরসে॥
গগনে নিরখি' চাঁদে কোকিলকলাপ।
দিবাবোধে কুহুরবে করি'ছে আলাপ॥
উন্নত তমাল-ডালে চকোরী চকোর।
সুধাকর-সুধাপানে হই'ছে বিভোর॥
ধরামধ্যে গিরিকুলে হিমাদ্রি প্রধান।
কোন্ দেশে কোন্ গিরি এ নগ সমান?॥
ভাবভের শির ভূষা অতুল শোভন।
হেরিলে মোহিত হয় ভাবুকের মন॥
প্রকাণ্ড উপলপুঞ্জ ভীষণ আকার।
বেড়ি' অদ্রি-দেহ, আহা, শোভে অনিবার॥
নানাবিধ শিলাখণ্ড বিচিত্র বরণ।
নিমেষে মনের ভাব করয়ে হরণ॥
নিয়ত হিমানীরাশি ধবল আকার।
তুঙ্গ-শৃঙ্গ-শিরোপরে হই'ছে আসার॥
সিত রাগে নগপতি শোভে মনোহর।
যেন যোগাসনে বসি' ধ্যানে মগ্ন হর॥
সুন্দর বিটপি-রাজি রাজে সারি সারি।
নন্দন কানন যায় তুলনায় হারি'॥
যেন গিরি মরকত-খচিত ভূষণ।
পরিয়া বিরাজে, আহা, ভুলে যায় মন!॥
অচল-নিতম্ব হ'তে ঝরি'ছে নির্ঝর।
জুড়ায় শ্রবণ কিবা সুমধুর স্বর॥

---

* ১২৯৮ সালের ভাদ্র মাসে রচিত

হেন বোধ হয় যেন গন্ধর্ব্বনিকর।
ছরিষে বাজায় বীণা শ্রুতি-মনোহর॥
কোন খানে অন্ধকার গহ্বর ভীষণ।
মৃত্যুমুখ সম রূপ হেরে ভীত মন॥
অবিরল জলরাশি তাহার মাঝারে।
ভীমনাদে গরজি'ছে অবিরাম ধাবে॥
পবিত্রা তটিনী গঙ্গা সলিল বিমল।
পবিত্র পাতকিকুল স্পর্শি, যাঁ'র জল॥
যমুনা গণ্ডকী সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি।
পূজ্য নদীপুঞ্জ বহে মৃদুল নিনাদি'॥
হিন্দু-পূজনীয় গিরি পবিত্র আলয়।
স্বর্গ সম যা'র শোভা চির সুখময়॥
এ হেন পার্ব্বতদেশে চন্দ্রিকা-বিভায়।
সাজিয়া যামিনী সতী চারু শোভা পায়॥
গিরিবাসী জীবকুল সুখে নিদ্রা যায়।
নিশাচর পশুগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
হেন কালে গিরিপুরে গিরীশ-দয়িতা।
বিচিত্র শয়ন'পরি আছিলা শয়িতা॥
সহসা স্বপনে রাণী হেরিলা উমায়।
দাঁড়ায়ে পর্য্যঙ্ক-পাশে চেনা নাহি যায়॥
বিকচ-চম্পকনিভ গউর বরণ।
হ'য়েছে মলিন যথা নলিন আনন॥
পরশি' শিশির ঋতু বিরসে শুকায়।
মানস কাঁদিয়া উঠে নিরখিলে তা'য়॥
হাসিলে যে বিধুমুখে বরষিত সুধা।
নিরখি' ঘুচিয়া যেত নয়নের ক্ষুধা॥
বিরস সে মুখখানি বিষাদে এখন।
সজল জলদ যথা ছাইয়া গগন॥
ঝাঁপে পূর্ণশশী সদা চক্ষে বহে ধার।
আহা, সে সলিলে বক্ষ ভিজে অনিবার॥
যে হেমসন্নিভ দেহে চারু আভরণ।
অহরহ সুশোভিত, ভুলিত নয়ন॥
বৈদূর্য্য মুকুতা চুণি মরকত হীরক।
করিত যে দেহে, মরি, সদা ঝকমক্॥
বোধ হ'ত যেন ছাড়ি' সুনীল আকাশ।
বিরাজি'ছে তারাবলী সৌদামিনী-পাশ॥
সে শরীরে সাজে এবে রুদ্রাক্ষের ফল।
নেহারিয়া হেন ভূষা চক্ষে আসে জল॥
যেন রে শৈবালদল সোণার অচলে।
অসিত বরণে শোভে, হেরে হিয়া গলে॥
যে দেহ দুকুলবাসে সাজিত সুন্দর।
নেহারি' ভুলিত আঁখি জুড়া'ত অন্তর॥
এবে সে সুবর্ণ দেহে শোভে বাঘছাল।
হেমলতা ঢাকিয়াছে জলধরজাল॥
আগুল্‌ফলম্বিত চারু কেশপাশ-পাশে।
শোভিত রতন ফুল সুন্দর বিকাশে॥
নধর কমল ফুল ভ্রমেতে ভ্রমর।
ভ্রমিত সে ফুল-পাশে করি' গুন্ স্বর॥
এবে সে রুচির কেশে নাহি স্বর্ণফুল।
নাহি আর রবকারী মধুকরকুল॥
কটা রঙে জটাজুট শিরেতে এখন।
বিকট আকারে শোভে লোটায় কখন॥
বিশীর্ণ হয়েছে কায়, কি কহিব কা'য়।
উমা ব'লে ভবানীরে চেনা নাহি যায়॥
হেরি' শিবানীর হেন রূপ বিপরীত।
মেনকার চিত্ত হ'ল বিষাদে পূরিত॥
না সরে বদনে বাণী, জ্ঞানহীন প্রায়।
গালে হাত গিরিজায়া নিরখে উমায়॥
কতক্ষণ পরে ভব-উর-বিলাসিনী।
কহিলা করুণস্বরে যথা ভিখারিণী॥
গৃহস্থ জনের নিজ দুঃখ-পরিচয়।
ম্লানমুখে অর্দ্ধস্ফুট মৃদুভাষে কয়॥—
"ওঠ, মা মেনকে! তোর অভাগিনী মেয়ে।
আসিয়া ডাকি'ছে হের দুখিনীরে চেয়ে॥
ক্ষুধায় জঠর জলে, আকুল জীবন।
অসহ্য দুঃখের দাপে ঝুরি'ছে নয়ন॥
মেয়ে ব'লে মনে কি গো আছে, গিরিজায়া!।
বুঝেছি আমার প্রতি তোর যত মায়া॥
জনক পাষাণ-কায়া, কাতরে না গলে।
কঠিন হৃদয় তাঁ'র যথা আঁখিজলে॥
গলে কি নিদয়-প্রাণ? অথবা যেমন।
দীন-দুঃখে নাহি দ্রবে কৃপণের মন॥

শুনেছি সুতার চেয়ে সুত অতিশয়।
স্নেহপাত্র জনকের, কিন্তু খেদ হয়॥
নেহারি' পিতার মম ভাব বিপরীত।
মৈনাক তনয় ইহ ভুবন-বিদিত॥
বাসবের ভয়ে তাই সাগর-মাঝারে।
ডুবি' আছে চিরকাল, দুখ ক'ব কা'রে॥
আমার যে দুখ তাহে! জনক তাহায়।
ছেলে ব'লে একবার ভ্রমেও না চায়॥
-আমি এক অভাগিনী তনয়া তাঁহার।
ব'লেও পড়ে না মনে কি কহিব আর॥
পাছে ভাল বাস পরি, পাছে ভাল খাই।
পাছে কিছু জনকের ধন কড়ি চাই॥
তাই মোরে তাড়াতাড়ি পাগলের করে।
সঁপিয়া মনের সুখে র'য়েছেন ঘরে॥
মনে ভেবেছেন পিতা শিব সর্ব্বক্ষণ।
ছাই মাখে, করে ভাঙ ধুতুরা ভক্ষণ॥
উমারেও শিখাইবে সিদ্ধি খাওয়াইতে।
উন্মাদিনী হ'বে উমা নারিবে চিনিতে॥
ভাল মন্দ দ্রব্যগুণ সবি একাকার।
ভাবিবে, নারিবে মোরে চিনিবারে আর॥
সে যা' হোক্, জননি গো, আশা নাহি ধনে।
যে পতি পেয়েছি শিবে সেবে একমনে॥
যুগল চরণে তাঁ'র কত সুখ পাই।
তুচ্ছ ধনে মেয়ে তোর ইচ্ছা করে নাই॥
পতিই সতীর প্রাণ সুখের আকর।
পতি বিনা রমণীর সকলি অপর॥
কি দরিদ্র দুঃখী পতি কিবা ধনবান্।
পতিরতা কামিনীর সকলি সমান॥
যে নারী সরল মনে সেবে পতিপদ।
ধরাধামে পূজ্য সেই, পায় মোক্ষপদ॥
কিবা শোভা ধরে শশী শরত-সময়।
কমলে কমল কিবা হয় শোভাময়॥
কি ছার নন্দন বনে পারিজাত ফুল।
স্বর্ণচাঁপা কিবা শোভা করে নারী-চুল॥
ভূপতি-মুকুটে মণি কিবা শোভা পায়।
সকলি পতির কাছে হীন তুলনায়॥

একমাত্র রমণীর পতিই সকল।
পতিরে না সেবে যেই, সে নারী বিফল॥
তাই বলি, জননি গো, শিব বিনা আর।
কিছুই না লাগে ভাল সকলি অসার॥
শঙ্কর মাখেন ছাই আমিও তা' মাখি।
যুগলে মিলিয়া সদা প্রেতভূমে থাকি॥
কঙ্কালগ্রথিত মালা পরেশ-গলায়।
দেখাদেখি আমিও, মা, গলে পরি তা'য়॥
শার্দ্দূল-অজিন যাহা কটিদেশে তাঁ'র।
শোভা পায় নীলকণ্ঠে রুদ্রাক্ষের হার॥
অহরহ সুবিরাজে শিরে জটাজাল।
চরণ পর্য্যন্ত লম্ব দোলে চিরকাল॥
আমিও, জননি, সদাশিবের মতন।
ও সব শরীরে পরি করিয়ে যতন॥
পতির কৃপায় মম সকলি প্রতুল।
কেবল হৃদয়ে এক বিষাদের শূল॥
ফুটিতেছে, সে জ্বালায় ছটফটে প্রাণ।
কি ক'ব কহিতে গেলে ঝরে গো নয়ান॥
একমাত্র আমি তোর দুখিনী কুমারী।
বিবাহ দিয়াছ পুন দেখিয়া ভিখারী॥
কিরূপে র'য়েছি তা'র তত্ত্ব নাহি লও।
পিতারেও মোর কথা ভুলেও না কও॥
যা' হোক্, জেনেছি ভালবাসা তোমাদের।
তা'ই বা কি ক'রে বলি, মোর ভাগ্যফের॥
শ্বশুর-ভবন হ'তে আনি' দুহিতায়।
সমাদরে পিতা মাতা ভালবাসে তা'য়॥
কোলে ক'রে মাতা তা'রে আনন্দ-সাগরে।
ডুবে যায়, ঘন চুমে অধর অধরে॥
কিন্তু মোর পোড়া ভাগ্যে ঘটে না সে সব।
যে জ্বালায় জ্বলে মরি কা'রে আর ক'ব॥
জনক জননী মম থাকিতেও নাই।
ইচ্ছা হয় ডুবে মরি কিম্বা বিষ খাই॥
বৎসরেও নাহি খোঁজ কি তোর পরাণ।
পাষাণের নারী তুই পাষাণ সমান॥
যদি গো তোদের ইহা ছিল মনে মনে।
নির্ব্বাসিতা করিবারে এ দুখিনী জনে॥

তবে গো ভূমিষ্ঠকালে খাওয়াইয়া নুন।
কেন কেন অভাগীরে কর নাই খুন ?॥
নিশ্চিন্ত হইতে দোঁহে, ঘুচিত যাতনা।
আমারেও এত দুখ সহিতে হ'ত না॥
কিন্তু এবে মোর প্রাণ তোমাদের চেয়ে।
আকুল হ'য়েছে সদা আসে হেথা ধেয়ে॥
তোদের যত না মায়া আমার উপর।
তা' হ'তেও শত গুণে আমার অন্তর॥
ভালবাসে তোমাদের কি ক'ব সে কথা।
পিতা মাতা প্রতি মোর যতেক মমতা॥
কিন্তু, মা গো, তোমাদের স্নেহলেশ নাই।
বিশীর্ণা মলিনা ভেবে হইয়াছি তাই॥
মা হ'য়ে মায়ের মত নাহি কর কাজ।
শুনিলে কি ক'বে লোক ? দিবে তোরে লাজ॥
যা' হোক্, জননি, তোর কি দৃঢ় পরাণ।
পাষাণের নারী ব'লে এত কি পাষাণ ?॥"
এইরূপে মহামায়া স্বপ্নে মেনকায়।
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে সতী করুণ ভাষায়॥
সম্ভাষি' সহসা পুন হৈল অন্তর্ধান।
রাণীরো ভাঙ্গিল ঘুম আকুল পরাণ॥—
"হা উমে! কোথায় উমে! আয় পুনরায়।
বিরহ-অনলে প্রাণপাখী পুড়ে যায়!॥
স্বপনেতে দেখা দিয়ে লুকা'লি কোথায়।
কাতরা জননী তোর ডাকে রে হেথায়॥
কে বলে তোমারে আমি মনে করি নাই।
অশনে বসনে শু'য়ে ভাবি, মা, সদাই॥"
এইরূপে গিরিরাণী করেন বিলাপ।
ক্ষণে ক্ষণে ঘন ঘন ছাড়ি'ছেন হাঁপ॥
নিকটে শুইয়া গিরি সুখে নিদ্রা যান।
রাণীর কি দশা কিছু টের নাহি পান॥

প্রভাত।

দিবাপতি-দূতী উষা মনোহর বেশে।
পশিলেন হাসি' হাসি' আসি' নগদেশে॥
জাগিল বিহগকুল মধুর কূজনে।
কূজি' আমোদিল যত বন উপবনে॥
গহ্বরে গম্ভীরভাবে হিংস্র পশুগণ।
একে একে পশিতেছে ধাবিত গমন॥
বহি'ছে শীতলানিল বহি' ফুলবাস।
আ'মরি, কি নব ভাবে শোভিল আকাশ!॥
নিষ্প্রভ রজনীপতি মলিন আননে।
পশিলা বিষাদে, আহা, গগন-ভবনে!॥
ক্রমে নগ-পূর্ব্বদিক অরুণ বরণে।
লোহিত করিয়া রবি উজলে কিরণে॥
একচক্র রথে চড়ি' উদিলা আকাশে।
বিভাতিল চারি দিক বিমল বিভাসে॥
মানস-সরস-সরে সরস কমল।
ফুটিল বিশদ-রাগে ঝরে পরিমল॥
মধুগন্ধে অন্ধ হ'য়ে অলি তাহে বসে।
যেন রে কলঙ্ক-রেখা শশাঙ্ক-উরসে॥
ভানু ভাতে বিভাতিয়া ঝরণার জল।
ঝলমলে, আহা, যেন হীরকের দল!॥
নিশির শিশিরে যত তরু শোভা পায়।
যেন রাম-কণ্ঠ শোভে মুকুতা-মালায়॥
এরূপে প্রকৃতি সতী সাজি চারু বেশে।
শোভিলেন হাসি' হাসি' আসি' নগ-দেশে॥
শ্রীদুর্গা স্মরিয়া যত মানবনিচয়।
উঠিতেছে একে একে সানন্দ হৃদয়॥

রাজসভা।

হেথা হিমালয়-রাজ, সাধিবারে রাজকাজ,
চলিলেন সভাপুরে দ্বিরদগমনে।
মেনকার ভাব যত, না হইলা অবগত,
হরষে বসিলা ভূপ রাজসিংহাসনে॥
স্বর্ণছাতা শির'পরে, আ'মরি, কি শোভা ধরে,
সুচারু চামর ধীরে চাকরে ঢুলায়।
রেশম-রচিত চারু, মনোহর কত কারু,
পাখাগুর শোভা পায় সোণার শলায়॥

শিশুপালকের দণ্ড, হেরিলেও দশ দণ্ড
নাহি মিটে মানবের নয়নের আশ।
আ'মরি, কি সুধাময়, রাজসভা শোভাময়,
ঝুলি'ছে ঝালররাশি বিকাশি' বিভাস॥
বিচিত্র আসন পাতা, কৃত্রিম কুসুমে গাঁথা,
নানা রঙে শোভা পায় তাহার উপর।
অষ্ট-কোণ-নিরমিত, সিংহাসন সুশোভিত,
ঝলমলে মণি চুণি হীরকনিকর॥
তদুপরি বসি' রায়, ইন্দ্র সম শোভা পায়,
অপরূপ রূপ নারী-মানস-মোহন।
রতন মুকুট মাথে, পদ্মরাগ মণি তাতে,
শোভা পায় উজলিয়া রাজনিকেতন॥
গলে দোলে রতি-হার, কি ক'ব বাহার ত্যা'র,
দেখি নাই দেখিব না কখন তেমন।
আ'মরি, কি রাজ-বেশ, সুষমার একশেষ,
অঙ্গে শোভে রত্নময় কত বিভূষণ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত, শাস্ত্রালাপ নানা মত,
করি'ছেন চারি পাশে বসি' সভাসনে।
নেহারি' সে সভালয়, মনে হেন বোধ হয়,
যেন বাসবের সভা অমর-ভুবনে॥
ভীমকায় দ্বারপাল, উরসে শোভিছে ঢাল,
হাতে তরবাল শোভে ভীষণ আকার।
সদা কড়া দৃষ্টিপাত, হুঙ্কারে কবি'ছে মাত,
পাচারি করিয়া সদা রাখি'ছে দুয়ার॥

শয়নাগার।

মেনকার বিরহ ও সখী কর্ত্তৃক সান্ত্বনা।

হায় রে, কি জ্বালা আর সহনে না যায় রে!।
কেন হেন হেরিলাম সোণার উমায় রে!॥
মলিন হ'য়েছে কায়,
জটা শিরে শোভা পায়,
মরি রে, বিদরে বুক মনে হ'লে তা'য় রে!।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে?॥

যে মুখে দিতাম ক্ষীর মাখন ছানায় রে!।
যে মুখে বলিয়ে মা মা ডাকিত আমায় রে!॥
আহা, সেই চাঁদ মুখে,
বাণী না নিঃসরে দুখে।
দেখে হৃদি ফেটে যায়, কি ক'ব কাহায় রে।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে?॥

সাজা'তেম যেই দেহ রতন-ভূষায় রে।।
যে গলা শোভিত চারু মুকুতা মালায় রে!॥
এবে রুদ্রাক্ষের হার,
দোলে গলে অনিবার।
কটিদেশে বাঘছাল দেখে ভয় পায় রে।
কেন বাছা দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে?॥

যে উমা শুইত সদা চারু বিছানায় রে।।
এবে সেই স্বর্ণদেহ লুঠি'ছে ধূলায় রে।॥
যে উমা প্রাসাদ'পরি,
নিবাসিত শোভা করি',
এবে কি না বহে বাছা তরুর তলায় রে!।
কেন, বাছা! দিলি দেখা এ বেশে আমায় রে?॥

এরূপে মেনকা বিলাপে কত।
কি ক'ব আমি সে যাতনা যত॥
কভু ভূমে পড়ি' গড়া'যে যায়।
কভু করাঘাত করে মাথায়॥
কভু বসে, কভু সবেগে ধায়।
কভু আঁখি মুদে, কখন চায়॥
কভু দুখে ছিঁড়ে কবরী-পাশ।
কভু ঘন ফেলে অনল-শ্বাস॥
কভু বলে মুখে 'হা উমে!' বাণী।
এইরূপে কত বিলাপে রাণী॥

মেনকা ও দাসীর কথোপকথন।

হেন কালে দাসী, নিকটেতে আসি'
নিরখি' রাণীর দুখ।

গালে হাত দিয়া, রহিল চাহিয়া,
বলে,—হেরে ফাটে বুক ॥
রাজার কামিনী, কেন বিষাদিনী,
এ কি চোকে দেখা যায়।
কি হেতু ভূতলে, পাতিয়া আঁচলে,
শু'য়ে করে হায় হায় ॥"
বসনে তখন, মুছিয়ে বদন,
ধুইয়া শীতল জলে।
পাখা নাড়ি' ধীরে জুড়ায় শরীরে,
শেষে মৃদু ভাবে বলে ॥—
"ওগো রাজরাণি! আকুলিত প্রাণী
কি হেতু তোমার হ'ল।
কেন হেন বেশ, বল সবিশেষ,
সুধাই আমারে বল ॥
ভূপ কি তোমায়, কঠোর কথায়,
দিয়াছেন মনোজ্বালা?।
অথবা কি তরে, পড়ি' ধরা'পরে,
কহ মোরে, রাজবালা? ॥"
মেনকা তখন, মুছিয়া নয়ন,
কহিলেন ধীর ভাবে।—
"শুন, ওরে দাসি! উমা কালি আসি',
স্বপনে আমার পাশে ॥
কহিল কাঁদিয়া, বিদরে রে হিয়া,
তা'র কথা মনে হ'লে।
নাহি সেই রূপ, হ'য়েছে বিরূপ,
সদা ভাসে আঁখি-জলে ॥
'হায়, গো জননি! পাষাণ-রমণী,
কি কঠিন প্রাণী তোর।
ভুলেও কখন নাহি দরশন,
যতেক যাতনা মোর ॥
বারো মাস প্রায়, যায় যায় যায়,
তবু না করহ খোঁজ।
দেখে তোর ভাব স্বভাবে অভাব
হইতেছে ভাব রোজ ॥'
এইরূপ কত দেখিয়াছি যত
শয়নে স্বপনে কা'ল।
এক এক ক'রে, কহিতে বিদরে,
বুকে বেঁধে শোক-শাল ॥
প্রিয় অনুচরি! যা রে ত্বরা করি',
যথা ব'সে মহারাজ।
বল্ গিয়ে তাঁ'রে, মেনকা তোমারে,
ডাকি'ছে ক'র না ব্যাজ ॥"
রাণী এত বলি', পড়িলেন ঢলি',
ধাইয়া চলিল দাসী।
রাজ-সভালয়, যথা হিমালয়,
উপনীত তথা আসি' ॥
কহিল রাজায়,— "ডাকেন তোমায়,
ত্বরা করি' মহারাণী।
করিলে গউণ, হইবেন খুন,
ত্যজিবেন শোকে প্রাণী ॥"

অন্তঃপুর—প্রাঙ্গণ।

দাসী সহ রাজার প্রবেশ।

এত শুনি' দাসীমুখে ধেয়ে হিমালয়।
সভা ভাঙ্গি' চলিলেন রাণীর আলয় ॥
কি ক'ব গতির কথা, গায়ের বসন।
ধ্বজাসম উড়িতেছে যেন রে পবন ॥
নিরখি' রাজার গতি সরমে হারিয়া।
টানিয়া রাখি'ছে ভূপে বসন ধরিয়া ॥
দেখিলা আকুলা রাণী, হাহাকার মুখে।
ঘন ঘন শ্বাস-পাত, করাঘাত বুকে ॥
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বসে, ক্ষণে রড়ে ধায়।
কভু ধরা-ধূলি মাখি' ভূতলে গড়ায় ॥

রাণীর প্রতি রাজার উক্তি।

যাও যাও, মহারাজ! লাজ কি হে পায় না।
নামের মতন কাজ এখনো কি যায় না ॥
চিরকাল রাজকাজ বিনা মন রয় না।
আছে কি মেয়েটা ম'লো, খোঁজ তা'র হয় না।

দিয়েছ শিবের করে, ভাঙ বই খায় না।
চিরকাল ছাই মাখে, চুয়া পানে চায় না॥
সাপুড়ে ডমরু বিনা বাজনা বাজায় না।
ববম্ ববম্ বম্ ব্যতীত চেঁচায় না॥
পরণে বাঘের ছাল, সাত দিনে নায় না।
হা হা করি' হেসে উঠে যদি হেরে আয়না॥
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগে, ভাল খেতে পায় না।
ভ্রমেও শ্মশান ত্যজি' ভাল পথে ধায় না॥

গিরিরাজপ্রতি মেনকার উক্তি।

দেখে হেন বর, দিগম্বর হর,
তবু দিলে মেয়ে তা'য় হে তা'য়।
সোণার উমারে, ভাসা'লে পাথারে,
হেরে বুক ফেটে যায় হে যায়!॥
বিরূপাক্ষ কাছে, কিরূপে মা আছে,
হেরিবারে মন চায় হে চায়।
আনিয়ে উমায়, বাঁচাও আমায়,
নতুবা জীবন যায় হে যায়!॥
গত নিশাযোগে, স্বপনের ভোগে,
দেখিয়াছি আমি তা'য় হে তা'য়।
হ'য়েছে মলিন, হেম-দেহ ক্ষীণ,
কি ক'ব সে কথা, হায় হে হায়!॥
নাহিকো সে রূপ, হ'য়েছে যে রূপ,
সেরূপ কহিব কা'য় হে কা'য়।
অশনের আশে, আসি' মোর পাশে,
হাত পেতে ভিক্ চায় হে চায়॥
আহা, মহারাজ, উমার এ কাজ,
নেহারি' কাঁদিনু, হায় হে হায়!।
সবে এক মেয়ে, নাহি দেখ চেয়ে,
মম:প্রাণ ফেটে যায় হে যায়!॥
তুমি ত পাষাণ, নাহি গায়ে সান,
কি কঠিন প্রাণ, হায় হে হায়!।
আমি জেতে নারী, তাই যেতে নারি,
নৈলে আনিতাম তা'য় হে তা'য়॥
যদি চাও মোরে, আন ত্বরা ক'রে,
নহে পড়ি' তব পায় হে পায়।
বিহনে সে তারা, হ'ব প্রাণহারা,
ছাড়িব এ পোড়া কায় হে কায়॥

রাজার উক্তি।

শুনিয়া রাণীর বাণী খেদে হিমালয়।
দুহিতা বিরহে হ'ল বিষাদ হৃদয়॥
কে বলে পাষাণ গিরি দয়া নাহি হয়?।
বাহ্যিক পাষাণ বটে অন্তরে তা' নয়॥
কাঁদিলা, তুষার-ছলে নয়ন-আসার।
ঝর ঝর স্বরে ঝরি' পড়ে চারি ধার?
কতক্ষণে মেনকারে কহিলা রাজন্।—
"উঠ প্রিয়ে! ধরা ত্যজি' ধরহ বচন॥
আনিব প্রাণের উমা ভাবনা কি তা'র।
উঠ ধরাধর-প্রিয়ে, মুছ বারিধার॥
যা'র তরে এত দুখ, আনিব তাহায়।
এখনি করিব সুখী, প্রেয়সি! তোমায়॥"
এত কহি' নগপতি করিয়া উদ্যোগ।
সাজিলা স্বগণ সহ দেখি' শুভযোগ॥

গিরিরাজের কৈলাস-যাত্রা।

মহীধর মহীপাল মিলিয়া স্বদলে।
চলিলেন সহরিষে কৈলাস অচলে॥
যত দাস দাসী চলে সোণার থালায়।
সাজা'য়ে মিষ্টান্ন নানা বিবিধ শোভায়॥
কেহ বা মধুর ফলে পুরি' ফলাধার।
দুর্গা ব'লে স্মিতমুখে হ'ল আগুসার॥
দধি ক্ষীরে ভরি' কেহ রজত কলস।
চলিল ঈশান মুখে ত্যজিয়া অলস॥
কত নারী সারি সারি ফুলসাজী করে।
চলিল হরিষচিতে সহাস অধরে॥
পান গুয়া জায়ফল কেহ ল'য়ে চলে।
কেহ খেলা ল'য়ে চলে রজত অচলে॥

ভারবাহী চলে বহি' বসনের ভার।
এইরূপ কত ঘটা কি কহিব আর॥
শুভদায়িনীরে গিরি আনিবারে যান।
চারি ধারে শুভদৃশ্য দেখিবারে পান॥
শব শিবা বাম পাশে রমণীনিকর।
পূর্ণকুম্ভ কক্ষে করি' শোভে নিরন্তর॥
তা' সবার পাশে আসি' শিবাপরি করে।
শিবা আসিবেন বলি' শিব রব কবে॥
তুলিয়া দক্ষিণ কর দক্ষিণ বিভাগে।
দ্বিজকুল স্বস্তি বাণী কহে অনুরাগে॥
ভূপের মঙ্গল তরে সরে মীনদল।
শির তুলি' সন্তরি'ছে বিলোকিয়া জল॥
এইরূপ কত শুভ দেখিলা রাজন।
পুলকে পূরিত বপু, সানন্দিত মন॥
ক্রমে ক্রমে চলি' পরে দেখিলা কৈলাস।
অন্তরে বাড়িল আরো মিলন উল্লাস॥

কৈলাস-বর্ণন।

আহা, সে অচল কিবা, শিরে ধরি' শিব শিবা
রাজি'ছে রজনী দিবা, চারু সুধাময় রে।
মৃদু মন্দ সমীরণ, প্রবাহিছে অনুক্ষণ,
পরশি' জুড়ায় মন, কায় সুখী হয় রে॥
নানাবিধ ফুল ফল, শোভা করে গিরিতল,
বায়ুভরে টলমল, অবিরল করি'ছে।
খগকুল বসি তা'য়, শিবদুর্গা নাম গায়,
কেহ বা চারু শোভায়, প্রাণ মন হরি'ছে॥
গিরির কি গুণ, মরি, অরি সনে খেলে অরি,
দ্বেষলেশ নাহি করি,' সুখে সবে বিচরে।
ফণীর ফণার তলে, ভেক বসি' কুতূহলে,
শিব শিবা নাম বলে, নিরভয় অন্তরে॥
ময়ূর ভুজগগণে, খেলে হরষিত মনে,
নিরাকুল করিগণে, ভ্রমে সহ কেশরী।
এইরূপ কত শত, জীবকুল অবিরত,
মিত্রভাবে সদা রত, বরণিব কি করি'॥
বিল্ব বট তরুগুলি, নভোভাগে শাখা তু'লি,
শোভা পায় কভু দুলি', অনিলের বহনে।
দেখায় রূপের ঘটা, অপরূপ চারু ছটা,
একাকী কহিব ক'টা, শেষ নারে কহনে॥
তা' সবার তল-মাঝে, সুপবিত্র বেদি সাজে,
তদুপরি সুখে রাজে, হর-বামে ভবানী।
নন্দী আদি ভূত প্রেত, হয়ে সবে সমবেত,
বলিতেছে রূপ হেরি', জুড়া'ইছে পরাণী॥
দূর হ'তে এইরূপ, হেরি মোহিলেন ভূপ,
উথলিল ভাব কূপ, আনন্দিত মানসে।
মনে শিব শিবা স্মরি', দাস দাসী সঙ্গে করি',
উঠিলা অচল'পরি, উমা যথা নিবসে॥

ভগবতীর সহিত রাজার কথোপকথন।

জনকে সম্মুখে হেরি' গাত্রোত্থান করি'।
বিজলী-লপন সম আইলা শঙ্করী॥
বহু দিন পরে হ'ল পিতৃদরশন।
সেই হেতু অভিমানে ঝরিল নয়ন॥
কহিলেন মহামায়া যাঁহার মায়ায়।
ত্রিজগত সৃষ্টি স্থিতি পুন লয় পায়॥—
"মায়া কি শরীরে নাই, পিতা গো তোমার?।
ভুলেও পড়ে না মনে কি দশা আমার?॥
জননীও নিদারুণা দয়া লেশ নাই।
অভাগীরে ভুলে তিনি আছেন সদাই॥
ধিক্ সে বিধিরে, যেই বিধি বিধাতার।
নিরবধি বাদী উহা কপালে আমার॥"
এত বলি' জগদম্বা আনত আননে।
রহিলা দাঁড়া'য়ে, বারি ঝরি'ছে নয়নে॥

গিরিরাজের উক্তি।

কেন বাছা, করিছ রোদন?।
পিতা বল তুলিয়া বদন॥
আমি কি মা ভুলিবারে পারি?।
কার্য্য-হেতু আসিবারে নারি॥

কিন্তু সদা তোরে মনে মনে।
কি শয়ন অশন ভ্রমণে॥
মনে মনে চিন্তি গো তোমায়।
কি তা' ক'ব, কহনে না যায়॥
তুই মোর একমাত্র মেয়ে।
কত সুখী তোরে কোলে পেয়ে॥
অন্ধ যথা পাইলে নয়ন।
কালা যথা পাইলে শ্রবণ॥
কত সুখ ভাবে মনে মনে।
আমিও সেরূপ তোমা ধনে॥
বিশেষ মেনকা তোর প্রতি।
ও মা উমে! ভালবাসে অতি॥
কা'ল তোরে দেখিয়ে স্বপনে।
ব্যাকুলতা হইয়াছে মনে॥
তাই হেথা পাঠাইল মোরে।
ত্বরা করি' নিয়ে যেতে তোরে॥
গউণ হইলে বাঁচা ভার।
বধিবে জীবন আপনার॥

ভগবতীর উক্তি।

রাজার বচন শুনি' রাজরাজেশ্বরী।
কহিলা মধুর স্বরে যথা মধুকরী॥—
"আহা, পিতা! বাঁচিলাম, জুড়াইল মন।
এত দিনে মোরে কি গো হইল স্মরণ?॥
তোমাদের হেরিবারে মনে আশা ছিল।
এত দিন পরে তাহা পূরণ হইল॥
যাও তুমি, জননীরে বল গো ত্বরায়।
আসিবে দুখিনী উমা হেরিতে তোমায়॥
পাছে মাতা ত্যজে প্রাণ, ত্বরা করি' যাও।
আমাদের শুভ বার্ত্তা তাঁহারে জানাও॥"
এতেক কহিয়া দেবী মহেশের পাশে।
আলো করি' রত্নবেদি চলিলা সহাসে॥
নিরখি' যুগলরূপ প্রেমে হিমালয়।
গদ্গদ হইলেন সানন্দ হৃদয়॥
চলিলেন অদ্রিনাথ ভাবি' মনে মনে।
গৃহে বসি' এ যুগলে হেরিব নয়নে॥

কৈলাস পর্ব্বত—বিল্ববন।

ভূতগণের আনন্দ।

পিতৃগৃহে ত্রিলোচনী করিবে গমন।
শুনি' যক্ষ ভূত দানা সানন্দিত মন॥
কেহ বলে "আমি ভাই, আমি আগে যা'ব।'
কেহ বলে, "আমি গিয়ে পেট ভ'রে খা'ব॥"
আর এক ভূত বলে, "তোর এক মুখ।
কতই বা খা'বি তুই কিবা পা'বি সুখ?॥
দেখ্ কত মুখ মোর গিজিগিজি করে।
পেটে পিঠে হাতে পায়ে নাকের উপরে॥
কোসে কোসে লুচি মোণ্ডা হাসিয়া লুমিব।
টোকো দই গালে ঢেলে পরাণ তুষিব॥"
তা'র কথা শুনে এক সেকালের ভূত।
দাঁত-ভাঙা ডোঙা-পেট খেতে মজবুত॥
বলে, "ভাই, আর কিছু খাইতে নারিব।
যত পা'ব পাকা কলা কেবল খাইব॥"
আর ভূত বলে, "তোরা বড়ই পেটুক।
পর-গৃহে যা'বি লাজ নাহি একটুক॥
কেবল করিস্ তোরা খাই খাই খাই।
এত যদি খিদে, তবে খা না কেন ছাই?॥
আমি ত তোদের মত খা'ব না সেখানে।
কেবল বেড়া'ব ঘুরে এখানে ওখানে॥
কভু এক ডুবে ডুবি' মান-সরোবরে।
ছিঁড়িয়া কমল ফুল গাঁথিয়া স্বকরে॥
পরিব গলায়, কভু ধবল শিখরে।
দাঁড়াইব হাত তুলে এক পা-র ভরে॥"
এইরূপে ভূতদল সানন্দিত প্রাণ।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ দেয় তান॥
কেহ বাজী করে, কেহ অপরেরে ধরি'।
ফেলে দেয় প্রাণপণে পাষাণ উপরি॥
কি ক'ব একাকী আমি তাহাদের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা॥

হিমালয় পর্ব্বত—রাজভবন।

গিরিরাজার পুরপ্রবেশ।

এখানে নগেন্দ্রনাথ, মিলি' দাস দাসী সাথ,
উপনীত হ'লেন আলয়ে।
পুরে প্রবেশিল পতি, হেরি' রাণী আশুগতি,
কহিলেন বিষাদ হৃদয়ে॥—
"কেন, নাথ, এক্‌া এলে, উমারে কি এলে ফেলে,
এই বার প্রাণ বুঝি গেল।
না দেখি উপায় আর, মরণই হ'ল সার,
হায়, উমা কেন নাহি এল?॥"
কাতরা হেরি' রাণীরে, কহে গিরি ধীরে ধীরে,
"কেন, প্রিয়ে, করি'ছ রোদন?।
আসিবে দুহিতা তব, পরিহর শোক সব,
শান্ত কর বিষাদিত মন॥
যাহা যাহা প্রয়োজন, কর তা'র আয়োজন,
আর কেন মিছে কাল হর।
উমা সহ উমাপতি, করিবেন শুভগতি,
উঠ উঠ, শোক পরিহর॥"
এইরূপে পর্ব্বতেশ, কহিলেন সবিশেষ,
পরে দোঁহে প্রফুল্লিত মনে।
দাস দাসী সহ মিশি', রহিলেন দিবানিশি,
উমা মা'র শুভ আয়োজনে॥

কৈলাস পর্ব্বত—বটবৃক্ষতল।

শিবের নিকট ভগবতীর বিদায়প্রার্থনা।

"আশুতোষ! আশু মোরে দাও হে বিদায়।
দেখিলা স্বচক্ষে পিতা বলিলা আমায়॥
যাইব যাইব আমি জনক-ভবন।
ত্বরা আজ্ঞা দেহ, নাথ! করি নিবেদন॥
উড়ু উড়ু করিতেছে পরাণ আমার।
হেরিবারে স্নেহময় চন্দ্রমুখ মা'র॥
সহে না বিলম্ব আর যাইব ত্বরায়।
বাসনা হ'য়েছে বড় হেরিবারে মায়॥"
শিবানীর বাণী শুনি' শশাঙ্কশেখর।
তুষিয়া কহিলা,—"সতি, ক্ষণেক সম্বর॥
একা কোথা যা'বে তুমি, কিরূপে তোমায়।
পাঠাইয়া ভোলানাথ রহিবে কোথায়॥
মনে নাই দক্ষালয়ে গিয়ে একাকিনী।
কি দশা ঘটিল তব, বল, হে তারিণি!॥
পাছে পুন তাই ঘটে মনে ভয় হয়।
যেও না একেলা, সতি, হইয়ে নিদয়॥
সঙ্গে যা'ব আমি সুখে বাজা'য়ে বিষাণ।
বৃষ'পরে বসি' দোঁহে করিব প্রস্থান॥"
হর-ভাব শুনি' সতী হাসিলা হরষে।
উজলিল বিজলী যেন আনন্দ-সরসে॥
কহিলেন মহামায়া,—"শুন, পশুপতি!।
বিলম্ব সহে না, নাথ! চল আশুগতি॥"
এতেক কহিয়া দেবী বসি' শিব সনে।
চলিলেন হিমালয়ে বৃষভ বাহনে॥
বিমল কমল করে কমলবাসিনী।
চলিলেন দেবী সহ মধুরহাসিনী॥
শ্বেত-রাগে সরস্বতী শ্বেত-বীণা করে।
চলিলা কোবিদ-মাতা সানন্দ অন্তরে॥
মূষিক বাহনে সুখে চলে গজানন।
শিখিপৃষ্ঠে কার্ত্তিকেয় করে শরাসন॥
এইরূপ চারু রূপে সাজিয়া সকলে।
আলো করি' দিগ দশ চলে হিমাচলে॥
সুরপুরে সুরকুল হরষ মানসে।
শিব দুর্গা নাম বলি' ভাসে ভক্তিরসে॥
আগে আগে ভূত প্রেত চলে পালে পালে।
কেহ জ্বালে অগ্নিজাল হাঁ করিয়া গালে॥
কুড়াইয়া ধূলি কেহ আকাশে উড়ায়।
কুমুড়ার মত কেহ ভূতলে গড়ায়॥
কারু মুখে অট্টহাস, কেহ উবে যায়।
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে কেহ বেগে ধায়॥
এইরূপে ভূতগণ আগে আগে চলে।
কতক্ষণে উপনীত হিমালয়াচলে॥

হিমালয় পর্ব্বত—রাজভবন।

উৎসব।

চলিলা আনন্দময়ী চিদানন্দ সনে।
জনক-ভবনে হাসি' সানন্দিত মনে॥
দ্বিজগণ মিলি' তথা অগ্রসর হ'য়ে।
উমাসহ উমানাথে লইলা আলয়ে॥
সহাসে গণেশে কোলে করিয়া রাজন।
কুমারের করযুগ করিলা ধারণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সুখে সহাস বদনে।
চলিলা ভূপের সহ অন্দর-সদনে॥
বাজিল মঙ্গলবাদ্য, পূরিল ভূধর।
শিব শিবা হেরি' সবে সানন্দ অন্তর॥

দ্বিজগণ রক্তজবা তুলিয়া হরষে।
সতীর সোণার অঙ্গে সঘনে বরষে॥
এইরূপে মহামায়া পশিলা ভবনে।
ধাইয়া আইলা রাণী আনন্দিত মনে॥
"উমে! কি আইলি বাছা, আয় আয় আয়।
জুড়া, মা, তাপিত প্রাণ মা ব'লে আমায়॥
তোমা বিনে বহু দুখ পেনু এত দিন।
জল ত্যজি' স্থলে যথা ছটফটে মীন॥
এবে, মা গো! চাঁদমুখ নিরখি' তোমার।
তিরোহিত হ'ল যত যাতনা আমার॥
আয় বাছা, কোলে আয়, জুড়া'ক হৃদয়।
তোরে পেয়ে আজি মম কত সুখোদয়।
এইরূপে গিরিরাণী গিরিজা পাইয়া।
অতুল আনন্দ-নীরে গেলেন ভাসিয়া॥

সম্পূর্ণ

সঙ্গীত-স্বপ্ন।*

প্রথম সর্গ।

ভারতসম্ভূত কবিকুলের জননী,
আদিকবি বাল্মীকির রসনাবাসিনী।
ভারতে ব্যাসের কৃত ভারত-ভারতী,
তোমারি কৃপায় তাহা, অয়ি মা ভারতি!
তোমার কৃপায় হয় মূর্খ জ্ঞানবান্,
মহাকবি কালিদাস তাহার প্রমাণ।
মূক-মুখে সরে বাণী, বাণি গো, তোমার
করুণা হইলে, ঘুচে জড়তার ভার!
তুমি যা'র রসনায় হও আবির্ভাব,
সার্থক সে জন, তা'র কিসের অভাব?
সেই হেতু তব কৃপা যাচি, শ্বেতকায়ে!
পূরাও বাসনা, মাত, নতি রাঙা পায়ে।
কল্পনে! বাণীর তুমি প্রিয় সহচরী,
তোমারেও ডাকিতেছি, এস দয়া করি'।
হৃদয়-আসনে আসি' উপনীত হও,
বর্ণিবারে চিন্তারূপ লেখনীরে লও।
ভেলা চড়ি' ইচ্ছি যেতে সাগরের কূল,
সে হেতু তোমায় ডাকি, হও অনুকূল।
একদা নিশীথকালে ফাল্গুনের মাসে
শয়নে শয়ান আছি শয়ন-আবাসে।
নির্ম্মল আকাশ, তা'য় চন্দ্র প্রকাশি'ছে,
সরোনিধি সবে যেন সরোজ ভাসি'ছে।
বাতায়ন-ছিদ্র দিয়ে চাঁদের কিরণ
ধীরে ধীরে আসিতেছে ধবল বরণ।
দক্ষিণ সমীর কিবা বহি' ভুর ভুর,
শীতল করি'ছে দেহ, শ্রান্তি হয় দূর;
কামিনীকুলের চারু চিকুর-গৌরব
গোপাল চম্পক আদি কুসুম-সৌরভ
মিশি' সে বায়ুর সহ পশিল নাসায়,
কতই আনন্দ তা'য় হ'ল সে নিশায়।
হই নাই তখনও ঘুমে অচেতন,
দেখিতেছিলাম চেয়ে বাহির-গগন।—
চলি'ছে জলদজাল অনিল-প্রবাহে,
প্রতিক্ষণে কতরূপ হইতেছে তাহে।
কখন শশীরে ঢাকি' আঁধারি'ছে ধরা,
পুন হয় অন্য রূপ নানা চিত্র করা।
কভু হয় হয় হস্তী রথ মনোহর,
নিসর্গ চলি'ছে যেন করিতে সমর।
এইরূপ দেখিতেছি, কতক্ষণ পরে
নিদ্রা আসি' বিরাজিল নয়ন উপরে।

খানিক সময় পরে বোধ হ'ল মনে,—
উপনীত আমি এক নগর সদনে।
বিচিত্র তাহার শোভা, বর্ণিতে অপার,
মনুষ্যলোকের মত রূপ নহে তা'র।
অমরসেবিত সেই পুরী মনোহর,
নিরখিয়ে হইলাম সানন্দ হৃদয়।
অপরূপ রূপ তা'র দেখিয়ে নয়ন
পলকবিহীন দৃষ্টি করিল পতন।

নগরের চারিদিকে খাত-চতুষ্টয়
সীমাবদ্ধ হ'য়ে শোভে স্নিগ্ধ জলময়।
মর্ম্মর পাষাণে বাঁধা ঘাট সারি সারি
বিরাজি'ছে; তদুপরি দেবকুল-নারী
সুবর্ণ কলস কক্ষে বারি আনিবারে
মরালগমনে চলে, হীরকের হারে
সাজা'য়ে কোমল কণ্ঠ; সে কণ্ঠে সতত
বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি হ'তেছে সঙ্গত।
ভালে হেমসীঁথি হংস-পদিকা তাহায়
রতনে খচিত হ'য়ে চারু শোভা পায়।

---

* ১২৭৮ সালের চৈত্র মাসে লিখিত।

কমলিনী-ভ্রমে ভানু ভাসুর কিরণ
করিতেছে তাহাদের মুখে বিতরণ।
কর্ণ-অলঙ্কার রবি কিরণে উজ্জ্বল
হইয়ে বিম্বিত করে বদনমণ্ডল;
মনোরম নাসিকায় দুলি'ছে নোলক,
নিরখিয়ে তা'র নেত্রে পড়ে না পলক।
কে জানে কি নিধি দিয়ে যুগল কপোল
গ'ড়েছেন বিধি, আহা, নিখুঁত নিটোল।
প্রকৃতি দিযাছে তা'র অলক্ত-বরণ;
নারী জানে নারীদের আদর কেমন।
কল্কার মত বেঁকে চিকুর-কুন্তল
খেলা করে তদুপরে, সুষমার স্থল;
যেন রে আসব-আশে মধুকরদ্বয়
নীরবে বসেছে পেয়ে ফুল্ল কুবলয়।
চিকণ ললাটে ঝকে সিন্দুরের বিন্দু,
শারদ গগনে যেন পূর্ণিমার ইন্দু।
যৌবনের অরি কাম হেরে ভ্রূযুগলে,
সরমে ত্যজেছে দেহ হর-কোপানলে।
কিরূপে বর্ণিব, হায়, তা'দের নয়ন,
দেখি নাই, দেখিব না কখন তেমন!
বিধি বুঝি এ জগতে মোহিবার তরে
রাখিযাছে'মোহ-চক্র আঁখির ভিতরে;
কিম্বা নিজ চতুরালী প্রকাশ করিতে,
অথবা মনের মন নিমেষে হরিতে,
সে অতুল নেত্রযুগ করিলা সৃজন,
ধন্য, হে বিধাত, তব কৌশল কেমন!
সুগন্ধ তাম্বূলরসে ওষ্ঠাধরদ্বয়
হ'য়েছে লোহিত বর্ণ, বিম্ব বোধ হয়;
ক্ষুধাতুর বুলবুলি খাইবার আশে
উড়ে উড়ে ত্যক্ত করে; রেসমের বাসে
ঢাকে তা'রা নিজমুখ, যেন পূর্ণ শশী
অকস্মাৎ লুকাইল মেঘ কোলে পশি'।
প্রতি ধাপে করি' কিবা চরণ বিন্যাস,
নামিতেছে ধীরে ধীরে সলিল-সকাশ।
যত টলে, তত দুলে তাবিজের খুঁটে
কনসে লাগি'ছে—রব বাহিরি'ছে ফুটে।

আহা, কি মধুর ধ্বনি রন্ রন্ ঠন।
শ্রবণ জুড়ায় শুনে—ভুলে যায় মন।
এইরূপে দেবকন্যা'তে বিমোহিনী
অনুপমা মনোরমা সুকন্যা কামিনী
শোভা করি' চারি দিক নামিতেছে জলে
পড়িতেছে প্রতিবিম্ব জল নিরমলে।
দেবদারু তরুরাজি ঘাটের উপর
শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে শোভে, নীড়জনিকর
বসিয়া তা'দের শাখে ধ্বনি করে সুখে,
আদরে আহার কেহ দেয় শিশুমুখে।
কেহ বা প্রফুল্ল মনে ছাড়িতেছে তান,
শুনে শ্রান্তি দূর হয়, শান্ত হয় প্রাণ।
নবীন হরিত রাগে পাতা ছোট বড়,
আবরণ করিয়াছে তরু কলেবর,
এমনি নিবিড়, তা'র প্রখর দিনেশ
পারে নাই স্বীয় কর করা'তে প্রবেশ।
কাল উপলের যত বিরাজে সরণি,
বেণী বিনাইয়ে যেন হাসি'ছে ধরণী।
পথের দু'পাশে শোভে বকুলের বন,
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি নয়নরঞ্জন।
স্বভাবের সেনাদল যেন দাঁড়াইয়ে,
শাখারূপ বর্শা তীর উচ্চে বাড়াইয়ে।
সে সব গাছের ছায়া পড়েছে রাস্তায়,
যে জন দেখে নি তাহা, শুনিলে পস্তায়।
মাঝে মাঝে ভানুভাতি, মাঝে মাঝে ছায়া,
পথিকের বড় সুখ, স্নিগ্ধ করে কায়া।
প্রতি কিসলয় শিরে ফুটেছে বকুল
সুরভি কণিকা মাখা বকুলের ফুল
নাসারন্ধ্রে প্রবেশিলে নেচে উঠে প্রাণ,
আ' মরি, বকুল, তোর কি অতুল ঘ্রাণ।
ধীরে ধীরে গন্ধবহ সেই খানে এসে
চুপি চুপি গন্ধ হরে তস্করের বেশে;
দমকা বাতাসে ফের পলাইয়া যায়,
শাখাবাসী পাখীগুলি উড়িয়া চেঁচায়,
যেন একতানে তা'রা করে এই রব, —
"পালায় পবন চোর, ধর ধর ধর।"

আমাদের দেশে যত ঘেঁসাঘেঁসি ঘর,
সে দেশে তেমন নয়, দেখি অন্যতর।
প্রতি উদ্যানের মাঝে প্রত্যেক ভবন,
মহিষ-অসুর-বক্ষে যেন রে চন্দন।
দ্বিরদ-রদনে গড়া সদনের দ্বার,
রতনখচিত তা'য়, দেখিতে বাহার!
রতন-রচিত কত ছবি সমুজ্জ্বল
ঝকে তা'য় গঙ্গাজলে যেন শতদল।
প্রতি ভবনের চূড়া মন্দিরের তুল্য,
সোণার চাদরে মোড়া হ'বে বহুমূল্য।
উড়ি'ছে চূড়ার অগ্রে নেতের নিশান,
আঁকা আছে তা'য় চারু শিবের বিষাণ।
দেখে তাহা ভাবিলাম শৃঙ্গ-চিহ্ন কেতু,
প্রতি নিকেতন-চূড়ে উড়ি'ছে কি হেতু?
বোধ হয় ত্রিশূলীর হ'বে এ নগর,
নতুবা বিষাণে কেন শোভে প্রতি ঘর?
ফলে তাহা হ'ল বটে, পেন্থ পরিচয়,
শুন, হে পাঠক, বলি, শুন সে বিষয়!
মন্দিরের চূড়া হ'তে অতীব সুন্দর,
ঝুলিয়া প'ড়েছে এক দুকূল অম্বর।
ধূর্জ্জটির জটা যেন কিরূপে খুলিয়া,
পড়েছে লম্বিত হ'য়ে নিম্নেতে ঝুলিয়া।
সোণার জরিতে বড় সুচারু অক্ষরে,
লেখা আছে এই কথা তাহার উপরে।—
"শঙ্করের পুরী এই আনন্দ-আকর,
সঙ্গীতচর্চ্চার হেতু 'সঙ্গীত নগর'
এই আখ্যা দিয়াছেন এরে ত্রিলোচন,
প্রতি গৃহে হয় রোজ সঙ্গীত সাধন।"
দেখিলাম তা'র পর গৃহচারিপাশে,
মনোহর কলেবর উদ্যান প্রকাশে।
সরু সরু পথগুলি পাথরেতে মোড়া,
সেখানে রজতে মোড়া যেখানেতে যোড়া।
পথের দু'পাশে হেম-নিরমিত খুঁটি,
বিরাজি'ছে, আভাপুঞ্জ বাহিরি'ছে ছুটি'।
তাহাদের শিরে দুলি' সোণার শিকল,
কণ্ঠমালা সম শোভে অতীব উজল।
প্রতি মোড়ে ছুটি ক'রে মার্ব্বেল পাথর-
বিরচিত থাম শোভে উচ্চকলেবর।
লতা যথা ঘুরে ঘুরে উঠে তরুকায়,
হেমাক্ষরে এইরূপ লেখা আছে তা'য়;—
"পুত্র-শোক নিবারিতে দয়ালু বিধাতা
সৃজিলেন মহারম্য সঙ্গীতের গাথা।
শোক-আকর্ষণী শক্তি সঙ্গীতে যেমন,
ত্রিভুবনে আর কিসে আছে রে তেমন?
শক্ত লোহা গ'লে যায় যেরূপ অনলে,
সুতশোক লয় তথা সঙ্গীতের বলে।
অতএব এস সবে করিয়ে যতন;
হৃদয়ভাণ্ডারে রাখি' সঙ্গীত-রতন।
যদি কভু পুত্র-শোক মনে পেতে হয়,
সঙ্গীতে সহায় ক'রে করিব হে জয়।"
ঘুরে ঘুরে পড়ি নাম আলেখ্যের হারে,
ভক্ত যথা প্রদক্ষিণ করে দেবতারে।
দেখিলাম অবিদূরে বিচিত্র গঠন,
ফোহারা দু'টিতে হয় সলিল-স্রাবণ;
তলায় দুইটি কুণ্ড অতি মনোহর,
ফোহারার বারি তা'য় পড়ে ঝর ঝর।
প্রকৃতি পাইয়ে যেন নিরভিত স্থান,
বাজা'য়ে সুরবী বীণা করিতেছে গান।
হীরাখণ্ড সম পয় পড়ি'ছে ঝরিয়ে,
রবি-করে ক্ষুদ্র কায় উজ্জ্বল করিয়ে।
অনন্ত বিশ্রান্ত বুঝি ধরণীর ভারে
হইয়ে সরোষে স্বীয় মুকুতার হারে
ফেলি'ছে ছুড়িয়ে উচ্চে পৃথিবী বিদারি',
পড়ি'ছে কুণ্ডের জলে ঝর ঝর করি'।
ফোহারা দু'টির মাঝে পাষাণনির্ম্মিত,
গোলাকার বেদি এক আছে সুশোভিত।
কৃষ্ণাক্ষরে লেখা আছে এই কথা তা'য়,
(ভ্রমরনিকর যেন কমলের গায়;)
"ফোহারায় ঝরি' জল ছাড়িতেছে তান,
এস, ব'সে এই খানে করি বিভু-গান।"
সহসা এমন কালে করি' গরজন,
বাজিল বিষাণ এক ভেদিয়ে গগন।

তেমন আরাব কভু শুনি নে কোথায়,
কাঁপিল হৃদয় তাহে, কি ক'ব কথায়।
নীরবে বসিয়ে শাখে ছিল পক্ষিকুল,'
শুনি' সে নিনাদ সবে হইল আকুল;
একত্রে মিলিয়ে সবে চকিত কূজন
করিতে লাগিল, তাহে পূরিল গগন।
হইল তুমুল শব্দ দুই রব মিশে,
শুনে লাগে কানে তালা, চোকে লাগে দিশে।
হইল বিষাণ ক্ষান্ত; যেন শবদের
জলধর গরজিয়ে মৌনী হয় ফের।
যেমন থামিল উহা,—অমনি আবার
বাজিল বাদিত্ররাজি, যেন জলধার
জলধর হ'তে ঝরে মধুর নিক্কণে,
শুনিয়ে তখনি নিদ্রা প্রবেশে নয়নে।
শুনিলাম প্রতি গৃহে একতানে সবে,
ধ্বনিত করি'ছে ধাম তূর্য্যকের রবে।
কোথাও শুনি নে পূর্ব্বে তেমন বাদন,
দূরে থাক্ নর, মোহে পাষাণেরো মন।
এ দেশের মানুষের মত তা'রা নয়,
কাল, কটা, বেঁটে, কুঁজো, দীর্ঘ অতিশয়,
এ দেশের মত ভুঁড়ি তাহাদের নাই,
তোলোপাবা মুখ নয়, হাসি'ছে সদাই;
সবল, প্রসন্ন আঁখি, হাসি হাসি মুখ,
দেখে বোধ হয়, সদা সম্ভোগি'ছে সুখ,
সবল, মঞ্জুল, দীপ্ত সকলের কায়া,
মানুষের মত ভূমে নাহি পড়ে ছায়া।
আমাদের দেশে যা'রা রূপের গরবে
মাতিয়ে তৃণের তুল্য জ্ঞান করে সবে;
যদি তা'রা তাহাদের করে বিলোকন,
লজ্জায় গরল ভখি' ত্যজিবে জীবন।
পুনরায় শুনিলাম বাদ্যনাদ-সনে
বামাকণ্ঠবিনির্গত সঙ্গীত-স্বননে।
যেন মৃদুরবকারী অনিলে মিশিয়ে,
বিহঙ্গমধ্বনি যায় আকাশে ভাসিয়ে।
এমনি গাহি'ছে তা'রা চিত্তবিনোদন
গীতাবলী, শুনে হয় শোকাপনোদন।
মাঝে মাঝে কোন নারী ছাড়িতেছে তান,
নিমেষেতে শ্রোতাদের কাড়িতেছে প্রাণ।
শুনে সে সঙ্গীতধ্বনি চলিত পবন,
নীরবে অচল হ'য়ে জুড়ায় শ্রবণ;
স্বরপ্রিয় মৃগকুল শিশু সঙ্গে করি',
নির্ভয়ে শুনিতে যায় সঙ্গীত লহরী,
শাখাখণ্ড সম শৃঙ্গ উঁচাতে তুলিয়ে,
রহে তথা, পাখিকুল সঙ্গীতে ভুলিয়ে
শাখা বোধে বসে তা'য়, যেন মৃগগণ
মুকুটমালায় করি' শৃঙ্গ সুশোভন,
নাচিতে বাসনা করে, হেন বোধ হয়,
সাবাস সঙ্গীত তুই সুখ সুধাময়।
পুন শুনিলাম, আহা, অতি সুমধুর
বাজি'ছে কামিনী পদে কনক ঘুংঘুর,
বাজনার তালে তালে ফেলি'ছে চরণ,
সলিলে লোহিত পদ্ম খেলি'ছে যেমন।
ঝম্ ঝম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝমক্ ঝমক্,
শুনে রসিকের মনে লাগে রে চমক্।
বাদ্য, নৃত্য, গীতনাদ একত্রে জুটিল,
গৃহে যেন মধুরবী তরঙ্গ উঠিল,
সংযোগীর সুখফুল হৃদয়ে ফুটিল,
মৃতপ্রায় বিয়োগীর জীবন টুটিল,
বায়ুসনে সঙ্গীতের নিনাদ ছুটিল;
মোহিয়ে সবার মন নিমেষে লুটিল।
সঙ্গীতে যা'দের মন সদাই কুটিল,
শুনে তা'রা জ্ঞানহারা, বলে 'কি ঘটিল!'
সঙ্গীতবিরোধী যেই, কি সুখ তাহার?
ধিক্ তা'রে, দাও কোরে পৃথিবীর পার।
আবার বাজিল সেই গভীর বিষাণ,
অমনি থামিল সব সঙ্গীত-বিধান,
হরি গরজন শুনি' যথা মৃগগণ
আপন আপন স্বর করয়ে গোপন।
নীরব হইল যত সঙ্গীত-ভবন,
কেবল গাছের ডালে ডাকে পাখিগণ।
চলিলাম সেই দিকে ত্বরিত গমন,
করিল বিষাণ যেই দিকে গরজন,

দেখিলাম দূর হ'তে শ্বেত জলধর-
সদৃশ শোভি'ছে এক উচ্চ গিরিবর।
বাড়িয়া উঠিল মনে নব কৌতূহল,—
দেখিবারে দৃষ্টি-পথ-শোভিত অচল
দ্রুতপদে চলিতেছি, এমন সময়
অনেক পুরুষ যেন তপ্তহেমময়
আসিয়ে সম্মুখে মম মধুর বচনে
কহিলেন,—"কোথা যাও ধাবিত গমনে?
আশা বুঝি সঙ্গীতাদ্রি'পরে চড়িবারে?
কি সাধ্য যে মর্ত্ত্যবাসী নরে উহা পারে?
ছাড়, পান্থ, এ বাসনা গৃহে যাও ফিরে!
সাধু-সঙ্গ লভ যদি উঠিবে অচিরে
পবিত্র গিরির ওই মনোহর কায়,
নতুবা বিফল, সত্য কহিনু তোমায়।"
হৃদয়ভেদিনী বাণী শুনিয়ে তাঁহার,
ফিরিলাম মনে বহি' নিরানন্দ-ভার।

দ্বিতীয় সর্গ।

আ' মরি, স্বপন, তব বিচিত্র প্রভাব!
ঐন্দ্রজালিকের মত ধর কত ভাব।
কখন দেখি নি যাহা, দেখাও তাহায়,
কভু যাই নাই যেথা, পাঠাও সেথায়।
এ জগতে তুমি, স্বপ্ন, সুখের আধার,
সদা কর নব নব সুখের সঞ্চার।
নিমেষে প্রদান কর আনন্দ অতুল,
তাই বলি কেউ নাই তব সমতুল।
এক স্থানে নাহি বাধ কাহারে কখন,
পথিকের মত সবে করাও ভ্রমণ।
এই ত ছিলাম আমি 'সঙ্গীত-নগরে',
যাইতেছিলাম পুন মহীধর'পরে;
ফের কি না তাড়িতের মতন আমায়
হেথায় আনিলে, স্বপ্ন, সাবাস্ তোমায়!
দেখিলাম, হে পাঠক, করহ শ্রবণ,
যেরূপ বিচিত্র কাণ্ড দেখা'লে স্বপন!

স্বচ্ছজলা নদী এক মধুরনাদিনী
বহিছে মৃদুল স্রোতে ঋজুপ্রবাহিনী;
সুধার সমান বারি অতীব সুতার,
বসনায় দিলে হয় সুখের সঞ্চার।
কাঞ্চন-কমলাবলী ফুটিয়াছে জলে,—
অধরে ধরিয়া তৃপ্তিকর পরিমলে;
প্রকৃতি হাসিছে যেন বরিতেছে সুধা,
হেরে ভাবুকের ঘোচে নয়নের ক্ষুধা।
মধুরবী মধুকর করি' গুন্ গুন্
বসি' তা'য় মধু খায় রসিক নিপুণ;
লোলুপ সমীর পুন আসব-আশায়
ঝড় বহি' ভ্রমরেরে দূরেতে তাড়ায়;
অনিলের তেজে যত নলিনীনিকর
একে একে ডুবে যায় সলিল ভিতর;
দুরন্ত বায়ুর ডরে যেন রে সকলে
লুকাইতে তাড়াতাড়ি ডুবিতেছে জলে।
মধুপানে সমীরণ হইয়া হতাশ,
চলি যায় বহু দূর ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সমীর হইলে ক্ষান্ত তখনি আবার,
হেসে হেসে ভেসে উঠে কমলের হার।
পুনরায় দিবাকর প্রখর কিরণ
কমল কোমল বুকে করি' বরিষণ,
শোষে মধু সায়াহ্নিন হইয়ে নিদয়,
ইস্ কি বর্ব্বর, ছি ছি, পাষাণ হৃদয়!
দুর্ব্বলার প্রতি দয়া হয় না উদয়,
অবলার নাহি কেউ, তাই এত সয়।
তটিনীর এক পারে শোভি'ছে পুলিন
রজত-সিকতাময়; বিশদ অমলিন
পেতেছে প্রকৃতি যেন শয়নের আশে,
দেখি' তাহা ভাবুকের কত ভাব আসে।
অন্য পারে অম উঁচু পাড় শোভা পায়;
সমীরজনিত ঢেউ লাগি'ছে তাহায়;
নদী যেন নিজ দেহ বাড়া'বার তরে,
ঠেলিয়া দিতেছে পাড় তরঙ্গের করে।
লহরী-আঘাত, আ'র সলিলের টান,
ভাঙি'ছে পাড়ের ধস্ হ'য়ে শতখান;

ব্যথিত হইয়ে যেন নদীর জ্বালায়
ঢেলা মেরে পাড় কের পেছুতে পালায়।
পাড়ের উপরে নানা পাদপের দল
বিরাজে শাখায় ধরি' চারু ফুল, ফল;
হেলিয়ে প'ড়েছে ডাল জলের উপর,
বিচিত্র সে দৃশ্য ভাবগ্রাহী মনোহর।
শাখাচ্যুত বিকসিত কুসুমনিচয়
টুপ্ টাপ্ পড়ে জলে মৃদু রব হয়;
দেখে তাহা বোধ হয়, নদী অবিরল
তীরবাসী তরুমূলে সেচে শীত জল,
তা'রি কৃতজ্ঞতা বুঝি দেখা'বার তরে,
তরুকুল ফোটাফুল দেয় নদী-করে।
অথবা নিদাঘে যবে প্রচণ্ড তপন
পোড়াইয়ে তরুকুলে করে জ্বালাতন,
সাগর তরুর ক্লেশ করি' বিলোকন,
স্বদেহজনিত মেঘে করয়ে প্রেরণ,
স্ফটিকসমান বর্ণ শীত জলধার
দগ্ধ তরুদের শিরে করিতে আসার।
আসিয়ে বরষাকালে সাগরপ্রেরিত
ঘনদল গাছে জল ঢালে যথোচিত।
তাই বুঝি তরবাজি কৃতজ্ঞতা তা'র
দেখা'বার তরে জলে ফেলে ফুলহার!
সাগরের পাশে নদী করি'ছে গমন
তরুদত্ত ফুল-ভেট করিয়ে বহন।
উপনীত যবে নদী হইবে সাগরে,
'লহ, নাথ, তরুভেট!' বলি' দিবে করে।
তরুদের ধন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন!
শিক্ষা কর, হে মানব, করি' বিলোকন!
এইরূপে নদী শোভা দেখিতে দেখিতে,
তীরবাহী হ'য়ে আমি লাগিনু চলিতে।
কত দূরে গিয়ে দেখি অতি মনোহর
সুশোভি'ছে ঘাট এক নদীকূল'পর;
সুবর্ণ-সোপানসারি সাজি' স্তরে ঠাম,
কভু দেখি নাই হেন নয়নাভিরাম।
হেমবিনির্ম্মিত এক বিচিত্র আসন
ঘাটের উপরে শোভে উজ্জ্বল বরণ;
মরকত, হীরা, মণি, চুণি নানাজাতি
চারি পাশে শোভে তা'র প্রকাশিয়ে ভাতি;
দেখে তাহা বোধ হয়, যেন সে বাধার
সমীচীন গলে দোলে মুকুতার হার।
গেলাম হরিষ চিত্তে আসনের কাছে,
দেখিলাম তদুপরি এই লেখা আছে,—
"পবিত্রসলিলা এই নদী মন্দাকিনী,
প্রবাহি'ছে অবিরত মৃদুস্বননাদিনী,
ইহার তটেতে এই ঘাট মনোহর
ব্রহ্মার স্থাপিত ইহা জান পুরাপর,
জগত সৃজন কা'ল যবে পঞ্চানন,
স্বীয় পঞ্চমুখ হ'তে করিলা সৃজন
পঞ্চরাগ—চিত্তমোদী অতি অনুপম
শ্রীরাগ, ভৈরব, মেঘ, বসন্ত, পঞ্চম।
পার্ব্বতী সৃজিলা রাগ নটনারায়ণ,
বীররসে প্রপূরিত হৃদয়কম্পন।
পিতামহ ব্রহ্মা পরে উক্ত রাগ ছয়
শিখিলেন হেথা বসি' সানন্দ হৃদয়;
গান্ধর্ব্ববেদেরে পুন সৃজিলেন পরে,
তপের সঙ্গীত-অঙ্গ রাখি' অভ্যন্তরে।
নারদ, ভরত ঋষি, গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু,
হুহু, রম্ভা, এ পাঁচের বিধি হ'য়ে গুরু,—
গান্ধর্ব্ববেদের শিক্ষা লাগিলেন দিতে,
পঞ্চজনে শিখিলেন সমাহিত চিতে।
ঋষিদ্বয় করিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রের
অধ্যাপনা—ছাত্রগণে শিক্ষা দিতে ফের,
তুম্বুরু সহিত হুহু হ'য়ে হৃষ্টমন,
যন্ত্রে, কণ্ঠে করিলেন সঙ্গীত সাধন,
নৃত্য শিখিলেন রম্ভা অতি সমাদরে,
অপর অপ্সরাগণে শিখা'বার তরে।
এইরূপে পঞ্চজন বিবিধ সহিত
কৃতবিদ্য হইলেন সাধিতে সঙ্গীত।
তা'র পর গেলা সবে নিজ নিজ ধাম,
'বিরিঞ্চিসঙ্গীত তীর্থ' রাখি' এর নাম।
প্রত্যহ প্রদোষকালে ঋষির প্রধান
নারদ আসিয়ে হেথা করে "বিভুগান।"

পড়ি' তাহা ভাবিলাম, ভাল হ'ল আজ,
সাক্ষাৎ হইবে হেথা এলে ঋষিরাজ।
সন্ধ্যার অপেক্ষা হেতু রহিলাম তথা,
চিন্তা-সখীসহ একা কহি' নানা কথা।
দেখিনু ঘাটের ধারে সপ্ত দেবালয়
রবিকরে বিভাতি'ছে, দেহ স্বর্ণময়।
প্রথম মন্দিরদ্বারে দেখিলাম গিয়ে
সিংহাসনে অগ্নিদেব আছেন বসিয়ে,
লোহিত পাষাণে মূর্ত্তি রয়ে'ছে খোদিত,
প্রভাতে বালার্ক যেন হ'তেছে উদিত।
মন্দিরের চূড়া শোভে লাল পতাকায়,
'ষড়্জ অগ্নির কৃত' লেখা আছে তা'য়।
দ্বিতীয় মন্দিরদ্বারে করিনু দর্শন,
বিরাজি'ছে চতুর্ম্মুখ মরাল বাহন;
ইহাঁরো শরীর দীপ্ত রক্তশিলাময়,
হংসদেহ সিতশিলা স্বর্ণচঞ্চুদ্বয়।
মন্দিরের চূড়া শোভে রক্তপতাকায়,
'ঋষভ ব্রহ্মার কৃত' লেখা আছে তায়।
দেখিলাম তা'র পর তৃতীয় ভবনে
মণিময় শতদল উজ্জ্বল কিরণে
ফুটিয়ে র'য়েছে; তা'য় দেবী সরস্বতী
বিরাজেন বীণা করে, করিনু প্রণতি।
ধবল প্রস্তরময় শরীর তাঁহার,
পরিহিত শ্বেতবাস, গলে মুক্তাহার।
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেতপতাকায়,
'গান্ধার রাণীর কৃত' লেখা আছে তা'য়।
চতুর্থ মন্দিরদ্বারে গিয়ে তা'র পর,
দেখিলাম মহাদেব ধবল ভূধর-
সমান আছেন বসি' রজত মূরতি;
শ্বেতশিলাময় পাশে আছে বৃষপতি।
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেত পতাকায়,
'মধ্যম শিবের কৃত' লেখা আছে তা'য়।
পরেতে পঞ্চম গৃহে দেখিনু লক্ষ্মীরে
পদ্মাসনে বিরাজেন সুবর্ণ শরীরে;
পরিহিত রক্তবাস, মুকুট মাথায়,
ভুবনমোহন রূপ অপরূপ তা'য়।

মন্দিরের চূড়া শোভে পীত পতাকায়,
'পঞ্চম লক্ষ্মীর কৃত' লেখা আছে তা'য়।
হরসুত গণপতি ষষ্ঠ নিকেতনে,
চতুর্ভুজে বিরাজেন মূষিক বাহনে;
রক্তশিলাময় দেহ, বিশদ বদন,
বঙ্কিম কুঞ্জরতুণ্ড, রজত রদন।
মন্দিরের চূড়া শোভে চিত্রপতাকায়,
'ধৈবত গণেশকৃত' লেখা আছে তা'য়।
অবশেষে দেখিলাম সপ্তম ভবনে
মণিময় একচক্র রথ আরোহণে
বসিয়া আছেন সূর্য্য, রত্নময় কায়,
অচলা বিজলী যেন খেলি'ছে তাহায়।
শিরে আছে রত্নময় কিরীট ভূষণ,
তাহার কিরণে দীপ্ত হয়ে'ছে ভবন;
মন্দিরের চূড়া শোভে শ্বেতপতাকায়,
'নিষাদ সূর্য্যের কৃত' লেখা আছে তা'য়।
এইরূপে দেখিলাম সপ্ত দেবতায়,
সপ্তগ্রাম জন্মিয়াছে যাঁ'দের দ্বারায়।
পূর্ব্বদৃষ্ট আসনের কাছে পুনরায়
বসিলাম আসি' এক গাছের তলায়,
অপরূপ ফুল তা'র কাঞ্চনের মত,
বাহি'রিছে তা'য় মিষ্ট সুরভি নিয়ত।
অতীব উন্নত তরু সুহরিৎ কায়া,
বহু দূর ব্যাপি' ভূমে পড়িয়াছে ছায়া।
শাখায় শাখায় পাখী করি'ছে কূজন,
অতি সুললিত স্বর শ্রবণরঞ্জন!
বসিলাম তলে তা'র বিশ্রামের তরে,
কান জুড়াইল সেই পাখীদের স্বরে।
ফুল-পরিমল-মাখা মলয় সমীর
প্রবাহি' করিল মম শীতল শরীর।
দিনের বিলয় আর প্রদোষ-আশায়,
রহিলাম একা আমি বসিয়ে তথায়।
কতক্ষণে তেজোময় দীপ্ত দিবাকর
পরিধান করি' দেহে লোহিত অম্বর,
পশ্চিম সাগরে স্নান করিবার তরে,
ক্রমশঃ নামিল তেজোহীন কলেবরে।

বাঁচিল পদ্মিনী সতী জুড়া'ল হৃদয়,
ভানুর পীড়নাবেগ হইল বিলয়;
সুস্থির হইয়ে আর মুদিয়ে নয়ন,
সলিল শয্যায় সুখে করিল শয়ন।
পশ্চিম আকাশ এবে অলক্ত বরণে
রঞ্জিত হইল, যেন লোহিত বসনে
সাজাইল নভস্থল প্রকৃতি সুন্দরী,
আসিয়া বসিবে বলি' সন্ধ্যা সহচরী।
গগনের লাল রঙ মন্দাকিনী নীরে
এপার ওপার ব্যেপে পড়িল অচিরে;
মনে অনুমান হয় হেরি' সেই নীর,
গোপীরা গুলেছে যেন সলিলে আবীর;
কিম্বা হেন বোধ হয় কৃষ্ণ বুঝি ফের
কালীয় এখানে আছে মনে পেয়ে টের,
ডুব দিয়ে নদীগর্ভে চড়ি' তা'র মাথে,
দলি'ছেন ভুজঙ্গেরে ভীম পদাঘাতে;
পীড়নে বিচূর্ণ হ'য়ে সাপের শরীর,
বিপুল শোণিতে লাল করিয়াছে নীর।
স্বজনে মিলিত হ'য়ে বিহঙ্গমদল
ফিরিল নীড়ের দিকে করি' কল কল;
যেন রে নীরদ খণ্ড অনিল-হিল্লোলে,
কোথা হ'তে আসিতেছে, কোথা যায় চোলে,
অথবা আকাশে যেন কুসুমের হার
সহসা পড়েছে ঝুলে—আহা, কি বাহার!
ক্রমে ক্রমে বিবিধ বিহঙ্গ পালে পালে,
পশিল যাপিতে নিশি তরুবর ডালে।
অন্তর্হিত হ'ল ভানু, দৃষ্ট নাহি হয়,
জগতের এক ভাব হইল বিলয়;
এখনো সম্পূর্ণ বিশ্ব হয় নাই কালো,
মন্দ মন্দ অন্ধকার, মন্দ মন্দ আলো।
উজ্জ্বল তারকা এক উদিল আকাশে,
গোধূলির ভালে যেন হীরক বিকাশে।
হেরি' তা'রে বোধ হয় ছাড়ি' পূর্ব্ব দ্বীপ,
প্রদোষ আসি'ছে যেন হাতে ক'রে দীপ।
দেখিতে দেখিতে বিশ্ব হইল আঁধার,
দূরের জিনিষ নাহি দেখা যায় আর।

শুনিলাম এ হেন সময়ে বহুদূর
হ'তে বাজিল এক বীণা সুমধুর।
চৌদিক নীরব, শুধু বীণার নিক্কণ
গাইল গগন ভেদি' সহ সমীরণ,
সুধার সুধারা সম শ্রবণ কুহরে
আসিতে লাগিল উহা প্রবেশন তরে।
ক্রমে ক্রমে নিকটে আইল বীণানাদ,
মিশ্রিত তাহায় হরিনামগুণবাদ।
দেখিলাম ঋষি এক গীতবিশারদ
আসি' উপনীত তথা, তিনিই নারদ।
সুপক্ক কদম্ব সম দেহের বরণ,
যজ্ঞসূত্র বাম স্কন্ধে অতীব শোভন,
তুলসীমালায় কণ্ঠ জড়িত হ'য়েছে,
হরিনামাঙ্কিত ছাপা হৃদয়ে র'য়েছে;
চন্দন তিলক ভালে, যেন বিবিধর্ণ
স্বর্ণকমণ্ডলু মাঝে সুরধুনী নীর।
তাম্রবর্ণ জটাজাল—অতীব দীঘল—
লম্বিত হ'য়েছে শির হ'তে ভূমিতল;
যেন স্বর্ণ সুমেরুর চূড়া বিনিঃসৃত
নদীকুল প্রবাহিছে গৈরিক মিশ্রিত।
পাকিয়ে হ'য়েছে শাদা দাড়ি গোঁফ, শ্মশ্রু,
তদুপরি আঁখি হ'তে ঝরে প্রেম অশ্রু,
শরতের কালে যথা শিশিরের হার,
সেইরূপ ঠিক সেই দাড়ির বাহার।
পরিহিত পট্টবাস গৈরিক-রঞ্জিত,
দেহে শোভে নামাবলি হরিনামাঙ্কিত।
লোলিত হ'য়েছে চর্ম্ম, ত্রিবলী উদরে
নাভি বিরাজিত লোম সহিত বিবরে।
শুনেছিনু ইতিপূর্ব্বে যে বীণার স্বর,
সেই বীণা বাজিতেছে শোভি' ঋষি কর।
অগ্রসর হ'য়ে আমি, নারদ-চরণে
প্রণিপাত করিলাম ভকতির মনে।
আশীষ করিলা ঋষি 'জয়োহস্তু' বলিলে,
স্বর্ণ-আসনে পরে বসিলেন গিয়ে।
বীণাতন্ত্রে বাঁধি' সুর মুনিচূড়ামণি,
মালশিরী, চিত্রগৌরী, শ্রীরাগ, ত্রিবেণী

প্রভৃতি রাগিণী, রাগে হরিগুণগান;
গাহিতে লাগিলা মুদি' যুগল নয়ান।
একে ত নারদ ঋষি সঙ্গীতকুশল,
তাহে পুন বীণা বাজে শোভি' করতল।
উভয়ে মিলিয়ে শুদ্ধ বিষ্ণুগুণগান
করিতে লাগিল, শুনে জুড়া'ল পরাণ।
পাখীরাও সে সময় নয়ন মুদিয়ে
নীরব হইল ঈশগানে মন দিয়ে।
কতক্ষণ পরে ঋষি বীণার সহিত
বিরাম-বাসনা করি', নিবারিল গীত।
'বিরিঞ্চি-সঙ্গীত-ঘাট' নীরব তখন
হইল; চলিল ফিরে ঋষি-কুল-ধন।
জগদীশ-প্রেমভরে অধীর হইয়ে,
যাইতে লাগিল ঋষি ঢলিয়ে ঢলিয়ে;
যাইতে যাইতে মুনি বলিল স্বগতে,—
"যাই আজি দেখে আসি মহর্ষি ভরতে;
নাটক সঙ্গীত রসে তিনি বিচক্ষণ,
যাঁহার কৃপায় মর্ত্ত্যবাসী নরগণ
লভেছে নাটক আর সঙ্গীত-রতন,
যাই আজি করে আসি তাঁ'রে দরশন।"

তৃতীয় সর্গ।

মন্দাকিনী তীর হ'তে স্বপন আমায়
নিশাকালে ল'য়ে গেল ভরত যথায়।
দেখিলাম তপোবন সুরবন-সম
লোচন-আনন্দ-কর অতি অনুপম।
বিশাল পাদপজাল শোভে চারি ধারে
জড়িত করিয়ে অঙ্গ লতিকার হারে;
যেন তরুবররাজি প্রিয়তমা সনে
রজনীবিহার করে আনন্দিত মনে।
ভানুভাতি-অভিলাষী মহীরুহকুল
আমলকী, বক আর জয়ন্তী, তেঁতুল,
পত্ররূপ আঁখি সবে মুদেছে এখন,
রজনী এদের নহে সুখদরশন।
পবিত্র অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি পাদপ
শশীর শীতল করে করে ধপ্ ধপ্।
শঙ্করের জটাসম কটা জটাজাল
ঝুলিয়ে পড়েছে ভূমে বিশাল বিশাল।
শিমূল লোহিত ফুলে শাখা সাজাইয়ে
অপত্র হইয়ে কোথা আছে দাঁড়াইয়ে।
আরো কত তরু শোভে ফলফুলময়,
চিনি নে, আবার তা'য় যামিনী সময়।
দেখিলাম মাঝে মাঝে শোভে সরোবর,
শীতল সলিল পূর্ণ, যৌবনের ভর।
কোন সরোবরে শুধু নিরমল জল
সুধীর সমীর-ক্রোড়ে করে ঢল ঢল;
শশাঙ্কের প্রতিবিম্ব নীল নভ সহ
ভাসি'ছে সরসী-জলে অতি সুখাবহ;
যেন রে দ্বিতীয় শশী, দ্বিতীয় আকাশ
ভানুকে ভুলা'তে জলে হ'য়েছে প্রকাশ।
কোন সরে সারি সারি কুমুদিনীকুল
নিশাকর-ভাতি পেয়ে হ'য়েছে প্রফুল্ল;
যেন অলি-জ্বালাতনে সলিল-শয়নে
আছিল দিবায় সবে মুদিত নয়নে,
নিশায় দুরন্ত অলি নাহি আসে আর,
নিরভয়ে এবে তাই কুমুদিনীহার
হাসি'ছে বিশদ মুখে শোভি' সরোবর;
সুনীল গগনে যথা তারকানিকর।
কোন সরে কমলিনী কমল-আসনে,
ঢাকিয়া কোমল অঙ্গ বিশদ বসনে,
নয়ন মুদিয়ে আছে,—যেন দেহ, মন
ভক্তিসহ, বিষ্ণু-পদে করেছে অর্পণ।
এইরূপ প্রতি সরে শোভা অনুপম
হ'য়েছে কতই, একা বলিতে অক্ষম।
অবিদূরে দেখিলাম গিয়ে তা'র পর,
'সঙ্গীত-মণ্ডপ' নামে অতি মনোহর
শোভি'ছে কুটীর এক তরুপুঞ্জমাঝে,
দৈত্যদলমাঝে যেন প্রহ্লাদ বিরাজে।
বিবিধ-সুরভি-রস-অভিষিক্ত ফুল
শাখারূপ করে ধরি' শোভে তরুকুল;

মৃদু মন্দ বহিতেছে শীত সমীরণ,
আঘাতে কুসুমরাজি ঝরে অনুক্ষণ ,
বিচ্যুত কুসুম পুন উটজ উপরে
দলে দলে বদ্ধ হ'য়ে অবিরত ঝরে ;
পবিত্র কুটীর'পরি যেন' সুরগণ
স্বর্গজ প্রসূনাবলী করে বরিষণ।
বিশাল শালের পাতে কুটীরের চাল
আচ্ছাদিত রহিয়াছে হ'তে বহুকাল ,
তরুভগ্ন পত্র সহ সরু সরু ডাল
মণ্ডপের তিন দিকে হ'যেছে দেয়াল।
সুর-নদী মৃত্তিকায় কুটীরের তল
পরিষ্কৃত রহিয়াছে, অতীব শীতল।
কোথা কোসা কুসী পড়ি' ; কোথা কুশাসন ,
কোথাও র'য়েছে পড়ি' কৌপীন বসন ,
কোথাও ঝুলি'ছে পূত তুলসীর মালা ,
কোথাও পড়িয়ে আছে কুসুমের ডালা ,
কমণ্ডলু কোন থানে র'য়েছে ঝুলিয়ে
বিমল সরসীজল উদরে ধরিয়ে।
জ্ব'লিছে ঘৃতের এক প্রদীপ উজ্জ্বল,
হ'যেছে তাহায় দীপ্ত কুটীরের তল।
কুটীরের দ্বারদেশে করিয়ে গমন,
দেখিনু ভরত বসি' ঋষিকুলধন ,
নারদের মত তাঁ'র সর্ব্ব অবয়ব,
বর্ণ-বিভিন্নতা, কিছু বয়স লাঘব ;
তা' বই কিছুরি আর রূপান্তর নাই,
নারদ, ভরতে যেন যমজ দু'ভাই।
আশীর্ব্বাদ লভিবারে ভরত ঋষির,
করিলাম প্রণিপাত নত করি' শির।
সুধীর বচনে আর বিষণ্ণ বদনে
আশীষ করিলা মোরে নিরানন্দ মনে।
অবাক্ হ'লেম আমি দেখি' তাঁ'র ভাব,
ঋষির আবার ফের কিসের অভাব ?
বুঝিতে কারণ তা'র নাহি পারিলাম,
নীরবে দাঁড়া'য়ে দ্বারে একা রহিলাম।
দেখিনু ঋষির কাছে সঙ্গীত-পুস্তক,
নবরসপরিপূর্ণ বিবিধ নাটক
র'য়েছে অনেক, পুন সুরবী বাজানা
বহুল রয়েছে সেই কুটীরে সাজানা।
নীরব সকল বাদ্য,—কাজে কাজে হ'বে,
বাদ্যকার যিনি, তিনি বসিয়ে নীরবে।
দেখে সে কালের ভাব হয় অনুভব,
ঋষি দুখে বাদ্যযন্ত্র বুঝিও নীরব।
দেখিলাম ভরতের খানিক অন্তরে
ভদ্র নামে ছাত্র তাঁ'র "গীতবস্ত্র' ক'রে
করিয়ে র'য়েছে বসি', নটের প্রধান,
নাটকনিপুণ আর গীতে জ্ঞানবান।
দাঁড়াইয়ে আছি তথা এমন সময়,
আইলা নারদ মুনি প্রায় অদয় ,
সেই রূপ করে বীণা বাজে অবিরাম,
অন্য কথা নাই মুখে, শুধু হরিনাম।
উপনীত হইলেন ভরত সকাশে ,
ভরত তুষিলা তাঁরে সুধীর সম্ভাষে।
স্বাগত কুশল আদি ধীরে ধীরে ক'য়ে,
মহর্ষি ভরত রহিলেন মৌনী হ'য়ে।
ভদ্র নট অকপট ভদ্র আচরণে
প্রণিপাত করিলেন নারদ চরণে।
কহিলেন দেবঋষি নারদ তাঁহায়, --
'কহ, বৎস ভদ্র। আমি জিজ্ঞাসি তোমায় ,-
কেন আজি ভরতের দেখি হেন বেশ ?
বলায় আমায় তাহা কহ সবিশেষ।"
কহিলেন ভদ্র শুনি' নারদ বচন ,--
"জিজ্ঞাস গুরুরে নিজে, ঋষিকুলধন।
কি হেতু বিমর্ষ উনি ক'রেন তোমায়।"
এত কহি' নীরবিলা ভদ্র পুনরায়।
ভদ্র-মুখ-বিনির্গত এই ক'টি বাণী
শুনিয়ে ভরত পানে চাহি' বীণাপাণি
হাসি' হাসি' মিষ্টভাষে লাগিলা কহিতে , —
"মহর্ষি ভরত, কহ, কি ভাবি'ছ চিতে
মৌনী হ'য়ে ? বল বল ইহার কারণ,
শুনিতে বাসনা মম করিতেছে মন।
আর আর দিনে সুখী নিরখি তোমায়,
আজি কেন বিপরীত, জানাও আমায়।"

নিরানন্দ মনে আর বিষণ্ন বদনে
কহিলা ভরত তবে চাহি' তপোধনে ;—
"দেবর্ষে ! কি ক'ব, সখে, যে দুঃখে অন্তর
বিষম যাতনা সহ জ্বলে নিরন্তর !
সকলি তুমি তো জান আমার বিষয়,
নখদর্পণের মত, মুনি মহাশয় !
ব্রহ্মা হ'তে শিখিলাম আমরা ক'জন
মধুর গান্ধর্ব্ববেদ সঙ্গীতরতন ;
গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু, হুহু, তুমি, রম্ভাপ্সরী,
চারি জনে গেলে চলি' অধ্যয়ন সারি'।
"একা রহিলাম আমি ইহ নরলোকে,
প্রদীপ্ত করিতে নরে সঙ্গীত-আলোকে ;
প্রাণপণে যত্ন করি' নাটকাদি কত
রচিলাম, সৃজিলাম রাগ নানা মত ;
এই যে দেখি'ছ, ঋষি বসি' ভদ্র নট,
প্রথমে নাটক, গীত আমার নিকট
শিখিলেক, তা'র পর আরো কত জন
শিখিল আমার কাছে হয়ে হৃষ্টমন।
প্রভাতের ভানু-ভাতি পৃথিবী উপর,
যেরূপে বিস্তৃত হয় ব্যাপি' দিগন্তর ;
আমারো সঙ্গীত-রবি-চ্যুত করচয়
সেরূপে করিল দীপ্ত ভারত-হৃদয়।
"বহুকাল পরে, হায়, কাল দুরাশয়
ভারতে কুদিনরূপ জলদ উদয়
করিয়ে ঢাকিল মম সঙ্গীত-তপন,
বিলয় হইল ক্রমে সঙ্গীত-সাধন।
দুরাচার সেকেন্দর বাদশা ভারতে,
এসেছিল, হায়, সখে, কাঁদা'তে ভরতে !
তা' হ'তে হইল মম পণ্ড-পরিশ্রম,
তা' হ'তে ঘুচিল মম আদর, সম্ভ্রম।
সেই গীতঘাতী আসি' পূজ্য হিন্দুগণে
ছারখার করিলেক অসদাচরণে ;
তাহারি সময় হ'তে যত আর্য্যগণ,
(সঙ্গীত, নাটক ছিল যাদের জীবন)
ক্রমে হীনবল হ'ল, হ'ল পরাধীন,
নাটক সঙ্গীত কাজে হইল বিলীন।
অতীব শ্রমের ধন সঙ্গীত আমার,
দুরন্ত কালের বশে হ'ল ছারখার !
এখন ভারতে আর নাহিকো তেমন,
পূর্ব্ব হিন্দুদের কালে আছিল যেমন।
এখন ভারতে কিবা দরিদ্র, কি ভূপ,
সকলেই হইয়াছে বিভব-লোলুপ ;
দেখে শুনে ঘুচে গেল সকল ভরসা,
হায়, কি হইল এই সঙ্গীতের দশা !"
এতেক নারদে কহি' ভরত তাপস,
নীরব হইলা মুখ করিয়ে বিরস।
ভরত-বিলাপ-বাক্য শুনিয়ে নারদ,
পাইলেন অতিশয় হৃদয়ে দরদ।
কহিতে লাগিলা মুনি করি' সম্বোধন ;—
"পরিহর দুঃখ, অহে তাপসভূষণ !
আছে সদুপায় এক, শুন সবিশেষ,
শুনিলে সে কথা তব শোক হ'বে শেষ ;
কিছু দিন গত হ'ল 'সঙ্গীত নগরে'
গিয়াছিনু দেখিবারে দেব দিগম্বরে ;
'সঙ্গীতাদ্রি' শিখরেতে শিবানীর সনে
বিশাল বিষাণ থু'য়ে হসিত আননে
বাজা'তেছিলেন, আমি এমন সময়
গেলাম তথায় হ'য়ে প্রফুল্ল হৃদয়।
প্রণিপাত করিলাম দোঁহার চরণে
করযুগ যোড় করি' ভক্তিযুত মনে।

(অসম্পূর্ণ)

হেঁয়ালি অভিনয়।

বিজ্ঞাপন।

গত ১২৯৪ সালের ৮ই মাঘ তারিখে আমার বীণা রঙ্গভূমিতে এই হেঁয়ালি অভিনয় হইয়াছিল। আমি উল্লিখিত ছয়টি হেঁয়ালি রচনা করিয়া এই অভিনয় করাইয়াছিলাম। দর্শকগণের মধ্যে যাঁহারা উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা উপহার পাইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত উত্তরদাতারা অভিনয়ের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় মধ্যে নিম্নলিখিত হেঁয়ালির উত্তর দিয়া, অভিনয়ান্তে নিম্নলিখিত উপহার পাইয়াছিলেন।

দর্শকের টিকিট নম্বর, নাম ও ঠিকানা		হেঁয়ালির নম্বর।	উপহার।
৮৭ নং।	শ্রীযুক্ত বাবু বাবুরাম মান্না, শিবঠাকুরের গলী—কলিকাতা	তৃতীয়	ছবি ও কম্ফর্টার।
৯০ নং।	শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, নিমৃতা স্কুল (২৪ পরগণা)	প্রথম ও তৃতীয়	ঘড়ী, ছবি ও কম্ফর্টার।
১০১ নং।	শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সরকার, ২৩ নং গোপীমোহন বসুর লেন, বহুবাজার—কলিকাতা	দ্বিতীয়	১ম ভাগ গ্রন্থাবলী।
১১০ নং।	শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সেন, পটলডাঙ্গা—কলিকাতা	দ্বিতীয়	১ম ভাগ গ্রন্থাবলী।
১১১ নং।	শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দবন্ধু রায়, ৩৯ নং পঞ্চাননতলা লেন—কলিকাতা	ষষ্ঠ	প্রণয়পরিণাম।
১২৩ নং।	শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইম্‌দাদ্ আলী, ১০৮ নং ওল্ড বৈঠকখানা—কলিকাতা	দ্বিতীয়	১ম ভাগ গ্রন্থাবলী।
৪৩৯ নং।	শ্রীযুক্ত বাবু নটবর মণ্ডল, ঢাকাপটী—কলিকাতা	তৃতীয়	ছবি ও কম্ফর্টার।

এই রজনীতে "হবধনুর্ভঙ্গ" নাটকের অভিনয়ান্তে উল্লিখিত হেঁয়ালির অভিনয় হইয়াছিল। এই সম্বন্ধের হ্যাণ্ড্‌বিলে (Handbill) যে প্রতিজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

To-day's entertainment will conclude with a grand novelty never before produced in any Stage!

THEATRICAL REPRESENTATIONS OF RIDDLES.

☞ অদ্য রজনীর কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে। আরো সর্ব্বাংশে নূতন রকমের অভিনয় আছে; যাহা এ পর্য্যন্ত কোন রঙ্গভূমিতে প্রদর্শিত হয় নাই।

হেঁয়ালি অভিনয়।

এই অভিনয় বাক্যে ও চক্ষে হইবে।

FURTHER ATTRACTIONS ! FURTHER ATTRACTIONS !!

Among the audience those who can solve the riddles will get prizes varying from RUPEES ONE HUNDRED IN CASH.

আরো নূতন! আরো নূতন!

নূতন রকমের উপহার! নূতন রকমের উপহার!!

অদ্য রজনীর হেঁয়ালি কয়েকটির উত্তর টিকিটক্রেতা দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে যে কেহ দিতে পারিবেন, তিনিই নিম্নলিখিত উপহার পাইবেন।

হেঁয়ালির নম্বর।	উপহারের নাম।
ছয়টি হেঁয়ালির উত্তরদাতা	১০০৲ এক শত টাকা নগদ।
১ম হেঁয়ালি	ঘড়ী।
২য় "	গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ।
৩য় "	ছবি ও কম্ফর্টার।
৪র্থ "	দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস।
৫ম "	৫০০ পৃষ্ঠার পকেট কবিতা।
৬ষ্ঠ "	প্রণয়পরিণাম উপন্যাস।

যদি এক জনের বেশী দর্শকে ৬টি হেঁয়ালির উত্তর দেন, তবে ঐ ১০০৲ টাকা সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে।

হেঁয়ালির উত্তর লিখিবার জন্য সকলে একটি করিয়া উডেন্ পেন্সিল সঙ্গে করিয়া আনিবেন। ৫ মিনিটের হিসাবে প্রত্যেক হেঁয়ালির উত্তর দিবার সময় দেওয়া যাইবে। রাত্রি ৯টার সময় সকলকে হেঁয়ালির ছাপা কাগজ দেওয়া যাইবে; ৯॥০ টার সময় উত্তর-পত্র ফেরৎ লওয়া হইবে। সর্ব্বশেষে হেঁয়ালির অভিনয় হইয়া উত্তরদাতাগণকে উপহার দেওয়া যাইবে।

হেঁয়ালি অভিনয়।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

হেঁয়ালিকার ও উত্তরদাতার প্রবেশ।

হেঁয়ালিকার। হেঁয়ালিকে ইংরেজিতে কি বলে?

উত্তরদাতা। আমি ইংরেজি জানি না।

হেঁ। রিড্‌ল্ (Riddle) বলে। আচ্ছা, হেঁয়ালিকে সংস্কৃত ভাষায় কি বলে বল দেখি, ভাই?

উ। প্রহেলিকা।

হেঁ। আর কি বলে?

উ। জানি না।

হেঁ। প্রবহ্লি বা প্রবহ্লী ও পবহ্লিকা। তা থাক্, তোমার নিকট আজ ছয়টি হেঁয়ালি বোল্‌বো। তুমি যদি উত্তর দিতে পার, তোমাকে খুব বাহাদুর বোল্‌বো। উত্তর দিতে পার্‌বে?

উ। পার্‌বো।

হেঁ। যদি না পার।

উ। হার্‌বো।

হেঁ। হার্‌লে পরে?

উ। কি?

হেঁ। (সহাস্যে) মার্‌বো।

উ। আচ্ছা, আগে হেঁয়ালি বল তো?

হেঁ। বেশ্ কথা, প্রথম হেঁয়ালি এই,—

"দুই অক্ষরের সে বস্তুটি কি? সোজা দিকে অতি কোমল, মস্তকে ধারণ করিলে বড় আনন্দ হয় এবং তিন চক্ষের উহা অতিশয় প্রিয়? কিন্তু, বিপরীত দিকে অতি কঠিন, মস্তকে ধারণ করিতে বড় ভয় হয় এবং দুই চক্ষের অতিশয় অপ্রিয়।"

উ। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) তাই তো, কি ফেঁসাদে হেঁয়ালি আওড়ালে? কিছুই যে খুঁজে পাচ্চি নি।

হেঁ। খোঁজো খোঁজো।

উ। পেয়েছি।

হেঁ। কি?

উ। দানা।

হেঁ। (উচ্চহাস্যের সহিত সপরিহাসে) দূর বোকা।

উ। তবে কি? তুমিই এর উত্তর বল।

হেঁ। আমি উত্তর বোল্‌বো না, উত্তর দেখাবো।

উ। উত্তর আবার দেখা'বে কি? উত্তর তো মুখের কথা?

হেঁ। আমার হেঁয়ালির উত্তর চোকের দেখা।

উ। আচ্ছা, তাই দেখাও।

হেঁ। (ভূতলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি "জবা" (ফুল) উত্থিত হইল)

উ। (সহাস্যে) এই "জবা" উত্তর।

হেঁ। সত্য মিথ্যা প্রথম হেঁয়ালির সঙ্গে ওলট্ পালট্ কোরে মিলিয়ে দেখ।

উ। সোজা দিকে "জবা" এবং উল্টো দিকে "বাজ"! (সানন্দে) তাই তো, ভাই, বড় মজা তো। খাসা হেঁয়ালি। আর একটা বল।

হেঁ। আচ্ছা, এই বার দ্বিতীয় হেঁয়ালির উত্তর দাও।

"তিনাক্ষরে নাম তা'র বুকে বাস করে।
বহু পুত্র দেখি তা'র গর্ভের ভিতরে ॥
সেই গর্ভ ফাড়ি' যদি পুত্রগুলি খাও।
রক্তের মধুর স্বাদ রসনায় পাও ॥
মধ্যাক্ষর ফেলে দিলে ফলয়ে সুফল।
অলাঙ্গুল-সলাঙ্গুল-প্রিয় অবিরল ॥
প্রথম অক্ষর যদি কাড়ি' লহ তা'র।
তা' হ'লে সে বস্তু হয় অপ্রিয় সবার ॥"

উ। বেদানা।

হেঁ। আরে ছ্যা!

উ। তবে কি?

হেঁ। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি "কমলা" লেবুর আবির্ভাব)

উ। এই "কমলা" উত্তর?

হেঁ। হেঁয়ালির শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

উ। (তদ্রূপ করিয়া, সহাস্যে) আরে বাহবা, ঠিক্ যে!

হেঁ। এই বার তৃতীয় হেঁয়ালির উত্তর দাও।

"তিনাক্ষরে নাম তা'র, কক্ষে করে বাস।
দিবস রজনী ছাড়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস ॥
প্রথম অক্ষর তা'র ছেড়ে দাও যদি।
মৃত্তিকায় জলাশয়, কিন্তু নহে নদী ॥
মধ্যের অক্ষর যদি ছাড় মহাশয়।
মৃত্তিকায় জলাশয় তথাপিও হয় ॥
শেষের অক্ষর তা'র কৈলে বিসর্জ্জন।
জাতির পদবী তাহে হয় সংঘটন ॥"

উ। বড় শক্ত। অন্ধি সন্ধি পাচ্ছি নি।

হেঁ। আচ্ছা, আমিই এর উত্তর দেখাচ্ছি। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একটি "জানালার" আবির্ভাব)

উ। এই "জানালা" উত্তর?

হেঁ। মিলিয়ে দেখ না।

উ। (তদ্রূপ করিয়া) সাবাস্, ভায়া! আচ্ছা কায়দা! ঠিক্ যে হে!

হেঁ। এই বার চতুর্থ হেঁয়ালির উত্তর কর।

"দ্বি অক্ষরে নাম তা'র, কিন্তু তিন ধার।
উলটি' পড়িলে চক্ষে বহে জলধার ॥"

উ। আমার কর্ম্ম নয়।

হেঁ। আচ্ছা, আমি উত্তর দেখাচ্ছি। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা পটপরিবর্ত্তন ও একটি "নদী" বহমানা)

উ। "নদী" উত্তর?

হেঁ। মেলাও।

উ। তুমি মেলাও।

হেঁ। "নদী"র এ পার এক ধার, ও পার এক ধার এবং মধ্যে জলধার, এই তিন ধার। আর উল্টাইয়া দেখিলে "দীন" হয়। দীন অর্থাৎ দরিদ্র। দরিদ্রের চক্ষে জলধার বই কি পাইবে?

উ। বাহবা! ঠিক্ ঠিক্।

হেঁ। এই বার পঞ্চম হেঁয়ালির উত্তর দাও।

"চারি বর্ণে নাম তা'র, খাদ্যে পরিচয়।
প্রথম চতুর্থ গেলে অর্দ্ধ পদ হয় ॥
প্রথম দ্বিতীয় গেলে খায় সকলেতে।
দ্বিতীয় তৃতীয় গেলে খায় যবনেতে ॥"

উ। আনারস।

হেঁ। দুর্ হাঁদা।

উ। তবে কি?

হেঁ। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা ভূগর্ভ হইতে একখানি "পাঁউরুটি"র আবির্ভাব)

উ। (সবিস্ময়ে) "পাঁউরুটি"?

হেঁ। হুঁহুঁ। মিলিয়ে না পাও তো, আমার নাক মোলে দিও।

উ। (মিলাইয়া) তাই তো, এটাও ঠিক্ হোলো যে।

হেঁ। এই বার শেষ হেঁয়ালির উত্তর দাও। এ হেঁয়ালিটাকে দ্বৈত হেঁয়ালি বলে।

উ। দ্বৈত কি? দৈত্য?

হেঁ। (সহাস্যে) দূর্ রাক্ষস! দৈত্য নয়। দ্বৈত অর্থাৎ দুইটার যোগে যেটা নিষ্পন্ন হয়।

উ। আচ্ছা, কিরূপ তোমার দ্বৈত হেঁয়ালি দেখি?

হেঁ। দেখ।

(সহসা পটপরিবর্ত্তন এবং একটি নদী দৃশ্যমানা। সেই নদীতে একজন রজক কাপড় কাচিতেছে এবং একজন ব্রাহ্মণ মাটির কলসী লইয়া জল তুলিতেছেন। এখন হঠাৎ রজক ব্রাহ্মণের কলসী ছুঁইয়া ফেলিল)

"ব্রাহ্মণ। (সরোষে) আরে নীচ! তুই আমার কুম্ভ স্পর্শ কল্লি কেন? দে কুম্ভের মূল্য দে।

রজক। কেন দেবো?

ব্রাহ্মণ। (সক্রোধে রজকের কর্ণ ধারণ করিয়া) তবে রে বেল্লিক ব্যাটা!

রজক। (যন্ত্রণায় অধীর হইয়া) ওগো, আমায় মেরে ফেল্লে গো! কে আছ গো, এসে আমায় রক্ষে কর।"

উ। ও বাবা! এ আবার তোমার কি দ্বৈত হেঁয়ালি! এ যে গোলোকধাঁধার চোদ্দপুরুষ!

হেঁ। উত্তর দেখা দাও।

(সহসা "কুম্ভকর্ণের" আবির্ভাব)

উ। (সভয়ে) ও বাবা! এ যে রাবণের ভাই "কুম্ভকর্ণ"। এই বুঝি তোমার উত্তর?

হেঁ। বুঝতে পার নি?

উ। না।

হেঁ। আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ব্রাহ্মণের "কুম্ভ" ও রজকের "কর্ণ"। তা হোলেই হোলো কুম্ভ+কর্ণ=কুম্ভকর্ণ।

উ। বা ভাই, বা! বাহবা তোমার দ্বৈত হেঁয়ালি!

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ

দুই শিকারী।

প্রথম অধ্যায়।

এক দেশে দুই ভাই ছিলো। তা'দের মধ্যে একজন খুব বড় মানুষ আর একজন খুব গরিব। যে ভাই বড় মানুষ, সে সোণারূপোর কারবার কোত্তো, কিন্তু তা'র মন বড় কু। আর যে ভাই গরিব, সে ঝুড়ী বুনে, তাই বিক্রী কোরে কাল কাটা'তো, কিন্তু তা'র মন বড় সু। গরিব ভাই-টির দু'টি যমজ পুত্র হোয়েছিলো। দু' ফোঁটা জল যেমন দেখ্‌তে ঠিক এক সমান, তা'র, যমজ ছেলে দু'টিও ঠিক্ সেইরূপ। যমজ ভাই দু'টি যখন তখন তা'দের বড় মানুষ জেঠার বাড়ীতে যাওয়া আসা কোত্তো আর এঁটো পাতে শেষ যা' কিছু থাক্তো, তা'ই কুড়িয়ে খেয়ে কতই খুসী হোতো। কিন্তু জেঠা বেটা এমনি ইতর যে, একটি দিনও ছোট ছোট ভাই-পো দু'টিকে ভাল কোরে খেতে দিতো না।

ছেলে দু'টির দরিদ্র পিতা, রোজ রোজ বনের ভিতর গিয়ে কাঠ ভেঙে আন্‌তো। সেই কাঠে তা'র স্ত্রী, মোটামুটি গোছের রসুইবাস কোরে তা'দিগে খাওয়াতো। এক দিন সেই গরিব লোকটি বনের ভিতর কাঠ ভাঙ্‌চে, এমন সময় গাছের ডালে হঠাৎ একটি পাখী দেখ্‌তে পেলে। সেই পাখীটি একে তো সোণার, তা'তে আবার দেক্তে সকল পাখীর চেয়ে সুন্দর। সেই গরিব লোকটি, সেই পাখীটিকে দেখে, ধর্‌বার জন্যে অত্যন্ত ইচ্ছুক হোলো। একটা মাটির ঢেলা তুলে পাখীটিকে ছুঁড়ে মার্‌লে; কিন্তু পাখীটি উড়ে পালা'লো। কেবল ঢেলা লেগে তা'র একটা সোণার পালক খোসে পোড়্‌লো। সে সেই পালকটা কুড়িয়ে নিয়ে, মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো;—"আমি দাদার কাছে এটা নিয়ে গেলে, তিনি অবিশ্যি টাকা দিয়ে কিনে নেবেন।" এই ভেবে সে বরাবর তা'র দাদার বাড়ী গেলো। তা'র দাদা সেই পালকটা নিয়ে, অনেক ক্ষণ উল্‌টে পাল্‌টে দেখ্‌লে;—তা'র পর কষ্টি পাথরে ঘোষে পরখ্ কোল্লে। পরখে ঠিক হোলো, পাল-কটা খুব ভাল সোণার। সে তখন তা'র ভাইকে বোল্লে,—তুমি এই সোণার পালক কোথায় পেলে?" সে বোল্লে,—"বনে কাঠ ভাঙ্‌তে গিয়ে, একটা ডালে একটি সোণার পাখী দেখ্‌তে পাই; পেয়ে তা'কে ঢিল ছুঁড়ে মারি; কিন্তু সে উড়ে গেলো; কেবল এই পালকটা তা'র ল্যাজ থেকে খোসে পোড়্‌লো। এটা সোণার পালক, তাই তোমার কাছে আন্‌লেম। তুমি এর যথার্থ দাম দিয়ে কিনে নিতে পার।"

বড় মানুষ ভাই গরিব ভাইয়ের কথা শুনে, তা'কে একশ' টাকা দিলে আর বোল্লে দিলে "হা দেখ, ভাই, তুমি আবার এখনি সেই বনে যাও। যদি সেই সোণার পাখীটি মেরে আমাকে এনে দিতে পারো, তা' হোলে তোমাকে আমি এক হাজার টাকা দেবো।" গরিব ভাই, তা'র সেই কথা শুনে আর পালকের একশ' টাকা নিয়ে বাড়ী গেল। তা'র স্ত্রীর হাতে সেই টাকা দিয়ে, তখনি আবার বনে চোলে গেলো। গিয়ে এ দিক্ ও দিক্—এ গাছ সে গাছ খুঁজে পেতে, আবার সেই পাখী-টিকে একটা মাঝামাঝি গোছের সেগুন্ গাছের ডালে ব'সে থাক্তে দেক্তে পেলে। পেয়েই আস্তে আস্তে একটা ঢিল তুলে, তাগ কোরে ছুঁড়ে মার্‌লে। এ বার আর তাগ ফস্‌কালো না; পাখীটি ঢিলের ঘায়ে মাটিতে পোড়ে ছট্‌ফট্ কোরে মোরে গেলো। সে তখন সেই পাখীটি নিয়ে

আবার তা'র দাদার কাছে গেলো। তা'র দাদা তা'কে এক হাজার টাকা দিয়ে পাখীটি কিনে নিলে। গরিব ভাই দু'বারে এক হাজার একশ' টাকা পেয়ে বড় খুসী হোলো, আর মনে মনে ভাব্তে লাগ্লো,—"এত দিনে ভগবান্ আমার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন। আমার ও আমার স্ত্রীপুত্রের কষ্ট দূর হ'বার পথ হোলো। আর আমাকে ঝুড়ী বুনে দুঃখু পেতে হ'বে না।" সে এই ভাব্তে ভাব্তে নিজের ঘরে চোলে গেলো।

বড় মানুষ ভাইটে বড় ধূর্ত্ত আর চতুর। সে পূর্ব্বে শুনেছিলো যে, সোণার পাখী রেঁধে খেলে রোজ রোজ অনায়াসে সোণা পাওয়া যায়। তাই সে তখন সেই মরা পাখীটি নিয়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে তা'র স্ত্রীকে গোপনে গোপনে বোল্লে,—"দেখ, তুমি আজ নিজের হাতে পাখীটির মাংস আমাকে রেঁধে দাও। আমি এর মাংস খেলে, রোজ রোজ সকালে সোণা পা'বো।" এই কথা বোলে সে বা'র-বাড়ীতে চোলে গেলো।

তা'র পর তা'র স্ত্রী বেস্ কোরে সেই পাখীর মাংস ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে, নিজেই রান্নাঘরে রাঁধ্তে আরম্ভ কোর্লে। তাতে ভাল ভাল মস্‌লা ঢেলে দিলে। মস্‌লার সুগন্ধে রান্নাঘর একেবারে ভর হোয়ে উঠ্‌লো। রাঁধুনী রাঁধ্তে রাঁধ্তে, খানিক পরে কি কাজের জন্যে আর একটা ঘরে গেলো। এমন সময়ে তা'র দেওর-পো দু'টি—সেই যমজ ভাই দু'টি—ঘটনাক্রমে সেই রান্নাঘরে ঢুক্‌লো। রাঁধুনী তা'র কিছুই জান্তে পার্লে না। ছেলে দু'টি রান্নাঘরে ঢুকেই দেখ্‌লে উনোনের উপর মসলাদার মাংস রান্না হোচ্চে, কিন্তু সেখানে কেউই নাই। তখন দু'জনে পরামর্শ কোরে মাংসের হাঁড়িটে নিয়ে চুপ্ চুপ্ খিড়কী দোর দিয়ে পালিয়ে গেলো। খিড়্‌কীর বাইরে একটা ছোট জঙ্গল ছিলো। তা'রা দু'জনে তা'র ভিতর গিয়ে, জেঠার বড় সাধের সোণার পাখীর মাংস ভাগ কোরে খেয়ে ফেল্‌লে। খেয়ে পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে, খানিক খানিক জল খেয়ে, নিজেদের বাড়ী চোলে গেলো। জেঠার বাড়ীর জনমানুষ তা'দিগে দেখ্তে পেলে না।

এ দিকে খানিকক্ষণ পরে তা'দের জেঠাই-মা আবার রসুই-ঘরে এলো। এসেই অবাক্! খালি উনোন ধুধু কোরে জোল্‌চে, মাংসের হাঁড়ি নেই! তখন সে আর কি করে, স্বামীর ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা হাঁস মেরে, আবার একটা হাঁড়ি কোরে উনোনে চোড়িয়ে দিলে। আর রান্নাঘর থেকে বাইরে গেলো না। যথা সময়ে মাংস তোইরি হোলো। তা'র পর ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হোয়ে এলো। সন্ধ্যে উৎরে গেলে পর, তা'র স্বামী আবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে তা'কে বোল্লে,—"মাংস হোয়েচে কি?" সে বোল্লে,—"অনেক ক্ষণ।" স্ত্রীর সেই কথা শুনে স্বামীর বড় আনন্দ হোলো। তা'র পর তা'র স্ত্রী একখানি ভাল আসন পেতে, রূপোর গেলাসে কোরে জল আর রূপোর বড় বাটিতে কোরে সোণার পাখীর বদলে হাঁসের মাংস সাজিয়ে দিলে। স্বামী মনের সুখে পেট ভোরে সেই মাংস খেলে, একটুখানি টুক্‌রোও ফেল্লে না। তা'র পর হাত মুখ ধুয়ে, পান তামাক খেতে খেতে, কেবল ভাব্তে লাগ্‌লো,—"এই বার আমায় আর পায় কে? আমি অল্প দিনের মধ্যেই কুবের হ'বো। এখন যা'রা আমার চেয়ে বড় মানুষ, দেখ্তে দেখ্তে আমি তা'দিগে ডিঙিয়ে উঠ্‌বো।" এই কথা বোলে, সে শোবার ঘরে গিয়ে শুলো। শুয়েও ঐ সব কথা কেবল ভাব্তে লাগ্‌লো। ভাব্তে ভাব্তে ক্রমে তা'র নিদ্রা এলো। সে ঘুমন্ত অবস্থাতেও ঐ সব কথা স্বপ্নে ভেবেছিলো কি না, তা' আমি বোল্তে পারি না। বোধ হয় ভেবেছিলো।

ক্রমে ক্রমে রাত পুইয়ে গেলো। পাখীগুলো কিচির মিচির কোরে চার দিকে ডেকে উঠ্‌লো। কাজে কাজে তখন সেই আশা-মোহিত লোকটারও ঘুম ভেঙে গেলো। সে তখন জেগে উঠে, তাড়াতাড়ি মাথার বালিশের নীচে হাত গুঁজে সোণা খুঁজ্তে লাগ্‌লো, কিন্তু সমস্তই ভোঁ ভাঁ।

তাই না দেখে, তা'র মনে মনে কেমন এক রকম সন্দেহ হোলো। বিছানা ওলোট পালোট কোর্‌লে ঘরের সমস্ত জিনিষ ঘেঁটে ঘুঁটে দেখ্‌লে, তবুও কোথাও এক সরষে-ভোর সোণা পেলে না। কাজেই মন্‌টা বড় খারাপ হোয়ে উঠ্‌লো, যা'র পর নাই দুঃখুও হোলো। কিন্তু কি আর কোর্‌বে? উপায় তো কিছুই নেই। স্ত্রীকে কাছে ডেকে, সোণা না পা'বার কথা ভেঙে চুরে বোল্লে। স্ত্রী উত্তর দিলে,—"তাই তো, কেন এমন হোলো? আমি তো তোমার সেই সোণার পাখীই রেঁধে, তোমায় খেতে দিয়েছিলেম। তা' বোধ হয়, তুমি যা' ভেবেছিলে, তা' সত্যি নয়—গল্পগুজোব।

"যা' হোক্, যা' হ'বার, তা' হোলো, এ সব কথা আর কা'রো কাছে তুলো না। তা' হোলে, উল্টে লোকে তোমাকে আর আমাকে পাগল বোল্‌বে।" লোকটা কেমন এক রকম; সে স্ত্রীর কথা শুনেও মনে মনে কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। এইরূপে তিন চার দিন চোলে গেলো, কিন্তু তা'র ভাবনা আর গেলো না; বরং এক এক দিনে এক এক গুণ বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এ দিকে যমজ ভাই দু'টির যে কপাল ফিরেচে, তা' তা'রা বা অন্য কেউই জান্‌তে পাল্লে না। তা'রা দু'জনে বাড়ীতে এসে, খেয়ে দেয়ে বিছানায় গিয়ে ঘুমুলো। সকাল বেলা উঠে দেখে, ঘরের মেজেতে দু'খানা সোণার টুক্‌রো পোড়ে আছে। তা'রা সেই দু'খানা টুক্‌রো কুড়িয়ে নিয়ে পরস্পরে বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, "এ দুখানা কি, ভাই? কোত্থেকে এলো? কেমন ঝক্ মক্ কোচ্চে দেখো!" এই রকম আরো কত কি বোল্‌তে বোল্‌তে তা'দের পিতার কাছে গেলো। সে তখন ছেলে দু'টির হাত থেকে সেই দু'খানা টুক্‌রো নিয়ে বেস্ কোরে দেখে বুঝ্‌তে পাল্লে—সোণা। জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"তোরা এ দু'খানা কোথা পেলি?" তা'রা বোল্লে,—"এই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, এই দু'খানা ঘরের মেজেতে পোড়ে আছে। আমরা তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তোমার কাছে এলেম। হাঁ, বাবা এ দু'খানা কি গা?" সোণা যে কা'কে বলে, তা' তারা তখনো ভাল কোরে জান্‌তো না। তাদের পিতা বোল্লে,—"এ যে সোণা রে!" তা'রা বোল্লে,—"বাবা! তুমি এই দু'খানা নেও, কিন্তু খাবার না দিলে দেবো না।" তা'দের পিতা এই কথা শুনে হাস্‌তে লাগ্‌লো। তা'র পর তা'দিগে পেট ভোরে খাবার দিলে। তা'রা খাবার পেয়ে মনের আনন্দে পিতাকে সোণা দিয়ে, খেতে খেতে খেলা কোত্তে গেলো। এইরূপ তিন চার দিন গত হোয়ে গেলো। প্রত্যহই যমজ ভাই দু'টি সকালবেলা পূর্ব্বের মত সোণা পেতে লাগ্‌লো। রোজ রোজ ছেলেদের শোবার ঘরের মেজেতে সোণা পাওয়া যায় দেখে, পিতার মনে হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহ হোলো। সে চার দিনের দিন মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"কে রোজ রোজ ছেলেদের শোবার ঘরে রাত্রে এমনতর সোণার টুক্‌রো ফেলে যায়? এর কারণ কি? কা'র কাছেই বা এর তদন্ত করি? যা' হোক্, দাদা সোণার কারবার করেন, তিনি সোণার বিষয়ে অনেক জানেন, সুতরাং আজ এই টুক্‌রোগুলো নিয়ে তাঁ'রই কাছে যাই; তা' হোলেই হয় তো সমস্ত সন্দেহ মিটে যা'বে।" এইরূপ ভেবে, সে তা'র জ্যেষ্ঠ সহোদরের বাড়ী গেলো। গিয়ে, তা'র হাতে সোণার টুক্‌রোগুলো দিয়ে, সমস্ত ঘটনা খুলে বোল্লে। তা'র দাদা তাই শুনে, মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"আমার ভাইপো দু'টোই সে দিন সোণার পাখীর মাংস খেয়ে গেছে, আর আমার স্ত্রী আমাকে অন্য পাখীর মাংস খাইয়েছে। যা' হ'বার তা' হোয়েছে, এখন তো তা'র আর কোনো উপায় নেই। উপায় নেই বটে, কিন্তু আমি সহজে ছাড়্‌চি নে। অবিশ্যি আমি এর শোধ তুল্‌বো। একে তো আমার এক হাজার একশ' টাকা মিছিমিছি বর-

বাদ হোয়েছে, তা'তে আবার বড় সাধের আশায় ছাই পোড়েছে। আমার প্রাপ্য সোণা আমার ছোট ভেয়ের ছেলে দু'টোর কপালে পোড়্লো! এখন দেখ্‌ছি, অল্প দিনের মধ্যেই আমার ছোট ভাই আমার চেয়েও বড় মানুষ হ'বে। তা' আমি সইতে পার্‌বো না। যা'তে কোরে হোক্, ছেলে দু'টোকে এর হাত-ছাড়া কোরে মেরে ফেল্‌তে হোচ্চে।" সেই দুরাত্মা খল এইরূপ ভেবে চিন্তে, তার ছোট ভাইকে বোল্‌লে—কৃত্রিম ভয় ও সন্দেহ প্রকাশ কোরে বোল্‌লে,—"ভাই তো, এ যে বড় বিষম সমিস্যে! এ লক্ষণ তো ভাল নয়! আমি শুনেচি, ভূত প্রেতের কুদৃষ্টি হোলেই এই রকম সোণা পাওয়া যায়। তোমার ছেলে দু'টিকে ভূতে পেয়েছে, সুতরাং ওরূপ ছেলে ঘরে থাক্‌লে তোমাদের বড় বিপদ্ ঘোট্‌বে—এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত হারা'তে হ'বে। তুমি নিশ্চয় জেনো তোমার ছেলে দু'টি এখন মানুষ নয়,—ভূত। আজই এদিগে বনে রেখে এসো।"

অগ্রজের এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা শুনে, কনিষ্ঠের মনে বড় ভয় ও সন্দেহ হোলো। একে সে লোকটা শাদাসিদে, তা'তে আবার কতকটা হাবাগোবা, কাজেই ভয় আর সন্দেহ না হোয়ে হয় কি? তখনই সে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে কিছু না বোলে, ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বনে গেলো। মায়ের প্রাণ, পাছে ছেলে দু'টিকে না ছাড়ে, এই জন্যে সে স্ত্রীকে কিছুই বোল্লে না। যখন সে পুত্র দু'টিকে সঙ্গে কোরে বনে চোলে গেলো, তখন তা'র স্ত্রীও তা'কে কিছু বোল্লে না; কেন না, সে জান্‌তো যে, পূর্ব্বে তা'র স্বামী মধ্যে মধ্যে সেই দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে বনে কাঠ ভেঙে আন্‌তে যেতো।

এ দিকে তা'রা তিন জন বাপ বেটায়, খুব একটা বড় বনের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। তখন সেই লোকটি ছেলে দু'টিকে কতক কতক খাবার দিয়ে, একটি গাছতলায় বসিয়ে রেখে বোল্লে,—"তোরা দু'জনে এইখানে বোসে খাবার খা আর খেলা কর্ বা কাট কুড়ো, আমি আরও ভিতর বনে গিয়ে ভাল ভাল শুক্‌নো কাঠ খুঁজে আনি। দেখিস্, আর কোথাও যাস্ নি।" পিতার কথায় তা'রা সম্মত হোলো। পিতা, পুত্র দু'টির মুখচুম্বন কোরে, সেখান থেকে নিবিড় বনের মধ্যে গিয়ে, অন্য দিক্ দিয়ে বেরিয়ে চোলে গেলো; কিন্তু তা'র মনের ভিতর কত যে কষ্ট হোতে লাগ্‌লো, তা'র আর কি বোল্‌বো!—হাজার হোক্, পিতা কি না?

এ দিকে ছেলে দু'টি খাবার খেয়ে, কত রকম খেলা দুলো কোত্তে লাগ্‌লো—এখান থেকে, সেখান থেকে ছোট ছোট ডালপালা কুড়িয়ে কুড়িয়ে এক জায়গায় জড় কোরে রাখ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে ক্রমে বেলা বোয়ে গেলো, আবার খিদে পেলে। তখন তা'রা পিতাকে খুঁজ্‌তে আরম্ভ কোল্লে। কিন্তু সমস্তই বৃথা আর পণ্ডশ্রম হোয়ে গেলো। দেক্তে দেক্তে প্রায় সন্ধ্যে হোয়ে এলো; কাজেই তখন তা'দের মনে বড় ভয় হোতে লাগ্‌লো। একে ক্ষুধিত, তা'তে আবার বন্যজন্তুদের ভয়ে ভীত, কাজেই আকুল হোয়ে দু'জনে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময়ে সেই দিক্ দিয়ে এক জন বৃদ্ধ শিকারী, বনে বনে পক্ষিশিকার কোরে, বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলো। সে, ছেলে দু'টিকে রোদন কোত্তে দেখে, তাড়াতাড়ি তা'দের কাছে গেলো। তা'দিগে দেখে তা'র মনে বড় দয়া হোলো। সে তখন তা'দিগে বোল্‌লে,—"আহা, কেন তোমরা কাঁদচো? আর কি জন্যেই বা এই ভয়ঙ্কর বনের ভিতর এসেচো?" তা'রা তখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্‌লে,—"আমরা বাবার সঙ্গে কাঠ ভাঙ্‌তে এসেছিলাম। বাবা আমাদিগে এখানে রেখে ঐ ও দিক পানে কাঠ্ ভাঙ্‌তে গেলো, কিন্তু এখনো আর ফিরে এলো না। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ খুঁজ্‌লেম, কিন্তু দেখা পেলেম না।" তখন শিকারী নিজেও এ দিক্ ও দিক্ কোরে খুঁজে দেখ্‌লে, কিন্তু কোথাও তা'দের পিতাকে

দেখ্তে পেলে না। তখন সে মনে মনে ঠিক্ কোল্লে যে, নিশ্চয় কোন হিংস্র জন্তু তা'কে মেরে খেয়েছে। এইরূপ ভেবে, সে, ছেলে দু'টিকে বোল্লে,—"তোমরা আর কেঁদো না। আমি তোমাদের দু'টি ভাইকে নিজের ছেলের মত লালন পালন কোর্‌বো। তোমাদের আর কোন ভয় নেই।" এই বোলে সেই শিকারী, যমজ ভাই দু'টিকে নিয়ে বরাবর আপনার বাড়ী গেলো। যখন তা'রা সকলে বাড়ী পৌঁছুলো, তখন সন্ধ্যে হোয়ে এসেচে।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিকারীর ছেলে মেয়ে কিছুই ছিলো না, সুতরাং সে, সেই দু'টিকে পেয়ে বড় খুসী হোলো। তা'র স্ত্রীকে তা'দের বিষয় বিশেষ কোরে বুঝিয়ে বলাতে, সেও অতিশয় আহ্লাদিত হোলো। তা'র পর স্ত্রীস্বামীতে মিলে খুব যত্ন তোয়াজ কোরে যমজ ভাই দু'টিকে অন্ন ব্যঞ্জন ও মাংসের ঝোল খাওয়ালে। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে ঘুমুলো। তা'র পর সকালবেলা শিকারী বিছানা থেকে উঠে দেখে, ঘরের মেজেতে দু'টুক্‌রো সোণা পোড়ে আছে। সে সেই দু'খানা কুড়িয়ে নিয়ে পালিত-পুত্র দু'টিকে বোল্লে,—"এই দু'খানা সোণার টুক্‌রো কি তোমাদের কাপড় চোপড় থেকে খুলে পোড়ে গেছে?" তা'রা বোল্লে,—"না গো, তা' নয়। আজ নিয়ে পাঁচ দিন হোলো, আমরা যেখানে রাত্রে শুই, সকাল বেলা সেখানে এই রকম দু'খানা টুক্‌রো দেক্তে পাই, কে যে দেয়, বা কোত্থেকে যে এই টুক্‌রো দু'খানা আসে, তা' আমরা জানি না।" তা'দের মুখে এই রকম কথা শুনে, শিকারী ভাব্‌লে যে, "হয় তো সেই যমজ ছেলে দু'টি খুব সৌভাগ্যবান্, পরমেশ্বরই তা'দের ভবিষ্যৎ ভাল কর্‌বার জন্যে রোজ রোজ এই দু'খানা সোণার টুক্‌রো দিতে আরম্ভ কোরেছেন। তা' ভালই হোলো, আমি এখন থেকে রোজ রোজ সোণা কুড়িয়ে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখে দেবো; তা'র পর এরা বড় হোলে, দু'জনে ভাগ কোরে নেবে।"

অনন্তর শিকারী প্রত্যহই সে দৈবদত্ত সোণা নিয়ে মাটির ভিতর লুকিয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌লো। যমজ ভাই দু'টি প্রথম অবস্থায়, পালক পিতা শিকারীর যত্নে, কিছু কিছু লেখা পড়া শিখে নিলে। তা'র পর তা'রা প্রত্যহ শিকারীর সঙ্গে বনে বনে বেড়িয়ে পশু পক্ষী শিকার করা শিখ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে ক্রমে অনেক দিন গত হোলো। এখন তা'দের দু'জনের বয়স কুড়ি বৎসর। তা'রা শিকারীর বাড়ীতে দশ বৎসর বয়সের সময় গিয়েছিলো। সুতরাং এই দশ বৎসর কাল তা'দের আপনার পিতা মাতা তা'দিগে আর দেক্তে না পেয়ে, তা'দের মৃত্যুই যে ঠিক্ কো'র্‌বে, তা'র আর আশ্চর্য্য কি?

তা'দের কুড়ি বৎসর বয়সের সময় এক দিন শিকারী বোল্লে,—"বাপু! তোমরা অনেক দিন ধোরে আমার কাছে শিকার করা শিক্তে কোচ্চো, আজ তা'র পরীক্ষে দিতে হ'বে।" তা'রা স্বীকৃত হোলো। অনন্তর সকালে সকালে তিন জনে আহারাদি কোরে শিকার কোত্তে বেরুলো। এমন সময় পথে যেতে যেতে শিকারী দেক্তে পেলে, আকাশ দিয়ে তিন কোণ আকারে এক দল বক উড়ে যাচ্চে। সে তখনি বড় ছেলেটিকে বোল্লে,—"ঐ পাখীর দলের তিন কোণ থেকে তিনটে বক মারো দেখি।" বড় ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তিনবার তিন তীরে তিন কোণ থেকে তিনটে বক বিঁধে ফেল্লে। বক তিনটে মাটিতে পোড়ে গেলো। তা'র পর আবার খানিক দূর যেতে যেতে শিকারী দেক্তে পেলে, আকাশের উপর দু'টো চিল জড়াজড়ি কোরে লড়াই কোচ্চে। সে তখন ছোট ছেলেটিকে বোল্লে,—"তুমি এক তীরে ঐ দু'টো চিলকে বিঁধে ফেল দেখি।" সে তাই কোল্লে। তখন শিকারী খুব খুসী হোয়ে বোল্লে,—"এত

দিয়ে তোমাদের দু'জনের শিকার-শিক্ষে তন্ময়পুর হোয়েছে। এই বার তোমরা আপনা আপনি কোরে খেতে পারবে। এখন চল, আমরা বাড়ী ফিরে যাই। আজ আর আমি শিকার কোত্তে যাবো না। আজ তোমাদের দু'জনকে ভাল কোরে পাঁচ রকম জিনিষ খাওয়াবো। কাল তোমরা দু'জনে অন্ত দেশে যেও, আর এখানে থাকবার দরকার নেই। দেশ বিদেশে না ঘুরলে, লোকে চালাক আর রোজগারী হয় না।" এই বোলে সে ছেলে দু'টিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলো। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কোরে নানা রকম খাবার তোইরি কোল্লে। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে হোয়ে এলো। সন্ধ্যের পর তিন জনে মিলে আহ্লাদ আমোদ কোরে আহার কোত্তে লাগলো। শিকারীর স্ত্রী খুব যত্ন কোরে পরিবেশন কোত্তে লাগলো। অনন্তর আহারাদির পর সকলে শয়ন কোল্লে। ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো।

সকালবেলা শিকারী পালিত পুত্র দু'টিকে ডেকে বোল্লে,—"বাপু! তোমরা দু'জনে এই দুটো শিকেরী কুকুর নেও—এই দু'খানা ধনুক আর এই সকল তীর নেও—আর এত কাল ধোরে আমি তোমাদের যে সকল সোণার টুক্‌রো কুড়িয়ে রেখেছিলেম, তা'ও দু'জনে সমান ভাগে ভাগ কোরে নেও।" তখন তা'রা শিকারীর আদেশে, সমান অংশে কুকুর, তীর, ধনুক ও স্বর্ণখণ্ড সকল ভাগ কোরে নিলে। তা'র পর, দু'জনে পরামর্শ কোরে শিকারী ও তা'র স্ত্রীকে বোল্লে,—"তোমরা আমাদের দু'জনকে মহাবিপদ্ থেকে উদ্ধার কোরে আজ দশ বছর কাল পিতা মাতার মত স্নেহ ও দয়া কোরে আস্‌চো—আপনারা না খেয়ে, না পোরে, আমাদের খাওয়াচ্চো, পরাচ্চো। আমরা তোমাদের এই গুণে চিরকাল বাধ্য রোইলেম। আমরা কোন রকমে তোমাদের ধার শুধ্‌তে পার্‌বো না; তবে নিতান্ত অনুরোধ, এই সকল সোণার টুক্‌রো তোমরা দু'জনে নেও, না নিলে বড় দুঃখিত হবো।" তখন শিকারী বোল্লে,—"বাবা! তোমাদের জিনিষ তোমরা নিয়ে যাও, নৈলে পথে ঘাটে কষ্ট হ'বে। আমরা বুড়ো বুড়ী, ভগবান্ তোমাদের কল্যাণে এক রকমে দিন চালিয়ে দেবেন।" তা'রা বোল্লে—"আমরা ত প্রত্যহই সোণা পা'বো, তা'তেই আমাদের কষ্ট দূর হ'বে; তবে বোল্‌চো তুমি, আচ্ছা, আমরা সিকি অংশ দু'জনে ভাগ কোরে নিচ্চি।" এই বোলে সমস্ত সুবর্ণখণ্ড চার ভাগে সমান ভাগ কোরে বৃদ্ধ শিকারীকে তিন অংশ দিলে, আর সিকি অংশ আবার সমান দু'ভাগ কোরে দু'জনে নিলে। শিকারী তা'দের অনুরোধ এড়া'তে না পেরে, সেই সকল স্বর্ণখণ্ড মাটির ভিতরে আবার পু'তে রাখলে। তা'র পর তা'দের শুভযাত্রার উদ্‌যোগ হোলো। তারা যা'বার সময় শিকারী ও শিকারীর স্ত্রীকে প্রণাম কোল্লে। তা'রাও তা'দের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ কোল্লে। তখন শিকারী একখানা বড় ছোরা নিয়ে, বড় ছেলেটির হাতে দিয়ে বোল্লে,—দেখ, তোমরা দুই ভেয়েই সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকবে। তবে কখন যদি স্বতন্ত্র হোতে ইচ্ছে কর, তা' হোলে যে স্থানে স্বতন্ত্র হ'বে, সেই স্থানে কোন একটা বড় গাছের গুঁড়িতে এই ছোরাখানা ফুঁড়ে রেখে যেও। এই ছোরার গুণ এই, এর যে দিকে মোর্চ্চে পোড়্‌বে, সেই দিকে যে ভাই যা'বে তা'র নিশ্চয় কোন ভয়ঙ্কর বিপদ ঘোটেচে, বুঝে নিতে হ'বে। সুতরাং তোমরা যে যখন সুবিধে পা'বে, মাঝে মাঝে এসে এই ছোরাখানা দেখে যেও।" তা'রাও তাই কোত্তে সম্মত হোলো। তা'র পর তা'রা আবার পালক পিতা মাতাকে প্রণাম কোরে সেখান থেকে প্রস্থান কোল্লে। অনেক কাল এক সঙ্গে থাকাতে চার জনেরই মায়া মমতা অতিশয় দৃঢ় হোয়েছিলো, সুতরাং সকলেই রোদন কোত্তে লাগ্‌লো। শিকারী গ্রামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে, পালিত পুত্র দু'টিকে অগ্রসর কোরে রেখে এলো। আল-

যার সময় কাঁদতে কাঁদতে বোল্‌লে,—"বাবা! অনেক মেরেছি, অনেক বোকেছি, কিছু মনে কোরো না। আবার কিছুদিন পরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসো। মা কালী তোমাদের মঙ্গল করুন।" এই বোলে বৃদ্ধ শিকারী বাড়ী ফিরে গেলো। তা'রাও ওদিকে দু'টো শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে, বনের পথ দিয়ে দক্ষিণ দেশে যেতে লাগ্‌লো।

কিছু দূর যেতে যেতে বড় ভাই একটি খরগোস দেক্তে পেলে। তা'কে মারবার জন্যে ধনুকে তীর জুড়্‌লে। খরগোস তাই দেখে, প্রাণের ভয়ে তাকে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো॥"

বড় ভাই খরগোসের কাতর বাক্য শুনে, আর তীর মাল্লে না। তখন খরগোস তা'কে নিজের দু'টি বাচ্চা সওগাদ দিলে। তা'রা সেই শাবক দু'টি নিয়ে চোল্লো। তা'র পর তা'রা একটা শেয়াল দেক্তে পেয়ে তা'কেও যেমন তীর মাত্তে যা'বে সেও অম্নি তখন প্রাণের ভয়ে বোল্‌লে,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো॥"

শেয়ালও খরগোসের মত তা'দিকে দু'টি বাচ্চা দিয়ে প্রাণ পেলে। তা'র পর তা'রা একটা নেক্‌ড়ে বাঘ দেক্তে পেয়ে, বেঁধবার যোগাড় কোল্লে। সেও প্রাণের ভয়ে বোল্‌লে,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো॥"

নেকড়ে বাঘও দু'টি ছানা দিয়ে প্রাণে বাঁচ্‌লো। তা'র পর তারা একটা বড় ভালুক দেক্তে পেলে। দেক্তে পেয়েই তাড়াতাড়ি ধনুকে তীর যুড়ে, তা'কে শিকার কর্‌বার জন্যে উদ্যত হোলো। তাই দেখে ভালুক ভীত হোয়ে বোল্‌লে,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো॥"

আর তা'রা তা'কে মাল্লে না; তা'র কাছ থেকে দু'টি বাচ্চা নিয়ে বরাবর যেতে লাগ্‌লো। খানিক দূর গিয়ে একটা সিংহ দেক্তে পেলে। অম্নি দু'জনে তাড়াতাড়ি একসঙ্গে ধনুকে তীর যুড়্‌লে। তীর ছোড়ে ছোড়ে, এমন সময়ে সিংহ অত্যন্ত ভয় পেয়ে বোল্‌লে,—

"শিকারী ভাই, শিকারী ভাই!
আমায় মেরো নাকো।
দু'টি ছানা দেবো তোমায়,
আমায় প্রাণে রাখো।"

সিংহকে ভীত দেখে আর তা'রা তা'কে বধ কোল্লে না। সে তখন আদর কোরে দু'টি শাবক দিলে। এইরূপে দুই ভাই, খরগোস, শেয়াল, নেক্‌ড়ে বাঘ, ভালুক এবং সিংহ এই পাঁচ প্রকার পশুর দুই দুই শাবক আর শিকারীর দেওয়া দু'টো কুকুর সর্ব্বসমেত বারটা জন্তু সঙ্গে নিয়ে গমন কোত্তে লাগ্‌লো। অনন্তর তা'রা এ বন সে বন, এ মাঠ সে মাঠ, এ জায়গা সে জায়গা ঘুরে ঘুরে অনেক দিনের পথে গিয়ে পোড়্‌লো। খিদের সময় পাখী প্রভৃতি শিকার কোরে রেঁধে খায় আর সহচর সিংহ কুকুরদিগেও খেতে দেয়। ঘুমের সময় কোন গাছতলায় বা পাহাড়ের গর্ত্তে শুয়ে থাকে। কুকুর, সিংহ, শেয়াল, নেক্‌ড়ে বাঘ, ভালুক আর খরগোস প্রভৃতি জন্তুগণ সে সময়ে তাদের চৌকী দেয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাঁচ সাত মাস গত হোয়ে গেলো। কিন্তু এক দিনেও তা'দের কোন রূপ সুবিধে হোলো না। তখন কাজেই এক দিন দু'জনে মিলে বলাবলি কোল্‌লে,—"দেখ, ভাই! এত দিনেও কই আমাদের ভাগ্য ফির্‌লো না

তো। এখন দেখ্‌ছি, দু'জনের আলাদা হো'য়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়াই ভাল।" তা'র পর দু'জনে আলাদা হোতে রাজী হোলো। বড় ও ছোটতে মিলে সমস্ত জিনিষ ও পশু সমান ভাগে ভাগ কোরে নিলে। তা'র পর দু'জনে একটা বড় রাস্তার ধারে গিয়ে একটা বড় বটগাছের গুঁড়িতে শিকারীর দেওয়া ছোরাখানা ফুঁড়ে রেখে, বড় ভাই পূর্ব্বদিকে আর ছোট ভাই পশ্চিমদিকে চোলে গেলো। বড়র সঙ্গে ছ'টি আর ছোটর সঙ্গে ছ'টি পশুও চোল্‌লো।

চতুর্থ অধ্যায়।

বড় ভাইটি যে কোথায় গেলো, তা' বোল্‌তে পারি না, কিন্তু ছোট ভাইটি দিন দু'য়ের পর একটি খুব বড় শহরে গিয়ে উপস্থিত হোলো। সে সেখানে পৌঁছেই দেখ্‌লে যে, সমস্ত শহরটা কেমন এক নিজ্‌ঝুম হোয়ে রোয়েচে। শহরের লোক গুলোর মনে একটুও সুখ বা সোয়াস্তি নেই। দেখে বোধ হয়, যেন কি এক ভয়ানক বিপদ ঘোটেচে। ছোট ভাইটি শহরের এই রকম ভাব দেখে, মনে মনে কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লে না। তা'র পর সে থাক্‌বার জায়গা খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ক্রমে শহরের ভিতরে যেতে লাগ্‌লো। এমন সময়ে একটা রাস্তার মোড়ে একটা সরাই দেখ্‌তে পেলে। সরাইয়ের ভিতর প্রবেশ কোরে সরাইওয়ালাকে বোল্‌লে,—"ভাই সরাইওয়ালা! আমি কিছু দিন তোমার সরাইয়ে থাক্‌বো। আমার এই সকল সঙ্গী পশুরাও আমার কাছে থাক্‌বে। অতএব তুমি আমার থাক্‌বার বন্দোবস্ত কোরে দাও।" তখন সরাইওয়ালা একটা ঘরে তা'র, আর অন্য একটা ঘরে তা'র পশুদের থাক্‌বার বন্দোবস্ত কোরে দিলে। ছোট ভাইটি তখন সরাইওয়ালাকে আগাম ঘরের ভাড়া আর খাওয়া দাওয়ার জন্য কিছু খরচ দিলে। সরাই-ওয়ালা তা'কে এবং তা'র পশুদের যথাযোগ্য খাবার যোগালে। সকলের খাওয়া হোলো। তা'র পর শিকারী যুবা সরাইওয়ালাকে কাছে বসিয়ে বোল্‌লে,—"হ্যাঁ হে ভাই! আজ আমি তোমাদের শহরে এসে সবাইকে এত ভাবিত ও দুঃখিত দেখ্‌ছি কেন? আর সমস্ত শহরটাই বা এত নিজ্‌ঝুম্ হোয়ে আছে কেন?" সরাইওয়ালা তা'র কথা শুনে, দুঃখিত মনে বোল্‌লে,—"আর, ভাই! সে দুঃখের কথা কও কেন! কাল আমাদের রাজার কন্যাটির মৃত্যু হ'বে, তাই আমরা সকলে বড়ই বিমর্ষ হোয়ে আছি। বিশেষতঃ মহারাজের দুঃখ শোকের আর শেষ নেই।" তা'র কথা শুনে, শিকারী যুবা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হোয়ে বোল্‌লে,—"তবে বোধ করি, রাজকন্যের কোন-রূপ সাংঘাতিক রোগ হোয়েচে,—কেমন, না?" সরাইওয়ালা বোল্লে,—"না ভাই। তাঁ'র কোন রোগাবাম হয় নি, কিন্তু সুস্থ শরীরেই তাঁ'কে কা'ল মোর্‌তে হ'বে।" শিকারী যুবা এ কথা শুনে বোল্লে,—"সে কি! আমি তোমার কথার কোন অর্থ বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে—খুলে বল।" তখন সে বোল্লে,—"ভাই! এই শহরের তিন ক্রোশ দক্ষিণে একটা মস্ত পাহাড় আছে। প্রতি বছর, বছরের প্রথম দিনে একটা সাতমুণ্ড রাক্ষস সেখানে আসে। তা'র হুকুম আছে যে, সেই সময় এই শহর থেকে একটি খুব সুন্দরী কুমারী তা'কে দিয়ে আস্‌তে হ'বে। যদি কেউ না দিতে চায়, তা' হোলে সে সমস্ত শহর ও শহরের লোককে নষ্ট কোরে ফেল্‌বে। কাজে কাজে বছর বছর নগরবাসীরা একটি কোরে সুন্দরী মেয়ে দিয়ে প্রাণে বাঁচে। এবার আবার সে হুকুম পাঠিয়েচে যে, রাজার কন্যেটিকে তা'কে দিতে হ'বে, কা'ল সেই কাল দিন। তাইতে এ বার সকলের অন্য অন্য বছরের চেয়ে বেশী দুঃখু হোয়েচে; কিন্তু আর কোন উপায় নেই। কা'ল সকালেই রাজকুমারীকে সেই রাক্ষসের হাতে পোড়্‌তে হ'বে।" সরাইওয়ালার এই রূপ ভয়ঙ্কর কথা শুনে কনিষ্ঠ শিকারী যুবা অতিশয় দুঃখিত হোয়ে বোল্লে,—"আচ্ছা, সেই নির্দ্দয়

রাক্ষসটাকে কি কেউ মেরে ফেল্‌তে পারে না?” সরাইওয়ালা বোল্লে,—“কত কত বীর তা’কে বধ কোত্তে গিয়েছিলো, কিন্তু তা’কে বধ করা দূরে থাক্, বরঞ্চ তা’রই হাতে উল্টে নিহত হোয়েচে।” শিকারী যুবা তা’র সেই কথা শুনে তা’কে আর কিছুই বোল্লে না, মনে মনে বোল্লে,—“ভাল, আমিই কাল সেই পাহাড়ে গিয়ে তা’কে বধ কোরবো, দেখি তা’কে কে রক্ষে করে।” এই বোলে সে সরাইওয়ালাকে বোল্লে,—“ভাই! আমার ঘুম পাচ্ছে, রাতও অনেক হোয়েচে, এই বার আমি একটু ঘুমুই।” সরাইওয়ালা আপনার ঘরে চলে গেলো।

শিকারী যুবা সরাইওয়ালাকে বিদায় দিয়ে শয়ন কোল্লে, কিন্তু নিদ্রা হোলো না। সারা রাত্রি কেবল ঐ এক মহাভাবনাতেই কেটে গেলো। ক্রমে ক্রমে আকাশের পূর্ব্বদিকে ঊষা দেবী দেখা দিলেন। গাছে গাছে পাখীরা ঊষা-দেবীর স্তব পাঠ কোত্তে লাগ্‌লো। তা’দের সেই মধুমাখা স্তবপাঠের শব্দে শিকারী যুবা জান্‌তে পাল্লে, ভোর হোয়েচে। তখনই সে বিছানা ছেড়ে উঠে, মুখ হাতে জল দিয়ে, বেরুবার বেশ পোরলে,— হাতে তীর ধনুক ও স্বর্ণখণ্ডগুলির তোড়া নিলে। তা’র পর একটি শিশ্ দিলে, আর অমনি তা’র ছয় জন পশু সঙ্গী কাছে এসে, কেউ তা’র গা চাট্‌তে লাগ্‌লো—কেউ আহ্লাদে ল্যাজ নাড়্‌তে লাগ্‌লো—কেউ প্রভুর মুখপানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে তাকিয়ে রইলো—কেউ বা কুঁ কাঁ কোরে মনের ভাব প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। অনন্তর শিকারী যুবা সমস্ত ঠিক্ ঠাক্ কোরে, ‘জয় মা কালী’ বোলে পাহাড়ের দিকে বেগে যেতে লাগ্‌লো। পশু ছয়টিও অগ্র পশ্চাৎ হোয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোল্লো। সরাইওয়ালা এ ঘটনার কিছুই জানে না। কারণ, সে লোকটা চীনে আপিংখোর, রাত্রে তা’র পোড়া চোকে ঘুম আসে না—ঊষা এলেই সে কুম্ভকর্ণ হয়।

এ দিকে ভরপুর উৎসাহ ও তেজে শিকারী যুবা এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সেই শক্রপুরী পর্ব্বতের কাছে উপস্থিত হোলো। তখন সূর্য্যোদয় হোয়েচে, কিন্তু আলোর তত তেজ হয় নি। অনন্তর সেই ছোট শিকারী, সিংহ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে, খুব সতর্ক হোয়ে, চার দিকে চেয়ে চেয়ে পর্ব্বতের উপর উঠ্‌তে লাগ্‌লো। দশ বারো মিনিটের মধ্যে উপরে উঠে পোড়্‌লো, কিন্তু কোথাও সেই সাত মুণ্ড রাক্ষসটাকে দেক্তে পেলে না। তা’র পর সে পর্ব্বতের এ দিকে ও দিকে তা’কে খুঁজতে খুঁজতে একটা গহ্বরে ঢুক্‌লো, কিন্তু গহ্বরের ভিতর অত্যন্ত অন্ধকার দেখে, একটু গিয়েই আবার বাইরে ফিরে এলো। এসে দু’টো বড় বড় পাথরে ঠোকাঠুকি কোরে আগুন বা’র কোরে কতকগুলো শুক্‌নো লতা পাতা ঘাস জেলে আবার ভিতরে গেলো। এবার বেশ্ আলো হোলো। সে সেই আলোতে ক্রমে ক্রমে অনেকটা ভিতরপানে গেলো। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লে, একটি ছোট মন্দির রোয়েচে। মন্দিরের ভিতর একটা সোণার খুব বড় প্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বোল্‌চে। সম্মুখে একখানি পাষাণময়ী কালী মূর্ত্তি। কালীঠাকুরাণীর হাতে একখানা মস্ত ধারালো খাঁড়া রোয়েচে। শিকারী যুবা ভক্তি-ভরে কালীদেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম কোল্লে। তা’র পর দাঁড়িয়ে উঠে, পাশপানে চেয়ে দেখে, একটা সাদা পাথরের বেদীর উপর তিনটি ছোট ছোট সোণার ঘট রোয়েচে। ঘটের ভিতর জল। আর সেই বেদীর পাশে লেখা আছে, “যে এই তিন ঘট জল পান করিবে, সে পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা বলবান্ হইবে এবং এই পাষাণ-ময়ী কালীদেবীর হস্ত হইতে অসি খুলিয়া লইতে পারিবে। কেহই তাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না; কিন্তু সে যাহাকে ইচ্ছা, পরাজয় করিতে পারিবে।”

শিকারী যুবা সেই লেখাটি দেখে অতিশয় বিস্মিত হোলো। কিন্তু সেই তিন ঘট জল পান না কোরেই কালীদেবীর হাত থেকে খাঁড়াখানা খুলে

নিতে চেষ্টা কোর্‌লে,—প্রাণপণে চেষ্টা কোরলে, কিন্তু কৃতকার্য্য হোলো না। কাজেই তখন তাড়া তাড়ি সেই তিন ঘট জল পান কোর্‌লে। গায়ে বল হোলো কি না পরীক্ষা করবার জন্যে আবার কালীর খাঁড়া খুল্‌তে উদ্যত হোলো। এ বার অনায়াসে কৃতকার্য্য হোলো। তাই দেখে, তা'র মনে যে কত দূর আনন্দ হোলো, তা'র আর বর্ণন করা যায় না। তখন সে আবার কালীকে প্রণাম কোরে বোল্লে,—"মা! তোমার প্রসাদে যেন আজ আমি দুরাচার সাতমুণ্ডু রাক্ষস ব্যাটাকে বধ কোত্তে পারি। দেখো, মা! তোমার এই দৈব অসি যেন লজ্জা পেয়ে তোমাকে লজ্জিত করে না।" এই বোলে সে খাঁড়া নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। পশুরা তা'র সঙ্গ ছাড়ে নি। তা রা যেন তা'র বহিঃপ্রাণ। তা'র পর শিকারী যুবা কালীর খাঁড়া হাতে কোরে পর্ব্বতের চূড়োয় উঠে দাঁড়ালো।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর এ দিকে প্রভাত হোতে দেখে সেই শহরের রাজা তাঁ'র কন্যাকে কালস্বরূপ রাক্ষসের গ্রাসে অর্পণ করবার জন্যে দুঃখিত চিত্তে অনেক লোকজন সঙ্গে কোরে পর্ব্বতের কিছু দূরে এসে উপস্থিত হোলেন। তাঁ'র সঙ্গে তাঁ'র প্রাণের কন্যা, সেনাপতি, মন্ত্রী, অমাত্যগণ এবং সমস্ত প্রজাও দুঃখু কোত্তে কোত্তে উপস্থিত হোলো। সকলে সেখানে উপনীত হোয়ে পর্ব্বতের চূড়োর দিকে চেয়ে দেক্তে পেলে, কে এক জন দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই তা'কে দেখে মনে কোল্লে, ঐ বুঝি সেই রাক্ষস। সকলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষতঃ রাজা ও রাজকুমারীর রোদনে সেই পাষাণময় পর্ব্বতও যেন গোলে গেলো। রাজকুমারী পিতার গলা জড়িয়ে, মুখপানে চেয়ে, যখন অশ্রু ঢাল্‌তে লাগ্‌লেন, তখন সকলের বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লো। কেউ আর সে শোকের দৃশ্য চোক তুলে চেয়ে দেক্তে পারে না। রাজাও আর অশ্রুময় চক্ষু দু'টি মেছ্‌তে বা কোন উত্তর কোত্তে পারেন না। চার দিকেই হাহাকার রোদনধ্বনি আর দীর্ঘনিশ্বাস। এইরূপে অল্পক্ষণ গত হোয়ে গেলো। পর্ব্বতের চূড়োর উপরে যে, শিকারী যুবা দাঁড়িয়ে আছে, তা' আর তাঁ'রা কেমন কোরে বুঝবেন?

অনন্তর রাজকুমারী পিতাকে প্রণাম কোরে বোল্লেন, "বাবা! জন্মের মত বিদায় হই, তোমার এই একমাত্র অভাগিনী মেয়েকে মনে রেখো। মা আসতে চেয়েছিলেন, তা' তুমি যে, তাঁ'কে আসতে দেও নি, তা' ভালই হোয়েচে। তিনি এখানে এলে এই দৃশ্য দেখে হয় তো প্রাণত্যাগ কোত্তেন। কিন্তু আমি তাঁ কে মরবার সময়ে এক বার দেক্তে পেলেম না, এই বড় দুঃখু রইলো! বাবা! ঐ সেই দুরাচার নির্দ্দয় রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে। এখনি ও আমাকে খেতে খেতে শূন্যে উড়ে যা বে। বাবা! আর কেন! তোমরা ঘরে ফিরে যাও, আমি জন্মের মত চোল্লেম। আর তোমাদের অগ্রসর হ'বার প্রয়োজন নাই, আমি একাকিনী ওর করাল গ্রাসে পড়ি গে।"

এই বোলে রাজকুমারী অধোমুখে রোদন কোত্তে কোত্তে পর্ব্বতের উপর উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁ'র পদ্ম চক্ষু রোয়ে অশ্রুবিন্দুগুলি পাথরের উপর পোড়্‌তে লাগ্‌লো। রাজা কন্যার শোকে হাহাকার কোরে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়্‌লেন। মন্ত্রী ও অমাত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাঁ'কে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেলেন। প্রজারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোল্লো। কেবল সেনাপতি সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বীর কি না! লোকে কথায় বলে,—

"ভীরু পালায় আগে ঘরে।
বীরের গতি সবার পরে॥"

এ দিকে রাজকুমারী ধীরে ধীরে পর্ব্বতের উপর উঠে, যেখানে শিকারী যুবা দাঁড়িয়েছিলো, তা'রই

কিছু দূরে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রোদন কত্তে লাগ্‌লেন। তখন সেই মহাসাহসী পরোপকারী দয়ালু শিকারী যুবা আস্তে আস্তে রাজকন্যার সম্মুখে দাঁড়া'লো। রাজকুমারী তাঁ'কে দেখেই মূর্চ্ছিত হোয়ে শিলার উপরে পোড়ে গেলেন। শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে ঝরণা থেকে জল নিয়ে তাঁ'র মুখে চোকে দিয়ে, বাতাস কত্তে লাগ্‌লো। খানিক পরে রাজকুমারীর চৈতন্য হোলো। তখন তিনি বিশেষ কোরে যুবার মুখপানে চেয়ে দেখে চিন্‌তে পাল্লেন, সাতমুণ্ড রাক্ষস নয়, একজন যুবা পুরুষ। তাঁ'র মন আশ্বস্ত হোলো। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"তুমি কে ?" যুবা হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিলে,—"আমি একজন দরিদ্র শিকারী। আজ তোমার মহাবিপদের দিন দেখে তোমায় উদ্ধার কর্‌বার জন্যে এই পর্ব্বতে আরোহণ কোরেচি। আজ এই খড়্গে তোমার জীবন সংহারী নির্দ্দয় রাক্ষসকে সংহার কোর্‌বো। এখন বেশী কথা ক'বার সময় নয়, তুমি আমার সঙ্গে এসো। তোমায় নির্জ্জন স্থানে রেখে, তা'র পর পাপীকে পাপের প্রতিফল দেবো।" এই বোলে সে, রাজকুমারীকে কালীর মন্দিরে গোপনে রেখে এলো। এসে পশুদের সঙ্গে আবার সেইখানে রাক্ষসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

এমন সময়ে হঠাৎ পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে একটা ভয়ানক শব্দ হতে লাগ্‌লো। দেক্তে দেক্তে একটা খুব বড় ছায়া পর্ব্বতের উপর পোড়্‌লো। শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ উপর পানে চেয়ে দেখ্‌লে, সেই সাতমুণ্ড রাক্ষস। দেক্তে দেক্তে সেই রাক্ষসটা একটু দূরে নাম্‌লো। শিকারী যুবা অম্নি তখনি তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে তা'র দিকে দৌড়ে গেলো। পর্ব্বতের নীচে রাজার সেনাপতি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি প্রথমে শিকারী যুবাকেই সেই রাক্ষস বোলে ঠিক্ কোরেছিলেন। সে যখন রাজকুমারীকে সঙ্গে কোরে নিয়ে চোলে গিয়েছিলো তা'ও তিনি দেখেছিলেন। এখন তাঁ'র ভ্রম ঘুচে গেলো। এখন জান্‌তে পাল্লেন, সে সাতমুণ্ড রাক্ষস নয়—একজন মানুষ। এই বার তিনি যথার্থ সাতমুণ্ড রাক্ষসকে এবং তা'র কাছে সেই মানুষটিকে দৌড়ে যেতে দেখ্‌লেন; কিন্তু রাজকুমারীর কোন চিহ্ন পেল্লেন না। এই সকল কারণে তাঁ'র মন ভয়ে, সন্দেহে এবং চিন্তায় তোলপাড় হোয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু হঠাৎ পর্ব্বতের দিকে এগুতে সাহস হোলো না। কেন হোলো না ?—বাবা রে, রাক্ষস!

এ দিকে সাতমুণ্ড রাক্ষসটা সম্মুখের একজন পুরুষকে দৌড়ে তেড়ে আস্‌তে দেখে রেগে উঠে বোল্লে,—নির্ব্বোধ! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুচ্ছ একটা সামান্য মানুষ হোয়ে, কি সাহসে এখানে এলি ? যা, তোকে কিছু বোল্‌বো না। ভাল, বল দেখি, রাজকুমারীকে তুইই কি এখানে এনেচিস্ ? কই সে ? শীঘ্র দেখা। আজ তা'র নরম মাংস খেয়ে তৃপ্তি লাভ করি।" দুরাচার রাক্ষসের এরূপ কথা শুনে, শিকারী যুবার আপাদ-মস্তক একেবারে যেন জ্বোলে উঠ্‌লো। সে সগর্ব্বে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরে রাক্ষসকে বোল্লে,—"ওরে পামর! আর তোকে নরম মাংস খেতে হ'বে না। তুই অনেক দিন হোতে অনেক অবলা স্ত্রীলোকের মাংস খেয়ে তোর পাপ উদর পূর্ণ কোরেচিস্, কিন্তু আজ আমার এই সঙ্গী পশুগুলি আর এই পর্ব্বতের সমস্ত জন্তু তোর মাংস খেয়ে সুখী হ'বে।" শিকারী যুবার এই-রূপ অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনে সাতমুণ্ড রাক্ষস আরও রেগে উঠে, হুহুঃ শব্দে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লো। সেই নিশ্বাসের সঙ্গে আগু-নের ঝল্‌কা বেরুলো, পাহাড়ের ঘাসগুলো জ্বোলে উঠ্‌লো। রাক্ষসের ইচ্ছা যে, বেড়া আগুনে শিকারীকে পুড়িয়ে মার্‌বে। কিন্তু কাজে তা' হোলো না। যেমন ঘাসগুলো জ্বোলে উঠ্‌লো, শিকারী অম্নি সঙ্গী পশুদের ইঙ্গিত কর্‌বামাত্রই, তা'রা সেই জলন্ত ঘাসগুলোর উপর দিয়ে দৌড়ো-দৌড়ী কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। তা'দের পায়ের

ধাবার চাপনে সমস্ত আগুন নিবে গেলো। তা' দেখে, রাক্ষসটা রাগে সাতটা মুখ হাঁ কোরে শিকারীকে গিল্‌তে এলো। শিকারী ওম্নি কালীর খাঁড়ার ঘায়ে একেবারে এক কোপে তা'র তিনটে মুণ্ডু কেটে ফেল্লে। রাক্ষসটা যাতনায় আরও ক্রোধে দ্বিগুণ, জোরে তেড়ে এলো। শিকারীও আবার এক কোপে তা'র দু'টো মাথা উড়িয়ে দিলে। এবার দুরাত্মা রাক্ষস বড় ক্লান্ত হোয়ে পোড়্‌লো। বাকী কেবল দু'টো মুণ্ডু। সে আর যাতনায় দাঁড়া'তে পাল্‌লে না, ভুঁয়ে ধড়াস্ কোরে চিত্ হোয়ে পোড়ে গেলো। শিকারী যুবা আবার তেড়ে গিয়ে, সে দু'টো মাথাও দু'খানা কোরে ফেল্লে। তখন রাক্ষসটার মস্ত শরীরটে এক দিকে আর সাতটা মুণ্ডু সাত দিকে রক্তে লুটু-পুটু হোতে লাগ্‌লো। কত যে রক্ত, তা' আর কি বোল্‌বো? যেন ফোয়ারার মত কল্‌কল্ কোরে পাহাড় ভাসিয়ে দিলে। শিকারীর সঙ্গীরা তা'র সেই শরীরটে দাঁতে আর নখে ছিন্ন ভিন্ন কোরে ফেল্লে।

অনন্তর যুবা দ্রুতবেগে মন্দিরের ভিতরে রাজকুমারীর কাছে গেলো। কি সর্ব্বনাশ! রাজকুমারী আবার অচেতন হোয়ে মন্দিরের এক কোণে পোড়ে আছেন। যুবা তাঁ'কে সেরূপ অবস্থায় পোড়ে থাক্‌তে দেখে, আবার যোগাড় যন্ত্র কোরে তাঁ'র মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে। তখন রাজনন্দিনী আস্তে আস্তে উঠে বোস্‌লেন। যুবা জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"রাজকুমারি! আবার কেন মূর্চ্ছিত হোয়েছিলে?" তিনি বোল্লেন, "রাক্ষসের ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন আর আস্ফালন শুনে। এখনো আমার বড় ভয় হোচ্চে! সে কি এ দিকে আস্‌বে?" সরলা রাজকুমারীকে এরূপ ভীত দেখে যুবা হেসে বোল্লে—"সে কি আর আছে? এই তীক্ষ্ণ অসিতে তা'র সাতটা মাথা কেটে ফেলেচি। এখন তুমি অনায়াসে আমার সঙ্গে গিয়ে তা'র দুর্দ্দশাটা একবার দেখ্‌বে চল,—কোন ভয় নেই।" এই বোলে সে রাজকন্যাকে সঙ্গে কোরে বাইরে বেরিয়ে এলো।

রাজকুমারী এসেই দেখ্‌লেন, বাস্তবিক তাঁ'র যম যমালয়ে গিয়েচে। তাঁ'র আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রইলো না। তিনি যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ কোল্লেন। শিকারী যুবাকে হৃদয়ের সহিত—প্রাণের সহিত অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। আত্ম-প্রশংসা শুনে যুবা গর্ব্বিত না হোয়ে বরং লজ্জিত হোলো। তা'র পর রাজকুমারী নিজের গলা থেকে মহামূল্য মুক্তোর মালা ছড়াটি খুলে, হাতে কোরে প্রাণদাতা যুবাকে বোল্‌লেন,—"আজ থেকে তুমি আমার স্বামী হোলে। আমার পিতার এরূপ আদেশ আছে যে, যিনি আমাকে এই সাতমুণ্ডু রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচা'তে পারবেন, তাঁ'র গলায় এই মুক্তোর মালা দেবো,—তিনি আমার স্বামী হ'বেন। অতএব তুমি আমার স্বামী।" এই কথা বোলে তিনি, নিতান্ত প্রীতিভরে সৌভাগ্যবান্ শিকারী যুবকের গলায় মুক্তোর মালা গাছটি পরিয়ে দিলেন। কালীদেবীকে সাক্ষী রাখ্‌লেন। যুবা, রাজকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ কোরে যা'র-পর নাই সুখী হোলো। অনন্তর রাজকুমারী ওড়নার জরির পাড় খুলে স্বামি-সহচর সিংহের গলায় বেঁধে দিলেন। স্বামীকে একখানি রুমাল দিলেন। সেই রুমালখানিতে জরির অক্ষরে রাজকুমারীর নাম লেখা। যুবা সেই রুমালখানি নিয়ে নিহত রাক্ষসের সাতটা মাথা থেকে চোদ্দটা চোক বা'র কোরে কোসে বেঁধে রাখ্‌লে। অনন্তর সে রাজকুমারীকে বোল্লে,—"আমরা দু'জনেই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, অতএব এই দু'খানা পাথরের উপর দু'জনে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে, তা'র পর এখান হোতে তোমার পিতার নিকট যাবো।" রাজকুমারী সম্মত হোলেন। দু'জনে দু'খানি বড় বড় পাথরের উপর ঘুমিয়ে পোড়্‌লেন। যুবা নিদ্রা যা'বার পূর্ব্বে সিংহকে জেগে থেকে চৌকী দিতে বোলেছিলো। যদি আবার কোনো বিপদ হয়, তা' হোলে সে তা'কে তৎক্ষণাৎ জাগিয়ে দিবে। সিংহও প্রভুর আদেশ পালন কোত্তে লাগ্‌লো; কিন্তু পশুরাও অত্যন্ত ক্লান্ত

গেয়ে পোড়েছিলো, সুতরাং সিংহ খানিকক্ষণ জেগে থেকে আর পাল্লে না; ভালুককে ভার দিয়ে, ঘুমিয়ে পোড়্লো। ভালুক আবার নেকড়ে বাঘকে, নেকড়ে বাঘ কুকুরকে, কুকুর শেয়ালকে, শেয়াল খরগোসকে, পরে পরে এই রকম ভার দিয়ে ঘুমিয়ে পোড়্লো। কেবল ছোট খরগোস বেচারীই দায়ে পোড়্লো, কেন না, তা'র পর আর কেউ নেই যে, সে ভার দেবে। যা' হোক্, সেও আর বেশীক্ষণ থাকৃতে পাল্লে না; চক্ষু দু'টি বুজে একটি ধারে ঘুমিয়ে পোড়্লো। কি যুবা, কি রাজকুমারী, কি সিংহ, কি ভালুক, সকলেই ঘুমে বেহুঁস। দেক্তে দেক্তে অনেকক্ষণ চোলে গেলো।

এ দিকে রাজার সেনাপতি, এতক্ষণ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের নীচে খানিক দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্য অন্য বৎসর সাতমুণ্ডু রাক্ষসটা পর্ব্বতের উপর এসেই শিকার নিয়ে চোলে যেতো; এ বার এলো, কিন্তু গেলো না। তাই সেনাপতির মনে বড় সন্দেহের গোলযোগ বেঁধে গেলো। তিনি আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা কোরে, "যা থাকে কপালে, একবার দেক্তে হোলো" বোলে, খাপ থেকে তলোয়ারখানা খুলে, পর্ব্বতের উপর উঠ্তে লাগ্লেন। তাঁ'র মনের ভিতর ভরসা, ভয় হুড়-মুড় কোত্তে লাগ্লো। তিনি উপরে উঠে, আস্তে আস্তে এ দিকে ও দিকে খুঁজ্তে লাগ্লেন। এমন সময়ে এক জায়গায় দেক্তে পেলেন, হু হু কোরে রক্তের স্রোত গড়িয়ে আস্চে। তা'ই দেখে, প্রথমে ভাব্লেন, এ রক্ত রাজকুমারীর। কিন্তু তা'তে তাঁ'র তত বিশ্বাস হোলো না; কেন না চৌদ্দ পোনর বৎসরের মেয়ের শরীরে অত রক্ত থাক্তে পারে না। তবে এ রক্ত কা'র? তা'র পর তিনি আর একটু উপরে উঠে দেক্তে পেলেন, সাতমুণ্ডু রাক্ষস খণ্ড-বিখণ্ড হোয়ে পোড়ে আছে—এ দিকে ও দিকে সাতটা মাথা গড়াগড়ি যাচ্চে। এই বার আর সেনা-পতিকে পায় কে? ভরসাই বা কত! আর তাঁ'কে পা টিপে টিপে চোল্তে হোলো না,—দু'খানা পা যেন দু'শ খানা হোয়ে সাঁ সাঁ কোরে চোল্তে লাগ্লো। সেনাপতি আর একটু উপরে গিয়ে দেক্তে পেলেন, রাজকুমারী ঘুমে অচেতন হোয়ে পোড়ে আছেন। তাঁ'র খানিক দূরে একজন শিকারী যুবা এবং সিংহ প্রভৃতি ছ'টা পশুও ঘুমিয়ে রোয়েচে। এই বার সেনাপতির বীরত্ব ও বাহাদুরী দেখা'বার সময় হোলো। তিনি তৎক্ষণাৎ আর কালবিলম্ব না কোরে নিজের তলোয়ারখানায় ঘুমন্ত শিকারী যুবার মাথা কেটে ফেলে, ঘুমন্ত রাজকুমারীকে কোলে তুলে, তাড়াতাড়ি নেমে যেতে লাগ্লেন। খানিক দূর নাম্তেই সেনাপতির পায়ের দোলা পেয়ে রাজকুমারীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তিনি চক্ষু চেয়ে দেখেন, তাঁ'র পিতার সেনাপতি তাঁ'কে কোলে কোরে নেমে যাচ্চেন। তিনি তা'ই দেখে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হোলেন। বোল্লেন,—"সেনাপতি! তুমি কেন আমাকে এমন কোরে নিয়ে যাচ্চো? আমার শিকারী স্বামী কই? ফেরো ফেরো, তাঁ'র কাছে চল। তিনি কি আমায় ত্যাগ কোল্লেন? আর নেমো না, দাঁড়াও।" তখন দুষ্টমতি সেনাপতি রাজকুমারীকে ভয় দেখিয়ে বোল্লে,—"আমিই তোমার স্বামী; আবার কে?" রাজকুমারী অবাক্। খানিকক্ষণ পরে কেঁদে কেঁদে বোল্লেন,—"সে কি, সেনাপতি? তুমি বীর হোয়ে কাপুরুষের মত এ কি বোল্চো? আমার স্বামী তুমি নও। যিনি সেই সাতমুণ্ডু রাক্ষসকে বধ কোরেচেন, তিনিই আমার পতি,—তিনি তুমি নও,—তিনি সেই যুবা শিকারী।" রাজকুমারীর এরূপ কথা শুনে, দুরাচার সেনাপতি রেগে উঠে বোল্লে,—"আমি তোমার কোন কথাই শুন্তে চাই না। এখন আমি যা' বলি, শোন, তোমার পিতার কাছে গিয়ে তোমায় বোল্তে হ'বে, 'এই সেনাপতিই সেই সাতমুণ্ডু রাক্ষসটাকে মেরে ফেলে, আমায় উদ্ধার কোরেচেন।'" রাজ-কুমারী দুঃখিত হোয়ে বোল্লেন,—"তা' আমি কখ-নই পারবো না।" সেনাপতি আরও রেগে উঠে বোল্লে—'তা' না বোল্লে, এই দণ্ডেই এই

তলোয়ারে তোমাকে দু' টুক্রো কোরে ফেল্বো।" রাজকন্যা তখন দেখ্লেন, সেনাপতি তাঁ'র মিত্র নয়—পরম শত্রু। সে যে একজন কু অভিসন্ধির লোক, তা' আর তাঁ'র বুঝ্তে বাকি রইলো না। তিনি তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বোল্লেন, "আচ্ছা, সেনাপতি! আমি তা'ই বোল্বো আমায় বধ কোরো না।

অনন্তর সেনাপতি রাজনন্দিনীকে নিয়ে মহারাজের নিকট উপস্থিত হোলো। রাজা প্রাণের কন্যাকে জীবিত ফিরে আস্তে দেখে, অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হোলেন। সেনাপতির নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনে, তা'কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। সেনাপতিই যে সাতমুণ্ডু রাক্ষস-সংহারী এবং তাঁ'র কন্যার একমাত্র প্রাণদাতা, এটি তাঁ'র অন্তঃকরণে ঠিক্ হোলো। তখন তিনি কন্যাকে বোল্লেন,—"বাছা! আমার প্রতিজ্ঞা ছিলো যে, যিনি সেই সাতমুণ্ডু রাক্ষসকে মেরে তোমার উদ্ধার কোত্তে পার্বেন, তিনি যিনিই হোন্ না। তোমার স্বামী হ'বেন। অতএব অদ্য আমার এই পরমোপকারী সেনাপতির সঙ্গে তোমার শুভবিবাহ হ'বে।" তখন বুদ্ধিমতি রাজকুমারী পিতাকে বোল্লেন,—"বাবা! তোমার আদেশ কখনই অন্যথা হ'বার নয়, তুমি যা' বোল্চ তাই হ'বে; তবে আমার নিবেদন এই, আজ থেকে এক বৎসর একদিন পরে দ্বিতীয় দিনে আমি সেনাপতিকে বিবাহ কোর্বো।" রাজা তা'তেই সম্মত হোলেন। সেনাপতির মনটা কিছু চঞ্চল হোলো, কিন্তু এক বৎসর একদিন পরে রাজকুমারীর সঙ্গে তা'র নিশ্চয় বিবাহ হ'বে জেনে হতাশ হোলো না। অনন্তর রাজকুমারীর পুনরাগমন শুনে সহরময় আনন্দ-কোলাহল হোতে লাগ্লো। প্রাণদাতা শিকারী যুবার কি হোলো, তাই জান্বার জন্যে কৌশল কোরে রাজকুমারী এই এক বৎসর একদিন সময় নিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এদিকে পর্ব্বতের উপরে আর এক নূতন ঘটনা উপস্থিত। শিকারীর অনুচর সিংহ প্রভৃতি পশুরা এখনো গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তা'দের প্রভুর যে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেচে, তা'রা তা'র কিছুই জান্তে পাচ্চে না। এমন সময়ে কোত্থেকে হঠাৎ একটা বড় মৌমাছি উড়ে এসে ঘুমন্ত খরগোসের নাকের উপর বোস্লো। খরগোস ঘুমের ঘোরেই মাথা নেড়ে সেটাকে উড়িয়ে দিলে। আবার সে তা'র নাকের উপর বোস্লো। খরগোস আবার তা'কে তেম্নি কোরে উড়িয়ে দিলে, তবু জাগ্লো না। তখন মৌমাছি অমন কোরে বোসে তা'কে জাগাতে পাল্লে না দেখে, তৃতীয় বার বোসে নাকে হুল ফুটিয়ে দিলে। নাক জ্বোলে উঠ্লো—জ্বালায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো—খরগোস ধড়্ফড় কোরে উঠে পড়্লো। মৌমাছিটে তো কোরে উড়ে পালালো। খরগোস উঠে চেয়ে দেখে, পশুরা সকলেই ভোঁস্ ভোঁস্ কোরে ঘুমুচ্চে; কিন্তু শিকারী ছিন্নমস্তক হোয়ে পোড়ে আছে। খরগোস তাই দেখে ভয়ে আৎকে উঠ্লো; তাড়াতাড়ি সকলকে জাগিয়ে দিলে। তা'রা সকলে তখন ধড়্ফড় কোরে উঠে পোড়্লো। উঠেই দেখে সর্ব্বনাশ হোয়েচে। "কে এমন কাজ কল্লে,—কে এমন সর্ব্বনাশ কোরে" বোলে সকলে কোলাহল কোত্তে লাগ্লো। সিংহ একে তো বড় রাগী, তা'তে আবার তার চক্ষের কাছে তা'র প্রতিপালক নিহত হোয়েচে, সুতরাং সে যেন একেবারে ক্রোধে খেপে কেমনতর হোয়ে উঠ্লো। কখনো ভালুককে ধমকা'তে লাগ্লো—কখনো নেক্ড়ে বাঘকে গাল্ দিতে লাগ্লো—কখনো কুকুর শেয়াল আর খরগোস্কে মাত্তে উদ্যত হোলো। তখন ভালুক প্রভৃতি পশুরা খরগোস্ বেচারীর ঘাড়ে প্রভুহত্যার সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলে, কেননা সে সকলের শেষে জেগেছিলো, সুতরাং তা'রই এই কাজ। তখন পশুরাজ সিংহ যথার্থ

পশুর মত ব্যবহার কোরে, নিরীহ খরগোস্‌কে মেরে ফেল্‌তে হুকুম দিলে। খরগোস্‌ মহাসঙ্কটে পোড়্‌লো—কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো—নিজে দোষী নয় প্রমাণ কোত্তে লাগ্‌লো। অবশেষে সিংহ কিছু শান্তমূর্ত্তি ধোরে বোল্লে,—"এ কাজ তবে কা'র?" খরগোস কাতর হোয়ে বোল্লে,—"ভগবান্‌ জানেন। তা' যা' হ'বার হোয়েচে, এখন এক কাজ কর। এখান থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দূরে একটা কালো পর্ব্বত আছে। তা'তে এক রকম লতা জন্মায়। তা'র ফুল শাদা, একটি বোঁটায় তিনটি পাতা। এখন কেউ অবিলম্বে গিয়ে সেই লতার শিকড় আন্‌তে পাল্লে, আমি আমাদের প্রতিপালক শিকারীকে বাঁচা'তে পারি।" তার কথা শুনে সকলে খুসী হোলো, কিন্তু অন্যে গেলে পাছে সে লতা চিন্তে না পারে, এই জন্যে সিংহ খরগোস্‌কেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই লতার শিকড় আন্‌তে বোল্লে। খরগোস্‌ তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দ্রুতবেগে চোলে গেলো। তা'র পর যথাসময়ে সেই লতার শিকড় দাঁতে কাম্‌ড়ে নিয়ে এলো। অনন্তর সিংহ শিকারী যুবার ধড়ের সঙ্গে কাটা মাথাটি ঠিক্‌ কোরে যুড়ে ধোরে রোইলো এবং খরগোস্‌ তা'র গলার কাটা দাগে সেই মহৌষধ তিন বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুলিয়ে, আবার তিন বার নাকের ডগায় ছুঁইয়ে দিলে। সেই মৃতসঞ্জীবনী লতার শিকড়ের গন্ধে শিকারী যুবা তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার বেঁচে উঠ্‌লো। পশুরা অতুল আনন্দে হৈ হৈ কোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো।

নিজের যে কি সর্ব্বনাশ হোয়েছিলো, তা' শিকারী কিছুই জান্‌তে পারে নি, সুতরাং কেউ তা'কে এতক্ষণ ঘুম ভাঙিয়ে তুলে দেয় নি বোলে, পশুদের উপর রাগ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। বিশেষতঃ ঘুমন্ত রাজকন্যাকে পাশে দেক্তে না পেয়ে রাগের সঙ্গে অতিশয় বিষণ্ণ হেলো। তা'র মনের ভিতর যেন কি হোতে লাগ্‌লো। সিংহ প্রভৃতি পশুরা বুঝি তা'কে মেরে খেয়ে ফেলেচে ভেবে, সে তা'দিগে মাত্তে উদ্যত হোলো। কিন্তু তা'দের মুখে সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ কোরে রোদন কোত্তে লাগ্‌লো। খরগোস্‌টিকে কোলে কোরে "বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"বাছা! তুমি আমার মৃতদেহে প্রাণ দান কোরে আমাকে চিরকালের জন্যে কিনে রাখ্‌লে, কিন্তু আমাকে না বাঁচা'লেই ভাল হোতো। আহা, রাজকুমারীকে বাঁচিয়েও বাঁচা'তে পাল্লেম না! বোধ হয়, সাতমুণ্ড রাক্ষসের কোন সঙ্গী এসে এখান থেকে তাঁ'কে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেচে। আমি কেন নিদ্রা গিয়েছিলেম! হায় হায়, এ কি সর্ব্বনাশ হেলো!" এই বোলে শিকারী যুবা কেঁদে কেঁদে কতই যে শোক পরিতাপ কোত্তে লাগ্‌লো, তা'র আর বর্ণন করা যায় না। পশুরাও তা'র সঙ্গে আপন আপন স্বরে রোদন কোত্তে লাগ্‌লো। কিয়ৎ কালের জন্যে সেই পর্ব্বত যেন শোকের মূর্ত্তি হোয়ে উঠ্‌লো।

অনন্তর শিকারী যুবা পশুদিগকে সঙ্গে নিয়ে কালীমন্দির, এবং পর্ব্বতের সকল স্থান তন্ন তন্ন কোরে খুঁজে বেড়ালে, কিন্তু রাজকুমারীকে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে সে তা'দের সঙ্গে মলিনমুখে পর্ব্বত থেকে নেমে এসে, রাজকুমারীর অনুসন্ধানের জন্যে দক্ষিণ দিকে চোলে গেলো। তা'র মনের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, দক্ষিণ দিকে গেলেই হয় তো রাজকন্যার কোন তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে, কেন না, সাতমুণ্ড রাক্ষস সেই দিক্‌ দিয়ে পর্ব্বতে এসেছিলো। আহা বেচারী যদি শহরে যেতো, তা' হোলে আর কোন গোলযোগই থাকতো না। তা' আর কি হ'বে;—বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করে কে? অনন্তর ক্রমে ক্রমে সেই শিকারী যুবা এ বন সে বন, এ পর্ব্বত সে পর্ব্বত, এ দেশ সে দেশ কোরে কত জায়গাতেই ঘুরে বেড়ালে, কিন্তু তবুও রাজকন্যার কোন সন্ধান পেলে না। এক এক কোরে যত দিন যেতে লাগ্‌লো, এক এক কোরে তা'র আশা, ভরসাও যেন লোপ হোয়ে গেলো। এইরূপে প্রায় এক বৎসর গত হোয়ে এলো। অবশেষে সে

ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাক্রমে সেই রাজকন্যার পিতার শহরে এসে উপস্থিত হোলো। যে দিন সে শহরে এলো, সেই দিনে ঠিক্ এক বৎসর পূর্ণ হোয়েচে।

সপ্তম অধ্যায়।

কনিষ্ঠ শিকারী পশুগুলির সঙ্গে শহরে প্রবেশ কোরেই দেখ্‌লে যে, এ শহর যেন সে শহর নয়। কেন না, সে গত বৎসর যখন এখানে আসে, তখন সকলেই বিমর্ষ ছিলো, এখন সমস্ত লোকই যা'র পর নাই আনন্দিত হোয়েচে। এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি জান্‌বার জন্যে সে তাড়াতাড়ি তার পূর্ব্বপরিচিত সরাইওয়ালার কাছে গেলো। অনেক দিন পরে পরস্পরে সাক্ষাৎ হওয়াতে নানারূপ কথাবার্ত্তা হোতে লা্‌গ্‌লো। অনন্তর শিকারী যুবা সেই সরাইয়ে বাসা নিলে। সরাইওয়ালা পূর্ব্ববৎ তা'র আহারাদির যোগাড় কোরে দিলে। যথাসময়ে আহারাদি চুকে গেলো। তা'র পর সন্ধ্যের পরে শিকারী যুবা সরাইওয়ালাকে আপনার কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্‌লে,—"ভাল, ভাই! একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, আজ তোমাদের শহরে এত ধুমধাম কিসের? আর বৎসরও তো আমি স্বচক্ষে এমন দিনে এই শহর দেখেচি, আর আজও, দেখ্‌চি, কিন্তু তা'তে আর এতে যেন অন্ধকার আর আলো বোলে তফাৎ বোধ হোচ্চে; তখন বিষাদ আর এখন আহ্লাদ, এর কারণ কি?"

বৃদ্ধ সরাইওয়ালা শিকারী যুবার কথা শুনে হেসে হেসে বোল্‌লে,—"সে কি, তুমি কি আমাদের এখনকার এই আহ্লাদের কারণ জান না? পরশু যে আমাদের রাজার মেয়ের বিবাহ হ'বে। সেনাপতি মশায় গত বৎসর পর্ব্বতের উপর সেই সাতমুণ্ডু রাক্ষসটাকে মেরে ফেলে, রাজকুমারীকে উদ্ধার কোরেছিলেন, তাই মহারাজ তাঁ'র সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দেবেন। এ বিবাহ কোন্ কালে হোয়ে যেতো, কেবল রাজকন্যে এক বছর এক দিন সময় নিয়েছিলেন বোলে হয় নি। কা'ল তাঁ'র মেয়াদ ফুরিয়ে যা'বে, পরশু শুভ বিবাহ হ'বে। ভাই হে, তাই আজ আমাদের এত আনন্দ।"

সরাইওয়ালার এরূপ কথা শুনে ছোট শিকারী যা'র পর নাই বিস্মিত হোলো, বুঝ্‌তে পাল্‌লে যে, পাপাত্মা সেনাপতিই তা'কে কেটে ফেলে, রাক্ষস মেরে রাজকুমারীকে উদ্ধার কোরেচি বোলে মিথ্যে বীরত্ব প্রকাশ কোরেচে। সে তখন সেনাপতির সমস্ত দুরভিসন্ধি এবং চতুরতা বুঝ্‌তে পাল্‌লে। পেরে মনে মনে বোল্লে,—"কি ঘৃণার কথা! কত দূর কাপুরুষের কাজ! ছি ছি, সে এক জন না বীর! ধিক্ তা'র বীরত্বে! ধিক্ তা'র জীবনে! বীরপুরুষ যে, এরূপ বীরত্ব ফলিয়ে বিবাহ কোত্তে ইচ্ছে করে, আমি এই প্রথম তা'র পরিচয় পেলেম। ভাল, দেখা যাক্, কা'র ধন কে ভোগ করে!" সে মনে মনে এইরূপ ভেবে আবার সরাই ওয়ালাকে বোল্‌লে,—আচ্ছা, এই এক বৎসরকাল রাজকুমারীও তোমাদের চেয়ে বোধ হয়, বেশী আনন্দ ভোগ কোরে আস্‌চেন, কেমন, না?" বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বোল্‌লে,—"উঁহু, রাজকুমারীর মনে একেবারেই আনন্দ নেই বোল্‌লেই হয়। দিন যত ফুরিয়ে এসেচে, তিনিও তত যেন বেশী অসুখী হোয়েচেন। কেন যে এমন হোয়েচেন, তা'র কারণ কেউই জানে না। আমাদের কথা দূরে থাক্, তাঁ'র পিতা পর্য্যন্তও জান্তে পারেন নি।" এত ক্ষণে শিকারী যুবা বুঝ্‌তে পাল্লে যে, রাজকুমারী বড় বুদ্ধিমতী, কেবল তা'রই সন্ধান জান্‌বার জন্যে এক বৎসর এক দিন সময় নিয়েছিলেন। সে মনে মনে রাজকুমারীকে কতই প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লো। অনন্তর সরাইওয়ালাকে বিদায় দিয়ে, শয়ন কোল্লে, কিন্তু নিদ্রা হোলো না। মনের ভিতর চিন্তার সাগর সৃষ্টি হোলো। ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো।

অনন্তর প্রাতঃকালে শিকারী যুবা, সরাইওয়ালার কাছে কাগজ, কলম, কালি চেয়ে নিয়ে

রাজাকে একখানা পত্র লিখ্‌লে। সে পত্রের মর্ম্ম এই;—"মহারাজ! আমিই গত বৎসর পর্ব্বতের উপর সেই সাতমুণ্ড রাক্ষসকে বধ কোরে আপনার কন্যাকে উদ্ধার কোরেছিলেম। তিনি বিপদমুক্ত হোয়ে আপনার আদেশমত তৎক্ষণেই আমাকে বিবাহ কোরেছিলেন। অনন্তর আমরা উভয়ে পরিশ্রান্ত হোয়েছিলেম বোলে, শিলাতলে নিদ্রিত হোয়ে পোড়েছিলেম। সেই অবস্থায় আপনার সেনাপতি পর্ব্বতে উঠে, আমাকে নিহত কোরে, আপনার কন্যাকে আপনার নিকট নিয়ে এসেচেন। আমার সহচর খরগোস্ আমাকে দৈব ঔষধে বাঁচিয়েচে। আমি বেঁচে উঠে, সেখানে আপনার কন্যাকে না দেখে, নিতান্ত দুঃখিত হোয়ে, নানা স্থানে অনুসন্ধান কোরে বেড়াচ্ছিলেম। গতকল্য ঘটনাক্রমে আপনার রাজধানীতে ফিরে এসে আপনার সেনাপতির দুরভিসন্ধির বিষয় জান্‌তে পারেম। এক্ষণে মহারাজের শ্রীচরণে এই জটিল ব্যাপারের বিচার-ভার অর্পণ কোল্‌লেম।" এই পর্য্যন্ত লিখে তা'র নীচে নিজের নাম সই কোল্‌লে। অনন্তর একটি লোকের মারফৎ সেই পত্রখানি পাঠিয়ে দিলে।

পত্র-বাহক পত্র নিয়ে রাজার নিকট অর্পণ কোল্‌লে। রাজা সেই পত্রখানি নিজে পোড়ে দেখে একবারে অবাক্ হোয়ে গেলেন! কা'কেও কিছু না বোলে তা'র উত্তর লিখে, সেই লোক মারফৎই পাঠা'লেন। পত্র-বাহক শিকারীর নিকট ফিরে গেলো। শিকারী তা'র হাত থেকে রাজার পত্রখানি নিয়ে পাঠ কোরে জান্‌তে পাল্‌লে, মহারাজ তা'কে অবিলম্বে রাজসভায় আহ্বান কোরেচেন। তখন সে তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে অনেকগুলো সোণার টুক্‌রো বেচে ভাল ভাল পোশাক কিন্‌লে। তা'র পর বাসায় ফিরে এসে, স্নানাদি কোরে সেই বহুমূল্য নতুন পোশাকে শরীর সাজালে। ভাল ভাল ছ'খানা যুড়ী ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া কোল্‌লে। তা'র মধ্যে যেখানা সকলের চেয়ে ভাল সেখানায় সে খরগোস্‌কে কোলে কোরে বোস্‌লো। বাকি পাঁচখানা গাড়ীর একখানায় সিংহ, একখানায় ভালুক, একখানায় নেকড়ে বাঘ, একখানায় কুকুর, এবং আর একখানায় শেয়াল চোড়ে বোস্‌লো। অনন্তর শিকারীর হুকুম পেয়ে গাড়োয়ানেরা গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। শিকারীর গাড়ী সকলের আগে আগে চোল্‌লো। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ছ'খানা গাড়ী রাজবাড়ীর ফটকের ভিতর ঢুকে, গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে দাঁড়ালো।

এ দিকে রাজা, পত্র-বাহকের মারফৎ উত্তর পাঠিয়ে, রাজসভায় সকলকে উপস্থিত হোতে আদেশ কোল্‌লেন। তাঁ'র আদেশে রাজকুমারী, সেনাপতি, মন্ত্রী এবং অন্য অন্য সভ্যগণ সভাতলে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন কোল্‌লেন। আর একখানি ভাল আসন রাজার পাশে রাখা হোলো। কা'র জন্যে তা' রাখা হোলো, সভ্যগণ বুঝ্‌তে না পেরে, পরস্পর কানাকানি কোত্তে লাগ্‌লো। সভার সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে নিজে মহারাজ বোসে রোইলেন। আজ রাজকন্যার বিবাহের দিন, রাত্রে মহাসমারোহে সেনাপতির সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ হ'বে—সকলের এই বিশ্বাস। সেনাপতির আজ পোয়াবারো—সোণায় সোহাগা! কিন্তু রাজকুমারীর সর্ব্বনাশ! মস্তকে বজ্রপাত! চারদিক অন্ধকার! সেনাপতি ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"কত ক্ষণে সূর্য্যাস্ত হয়।" রাজকুমারী ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়।" সভ্যগণ ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"আজকের দিন রাত, দুইই আমাদের পক্ষে কত সুখেরই না জানি।" আর রাজা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"হে জগদীশ্বর! যে যথার্থ আমার কন্যার প্রাণদাতা, তা'কেই তা'র স্বামী কর।"

অনন্তর রাজা, গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে অনেকগুলো গাড়ী পৌঁছিবার শব্দ শুন্‌তে পেয়ে, চারজন দরওয়ানকে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। তা'রা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে, বিশেষ সম্মান দেখিয়ে শিকারী যুবাকে রাজসভায় নিয়ে গেলো। পশুরাও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্‌লো। তা'র পর

রাজা আপনি স্নেহ ও সমাদর কোরে শিকারীকে সেই খালি আসনের উপর বোস্‌তে বোল্‌লেন। শিকারী মহারাজকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম কোরে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কোল্‌লে, পশুরা তা'র আসনের নীচের চার দিকে ঘেরে ঘুরে পশুসভা সাজিয়ে বোস্‌লো। দৃশ্যটি দেক্তে বড় নতুন রকমের হোলো। সেখানে পশুদের সেরূপ কোরে বোস্‌তে দেখে রাজা শিকারীকে জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—"তোমার এই সিংহ প্রভৃতি পশু স্বাভাবিক বড় হিংস্রক, এরা তো কাকেও কিছু বোল্‌বে না?" শিকারী বোল্‌লে,—"মহারাজ! বরঞ্চ আপনার এই সভা-গৃহের কোন মানুষ অপর মানুষের সর্ব্বনাশ কোত্তে পারে, কিন্তু আমার অনুচর এই পশুরা বিনা দোষে একটি পিঁপ্‌ড়েকেও কিছু বলে না।" তা'র এই কথা শুনে রাজা বড় খুসী হোলেন। রাজকুমারী তা'র মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। সভাসদেরাও হাঁ কোরে তা'র মুখপানে চেয়ে, মনে মনে তা'র সেই কথার মীমাংসা কোত্তে বোস্‌লো। কিন্তু সেনাপতি তীব্র দৃষ্টিতে তা'র মুখের সকল স্থান তন্ন তন্ন কোরে দেখে চিন্‌তে পাল্লে, কাজে কাজে তা'র কথারও মর্ম্ম বুঝ্‌তে বাকি রোইলো না। তৎক্ষণাৎ সেনাপতির মুখের চেহারা বোদ্‌লে গেলো, মনে বড় ভয় হোলো, আসন ছেড়ে উঠে যা'বার জন্যে ব্যস্ত হোয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু রাজার আদেশ হোলো,—"যেও না, বোসো।" কাজেই সেনাপতিকে আবার বোস্‌তে হোলো। রাজকুমারী এতক্ষণ শিকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু আর পাল্‌লেন না; মুখ নীচু কোরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। রাজা কন্যাকে সেরূপ অবস্থায় দেখেও তখন কিছু বোল্‌লেন না। সভ্যগণ কি কানাকানি কোত্তে লাগ্‌লো।

অনন্তর রাজা শিকারী যুবার প্রেরিত পত্রখানি আপনিই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন। পড়া শেষ হোলো। সকলেই অবাক্! তা'র পর তিনি সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—"কেমন, সেনাপতি! এ পত্রের লেখা সত্য কি না, ঈশ্বর সাক্ষী কোরে, সত্য কোরে, শপথ কোরে বল।" দুরাচার সেনাপতি সম্পূর্ণ অপরাধী হোয়েও, অনায়াসে মিথ্যা কথা কোয়ে বোল্লে,—"মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনাকে ওরূপ পত্র লিখেচে, সে আপনার এবং আমার পরম শত্রু, সে মিথ্যাবাদী।" সেনাপতির এই কথা শুনে রাজা শিকারী যুবাকে বোল্লেন,—"কেমন, শিকারী! সেনাপতি যা' বোল্লেন, তা' সত্য কি না, ঈশ্বর সাক্ষী কোরে—সত্য কোরে—শপথ কোরে বল।" শিকারী যুবা স্বাধীনচিত্তে সাহস কোরে বোল্লে,—ধর্ম্মাবতার! জগদীশ্বর তো সর্ব্বসাক্ষী, তা' ছাড়া আপনার কন্যাও আমার পার্থিব প্রধান সাক্ষী, সুতরাং উনিই যথার্থ বলুন, কে সাতমুণ্ড রাক্ষস নিহত কোরে ওঁকে উদ্ধার কোরেচে। আমি মিথ্যাবাদী সেনাপতির কথায় উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না।" তখন রাজা নিজ তনয়াকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"বাছা! তুমিও ঈশ্বর সাক্ষী কোরে—সত্য কোরে—শপথ কোরে বল, কে তোমার যথার্থ উদ্ধারকর্ত্তা?" পিতার কথা শুনে রাজকন্যা বোল্লেন,—"বাবা! আমি স্বর্গপানে চেয়ে যথার্থ বোল্‌চি, এই শিকারী যুবা বীর আমার উদ্ধারকর্ত্তা। ইনিই সেই দুরাচার রাক্ষসকে বধ কোরেচেন। আপনার সেনাপতি জোর কোরে অস্ত্রভয় দেখিয়ে আমাকে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বোলিয়েচেন।" রাজা কন্যার কথা শুনে বোল্লেন—"আচ্ছা, তোমার উদ্ধার কর্ত্তা শিকারীর নিকট এ বিষয়ের কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে?" রাজকন্যা রাজার এ কথার উত্তর দিতে না দিতে শিকারী বোলে উঠ্‌লো,—"মহারাজ! অবশ্য পাওয়া যেতে পারে।"

এই বোলেই রাজকুমারীর দেওয়া মুক্তোর মালা, এবং রাক্ষসের চোদ্দটা চোক বাঁধা ও রাজকুমারীর নামলেখা রুমালখানি বা'র কোরে রাজার নিকট রাখ্‌লে। রাজা ভাল কোরে দেখে সমস্ত চিন্‌তে এবং বুঝ্‌তে পাল্লেন। তা'র পর তিনি বিচার শেষ কোরে, এই রায় প্রকাশ কোল্লেন,—

"যথার্থ সাক্ষী ও প্রমাণ-মতে আমার বিচারে বাদী শিকারী যুবা নির্দ্দোষী এবং প্রতিবাদী আমার সেনাপতি দোষী। অতএব আমার একমাত্র এই কন্যা পত্নীরূপে এই শিকারীরই প্রাপ্য আর এই সেনাপতি এই মহাপরাধের জন্য বধদণ্ড-যোগ্য। অতএব অদ্যই এই পাপাত্মা মত্ত হস্তীর পদতলে দলিত হোয়ে স্বকৃত পাপের প্রতিফল ভোগ করুক্।" এই বোলে রাজা তৎক্ষণাৎ জল্লাদগণকে তাই কোত্তে হুকুম দিলেন। তা'রা অবিলম্বে সেনাপতিকে মশানে নিয়ে গেলো। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করে? কোথায় সেনাপতি আজ রাজকন্যা লাভ কোর্‌বে, তা' না হোয়ে কোথায় মৃত্যুদণ্ড লাভ কোত্তে হোলো! পাপীর কিছুতেই নিস্তার নাই। বোধ হয়, দুর্য্যোধনের 'হরিষে বিষাদের' চেয়েও আজ রাজ-সেনাপতির 'হরিষে বিষাদ' শত গুণ বেশী। জল্লাদেরা সেনাপতিকে মত্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ কোল্লে। দুরাত্মা দেক্তে দেক্তে হস্তিপদে দলিত হোয়ে যমালয়ে গেলো। ধর্ম্মের জয় হোলো—অধর্ম্মের পরাজয় হোলো।

অনন্তর রাজা আনন্দিতমনে সেই দিন রাত্রে শুভ লগ্নে ছোট শিকারী যুবা বীরের সঙ্গে আপনার প্রাণতুল্য কন্যার শুভ বিবাহ দিলেন। চার দিকে বাদ্যরব ও হুলুধ্বনি হোতে লাগ্‌লো। শহরের সমুদায় লোক ভরপুর আনন্দে মেতে উঠ্‌লো। রাজবাড়ীতে শহরশুদ্ধ লোক মনের সাধে ভাল ভাল খা'বার জিনিষ খেয়ে সুখী হোলো। এইরূপে বিবাহের রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো। পরদিন রাজা, নতুন জামাইকে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা কোর্‌লেন।

অনন্তর রাজজামাতা এবং রাজকুমারী সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কোত্তে লাগ্‌লেন। ক্রমে ক্রমে এক দিন দু' দিন, এক মাস দু' মাস গত হোয়ে গেলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে নবদম্পতীর প্রণয় ও মনোমিলন গাঢ় হোতে লাগ্‌লো।

অষ্টম অধ্যায়।

এমন সময়ে আর একটা ঘটনা উপস্থিত। রাজবাড়ীর প্রায় দু' ক্রোশ দূরে একটি মায়াকানন ছিলো। সেই বনে একটা ডাকিনী (ডাইনী) বাস কোত্তো। যে কেউ সেই বনের ভিতর ঢুক্‌তো, আর বেরুতে পাত্তো না; গোলোকধাঁধায় পোড়ে প্রাণ হারাতো। এই রকমে সে বনটার ভিতর যে কত লোক মারা গিয়েছিলো, তা'র আর সংখ্যা হয় না। এক দিন ছোট শিকারী যুবা, সেই বনের ভিতর শিকার কোত্তে যা'বার জন্যে নিতান্ত ইচ্ছুক হোলো। কিন্তু তা'র শ্বশুর এবং স্ত্রী তা'কে পুনঃ পুনঃ নিষেধ কোত্তে লাগ্‌লো। তবু শিকারী ক্ষান্ত হোলো না। বরঞ্চ বোল্লে,—"কোন ভয় নেই, আমি যেমন যাবো, তেমনি ফিরে আস্‌বো। মায়াকাননের ভিতরে কি আছে, আমাকে একবার দেক্তে হবে।" তখন রাজা এবং রাজকুমারী অনিচ্ছায় সম্মত হোলেন। অনন্তর শিকারী আপনার পশু সঙ্গিগণ এবং অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, একটা তেজী কালো ঘোড়ায় চোড়ে প্রস্থান কোল্লে। খানিক পরে সেই বনের ধারে উপস্থিত হোলো। সে সেখানে গিয়েই দেক্তে পেলে, বনের ধারে অথচ ভিতরে এক বড় সুন্দর রূপোর হরিণ খেলা কোরে বেড়াচ্চে। তা'কে দেখে শিকারী মোহিত হোয়ে, মার্‌বার জন্যে ধনুকে বাণ যুড়্‌লে।

হরিণ তা' দেখে, যেন ভয় পেয়ে, বনের ভিতর দৌড়ুলো। শিকারীও অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বনের ভিতর ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলে। হরিণ আগে আগে আর শিকারী পাছে পাছে দৌড়ুতে লাগ্‌লো। শিকারী লক্ষ্য কোরে কত বাণ ছাড়্‌লে, কিন্তু সেই মায়ামৃগকে কোন মতে বিঁধ্‌তে পাল্লে না। এক জন ভাল শিকারী হোয়ে, কৃতকার্য্য হোতে পাল্লে না বোলে মনে মনে বড় লজ্জা হোলো, কিন্তু তবুও হরিণের পেছনে দৌড়ুতে ক্ষান্ত হোলো না। এমন সময়ে হঠাৎ হরিণটে কোথায়

যে চোলে গেলো, আর সে দেক্তে পেলে না। কি আর করে, মনের দুঃখে, লজ্জায় বাড়ীর দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলে; কিন্তু বনটা এত বড় বোধ হোলো যে, সারাদিন ঘুরে ঘুরেও বেরুবার পথ পেলে না। সমস্ত যেন অচেনা বোধ হোলো। এইরূপে ঘোড়ায় চোড়ে সে কত ক্রোশ পথ ঘুরে বেড়ালে, তবুও বনের শেষ নাই—বেরুবার পথ নেই। ক্রমে সন্ধ্যে হোয়ে এলো। দেক্তে দেক্তে চার দিক ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেলো। আর ঘোড়া হাঁকা'বার উপায় নেই। তখন সে নিরুপায় হোয়ে ঘোড়া থেকে নাম্‌লো। তা'র পর একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বেঁধে, আর একটা গাছতলার নীচে গিয়ে বোস্‌লো। সকলেই অতিশয় ক্লান্ত। সিংহ প্রভৃতি পশুগণ, শিকারীর কাছে শুয়ে পড়ে, হাঁফা'তে লাগ্‌লো। একে পৌষ মাস, তা'তে আবার ভাগ্যক্রমে সে দিন বড় শীত। কাজেই শিকারী কতকগুলো শুক্‌নো ডাল পালা জড় কোরে আগুন পোয়াতে লাগ্‌লো।

এমন সময়ে একটু দূরে একটা বড় ঢিবির উপর কে যেন কেঁপে কেঁপে বোলতে লাগ্‌লো,—"উহু, বড় শীত! উহু, বড় শীত!" শিকারী চেয়ে দেখ্‌লে, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শীতে কাঁপচে। তা'র গায়ে গরম কাপড় চোপড় নেই। তা' দেখে তা'র মনে বড় দয়া হোলো। সে তৎক্ষণাৎ তাকে বোল্‌লে,—"আহা, তোমার বড় কষ্ট হোচ্চে, তুমি এই খেনে এসে আগুন পোয়াও। কা'ল সকালে তোমাকে বনের বাইরে নিয়ে যাবো।" বুড়ী বোল্‌লে, "বাছা! আমি তোমার পশুগুলোকে দেখে বড় ভয় পাচ্চি, তাই তোমার কাছে যেতে পাচ্চি নি। তুমি যদি ওগুলোকে মেরে, দূরে তাড়িয়ে দেও, তা' হোলে যেতে পারি, নৈলে পারি নি, অথচ শীতেও বাঁচি নি।" শিকারী বোল্‌লে,—"ওগো, আমার পশুরা কা'কেও কিছু বলে না। তোমার ভয় নেই, নেমে এসো।" সে বোল্‌লে,—"না, বাবা! বনের পশু, বিশ্বাস কি? তুমি এই গাছের ডালটা নিয়ে ওদের মেরে মেরে সরিয়ে দেও।" এই বোলে সে শিকারীকে একটা গাছের ডাল ভেঙে দিলে। যদিও শিকারী জান্‌তো যে, তা'র পশুরা কা'কেও কামড়ায় না, তথাপি বুড়ীর বিশ্বাসের জন্যে, তা'র কাছ থেকে গাছের ডালটা নিয়ে সিংহ প্রভৃতি পশুগুলোকে যেমন ঠেলে তাড়িয়ে দেবে, আর অম্নি সেই ডালের ছোঁয়া লেগে তা'রা সকলেই পাথর হোয়ে গেলো। তা' দেখে শিকারীর মনে অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহ হোলো। তৎক্ষণাৎ সে বুড়ীকে ডাইনী বোলে বুঝ্‌তে পেরে তাড়াতাড়ি যেমন ঘোড়ায় চোড়ে সেখান থেকে পালাবে, আর অম্নি বুড়ী ঢিবি থেকে দৌড়ে নেমে এসে, আর একটা ডাল ছুঁইয়ে শিকারীকে ঘোড়া শুদ্ধ পাথর কোরে ফেল্‌লে। তা'র পর সে সেই পাথরগুলো নিয়ে একটা বড় গর্ত্তের ভিতর ফেলে দিলে। সেই গর্ত্তে যে, এই রকম কত পাথর আছে, তা'র আর সংখ্যা নাই।

নবম অধ্যায়।

এ দিকে এক দিন দু'দিন কোরে সাত আট দিন চোলে গেলো। কিন্তু শিকারীর আর দেখা নাই। রাজা এবং রাজকুমারী, তাই দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন। তাঁ'রা যা' ভেবেছিলেন, তাই ঘোট্‌লো। শহরশুদ্ধ সমস্ত লোকেই রাজ-জামাতার মায়াকাননে মৃত্যু হোয়েচে, নিশ্চয় কোরে দুঃখিত হোলো। রাজকুমারী পতিশোকে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কোরে কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। এই রকমে আরো ক'দিন গত হোয়ে গেলো।

ও দিকে বড় শিকারী ছোট ভেয়ের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হোয়ে এত দিন যে কোথায় ছিলো, তা' জানা যায় নি। কিন্তু এই বার তা'র সন্ধান পাওয়া গেলো। কে না জানে যে, আত্মীয় স্বজনের কোন কিছু ভাল মন্দ হোলে, মনটা উড়

উড়্ করে? বড় শিকারীর তাই হোলা। এক দিন হঠাৎ তা'র মনের ভিতর যেন 'কি হারিয়েছি, কি হারিয়েছি, বোধ হোতে লাগ্‌লো; মন বড় চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো। বুঝি ছোট ভেয়ের কোন বিপদ ঘোটেচে, এই ভেবে সে সকল কাজ ফেলে, সেই ছোরাকোঁড়া গাছের কাছে ফিরে এলো। এসে দেখে বাস্তবিক তা'র মনের ভাবনা ঠিক্ হোয়েচে। সে দেখ্‌লে, তা'র ছোট ভাই স্বতন্ত্র হ'বার দিন পশ্চিম দিকে গিয়েছিলো, ছোরার সেই দিকের আধখানায় মোর্চ্চে পোড়েচে— আধখানা খুব্ চক্‌চকে আছে। তখন সে বুঝ্‌তে পাল্‌লে, ছোট ভাই বিপদে পোড়েচে বটে, কিন্তু বিপদ উদ্ধারের পথ আছে; কেন না ছোরার পশ্চিম দিকের সমস্ত ধারে মোর্চ্চে পড়ে নি। সে তখন আর কালবিলম্ব না কোরে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশ্চিম দিকে চোলে গেলো। তা'রো ভাগে ছ'টা পশু পোড়েছিলো; তা'রাও তা'র সঙ্গে সঙ্গে চোল্‌লো। নানা স্থানে ছোট ভেয়ের খোঁজ কোত্তে কোত্তে কিছু দিন পরে, সে ঘটনাক্রমে সেই শহরে গিয়ে উপস্থিত হোল্লো।

বড় শিকারী যুবা শহরে প্রবেশ কর্‌বামাত্রই শহরবাসীরা "এই যে রাজার জামাই, এই যে রাজার জামাই" বোলে আনন্দে কোলাহল কোত্তে লাগ্‌লো। কেউ বা রাজার নিকট পুরস্কার পা'বে বোলে, রাজবাটীতে আগে দৌড়ে গেলো। কেউ বা বড় শিকারীর কাছে এসে যোড়হাতে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"মহাশয় আপ্‌নি এত দিন পরে মায়াকানন থেকে ফিরে এলেন, আপ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নতুন জীবন আর আনন্দও ফিরে এলো। সে বনটা বড় ভয়ানক, তা'র ভিতর ঢুক্‌লে, কা'কেও আর ফির্‌তে হয় না। আমরা ভাগ্যে ভাগ্যে আপনাকে ফিরে পেলাম।" বড় শিকারী তা'দের এরূপ কথার মর্ম্ম প্রথমে বুঝ্‌তে পাল্‌লে না, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে ঠিক্ কোল্‌লে যে, "আমার ছোট ভাই আর আমি যমজ-সন্তান, সুতরাং দেক্তে ঠিক্ এক রকম্। এরা আমাকে যেরূপ সম্বোধন কোচ্চে, তা'তে বোঝা যাচ্চে, আমার ছোট ভেয়ের সঙ্গে এখানকার রাজকুমারীর বিবাহ হোয়েচে, কিন্তু ভাইটি আমার মায়াকাননের মধ্যেই বিপদে পোড়েচে, আজও ফেরে নি। মায়াকানন কোথা? এখানকার রাজাই বা কে? রাজকুমারীই বা কে? যা' হোক্, ভাল কোরে দেক্তে হোলো।" এই ভেবে সে বুদ্ধি খাটিয়ে তা'দিগে বোল্‌লে,— "প্রজাগণ! কেন ফিরে আস্‌বো না? আমার আবার মায়াকাননে ভয় কি? যে আগম নিগম জানে, তা'র কোন কাননেই কোন বিপদ হয় না। তা' যা' হোক্, তোমরা আমার সঙ্গে রাজবাটী পর্য্যন্ত এসো। আমি তোমাদিগকে দেক্তে পেয়ে বড় সুখী হোয়েচি। চল, তোমাদিগকে দেক্তে দেক্তে রাজার কাছে যাই।" বড় শিকারী বড় বুদ্ধিমান্, তাই কৌশল কোরে প্রজাদের দ্বারা রাজার নিকট যা'বার যোগাড় কোরে নিলে। প্রজারা তখন প্রফুল্লচিত্তে চতুর শিকারীকে সঙ্গে কোরে রাজসমীপে উপস্থিত হোলো। রাজা কোনরূপে তা'কে অন্য লোক বোলে চিন্‌তে পালেন না; কাজেই বড় শিকারীর রাজার কাছে জামাই-আদরের সীমা পরিসীমা রোইলো না। তা'র পর দাসীরা এসে তা'কে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলো। সেখানে রাজকুমারী তা'কে দেখে যেন আকাশের চাঁদ হ'তে পেলেন। তাঁ'র আনন্দ-সাগর যেন উথ্‌লে উঠ্‌লো। বড় শিকারী ক্রমে ক্রমে মনে মনে সব বুঝে নিলে। কিন্তু অন্তরে কিছুমাত্র আনন্দ নাই, মুখেই কেবল আনন্দপ্রকাশ। কারণ একে ভ্রাতৃশোক, তা'তে আবার রাজকুমারী কনিষ্ঠ ভ্রাতারই পত্নী—শাস্ত্রমতে সম্বন্ধে কন্যা।

অনন্তর রাত্রিকালে বড় শিকারী রাজকুমারীর নিকট ছদ্মস্বামিভাবে কনিষ্ঠ সহোদরের সমস্ত ঘটনা জেনে নিয়ে, বোল্‌লে,—দেখ, আজ আমি সারারাত্রি শিবপূজা কোর্‌বো। দাসীরা পূজার আয়োজন কোরে দি'ক্। তুমি আমাকে আজ স্পর্শ কোরো না, কিছু দূরে বোসে তোমার স্বামীর

ও তোমার মঙ্গল কামনা কর।" রাজকুমারী বড় ধর্ম্মশীলা, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাই স্বীকার কোল্‌লেন। ক্রমে পূজার আয়োজন হোলো। জ্যেষ্ঠ শিকারী ভ্রাতৃমঙ্গলের জন্য ভক্তিপূর্ণ মনে সমস্ত রাত্রি শিবপূজা কোল্লে। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোলো।

অনন্তর প্রাতঃকালে জ্যেষ্ঠ শিকারী যুবা রাজা এবং রাজকুমারীকে বোল্লে,—"আমি আজ আবার মায়াকাননে শিকার কোত্তে যা'বো।" তাঁ'রা তা'র সে কথা শুনে আবার অত্যন্ত চিন্তিত হোয়ে বোল্লেন,—"না না, আর ও বনে গিয়ে কাজ নেই। এক বার গিয়ে আমাদিগকে মহাবিপদে ফেলেছিলে, আজ আর যেও না।" জ্যেষ্ঠ শিকারী বোল্লে,—"আমি যে কালে ফিরে এসেচি, সে কালে ভয়ের কোন কারণই নেই।" এই রূপে আরো কত রকম ওজর আপত্তি কোত্তে লাগ্‌লো। কাজেই তখন রাজা ও রাজকুমারী আর কিছু বোল্লেন না, অসন্তোষের সহিত বিদায় দিলেন। তখন বড় শিকারী ঘোড়সোয়ার হোয়ে, পশুদিগকে সঙ্গে নিয়ে মায়াকাননের দিকে প্রস্থান কোল্‌লে। কিঞ্চিৎ কাল পরে তথায় উপনীত হোয়ে, ছোট শিকারী যেমন দেখেছিলো, সেও সেইরূপ একটা রূপোর হরিণ দেক্তে পেলে। দেখে মনে বড় সন্দেহ হোলো। ভাব্‌লে,—"আমার ভাই বুঝি এইরূপ হরিণ শিকার কোত্তে গিয়ে, এই বনের ভিতর বিপদে পোড়েচে। যা' হোক্, এক বার আমাকেও দেক্তে হোলো। হয় আজ তা'কে উদ্ধার কোর্‌বো, নয় তো তা'রও যে দশা—আমারও সেই দশা।" এই বোলে সে সেই হরিণটার প্রতি বাণ লক্ষ্য কোরে বনের ভিতর দৌড়ুলো। তা'র পর বনের ভিতর ঢুকলে, তা'র ছোট ভেয়ের যা' যা' ঘোটেছিলো, তা'রও তা'ই তা'ই ঘোট্‌লো। সন্ধ্যের পর সেও আলো জেলে, পশুদের সঙ্গে কোরে একটি গাছতলায় রাত্রিযাপন কোত্তে লাগ্‌লো।

এমন সময় সেই মাটির ঢবির উপর থেকে শব্দ এলো,—"উহু, বড় শীত!—উহু, বড় শীত।" এই রূপ শব্দ শুনে বড় শিকারী ঢিবির দিকে চেয়ে দেখ্‌লে, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শীতে কাঁপ্‌চে। দুই ভেয়েরই সমান দয়া। সুতরাং সে তা'কে নিজের কাছে আগুন পোয়াতে ডাক্‌লে। তখন সেই বুড়ী, ছোট শিকারীকে যা' বোলেছিলো, তা'কেও তা'ই বোল্‌লে। তা'র সেই সব কথা শুনে মনে বড় শিকারীর বড় সন্দেহ হোলো। সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"তাই তো, এ বুড়ী কে? কেন আমার পশুগুলিকে মেরে তাড়িয়ে দিতে বোল্‌চে? আবার ও এদিগে মাড়বার জন্যে গাছের ডাল ভেঙে দিতে চাচ্চে। এর কারণ কি? আমার বোধ হয়, এ বুড়ী মাগী ডাইনী, তা' নৈলে এমন কথা বলে কেন? আমি শুনেচি, ডাইনীরা ভালুকের লোম ছুঁলে কাণা হয়; তাই এ মাগী কাছে আস্‌চে না। যা' হোক্, এক বার পরীক্ষা কোরে দেক্তে হোলো।" এই রূপ ভেবে, সে চুপ্‌চুপ্ ভালুকের গা থেকে গোটা কএক বড় বড় রোয়াঁ ছিঁড়ে, একটা ভোঁতা তীরের মাথায় বেঁধে, বুড়ীর বুকে ছুঁড়ে মার্‌লে। বুকের উপর আচম্‌কা বাণ পোড়্‌তে দেখে, বুড়ী চীৎকার কোরে উঠ্‌লো, যেই চীৎকার আর অম্‌নি দুটো চোকের মাথা খাওয়া। চক্ষু দু'টি গেলো দেখে, বুড়ী বুঝ্‌তে পাল্লে, শিকারী ভালুকের লোম-জড়ানো বাণ মেরেচে, কাজেই রাগে একবারে জ্বোলে উঠ্‌লো। সে শিকারীকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে হাঁ হাঁ কোরে তেড়ে এলো; কিন্তু শিকারীর কুকুর তৎক্ষণাৎ তেড়ে গিয়ে তা'র পায়ে কাম্‌ড়ে দিলে। ডাইনী বুড়ী ধড়াস্ কোরে পোড়ে গেলো।

জ্যেষ্ঠ শিকারী তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে কতক গুলো শক্ত লতা ছিঁড়ে, বুড়ীর হাত পা বেঁধে ফেল্লে। পরে সে তা'কে ভয় দেখিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"যদি তুই প্রাণে বাঁচ্‌তে চা'স্, তবে আমার ছোট ভাইকে ফিরিয়ে দে, নৈলে এই জলন্ত আগুনে তোকে পুড়িয়ে মার্‌বো।" পাপিনী ডাকিনী তবুও জব্দ হোলো না। সে বোল্লে—

"কে তোর ভাই? আমি জানি না তা'কে। আমাকে খুলে দে, নৈলে তোকে এখনি মেরে ফেল্‌বো। তা'র এরূপ কথা শুনে বড় শিকারী অত্যন্ত রেগে উঠে, তা'র বুকের উপর জোরে লাথি মার্‌তে লাগ্‌লো এবং তা'র পর তা'কে আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্যে পা ধোরে টেনে আন্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে। তখন ডাইনী বুড়ী মরণ-ভয়ে ভীত হোয়ে চীৎকার কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"মেরো না—আমায় মেরো না; আমি তোমার ভাইকে বাঁচিয়ে দিচ্চি। তুমি এক কাজ কর,—এইখান থেকে এক রসি মাপ দূরে ঈশান কোণে একটা বড় পাৎকো আছে। তা'র মুখে ঘাসের চাপ্‌ড়া চাপা আছে, তা' কেউ জানে না। তুমি যাও; যেতে যেতে যেখানে একটা তাল গাছের গুঁড়িতে ছোট ছোট তিনটে আশুদ গাছ দেক্তে পা'বে, ঠিক্ তা'র নৈর্ঋত কোণ খুঁড়্‌লেই সেই চাপা কোয়া দেক্তে পাবে। তুমি তা'র ভিতর থেকে জল তুলে এনে, আমার বাঁ দিকে যে গর্ত্তটা দেক্তে পা'বে, তা'তে ছড়িয়ে দাও। তা' হোলেই তোমার ছোট ভাইকে পাবে। ডাকিনীর এরূপ কথা শুনে, বড় শিকারী তৎক্ষণাৎ সেই পাৎকোর জল এনে পাথর-ভরা গর্ত্তে ছড়িয়ে দিলে। দেবামাত্র তা'র ভিতর থেকে কনিষ্ঠ শিকারী, তা'র অশ্ব, সিংহ প্রভৃতি সাতটা পশু এবং আরও শত শত লোক জীবিত হোয়ে বেরিয়ে এলো। তা' দেখে বড় শিকারী নিতান্ত বিস্মিত হোলো। অনন্তর সে অতিশয় আহ্লাদিত হোয়ে স্নেহভরে ছোট ভাইটিকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন কোত্তে লাগ্‌লো। এ দিকে নবজীবনপ্রাপ্ত লোকেরা, বড় শিকারীকে মনের সাধে আশীর্ব্বাদ কোত্তে লাগ্‌লো। আহা, তখনকার সেই দৃশ্যটি দেখ্‌লে স্বর্গের দৃশ্যও তুচ্ছ বোধ হয়! অনন্তর সমস্ত লোক তেড়ে গিয়ে ডাকিনীকে আক্রমণ কোরে মেরে ফেল্‌লে। মায়াকাননের কণ্টক দূর হোলো। তা'র পর শিকারী ভাই দু'টি, পশুদিগে সঙ্গে কোরে বনের ভিতর থেকে বেরুতে লাগ্‌লো—পরস্পরে মনের কত কথাই কইতে লাগ্‌লো। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

দশম অধ্যায়।

এই বার আর এক ঘটনা উপস্থিত। রাজ-কন্যার প্রণয়-লোভী দুরাত্মা রাজসেনাপতি রাজাজ্ঞায় হস্তিপদতলে নিহত হোলে পর, তা'র কনিষ্ঠ ভ্রাতার মনে অতিশয় রাগ, দ্বেষ ও প্রতিহিংসা জেগে উঠেছিলো। সে ভ্রাতৃনিধনের দিন হোতে সর্ব্বদা রাজা, রাজকুমারী ও কনিষ্ঠ শিকারীর অনিষ্ট সাধনের জন্যে উৎসুক ছিলো; কিন্তু এত দিন কোনরূপে কৃতকার্য্য হোতে পারে নি। আজ তা'র মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বার পন্থা হোলো। সে ভ্রাতৃশোকে রাত্রে নিদ্রা যেতো না, কেবল সারা রাত্রি যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। সে-দিন যখন সে মায়াকাননে রাজ-জামাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনেছিলো, তখন তা'র আর আনন্দের সীমা ছিলো না। কিন্তু তা'র পর যখন আবার তা'র সেখান থেকে ফিরে আস্‌বার সংবাদ পেয়েছিলো, তখন আবার দুঃখেরও অন্ত ছিলো না। সে জান্‌তো যে, মায়াকাননে প্রবেশ কোর্‌লে, মানুষ তো অতি সামান্য, দেবতারও আর ফিরে আস্‌বার যো নেই; কিন্তু রাজার জামাই কি কোরে ফিরে এলো, আবার গেলো, এর কারণ কি, তাই জান্‌বার জন্যে মায়াকাননের সীমার বাইরে এসে সারাদিন অপেক্ষা কোচ্ছিলো। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ কর্‌বার সাহস হয় নি। সে সেখানে সারাদিন অপেক্ষা কোরে অবশেষে হিংস্র জন্তুদের ভয়ে একটা বড় তমাল গাছের উপর উঠে বোসেছিলো। এমন সময়ে দু'জন শিকারী বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, সেই তমাল-তলায় খানিকক্ষণ দাঁড়ালো।

বড় ভাই ছোট ভাইকে বোল্লে,—"ভাই! এই-বার তুমি শ্বশুর-বাড়ী যাও। আমি আর ওখানে

যাবো না। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেই জন্যে আমি এখনই আমার পূর্ব্বস্থানে যাত্রা কোর্‌বো। কিছু দিন পরে আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চেষ্টা কোর্‌বো। এখন তুমি যাও, আর বিলম্ব কোরো না।" অগ্রজের এইরূপ কথা শুনে, অনুজ আগ্রহের সহিত বোল্‌লে,—"সে কি, দাদা! এক বার তোমাকে যেতে হ'বে, নৈলে আমি নিতান্ত দুঃখিত হবো। তুমি আমাকে পুনর্জ্জীবন দান কোল্‌লে, অতএব তোমাকে একবার মহারাজের নিকট যেতেই হ'বে।" বড় শিকারী মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"আমি যে কৌশল কোরে আমার ভাইকে উদ্ধার কোরেচি, তা' এ কিছুই জান্‌তে পারে নি। এখন যদি আমি রাজবাড়ী যাই, তা' হোলে রাজা, রাজকুমারী এবং এই বা কি মনে কোর্‌বে? আমি নির্দ্দোষী, কিন্তু ঘটনা-চক্রে পোড়ে এরা সকলেই লজ্জিত হ'বে। সুতরাং আমার যাওয়া কখনই উচিত নয়। কিন্তু তা'ও বলি, শিবপূজা প্রভৃতি নিদর্শনে আমি সেখানে প্রকাশ পা'বো। তা' যা' হোক্, এর পর আমি রাজবাড়ীতে গিয়ে সমস্ত সন্দেহ দূর কোর্‌বো। আজ তো কোন মতেই যাবো না।" সে এইরূপ ভেবে অনুজকে বোল্লে,—"ভাই! তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝো না। আমার নিতান্ত প্রয়োজন আছে, না গেলেই নয়। আবার আমি আস্‌বো।" তখন কোন মতে স্বীকৃত কোত্তে না পেরে কাজে কাজে ছোট শিকারী আর কিছুই বোল্‌লে না; অগ্রজকে প্রণাম কোরে, অশ্বারোহণে রাজগৃহে প্রস্থান কোল্লে। তা'র পশুগণও সঙ্গে সঙ্গে চোল্‌লো। এ দিকে জ্যেষ্ঠ শিকারীও অশ্বারোহণে, আপনার পশুগণকে সঙ্গে কোরে অন্য দিকে চোলে গেলো।

তা'রা প্রস্থান কোল্‌লে পর, সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃক্ষ হোতে অবতরণ কোরে নীচে দাঁড়ালো। সে এতক্ষণ তমাল-শাখে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে, উভয় শিকারীর অবয়ব দেখেছিলো—সমস্ত কথা শুনেছিলো। এখন সে একাকী সেখানে দাঁড়িয়ে আপনা আপনি বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"আঁ্যা, কি আশ্চর্য্য, দু'জনেই ঠিক এক রকম। বোধ হয়, এরা যমজ ভাই। তা' যা' হোক্, এই বার আমি দাদ তোল্‌বার পথ পেয়েচি। আমার ভ্রাতৃঘাতী কনিষ্ঠ শিকারীর জ্যেষ্ঠ গতকল্য ওর স্ত্রীর গৃহে ছিলো। আমি কনিষ্ঠ শিকারীকে এ বিষয়ে একখানা পত্র লিখি। তা' হোলে সে, স্ত্রীর উপর সন্দেহ কোরে তা'কে মেরে ফেল্‌বে। তখন রাজা অবশ্য ক্রুদ্ধ হোয়ে ওর মস্তক ছেদন কোত্তে হুকুম দেবে,—আমার পরম শত্রু যমালয়ে যা'বে। তা'র পর রাজাও কন্যা-শোকে মোরে যা'বে। এই রকমে আমার তিন শত্রুই নিপাত হ'বে। ভাগ্যে আমি এখানে এসেছিলেম, নৈলে এক বাণে তিন শত্রু মোত্তো না।" এই বোলে সে, ছোট শিকারী যে পথ দিয়ে গিয়েছিলো, সেই পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে লাগ্‌লো। এমন সময়ে খানিক দূরে একটা আলো দেক্তে পেলে। সেটা কিসের আলো জান্‌বার জন্যে, সেনাপতির ভাই সেই দিকে চোল্‌লো। গিয়ে দেখে একটা ছোট বাড়ী। সে, সেই বাড়ীর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লে, দু'খানা চৌকীর উপর দু'জন পুরুষ মানুষ বোসে কি কথা বলাবলি কোচ্চে। তা'র পর সে ভাল কোরে দেখ্‌লে, তা'দের মধ্যে এক জন সেই ছোট শিকারী আর এক জন অপরিচিত যুবা। তা'র পর সে সেই জানালার কান পেতে দাঁড়িয়ে রোইলো। এমন সময়ে শিকারী সেই যুবাকে বোল্লে,—"বন্ধু! আমার দাদা আমাকে মায়া-কানন থেকে পুনর্জ্জীবন দান কোরে চোলে গেলেন। আমি তাঁ'কে ডাক্‌লেম, কিন্তু তিনি এলেন না। যা' হোক্, আজ আমি রাজবাড়ী যাচ্চি না, এই খানে শুয়ে থাক্‌বো, কা'ল সকালে যা'ব।" গৃহস্বামী যুবা বোল্লে,—"বন্ধু! তাই ভালো,—আমারও তা'ই ইচ্ছে।" এই বোলে শিকারীর শয্যাদির আয়োজনের জন্যে অন্য ঘরে চোলে গেলো। সেনাপতির ভাই আর সেখানে অপেক্ষা কোল্লে না,—বরাবর নিজের বাড়ী গেলো। সেখানে গিয়ে

একখানা উড়ো চিঠি লিখে, আবার সেই বাড়ীর জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। তখন রাত তিনটে বেজেচে। সে এবার এসে দেখ্‌লে, জানালা বন্ধ, কিন্তু একটু একটু ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্চে, অথচ কা'রো আর কথা শোনা যাচ্চে না। তখন সে, পত্রখানা জানালা গলিয়ে ঘরের ভিতর ফেলে দিলে। আর দাঁড়ালো না, চোলে গেলো।

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হোয়ে গেলো। অনন্তর কনিষ্ঠ শিকারী শয্যা হোতে গাত্রোত্থান কোরে যেমন ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌বে, আর অম্‌নি সেই পত্রখানি দেক্তে পেলে। কিসের পত্র জান্‌বার জন্যে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিলে। দেখ্‌লে, পত্রের শিরোনামে তা'রই নাম লেখা আছে। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে পোড়্‌তে লাগ্‌লো,—

"তুমি যা'কে পতিব্রতা পত্নী বোলে বিশ্বাস কর, সেই রাজকুমারী গতকল্য আর এক জন যুবা পুরুষের সঙ্গে এক গৃহে রাত্রি যাপন কোরেচে। তুমি মনে কর যে, তুমিই রাজার একমাত্র জামাই; কিন্তু তা' নয়, রাজকুমারীর গুণে রাজা এখন আবার একটি নতুন জামাই পেয়েচেন। আমরা হোলে অমন বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে শত খণ্ড কোরে ফেল্‌তেম্। জানি না, তুমি কি কোর্‌বে। এই বার জানা যা'বে, রাজার মেয়ে তোমার, কি, নতুন জামাইয়ের।"

এই পত্রখানা পোড়ে, কনিষ্ঠ শিকারী যেন কি হোয়ে গেলো। ক্রোধে সমস্ত শরীর জোলে উঠ্‌লো। এক এক বার ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"আমার স্ত্রী কি এরূপ?—না।" আবার ভাব্‌লে,—"না, এর আশ্চর্য্যই বা কি? স্ত্রীচরিত্র দেবতাদেরও অগোচর। আচ্ছা, আজিই এর প্রতীকার কোর্‌বো।" এই বোলে সে, পত্রখানা পোসাকের ভিতর লুকিয়ে রেখে, বন্ধুর নিকট বিদায় নিয়ে, অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কোল্লে।

ও দিকে সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পত্রখানা ঘরের ভিতর ফেলে দিয়ে, বাড়ী গিয়ে কতকগুলো কাগজের টুক্‌রোয় "রাজার নতুন জামাই!" এই কথা কয়টি লিখে, রাত না পোহা'তে পোহা'তে, রাস্তা ও গলিগুলোর মোড়ের বাড়ীর দেওয়ালে লেট্‌কে দিয়েছিলো। সে এত সতর্ক ও গুপ্তভাবে ঐ কার্য্য কোরেছিলো যে, কেউ তা' জান্‌তে পারে নি। রাত্রি প্রভাতে শহরবাসীরা সেই লেখা দেখে অবাক্ হোলো, কিন্তু রাজভয়ে কেউ আর প্রকাশ্যে সে কথার আন্দোলন কোত্তে সাহস পেলে না, গোপনে গোপনে কানা-ঘোষা কোত্তে লাগ্‌লো। অবিলম্বে কি রকমে আবার সেই কথা রাজারও কর্ণগোচর হোলো। তা'তে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত, লজ্জিত ও বিচলিতচিত্ত হোলেন। কোন রাজবিদ্রোহী শত্রু প্রজা যে, তাঁ'র অকলঙ্ক নামে কলঙ্কারোপের চেষ্টা কোরেচে, তা' তাঁ'র আর বুঝ্‌তে বাকি থাক্‌লো না; কিন্তু কিসে যে তা'র প্রতীকার হ'বে, তা'ও হঠাৎ ঠিক্ কোত্তে পাল্লেন না।

এমন সময়ে, কনিষ্ঠ শিকারী বন্ধুর গৃহ পরিত্যাগ কোরে, ক্রুদ্ধচিত্তে শহরে প্রবেশ কোল্লে। একে ত মনের মধ্যে স্ত্রীসম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ ও আক্রোশ, তা'তে আবার শহরে প্রবিষ্ট হোয়ে মোড়ে মোড়ে লেখাগুলো দেখে দ্বিগুণ রুষ্ট হোলো। তখন তা'র চেহারা দেখ্‌লে, তা'কে যেন উন্মত্ত ভৈরবের মত বোধ হয়। সে কা'রো সঙ্গে কোন রূপ বাক্যালাপ না কোরে, বরাবর রাজান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হোলো। সেখানে গিয়ে একবারে শয়ন-গৃহে প্রবেশ কোল্লে। সে যখন সেখানে যায়, তখন রাজকুমারী শয্যা হোতে গাত্রোত্থান কোরে, তা'রই বিষয় চিন্তা কোচ্ছিলেন। নিকটে কেউই ছিলো না। তিনি চিন্তার ধন স্বামীকে সম্মুখে দেখে হাস্যমুখে বোল্‌লেন,—"নাথ! তুমিও ফিরে এলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার আশা, ভরসা, প্রাণ সমস্তই ফিরে এলো। আমি কেবল তোমাকেই ভাব্‌ছিলেম।" এমন পতিপ্রাণা পত্নীর এমন অমৃতমাখা কথা শুন্‌লে কোন্ স্বামীর হৃদয় না অপূর্ব্ব আনন্দে নৃত্য করে?

কিন্তু ছলমুগ্ধ কনিষ্ঠ শিকারী বরং এরূপ কথা শুনে অগ্নিবৎ জোলে উঠ্‌লো। সে রোষ কর্কশ বাক্যে বোল্লে,—"কি, পাপীয়সি! তুই আমাকে ভাব্‌ছিলি? আমি কি এত নির্ব্বোধ যে, তোর ছলনা বুঝ্‌তে পারি নি? তুই দুশ্চারিণী। স্বামীকে বঞ্চনা কোরে পরপুরুষের সঙ্গে রাত্রি যাপন করিস্‌।"

এই কথা শোন্‌বামাত্র সরল-হৃদয়া রাজকুমারী একবারে নির্ব্বাক্‌ হোয়ে গেলেন। মুখে বাক্যনিঃসরণ হোলো না, কেবল চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যেতে লাগ্‌লো। তখন কনিষ্ঠ শিকারী পূর্ব্বের মত রোষভরে বোল্‌লে,—"আর মায়াকান্না কাঁদ্‌লে কি হ'বে? আজ তোর মস্তকচ্ছেদন কোরে আমার কলঙ্ক ঘোচাবো।" রাজকুমারী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন,—"নাথ! আমি তোমার স্ত্রী, মার্‌তে হয় মারো—রাখ্‌তে হয় রাখো, কিন্তু অগ্রে আমার দোষ সাব্যস্ত কর।" শিকারী বোল্লে,—"দোষ সাব্যস্তের আর বাকি কি? তুই পরশু রাত্রিকালে আমার অবিদ্যমানে এক জন পরপুরুষের সঙ্গে একগৃহে ছিলি। আমি সে সম্বন্ধে একখানা পত্র পেয়েচি আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে তা'র প্রমাণও রোয়েচে।" এই কথা শুনে রাজকুমারী অত্যন্ত বিস্মিত হোয়ে বোল্লেন,—"সে কি! তুমিই যে ক' দিন পরে সে দিন মায়াকানন থেকে ফিরে এসে, রাত্রিকালে এই ঘরের ঐ খানে বোসে সকাল পর্য্যন্ত শিবপূজা কোরেছিলে। আজ আবার এ কি বোল্‌চো? নাথ! আমি কি আমার পরমদেবতা স্বামীকে চিনি নি? আমি তোমা ভিন্ন আর কা'কেও জানি নি। তুমি ভিন্ন পরপুরুষ আমার স্বামী নয়—পিতা।" রাজকুমারীর এরূপ অনুনয়, বিনয় ও শপথেও কনিষ্ঠ শিকারীর মনে বিশ্বাস হোলো না—ক্রোধের উপশম হোলো না। সে স্ত্রীহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলো।

এ দিকে জ্যেষ্ঠ শিকারী গত রাত্রে মায়াকাননের সীমায় কনিষ্ঠের নিকট বিদায় নিয়ে অন্য দিকে অনেক দূর চোলে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু অবিলম্বে তা'র মনে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আর বেশী দূর যেতে পাল্‌লে না। সে তখন যা' মনে ভেবেছিলো, এখন তা' আর ভেবে নিশ্চিন্ত থাক্তে পাল্‌লে না। সে এখন ভাব্‌তে লাগ্‌লো,—"আমার ছোট ভাই বয়সের গুণে এখনও সমস্ত তলিয়ে বুঝ্‌তে পারে না। যদি শ্বশুরের গৃহে গিয়ে রাজনন্দিনীর সম্বন্ধে আমাকে নিয়ে তা'র অন্তঃকরণে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তা' হোলেই তো সর্ব্বনাশ। হয় তো নিরপরাধে রাজকন্যার প্রাণ নিয়েও টানাটানি ঘোট্‌তে পারে। সুতরাং আমাকেও রাজবাড়ী যেতে হোলো। দোহাই ঈশ্বর! রাজকুমারীকে রক্ষা কর। দোহাই ঈশ্বর! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিঃসন্দেহে প্রকৃতিস্থ কোরে রাখ।" সে এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ফিরিয়ে দিলে। অনেক ক্রোশ পথ চোলে যাওয়াতে, কাজেই তা'র এ দিকে রাজধানীতে ফির্‌তে ভোর হোয়ে গেলো। সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজধানীতে প্রবেশ কোরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখ্‌লে,—"রাজার নতুন জামাই!" দেখেই চোম্‌কে উঠ্‌লো। মনে মনে ভাব্‌লে,—"কি সর্ব্বনাশ! যা' ভেবেচি তা'ই। আর বিলম্ব করা ভাল নয়। এখনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করি।" এই বোলে সে ঘোড়া থেকে নেমে, তৎক্ষণাৎ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ কোল্লে। কেউ তা'কে কোন বাধা বাগড়া দিলে না। কারণ, ভ্রম সকলের চোক চেপে রাখ্‌লে। জ্যেষ্ঠ শিকারী তাড়াতাড়ি রাজকুমারীর শয়নগৃহে প্রবিষ্ট হোয়ে দেখ্‌লে, ভ্রাতৃহস্তে ভ্রাতৃপত্নীর মৃত্যুকাল উপস্থিত। সে তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লো,—"ক্ষান্ত হও, ভাই!—ক্ষান্ত হও, ভাই!" বোলেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধোল্লে। তৎক্ষণাৎ ছোট শিকারীর হাত থেকে তীক্ষ্ণ তরবারি খোসে পোড়ে গেলো। সে অগ্রজের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক্‌ হোয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। রাজকুমারী

যুগপৎ দু'টি অভিন্ন মূর্ত্তি দেখে, কি যে হোয়ে গেলেন—কি যে ভাবতে লাগ্‌লেন, তা' বর্ণন করা আমার সাধ্য নয়। আমি কেবল এই বোল্‌তে পারি যে, তিনি এক পাশে সোরে গিয়ে বেশী কোরে ঘোম্‌টা টেনে দিলেন।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী কনিষ্ঠকে বোল্‌লে,—"ভাই! আমি যা' ভেবে এসেচি, এখনি তা'ই হোতো। বিনা দোষে সরলা রাজকুমারী তোমার এই আঘাতে প্রাণত্যাগ কোত্তেন। ঈশ্বর আমাকে এ সময়ে এখানে এনে তাঁ'র কন্যার প্রাণ রক্ষা কোল্‌লেন। ভাই! তোমার পত্নী দুশ্চারিণী নন, উনি পরম সতী। তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে—তোমার সন্ধান জানবার জন্যে আমি পরশু রাত্রে এই গৃহে তোমার পত্নীর সহিত অনেক কথা কোয়েছিলেম—তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে নিয়েছিলেম। তা'র পর আমি সমস্ত রাত্রি এই খানে বোসে শিবপূজা কোরেছিলেম। কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে দাসীরা সাক্ষী। তা'তেও যদি সন্দেহ হয়, তবে এই দেখ।" জ্যেষ্ঠ শিকারী এই কথা বোলেই তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠের হস্ত ধারণ কোরে সেই গৃহস্থিত একটা লোহার সিন্ধুকের নিকট গিয়ে, তা'র পশ্চাৎ দিকে চেয়ে দেক্তে বোল্‌লে। কনিষ্ঠ শিকারী সেখানে চেয়ে, বাস্তবিক কতকগুলি বিল্বপত্র, আকন্দ ফুল ও দ্বাদশটি শিবমূর্ত্তি দেক্তে পেলে। তা'র পর জ্যেষ্ঠ শিকারী তা'কে বোল্লে,—"কেমন ভাই! এতেও কি বিশ্বাস হয় না? বৎস! তুমি কি জানো না যে, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তোমার পত্নী আমার মাতা বা কন্যা সম্বন্ধে? তোমার পত্নী সে দিন রাত্রে আমাকে চিন্‌তে পারেন্ নি। উনি আমাকে ভেবেছিলেন যে, আমিই—তুমি। সেই জন্যেই তো আমি কৌশল কোরে শিবপূজা কোরে সমস্ত রাত্রি এই স্থানে বোসেছিলেম। ওঁকে আমাকে স্পর্শ কোত্তে নিষেধ কোরেছিলেম। উনিও তা'ই কোরেছিলেন। এখন আমার কথা রাখো, তোমার পত্নীর প্রতি আর কোন সন্দেহ কোরো না—রাগ কোরো না।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই সমস্ত কথা শুনে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হোলো বটে, কিন্তু একবারে সন্দেহ ত্যাগ কোত্তে পাল্লে না। জ্যেষ্ঠ শিকারী তা' বুঝ্‌তে পাল্লে।

এমন সময়ে সেই গৃহে রাজা, রাজমন্ত্রী ও অমাত্যগণ উপস্থিত হোলেন। তাঁ'রা দু'জন শিকারী যুবাকে এক রকম দেখে অবাক্ হোয়ে গেলেন। অনন্তর সমস্ত গোলযোগের মীমাংসা হোতে লাগ্‌লো। সে সকল আর এখানে বল্‌বার আবশ্যক নাই। তা'র পর কনিষ্ঠ শিকারী তা'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বোল্লে,—"আচ্ছা, আমি আমার পত্নীকে এবং তোমাকে নির্দ্দোষী বোলে স্বীকার কোর্‌বো, কিন্তু আমার পত্নীকে একটি কাজ কোত্তে হ'বে।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বোল্‌লে—"কি কাজ, ভাই?" কনিষ্ঠ বোল্লে,—এখান থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একটি পর্ব্বত আছে। তা' থেকে ঝর্‌ণার জল ঝোরে ঝোরে একটি বড় জলাশয় হোয়েচে। সেই জলাশয়ের নাম 'সতীকুণ্ড'। যে স্ত্রীলোক সতী, সে অনায়াসে তা'তে অবগাহন স্নান কোরে তীরে উঠে আস্‌তে পারে, কিন্তু যে অসতী সে জলে নাম্‌বামাত্রই পাষাণ হোয়ে যায়। আমার স্ত্রীকে সেই কুণ্ডের জলে নেমে নাইতে হ'বে।" তা'র এই কথা শুনে, তখন রাজকুমারী সকলের অগ্রে নিজে বোল্‌লেন,—"আমি এখনি প্রস্তুত।" অনন্তর সকলে সেখানে গমন কোল্‌লে। পরে রাজকুমারী নিঃশঙ্কমনে সেই সতীকুণ্ডের জলে নেমে, তিন বার ডুব দিয়ে, তীরে উঠে এসে, স্বামীকে প্রণাম কোল্‌লেন। তখন সকলেই আহ্লাদভরে ধন্য ধন্য বোল্‌তে লাগ্‌লো। কনিষ্ঠ শিকারী আপনার ইচ্ছানুসারে পত্নীর সতীত্ব পরীক্ষা কোরে, সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হোলো। কিন্তু অগ্রজের উপর অন্যায় সন্দেহ কোরেছিলো বোলে, তা'র পা দু'টি ধোরে, পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাইতে লাগ্‌লো। তখন জ্যেষ্ঠ শিকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তুলে সানন্দচিত্তে কোলাকুলি কোল্লে।

অনন্তর রাজা প্রভৃতি সকলে জ্যেষ্ঠ শিকারীর বুদ্ধি-কৌশল, সচ্চরিত্রতা ও ভ্রাতৃস্নেহের অনেক প্রশংসা কোত্তে লাগলেন। তা'র পর সকলে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর রাজা রাজসভাতে উপবিষ্ট হোয়ে সকলকে বোল্লেন,—"সভাসদ্গণ! এখন তোমাদিগে একটি গুরুতর কার্য্য সাধন কোত্তে হ'বে। কোন্ পাপাত্মা নীচাশয় রাজদ্রোহী জাল-পত্র লিখে আমার জামাতাকে আমার কন্যার উপর, তা'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'উপর এরূপ সন্দিগ্ধ কোরিয়েচে—আমার পরমসতী কন্যাকে কলঙ্কিনী কর্বার চেষ্টা এবং আমার উপর দারুণ কলঙ্কভার চাপা'বার কৌশল কোরেচে, তোমরা বিশেষরূপে তা'র অনুসন্ধান কর। যে ব্যক্তি সেই দুরাত্মাকে ধোরে এনে দিতে পার্বে, আমি তা'কে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো।"

রাজার এই আদেশ পেয়ে সকলেই অনেক অনুসন্ধান কোত্তে লাগ্লো। ক্রমে ক্রমে প্রায় এক মাস গত হোয়ে গেলো, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হোতে পাল্লে না। অনন্তর একদিন জ্যেষ্ঠ শিকারী রাজাকে বোল্লে,—"মহারাজ! সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা কোল্লেন, কিন্তু আমি এত দিন চুপ কোরে আছি। কিন্তু এই বার আমি এক বার চেষ্টা কোর্বো। আমার চেষ্টা স্বতন্ত্র। আপনি এক কাজ করুন্; আপনার সমস্ত প্রজা ও আত্মীয়গণকে ডাকিয়ে এনে এক জায়গায় জড় করুন্। তা'র পর আপনি তা'দিগে নিয়ে আমার সঙ্গে এক স্থানে চলুন। কোথায় সকলকে যেতে হ'বে—কি কোত্তে হ'বে, তা' আমি এখন ভেঙে বোল্বো না।" জ্যেষ্ঠ শিকারীর এইরূপ কথা শুনে, রাজা ঢেঁড়্রা পিটিয়ে দিলেন। রাজধানীর পাশে একটা খুব বড় মাঠে প্রজা প্রভৃতি সমস্ত লোক একত্র হোলো। রাজার হুকুম ছিলো যে, যে না আস্বে, সেই দোষী, তা'কে শূলে দেবেন। সুতরাং সকলকেই আসতে হোলো।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী সকলকে সঙ্গে কোরে, প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে একটা নিবিড় বনের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। সেই বনের ভিতর একটি শিব-মন্দির। বড় শিকারী পূর্ব্বে শুনেছিলো যে, সেই শিবমন্দিরের একটি অতি চমৎকার গুণ আছে। কেউ কা'রো কিছু চুরি কোল্লে,—কেউ কোন বিষয়ে অপরাধী হোলে, সেই মন্দিরের কপাট কোন মতে ঠেলে খুলতে পারে না, কিন্তু অন্য লোকে পারে। মন্দিরের কপাট সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী মন্দিরের কপাটের কাছে দাঁড়িয়ে বোল্লে,—"একে একে সকলে হাতে কোরে এই মন্দিরের কপাট ঠেলো। যা'র হাতের ধাক্কায় কপাট খুলবে, সে নির্দ্দোষী, কিন্তু যে খুলতে পারবে না, সে দোষী,—সে এই মিথ্যা অপবাদের মূল। সুতরাং সে মহারাজের বিচারে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ কোর্বে। যে এই কপাট খুলতে চা'বে না, সে অপরাধী না হোলেও অপরাধী।" অনন্তর সকলে কপাট ঠেলে ঠেলে খুলতে লাগ্লো।

যেমন এক এক জন খোলে, আবার তখনি কপাট বন্ধ হোয়ে যায়। এই রূপে সমস্ত লোক নির্দ্দোষী বোলে প্রমাণিত হোলো। কিন্তু সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কপাট ঠেল্লে, আর অম্নি ঠিক্‌রে পোড়ে গেলো। আবার উঠে ঠেল্লে, ফের্ পোড়ে গেল; কিন্তু কিছুতেই খুলতে পাল্লে না। তখন সকলেই তা'কে দোষী বোলে কোলাহল কোত্তে লাগ্লো। তা'র মুখ শুকিয়ে গেলো—বুক ধড়াস্ ধড়াস্ কোত্তে লাগ্লো। তখন রাজা তা'কে বাঁধ্তে হুকুম দিলেন। হাতে হাতকড়ি—পায়ে পাকড়ি দিয়ে বাঁধা হোলো। অনন্তর সকলে সেই দুরাত্মা সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলো।

অনন্তর রাজা হুকুম দিলেন,—"এই পাপাত্মা

রাজদ্রোহীকে অবিলম্বে শূলে দাও।" তৎক্ষণাৎ জল্লাদগণ সেনাপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে গিয়ে, শহরের মধ্যস্থলে একটা সর্ব্বোচ্চ শূলে চোড়িয়ে দিলে। দেক্তে দেক্তে দুরাত্মা প্রাণত্যাগ কোল্লে। সে মর্‌বার সময় এই কথা বোলেছিলো,—"ঈশ্বরের রাজ্যে পাপ কাজ কখন ঢাকা থাকে না। এক দিন না এক দিন পাপীকে পাপের প্রতিফল পেতে হয়।"

অনন্তর রাজা, এক জন আত্মীয়ের পরমসুন্দরী কন্যার সহিত জ্যেষ্ঠ শিকারীর শুভবিবাহ দিলেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ শিকারী ও কনিষ্ঠ শিকারী স্ব স্ব পত্নীর সহিত রাজবাড়ীতে পরমসুখে কালযাপন কোত্তে লাগ্‌লো। জ্যেষ্ঠ শিকারী রাজার আব এক জন প্রধান মন্ত্রী হোলো। নব মন্ত্রীর সুপরামর্শে রাজ্যের অনেক রকম উন্নতি হোতে লাগ্‌লো। প্রজারা খুব সুখী হোলো। অনন্তর জ্যেষ্ঠ শিকারী ও কনিষ্ঠ শিকারী, পিতা মাতা ও পালক পিতা মাতাকে রাজধানীতে আনিয়ে একসঙ্গে সুখে অবস্থান কোত্তে লাগ্‌লো।

সম্পূর্ণ

চীনের কলসী।

প্রথম অধ্যায়।

বহুকালের কথা বোল্‌চি—যখন এই বাঙ্গালা দেশে পালরাজারা রাজত্ব কোত্তেন—সেই সময় এ দেশের এক শ্রী ছিলো। সে শ্রী আর এখন নেই। কখন যে হ'বে কি না, তা'ই বা কে বোল্‌তে পারে? সেই পালরাজাদের মধ্যে এক জন যে খুব বীর ছিলেন—তিনি যে অনেক দেশ বিদেশ লড়াইয়ে জিতেছিলেন, তা' বোধ হয়, যিনি বাঙ্গালার ইতিহাস পোড়েচেন, তিনিই জানেন।

সেই রাজা এক সময় আসামের ভিতর দিয়ে তিব্বত পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর্‌তে যান। আস্‌বার সময় ঐ দেশ থেকে কতকগুলি কারীকরকে কয়েদ কোরে আনেন। সেই কারীকরেরা চীনের বাসন তোইরি কোত্তো। রাজার ইচ্ছে ছিলো যে, বাঙ্গালা দেশেও চীনের বাসন তোইরি হয়।

সেই কয়েদীদের মধ্যে একটি ১৩/১৪ বছরের মেয়ে ছিলো। ঐ মেয়েটি চীনের বাসনের উপর খুব সরেস্ কাজ কোত্তে পাত্তো। রাজা তা'র কাজ দেখে তা'কেও এনেছিলেন। কিন্তু ঐ মেয়েটি এ দেশে এসে আর তেমন সরেস কাজ কোত্তে পাত্তো না—সে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাক্‌তো—আর কি ভাব্‌তো! কেন যে ভাব্‌তো, তা' কেমন কোরে জান্‌বো? কিন্তু তা'রা যে কারণ বলে, রাজা কোন রকম কষ্ট দিতেন তা' নয়—বরং তা'দের সুখে থাক্‌বার সুবন্দোবস্ত কোরে দিয়েছিলেন। যে কারখানা-ঘরে তা'রা কাজ কোত্তো, সেইখানে রাজা তা'দের এক জন ওপোর-ওয়ালা রেখেছিলেন। সে, কে কেমন কাজ করে তাই দেখ্‌তো। এক দিন সে সেই মেয়েটিকে বোল্লে,—"দেখ, বাছা! তোমার কারীকুরী এখন আর সাবেকের মত হয় না কেন? ঐ দেখ দিকি, যে ঘটিটি তুমি দেশে থেকে এনেচো, ওটি কেমন সুন্দোর চিত্তির করা! এখানে এসে পর্য্যন্ত ত তুমি একটি দিনও অমন কাজ কোল্লে না। রাজাকে কি জবাব দেবে বল দেখি?"

কিন্তু মেয়েটি তা'র কথার কোন উত্তরই দিলে না, কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো; সেও আর কোন কথা না বোলে চোলে গেলো। ঐ সময় এক দল যুবা সেই কারখানায় বেড়া'তে এলো। তা'দের মধ্যে এক জন রাজসংসারে থাক্‌তেন। রাজা তাঁ'কে বড়ই ভালবাস্‌তেন। তাঁ'র নাম বিজয়চন্দ্র। তা'রা এসে দেখ্‌লে যে, ঐ মেয়েটি কাঁদ্‌চে।

বিজয় গিয়ে তা'কে জিগ্‌গেস্ কোল্লেন, "হ্যাঁগা বাছা! তুমি কাঁদ্‌চো কেন? কেনই বা মন দিয়ে কাজ কোচ্চো না? তুমি যখন দেশে ছিলে, তখন ত বেস্ কাজ কোত্তে?—ঐ ঘটিটি ত তোমার চিত্তির করা?"

মেয়েটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে,—"হ্যাঁ মশাই! আমিই ওটি চিত্তির কোরেছিলুম।—হায়! মহারাজ যদি ওটি না দেখ্‌তেন"—এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে আর বোল্‌তে পাল্লে না—খুব চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

বিজয় বোল্লেন,—"রাজা না দেখ্‌লে তুমি দেশে থাক্‌তে কিন্তু তা' ভেবে আর হোয়বে কি বল? এখন যা'তে এই দেশেই সুখে থাক্‌তে পার, তা'র চেষ্টা কর। রাজাও আর তোমায় জেলে কয়েদ কোরে রাখেন নি।"

মেয়েটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লে,—"মশাই! দেশের কথা ভুল্‌বো কেমন কোরে?—দেশে যে এই পোড়াকপালীর বুড়ো বাপ মা আছেন—তাঁ'রা যে না খেতে পেয়ে কত কষ্ট পা'বেন, সেই সব কথা মনে হোলে আর আমার কাজ কোত্তে ইচ্ছে করে না। আমি মনে মনে ঠিক্ কোরেচি, আর আমি কাজ কর্ম্ম কোর্‌বো না—তা' রাজা আমায়

যদি মেরে ফেলেন, ভালই—আমার জ্বালা যন্ত্রণা সব একবারে ঘুচে যাবে।"

আর একটি কারীকর সেখানে ছিলো। সে মেয়েটিকে বোল্লে,—দিদি, কি কর্‌বি বল্‌?—রাজা, যা' ইচ্ছে তা'ই কোর্ত্তে পারেন। তা' বোলে আপনার প্রাণ খোয়ানো কেন?"

এই কথা শুনে বিজয় বোল্লেন,—"রাজার যা' ইচ্ছে তিনি তা'ই কোর্‌বেন, তিনি কি এই অনাথা বালিকাটিকে মেরে ফেল্‌বেন? তা' যদি করেন, তিনি ঘোর অত্যাচারী!"

এই কথা ক'টি শুনে বালিকাটির ভরসা হোলো, সে বিজয়ের পায় ধোরে বোল্‌লে,—"মশাই! আপনি আমায় বাঁচান।—অথবা আমায় এখান থেকে উদ্ধার করুন। আপনি মনে কোর্‌লে পারেন।"

বিজয় বোল্‌লেন,—"দেখ্‌বো! প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, তবু তোমায় উদ্ধার কোরে, তোমার বাপ মার কাছে পাঠাবো।"

ঐ সময় আর একটি যুবক বোল্‌লে,—"ভাই! এমন ভাল কাজে চেষ্টা কোর্‌বে, খুব ভাল। কিন্তু, ভাই! অমন উগ্রমূর্ত্তিতে এ কাজে হাত দিলে কি ফল হ'বে বলো? রাজার কাছে যদি এমন অবস্থায় কোন কথা বলো, তা'তে হিতে বিপরীত হ'বে।"

বিজয় পূর্ব্বমত জেনেই বোল্‌লেন,—"তুমি কি কোত্তে বলো, সুবোধ? এই বালিকাটি এম্‌নি কোরে কষ্ট সইবে—দেখে, কে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পাবে?"

সুবোধ বোল্‌লেন,—"নিশ্চিন্ত থাক্‌তে বলি নে। কৌশলে কার্য্যসাধনের চেষ্টা দেখো।"

বিজয় বোল্লেন,—"কৌশল!—কৌশল তোমার ন্যায় ব্যবহারাজীবীর সম্বল। আমার ন্যায় লোকের সাহসই বল।"

সুবোধ একটু হেসে বোল্লেন,—"যুদ্ধেও কি কৌশলের প্রয়োজন হয় না?"

বিজয় বোল্লেন,—"যাও, ভাই! তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পার্‌বো না।" কিন্তু এই বার তাঁ'র ভাব কিছু নরম বোধ হোলো।

সুবোধ হেসে বোল্লেন,—"ভাই! তর্কই আমার ব্যবসা—তর্কই আমার বল।"

বিজয় "কিন্তু আমার অন্য বল আছে" বোলে, কটিস্থ অসিতে হাত দিলেন।

সুবোধ।—কিন্তু, এ ক্ষেত্রে ওতে কোন্ কাজ হ'বে? বরং আমার কথা শোনো—আমার তর্ক-বল আগ্রহ কোরে একবার দেখো, তা'তে যদি কোন ফল হয়। আমার দ্বারা তোমার যখন যে কোন কাজ হোতে পার্‌বে, আমি তা'তে অনায়াসে প্রস্তুত আছি।

তা'র পর দু'জনে মিলে বাড়ীতে গিয়ে মন্ত্রণা কোরে মেয়েটির হোয়ে রাজার কাছে এক দরখাস্ত কোল্লে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেই দিন বিকেল বেলা বিজয় সেই দরখাস্ত-খানি হাতে কোরে রাজার কাছে গেলেন। রাজা দরখাস্তখানি হাতে কোরে হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্‌লেন,—"বিজয়! আমি তোমায় পুত্রাপেক্ষা ভালবাসি। তুমি কি আমাকে অত্যাচারী স্থির কোচ্চো?"

বিজয় কুণ্ঠিত হোয়ে বোল্‌লেন,—"মহারাজ! আপনাকে অমন কথা কে বোল্‌লে?"

রাজা বোল্‌লেন,—"বল্‌বার লোকের অপ্রতুল কি? তুমিও আর লুকিয়ে বল নি।"

বিজয় বোল্‌লেন,—"মহারাজ! অমন কথা আপনাকে যে শুনিয়েছে, সে মিথ্যে শুনিয়েছে। আমি তা' বলি নি। আমি একটি মেয়ের কষ্ট দেখে বোলেছিলেম—তিনি যদি এই অনাথা বালিকাটিকে মেরে ফেলেন্ তো তিনি ঘোর অত্যাচারী। মহারাজ! এই সেই মেয়েটির পক্ষে দরখাস্ত।"

রাজা সেই দরখাস্তখানি পাঠ কোরে বোল্লেন,—"বিজয়! এই দরখাস্তখানি কে লিখেচে?"

বিজয়।—আমার বন্ধু সুবোধ।

রাজা।—সুবোধ? সে তো বিচারশাস্ত্রে বেস্ দক্ষ হোয়েচে। যা'ই হোক্, এ দরখাস্তর যা' উত্তর

দেবো, তা' তোমায় বলি শোনো। কা'ল এই আদেশ বেরোবে যে, যে এক মাসের মধ্যে একটি সুন্দর চীনের কলসী প্রস্তুত কোত্তে পারবে, তা'কে হয় দেশে যেতে দেওয়া যা'বে, নয় ৫০০ শত সুবর্ণ পারিতোষিক দেওয়া হ'বে। এ দু'য়ের যা' ইচ্ছা, সে নিতে পারবে; আর ঐ কলসীতে তা'র নাম খোদা থাক্‌বে।"

বিজয় তাই শুনে তখনি সেই কারখানায় গিয়ে মেয়েটিকে এই খবর দিলেন।

মেয়েটি শুনে তখনি কলসী প্রস্তুত কোত্তে আরম্ভ কোল্লে।

তা'র পরদিন রাজার হুকুম বেরুলো। হুকুম পেয়ে সকলেই কলসী প্রস্তুত কোত্তে আরম্ভ কোল্লে। কিন্তু, বোল্‌তে কি, মেয়েটির মত একাগ্র হোয়ে কেউ কাজে এগুতে পাল্লে না। কেন না, আর সকলের লোভ টাকার উপর, কিন্তু, মেয়েটির মা বাপকে দেখ্‌বার ইচ্ছা।

ক্রমে সকলের কলসী প্রস্তুত হোলো। বিজয় সেই মেয়েটির কলসীর নীচে লিখে দিলেন—

"ঘোষে তব নাম, ওহে মহারাজ!
এ পৃথিবী মাঝে সবে।
চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিগণ
তব জ্যানির্ঘোষ-রবে॥"

তৃতীয় অধ্যায়।

ক্রমে মাসের শেষ দিন হোয়ে এলো—শেষ দিনে রাজা কলসীগুলি দেখ্‌বেন।

কলসীগুলি একটি ঘরে সাজানো হোয়েচে। কারখানাকর্ত্তা উপস্থিত আছেন। কারীকরেরা কা'র কপাল প্রসন্ন হয় দেখ্‌বার জন্যে সবাই হাজির।

এমন সময় মহারাজ মন্ত্রীদের সঙ্গে সেখানে এলেন। বলা বাহুল্য, সঙ্গে বিজয় ও সুবোধ ছিলেন।

তাঁ'রা সকলে ঘরের ভিতর গেলেন।

রাজা একে একে কলসীগুলো অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তা'র পর বোল্লেন,—

"বিজয়! দেখ তো ও কলসীটা কা'র?"

বিজয় গিয়ে একটি সুন্দর কলসী হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"এইটে?"

রাজা।—হাঁ।

বিজয়।—এইটি সেই মেয়েটির।

রাজা।—দাও দিকি দেখি।

রাজা কলসীটি নিলেন—অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্‌লেন। তা'র পর একে একে সকলে কলসী দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

সকলের দেখা হোলে রাজা সেই কারখানার কর্ত্তাকে বোল্লেন,—"তুমি এই কলসীটে ঝেড়ে রাজসভায় নিয়ে এসো। আমরা চোল্লেম। এটা চীনদেশের রাজার কাছে পাঠা'তে হ'বে। চীনরাজ দেখুন, আমার দেশেও চীনের বাসন হয়।" এই কথা বোলে রাজা চোলে গেলেন।

কারখানার কর্ত্তা একজন লোককে সেটা মাজ্‌তে বোল্‌লেন।

সে জল দিয়ে ধু'তে ধু'তে এক বার সেই কলসীটে এনে কর্ত্তাকে দেখা'লে; বল্লে,—"কর্ত্তা মশাই! এই জায়গার রং উঠে যাচ্চে।"

কর্ত্তা।—কৈ দেখি?

সে লোকটা কলসীটা এনে দিলে। কর্ত্তাটি আপনার চাদর দিয়ে একটা জায়গা খানিকক্ষণ মুছে বোল্লেন,—"হোয়েচে, আর যায় কোথা? এই বার ব্যাটার মাথা খেয়েচি।"

এই কথা বোলে কলসীটা নিয়ে চোলে গেলো।

চতুর্থ অধ্যায়।

এ দিকে বিজয় ও সুবোধ রাজার কাছ থেকে ছাড়চিটি নিয়ে সেই মেয়েটিকে খোলোসা কোরে বাড়ীতে নিয়ে গেলো। মেয়েটির যে আহ্লাদ হোয়েছিলো তা' আর কি বোল্‌বো। সে

গিয়ে সুবোধের মা'র কাছে বিজয় সুবোধের কত প্রশংসাই কোত্তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ এমন সময় রাজবাড়ী থেকে লোক এসে বিজয়কে বোল্‌লে,—"রাজার হুকুম,—আপনি আর এই মেয়েটি কয়েদ হোলেন।"

শুনে বিজয় রেগে বোল্লে,—"কেন—কি জন্তে? কারণ না শুনিয়ে আমায় কয়েদ করে কে?"

লোকটি বোল্‌লে,—"কারণটি যে কি, তা' আমি কেমন কোরে জান্‌বো। রাজা হুকুম কোরেছেন, আমি এয়েচি; ক্ষমতা হয়, আপনাদের কয়েদ কোরে নিয়ে যাবো, না পারি, ফিরে গিয়ে বোল্‌বো, পাল্লেম্ না।"

এই সময় একটি দু'টি কোরে প্রায় সাত আটটি পাইক্ এসে উপস্থিত হোলো।

এ কালে শমনের পেয়াদা মানুষের বাড়ীতে ঢুক্‌তে পারে না, সে কালে রাজার হুকুম হোলে, দরজা ভেঙে ঘুমন্ত মানুষকে বেঁধে নিয়ে যেতো, তা'তে দাদ ফৈরেদ ছিলো না।

সুবোধ বোল্‌লে,—"ভাই বিজয়! এ ক্ষেত্রেও অস্ত্র বল দেখা'বার দরকার নেই। আমার তর্ক-বলে তোমাদের উদ্ধার কোর্‌বো।"

বিজয় বন্ধুর কথাগুলি যথার্থ ভেবে, কাজে-কাজেই কয়েদ হোলেন। মেয়েটিও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চোল্‌লো। রাজার হুকুম ছিলো না, তাই তা'রা বেঁধে নিয়ে গেলো না।

এ দিকে সুবোধ আর দেরি না কোরে রাজদর-বারে গেলেন এবং বিজয় কেন কয়েদ হোয়ে-চেন, তা'র কারণ জান্‌বার জন্তে দরখাস্ত কোল্‌লেন।

দরখাস্তে উত্তর এলো,—"বিজয় ঐ বালিকাটির কথামত সেই কলসীর গায়—

"ঘোর অত্যাচারী তুমি,
ঘোসে তব নাম, ওহে মহারাজ!
এ পৃথিবী মাঝে সবে।
চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিগণ
তব জ্যানির্ঘোষ-রবে॥"

এই কবিতাটি লিখেছিলেন, তাই তাঁ'দের কয়েদ করা হোয়েচে।"

সুবোধ পোড়ে কি ভাব্‌লেন। তা'র পর তাড়াতাড়ি সেই কারখানায় গিয়ে একে তা'কে কত কি জিজ্ঞাসা কোল্লেন্। তা'র পর আবার রাজসভায় এসে বোল্লেন্,—"মহারাজ! আমি আমার বন্ধুর পক্ষে বিচার প্রার্থনা করি।"

রাজা বোল্লেন,—"যখন দেখা যাচ্চে যে, বিজয় আমাকে অপদস্থ কর্‌বার জন্তে এই কাজ কোরেচে, তখন তা'র আর বিচার কি? তবে যদি এই ভাবে দরখাস্ত কর যে, যদি তা'কে নির্দোষ প্রমাণ না কোত্তে পার, তা' হোলে তুমিও কয়েদ হ'বে, তা' হোলে আমি বিচারপতিদের অনর্থক কষ্ট দিতে পারি।"

সুবোধ তা'ই কোল্লেন।

স্থির হোলো পরদিন বিচার হ'বে।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরদিন বিচারস্থল লোকে লোকারণ্য। রাজা বিচারকদেব নিয়ে বোসে রোয়েচেন। এক ধারে বিজয় হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

এমন সময় রাজা প্রধান মন্ত্রীকে সুবোধের দরখাস্তখানি দিয়ে বোল্লেন,—"মন্ত্রী! তুমি এখানি সকলের সুমুখে পাঠ কর।"

মন্ত্রী পোড়্‌তে আরম্ভ কোল্লেন্—

"মহারাজ! আমি আমার বন্ধুকে নির্দোষী জেনে আপনার কাছে বিচার প্রার্থনা কোচ্চি। যদি তাঁ'কে নির্দোষী বোলে প্রমাণ কোত্তে না পারি, তা' হোলে বিচারকদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার অপরাধে বন্ধুর সহিত কারাবাস কোর্‌বো।"

তা'র পর মন্ত্রী বোল্লেন,—"রাজার আদেশে আজ বিচার হ'বে। বিজয়ের অপরাধ এই যে, মহারাজকে অত্যাচারী বোলেচে। বোধ হয়, সকলেই জান, মহারাজ চীনের সীমান্তবাসী কতক-গুলি লোককে কয়েদ কোরে আনেন। সম্প্রতি

মহারাজ হুকুম দিয়েছিলেন যে, তা'দের মধ্যে যে কেউ একটি সুন্দর কলসী প্রস্তুত কোরে রাজাকে তুষ্ট কোত্তে পারবে, রাজা তা'কে খোলোসা কোরে দেবেন, আর যদি সে এ দেশে থাকতে চায়, তা'কে ৫০০ শত সুবর্ণ পারিতোষিক দেবেন। ঐ বালিকাটি একটি কলসী প্রস্তুত করে। রাজার সেইটি মনোনীত হয়। কিন্তু মেয়েটির অদৃষ্ট দেখ;—সে এই বিজয়কে দিয়ে তা'র উপর এই কয় ছত্র লিখিয়েচে—

(কলসীটি গ্রহণ ও পাঠ)

"ঘোর অত্যাচারী তুমি,
ঘোষে তব নাম ওহে মহারাজ!
এ পৃথিবী মাঝে সবে।
চারি দিকে স্তব্ধ যত অরিগণ
তব জ্যানির্ঘোষ-রবে॥"

এই কয়টি কথা পাঠ হ'বা মাত্র বিজয় বোল্লেন,—"মিথ্যা কথা, প্রথমের কয়টি কথা আমি কখনই লিখি নাই।"

মন্ত্রী।—লিখেচ কি না, তা'রি বিচার হ'বে। কিন্তু এই সমস্তটিরই হস্তাক্ষর একরূপ, বিশেষতঃ যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা'তে বিজয় যে সম্পূর্ণ দোষী, তা'র তো আর কোন সন্দেহই হয় না; এখন ঈশ্বর করুন, যেন সে নির্দোষীই হয়।

এই কথা বোলে মন্ত্রী বোস্‌লেন। তা'র পর এক জন উঠে বোল্‌লেন,—"আপনারা সকলে দেখুন, বিজয় দোষী কি না।"

এই কথা বোলে তিনি কারখানার কর্তাকে ডাকা'লেন।

কারখানার কর্তা উপস্থিত হইল।

তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—

"আপনি এই কলসীটি আর কখন দেখেছিলেন?"

উত্তর।—অবশ্য দেখিচি। ওটি ঐ মেয়েটি আমার সুমুখে কারখানায় বোসে তোইরি কোরেছিলো।

প্রশ্ন।—এতে যখন লেখা হয়, তখন তুমি উপস্থিত ছিলে?

উত্তর।—হাঁ, ছিলাম।

প্রশ্ন।—কে লেখে?

উত্তর।—ঐ বিজয়।

প্রশ্ন।—কি লেখেন, তা' তুমি জান?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—মহারাজকে এই কবিতাটি দেখায় কে?

উত্তর।—আমি।

প্রশ্ন।—কবে তুমি কবিতাটি পোড়েছিলে?

উত্তর।—যে দিন মহারাজ এই কলসীটি দেখেছিলেন।

প্রশ্ন।—মহারাজ তো উপরের ছত্র দেখ্‌তে পান নাই?

উত্তর।—তখন ওটি নীল রঙে ঢাকা ছিলো।

প্রশ্ন।—তুমি দেখ্‌তে পেলে কি কোরে?

উত্তর।—মহারাজ আমাকে এটি মেজে ধুয়ে রাজসভায় আন্‌তে বোল্লেন। আমি আমার ঐ চাকরকে এটি মাজ্‌তে বলি। সে মাজ্‌তে মাজ্‌তে বোল্লে,—"মশাই! এই জায়গার রংটা উঠে যাচ্ছে।" আমি গিয়ে এই চাদর দিয়ে মুচ্‌তে মুচ্‌তে ঐ কথা ক'টি দেখ্‌তে পেলেম্। তাই রাজাকে দেখালেম্।

সুবোধ জিজ্ঞাসা কোল্লেন্,—

"চীনের বাসনের রং কখন উঠে যায়?"

উত্তর।—পোড়া'বার পর যে রং দেওয়া যায় তা' উঠে যায়।

প্রশ্ন।—তুমি জান, পোড়া'বার পর কে এই রং দিয়েছিলো?

উত্তর।—তা' আমি জানি না।

প্রশ্ন।—ভাল, পোড়া'বার পর তুমি এই কলসী দেখেছিলে?

উত্তর।—হাঁ। আমি ওটি অন্য অন্য কলসীর সঙ্গে যে ঘরে সাজানো ছিলো, সেই ঘরে পাঠাই।

প্রশ্ন।—তখন তুমি দেখেছিলে ওতে কি লেখা আছে?

উত্তর।—অত লক্ষ্য করি নি।

সুবোধ বোল্‌লেন্—"ভাল, আর তোমাকে আমার জিজ্ঞাস্য নেই।"

দ্বিতীয় সাক্ষী, কর্ত্তার চাকর।

রাজপক্ষীয় ব্যবহারাজীব জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—

"তুমি এ কলসীটি এর পূর্ব্বে দেখেছিলে?"

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কবে?

উত্তর।—কা'ল।

প্রশ্ন।—কোথায়?

উত্তর।—যে ঘরে এটি অনেকগুলি কলসীর সঙ্গে সাজানো ছিলো।

প্রশ্ন।—এতে কি লেখা ছিলো জান?

উত্তর।—আমি পড়্‌তে জানি নি।

সুবোধ জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—

"তুমি কলসীটি কত দূর হোতে দেখেছিলে?"

উত্তর।—নিজে হাতে কোরে দেখেচি।

প্রশ্ন।—তোমার হাতে এ কলসী গেলো কেমন কোরে?

উত্তর।—কর্ত্তা আমাকে মাজ্‌তে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন।—মাজ্‌তে মাজ্‌তে তুমি কি দেখেছিলে?

উত্তর।—দেখ্‌লেম্—নীল রং উঠে যাচ্চে।

প্রশ্ন।—দেখে তুমি কি কোল্‌লে?

উত্তর।—কর্ত্তাকে দিলেম।

প্রশ্ন।—কর্ত্তা দেখে কি বোল্‌লেন?

উত্তর নাই।

প্রশ্ন।—বোল্‌চো না কেন? তোমাকে সাজা পেতে হ'বে।

উত্তর।—(স্বগত) হোয়েচে আর কি!—এই বার ঝাটার মাথা খেয়েচি।

সুবোধ।—বোসো তুমি বোসো।

তা'র পর সুবোধ আর দু'টি লোককে ডাকা'লেন। তা'র একটিকে জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—

"তুমি কারখানায় কাজ কর?"

উত্তর।—আমি বাসন তোইরি হোলে পোড়া'বার ঘরে নিয়ে যাই।

প্রশ্ন।—তুমি এই কলসীটি কখনো পোড়া'বার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোরে তোমার স্মরণ হোলো যে, এটি তুমি নিয়ে গিয়েছিলে?

উত্তর।—আমি ঝুড়িতে কোরে এটির সঙ্গে আরো অনেকগুলি কলসী নিয়ে গিয়েছিলেম বটে, কিন্তু ঘরের ভিতর নিয়ে গেলে এটা পড়ো-পড়ো হোয়েছিলো। আমি এটাকে ভাল কোরে বসা'বার সময় এই ছবিটে দেখ্‌লেম্, দেখে বড় সুন্দর বোধ হোলো; তাই অনেকক্ষণ ধোরে দেখ্‌লেম্, তাই তো চিন্‌তে পার্‌চি।

প্রশ্ন।—ছবির নীচে কি রং ছিলো মনে হয়?

উত্তর।—নীল রংই ছিলো।

প্রশ্ন।—এ লেখাগুলো দেখেছিলে?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—এ কি লেখা জান?

উত্তর।—আমি পোড়্‌তে জানি নি।

প্রশ্ন।—ক' সার লেখা ছিলো?

উত্তর।—তা' আমি গুণি নি।

সুবোধ।—ভাল, তুমি বোসো।

তা'র পর তিনি অপর লোকটিকে জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—

"তুমি কারখানায় কি কাজ কর?"

উত্তর।—আমি বাসন তোইরি হোলে পোড়াই।

প্রশ্ন।—তুমি এ কলসী পুড়িয়েছিলে?

উত্তর।—হাঁ।

প্রশ্ন।—কেমন কোরে চিন্‌লে?

উত্তর।—ঐ লোকটি (বাহককে দেখাইয়া) আমায় ছবিটি দেখায়, তাইতে চিন্‌চি।

প্রশ্ন।—ভাল, ও লোকটি এ কলসীটি কোথায় রেখেছিলো?

উত্তর।—একটা ঝুড়ির উপর।

প্রশ্ন।—তা'র পর তুমি কখন্ পোড়া'তে দিয়েছিলে?

উত্তর।—তা'র অনেক পরে।

প্রশ্ন।—তখন তুমি কি কোচ্ছিলে?

উত্তর।—কখন্?

প্রশ্ন।—যখন ঐ লোকটি এগুলি তোমার কাছে নিয়ে যায়?

উত্তর।—তখন বোসেছিলেম।

প্রশ্ন।—ও লোকটি রেখে কি কোল্লে?

উত্তর।—চোলে গেলো।

প্রশ্ন।—তা'র পর তুমি কি কোল্লে?

উত্তর।—আমি পোড়া'বার জন্যে আগুন কোত্তে লাগ্লেম।

প্রশ্ন।—তুমি যখন আগুন কোচ্ছিলে, তখন আর কেউ সে ঘরে গিয়েছিলো?

উত্তর।—মনে হয় না।

প্রশ্ন।—মনে কোরে বলো?

উত্তর।—(ভাবিয়া) কর্ত্তা গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন।—কিসে স্মরণ হোলো?

উত্তর।—তিনি আমায় জিগ্গেস্ কোরেছিলেন, এখনো আগুন হয় নি?

প্রশ্ন।—তুমি তা'তে কি বোলেছিলে?

উত্তর।—আমি একমনে আগুন কোত্তে লাগ্লেম, কিছু বলি নি।

প্রশ্ন —কর্ত্তা কখন্ চোলে গেলেন?

উত্তর।—তা' টের পাই নি।

প্রশ্ন।—আর এসেছিলেন?

উত্তর।—টের পাই নি।

প্রশ্ন।—ভাল, তুমি কলসীটি কখন্ আগুনে দেও, স্মরণ হয়?

উত্তর।—হয়।

প্রশ্ন।—কিসে?

উত্তর।—আমি সব কলসীগুলি জেগে বুচ্ছে আগুনে দেবার জন্যে, ঝুড়িটে আমার পেছোন থেকে ডান দিকে এনেছিলেম, এক এক কোরে সবগুলি আগুনে দিয়ে দেখ্লেম, এটা আমার পেছোনে মেজেতে বসানো আছে। তা'র পর সব শেষে এটা আগুনে দিই।

প্রশ্ন।—তুমি আব একটু আগে বোল্লে, এটা ঝুড়ির উপর বসানো ছিলো, এখন বোল্‌চো, তুমি এটা তোমার পেছোনে মেজের উপর থেকে নিয়ে আগুনে দিয়েছিলে। মেজের উপর কে রেখেছিলো জানো?

উত্তর।—আমি বোধ করি—কর্ত্তা।

প্রশ্ন।—তোমার এরূপ অনুমান করবার কারণ কি?

উত্তর।—তিনি একবার বোলেছিলেন এই কলসীটে নিশ্চয়ই রাজার মনের মত হ'বে। আর কি বোলেছিলেন, আমি বুঝ্‌তে পারি নি। তাইতেই বোধ কোচ্চি, তিনি এটা হাতে কোরে দেখে থাক্‌বেন।

প্রশ্ন।—তুমি কলসীগুলি আগুনে থেকে তুলে কি কোরেছিলে?

উত্তর।—আমি সবগুলি কর্ত্তার কাছে দিয়ে এসেছিলেম।

প্রশ্ন।—কর্ত্তা তখন কি কোচ্ছিলেন?

উত্তর।—একটা বাটিতে নীল রং গুল্‌ছিলেন।

সুবোধ।—বোসো তুমি বোসো।

রাজা।—আমার বেস্ বোধ হোচ্চে, খলস্বভাব তত্ত্বাবধায়ক এই কাণ্ড কোরেচে।

সুবোধ।—মহারাজ! তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আমি কা'ল সন্ধ্যাকালে কারখানার দ্বারে এই কাগজটুকু পেয়েছিলেম; এতেই সব মীমাংসা হ'বে।

এই বোলে সুবোধ মহারাজের হাতে এক টুকরো কাগজ দিলেন! মহারাজ দেখ্লেন যে, তা'তে প্রথম ছত্র ছাড়া শ্লোকটি লেখা রোয়েচে। তা'র উপরে অনেকগুলি ম, ঘ, র, অ, ত, চ, ও, ।, ধ, ৌ লেখা রোয়েচে, আর শ্লোকের ঐ অক্ষরগুলিও মোটা হোয়েচে। তা' ছাড়া, ঘোর অত্যাচারী তুমি, ২০১২৫ বার লেখা আছে। তা'র

অনেকগুলি লেখার সাদৃশ্য কর্ত্তার লেখার সঙ্গে মিল্‌লো; সুতরাং কর্ত্তার আর কথা ক'বার যোটি রোইলো না।

তিনি দোষী সাব্যস্ত হ'লেন। রাজার হুকুম তাঁ'কে চিরজীবনের মত শ্রীঘরে বাস কোত্তে হোলো। বিজয় খোলোসা পেলেন। বিশেষতঃ রাজা সুবোধের উপর বড় খুসী হোয়ে বিজয় আর সুবোধকে দু'টি উচ্চ কর্ম্ম দিলেন। বিজয় সহকারী সেনাপতি ও সুবোধ নগরের প্রধান বিচারকের পদ পেলেন।

বালিকাটি যে খোলোসা পেয়ে দেশে গেলো, তা' আর বল্‌বার অপেক্ষা কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যথাসময়ে বালিকাটি চীনের মুলুকে গিয়ে আপনার বাপ মাকে দেক্তে পেলে। কিন্তু তা'র শোকে তা'র বাপ মা এত অধীর হোয়ে কালযাপন কোচ্ছিলো যে, তা'র আর তুলনা নেই। এখন তা'রা তা'দের একমাত্র আদরের মেয়েটিকে পেয়ে যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলে। বালিকাটি, কি কোরে বঙ্গদেশের রাজার কাছ থেকে মুক্তি লাভ কোরেছে, তা' তা'র পিতা মাতা আর গ্রামশুদ্ধ সকল লোককে খুলে বোল্লে। তা'রা তা'র কথা শুনে অবাক্ হোয়ে গেলো। সে যে টাকার লোভে মা বাপের ও দেশের মায়া ছাড়্‌তে পারে নি, এই জন্যে সকলে তা'র কত প্রশংসা কোত্তে লাগ্‌লো। বিশেষতঃ সে যে কৌশল কোরে মুক্তি লাভ কোরেচে, এ কথা শুনে পাড়াপড়সীর আর আনন্দের সীমা রোইলো না।

ক্রমে সেই বালিকাটির কথা চীন রাজ্যের রাজার কর্ণগোচর হোলো। তিনি তাঁ'র রাজ্যের একটি অল্পবয়স্কা বালিকার এরূপ অদ্ভুত বুদ্ধি ও দেশভক্তির কথা শুনে বড় সুখী হোলেন। অবিলম্বে লোক পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে তা'র পিতা মাতার সঙ্গে রাজধানীতে আনা'লেন। তা'র পর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ কোরে, তা'র পিতা মাতার মত নিয়ে আপনার ছোট ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিলেন। বালিকাটি চীনসম্রাটের পুত্রবধূ হোয়ে পিতা মাতার সঙ্গে রাজবাড়ীতে সুখে কালযাপন কোত্তে লাগ্‌লো।

অনন্তর চীনদেশের রাজা কনিষ্ঠ পুত্রবধূর মতানুসারে তাঁ'র মুক্তিদাতা বিজয় ও সুবোধকে কৃতজ্ঞতা জানা'বার জন্যে পাঁচ পাঁচটী কোরে চীনে গড়নের দশটি খাঁটি সোণার কলসী উপহার পাঠিয়ে দিলেন। সেই দশটি কলসী ওজনে /৫ হিসাবে ১।০ এক মোণ দশ সের; দাম ২০৲ টাকা ভরি হিসাবে ৮০,০০০৲ আশী হাজার টাকা।

সম্পূর্ণ।

দুই সন্ন্যাসী।

প্রথম অধ্যায়।

চাঁদপুর গ্রামে জনার্দ্দন নামে একটি লোক বাস কোত্তো। তা'র বয়েস প্রায় ৪৫ বৎসর। দুর্ভাগ্যক্রমে তা'র একটি পুত্র বই আর কেউই ছিলো না। পুত্রটির নাম ভাগ্যধর। জনার্দ্দন সেই ছেলেটিকে নিয়েই কাল কাটাতো। ভাগ্যধরও পিতাকে বিশেষরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা কোত্তো। জনার্দ্দনের আর্থিক অবস্থা বড় ভাল না হওয়াতে ছেলেটিকে বেস্ কোরে লেখা পড়া শেখা'তে পারে নি। কিন্তু উত্তমরূপে লেখা পড়া শেখে নি বোলে যে, ছেলেটির স্বভাব চরিত্র মন্দ, এ কথা গ্রামের কেউই বোল্‌তে পাত্তো না।

ভাগ্যধরের বয়েস যখন ১৮ বৎসর, তখন তা'র পিতা জনার্দ্দনের জ্বরবিকারে মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুতে ভাগ্যধরের ভাগ্য একবারে ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেলো। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অন্ধকারে আলোক, রৌদ্রে বৃক্ষের ছায়া, ভয়ে সাহস এবং জীবনে জীবন স্বরূপ পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে বালক ভাগ্যধর হতাশ হোয়ে পোড়্‌লো। বাবা বাবা বোলে যে কতই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, তা' তা'র মত অবস্থার লোক বই আর কে বুঝ্‌বে? পিতার মৃত্যুর দিন থেকে সে দিন দিন কেমন এক রকম হতাশ ও উদাস হোতে লাগ্‌লো। আহার নিদ্রার ইচ্ছা নাই—গৃহে মন নাই—শরীরে যত্ন নাই। সর্ব্বদাই চক্ষের জলে ভগবানের কাছে মনের দুঃখু জানা'তে লাগ্‌লো। গ্রামের লোকেরা তা'কে অনেক কোরে সান্ত্বনা কোত্তে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু তা'র অস্থির অন্তঃকরণের মধ্যে সে সান্ত্বনা কোন মতে আর স্থান পেলে না।

যথাসময়ে ভাগ্যধর পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ কোল্লে।

লোকে বলে এবং দেক্তেও পাওয়া যায় যে, শোক চিরকাল সমানভাবে মানুষকে অস্থির কোত্তে পারে না। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস যেরূপ অসহ্য, কিন্তু পরে আর তেমন থাকে না,—গ্রীষ্মকালের নদীর স্রোতের মত ক্রমে ক্রমে কোমে যায়। কিন্তু ভাগ্যধরের শোক দিন দিন বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তা' বাড়্‌বারই কথা যে;—আপনার বল্‌বার আর যে তা'র কেউই নাই। কা'র মুখ দেখে সে আর পিতৃশোক বিস্মৃত হ'বে? যেখানে জল নাই, সেখানকার আগুন নেবানো বড় শক্ত। ভাগ্যধরের আপনার আর কেউ নাই, সুতরাং তা'র শোকও যা'বার নয়।

এইরূপে কিছু দিন যায়। এমন সময়ে এক দিন ভাগ্যধর ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ ঘুমিয়ে পোড়্‌লো। তা'র যে ঘুমোবার ইচ্ছে ছিলো তা' নয়; তবে কেবল একটানা ভাবনাতেই সে তা'র অজ্ঞাতসারে ঘুমিয়ে পোড়্‌লো। এমন সময়ে হঠাৎ সে এইরূপ স্বপ্ন দেখ্‌লে,—যেন তা'র মৃত পিতা আকাশের কোলে একখানি খুব বড় মেঘের উপর বোসে বোল্লে,—"ভাগ্যধর! কেন বাবা, তুমি আর আমার জন্যে এমন কোরে শোক দুঃখু ভোগ কোচ্চো? আমি আর যাবো না; আমাকে তুমি আর ও পাপ পৃথিবীতে দেক্তে পা'বে না, কিন্তু আমি এক সময়ে তোমাকে আমার কাছে দেক্তে পা'বো। তুমি এক কাজ কর,—যাবজ্জীবন ধর্ম্ম কর্ম্ম কর—জগতের উপকার কর, কিন্তু অপকারের ভাবনাও ভেবো না। তা'

হোলেই তোমাতে আমাতে আবার একসঙ্গে সুখে থাক্তে পার্‌বো; আর দেখ, বাবা! আমি তোমার বিবাহ দিয়ে আস্তে পারি নি বোলে বড় দুঃখিত আছি; কিন্তু এখন আমি এই আশীর্ব্বাদ করি, তুমি একটি রাজকন্যা লাভ কর।" এমন সময়ে সহসা ভাগ্যধরের নিদ্রাভঙ্গ হোলো। সে তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, দু' একখানা মেঘ ভেসে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মেঘের উপর তা'র পিতা নাই। সে উপর দিকে অনেকক্ষণ ধোরে তাকিয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। ভাগ্যধর প্রায় বেলা ১টার সময় তন্দ্রাবেশে এই স্বপ্ন দেখেছিলো।

অনন্তর সে ঘরের ভিতর ঢুকে মেজের মাটি খুঁড়ে একটী ঘটী বা'র কোল্লে। সেই ঘটীটিতে তা'র পিতার ২০০৲ টাকা ছিলো। এই টাকার কথা ও ঠিকানা সে পূর্ব্বে তা'র পিতার নিকট শুনেছিলো। ভাগ্যধর সেই ২০০৲ টাকা নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে, কোথায় বেরিয়ে চোলে গেলো, গ্রামের কোন লোক তা' জান্‌তে পাল্লে না।

স্বপ্নে তা'র পিতা তা'কে বোলেছিলো,—"ধর্ম্ম কর্ম্ম কর—জগতের উপকার কর, কিন্তু অপকারের ভাবনাও ভেবো না। তা' হোলেই তোমাতে আমাতে আবার একসঙ্গে সুখে থাক্তে পার্‌বো। এই স্বপ্নশ্রুত কথাগুলি ভাগ্যধরের জীবনের মূলমন্ত্র হোলো। ধর্ম্ম কর্ম্ম ও পরোপকারের দিকে তা'র মনের গতি একটানা হোলো। ভাগ্যধর এই নব গতির বেগেই গৃহত্যাগী হোয়ে চোলে গেলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চাঁদপুর থেকে প্রায় ৫ ক্রোশ পশ্চিম দিকে শুভেশ্বর নামে একটি তীর্থ আছে। প্রতিদিন এই তীর্থে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। তীর্থপর্য্যটক সন্ন্যাসীরা এখানে শুভেশ্বর মহাদেবকে দর্শন কোত্তে আসে। তীর্থগুলি কাঙালীর আড্ডা, সুতরাং এখানেও কাঙালীর অভাব নাই।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে পিতৃহীন ভাগ্যধর এই শুভেশ্বর তীর্থে এসে উপস্থিত হোলো। ভক্তিভাবে মহাদেবকে পূজা ও প্রণাম কোরে, সন্ধ্যার আরতি দেখবার জন্য অপেক্ষা কোরে রোইলো। দেক্তে দেক্তে সন্ধ্যা হোলো। তখন শুভেশ্বরের পাণ্ডারা শুভেশ্বরের আরতি কোল্লেন। ভক্তগণ চারদিকে দাঁড়িয়ে যোড়হাত কোরে আরতি দেক্তে লাগ্‌লো। তা'দের মধ্যে ভাগ্যধরও যোড়হাত কোরে দাঁড়িয়েছিলো। শিবের আরতি শেষ হোয়ে গেলো। অনন্তর ভাগ্যধর শুভেশ্বরের নাটমন্দিরের মধ্যে এক স্থানে শুয়ে রাত্রি যাপন কোল্লে।

প্রভাত হোলো। কাঙালীর পাল দেখা দিলে। নতুন নতুন যাত্রীদের কাছে তা'রা পয়সা কড়ি খাবার কাপড় ভিক্ষে করে। না দিলে নাছোড় বান্দা। কাঙালীগুলো ঘুক্তে ঘুক্তে ভাগ্যধরের কাছে গিয়ে "জয় হোক্, বাবা! জয় হোক্, বাবা! বোলে গোলমাল লাগিয়ে দিলে। ভাগ্যধর নতুন যাত্রী, সুতরাং কাঙালীদের পোয়াবারো!

তখন ভাগ্যধর টাকার পুঁটুলীটি খুলে, ২০০৲ টাকার মধ্যে থেকে ৫০৲টি টাকা সেই সকল কাঙালীকে দান কোরে সকলে সমান ভাগ কোরে নিতে বোল্লে। সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমা; সুতরাং কাঙালীর সংখ্যা এত বেশী হোয়েছিলো যে, সেই ৫০৲ টাকার অংশ প্রত্যেকের ভাগ্যে ✓০ আনার হিসেবে পোড়্‌লো। কাঙালীরা হাত তুলে ভাগ্যধরকে আশীর্ব্বাদ কোত্তে কোত্তে অন্য দিকে চোলে গেলো। ভাগ্যধরও শুভেশ্বরের প্রাতঃপূজা কোরে অন্য তীর্থের উদ্দেশে প্রস্থান কোল্লে।

৫।৬ দিন গত হোয়ে গেলো। ভাগ্যধর আর এক তীর্থে উপস্থিত। শুভেশ্বর তীর্থ থেকে সেই তীর্থটি ৩০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম দিকে। সেই তীর্থের নাম সপ্তর্ষি-আশ্রম। সাতটি মন্দিরে

অঙ্গিরা, পুলস্ত্য প্রভৃতি সাত জন ঋষির প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই তীর্থে অনেকে সন্ন্যাসবেশ ধারণ করে। এই জন্যে ভাগ্যধরও সন্ন্যাসবেশ ধারণ কোল্লে। বিজয়মল্ল নামে এক জন সন্ন্যাসিভক্ত রাজার খরচে এখানে নবসন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসবেশের উপযুক্ত ত্রিশূল, চিম্‌টে, তুম্বী, কম্বল, কৌপিন, জটা, রুদ্রাক্ষের মালা, তামার বালা, বিভূতি, তিলকমাটি, সিদ্ধি, গাঁজা, কোল্কে, ভিক্ষের ঝুলী, খড়ম্, শাঁক, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রী অম্নি পায়। ভাগ্যধর এই সকল দ্রব্যে সন্ন্যাসবেশ ধারণ কোল্লে। বোল্‌বো কি, সেই নতুন সন্ন্যাসী দেক্তে বড় সুন্দর হোলো। বাস্তবিক বালক সন্ন্যাসীর রূপ অতি অপরূপ দেখায়। নবসন্ন্যাসী ভাগ্যধর গাঁজা, সিদ্ধি, কোল্কে ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ কোরে সপ্তর্ষিকে পূজা ও প্রণাম কোরে বৈদ্যনাথ তীর্থে প্রস্থান কোল্লে। তা'র সঙ্গে সেখান থেকে ৪০।৫০ জন পুরোনো ও নতুন সন্ন্যাসীও চোল্লো। তা'দের মুখ থেকে ঘন ঘন "হর হর বোম্ মহাদেব!—হর হর বোম্ মহাদেব!" শব্দ নির্গত হোয়ে আকাশ পুরিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

ভাগ্যধর আর তা'র সহচর সন্ন্যাসীরা ক্রমে ক্রমে ৭।৮ দিন এ বন সে বন—এ পাহাড় সে পাহাড়—এ গ্রাম সে গ্রাম দিয়ে যেতে লাগ্‌লো। অবশেষে তা'রা সাঁওতাল পরগণা বা জঙ্গলমহলের ভিতর প্রবেশ কোল্লে; তখন বেলা ১২টা বেজেচে। একে বৈশাখ মাস, তা'তে ঠিক দুপুর বেলা। পথশ্রান্ত সন্ন্যাসীদের পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো। যা'র যা'র তুম্বীতে যতটুকু যতটুকু জল ছিলো, তা' অনেকক্ষণ আগে ফুরিয়ে গিয়েছিলো। এখন বেবাক তুম্বীই খালি, কিন্তু পিপাসা দ্বিগুণ। সকলেই জল জল কোরে চারদিকে খোঁজাখুঁজি কোত্তে লাগ্‌লো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও জল পাওয়া গেলো না। যা'রা যুবা ও বলিষ্ঠ গোচের সন্ন্যাসী, তা'রা তৃষ্ণায় কাতর হ'য়েও কতকটা সাম্‌লে থাক্তে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল সন্ন্যাসীরা "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বোলে গাছতলায় বোসে পোড়্‌লো—কেউ বা শুয়ে পোড়্‌লো।

পিতৃশোকাভিভূত কোমলহৃদয় ভাগ্যধর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের এইরূপ কাতরতা ও দুরবস্থা দেখে, নিজে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হ'লেও, তা'দের জন্যে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হোয়ে উঠ্‌লো। সেই স্থানটা এরূপ নিবিড় জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড়ে পরিপূর্ণ যে, তা'র ২।৩ ক্রোশের মধ্যে কোন গ্রাম বা লোকালয় নাই। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট পাহাড়ে জল পাওয়া যায় না—ঝরণা ফরণা সব শুকিয়ে যায়। পাহাড়ের নীচের মাটি ঢালু বোলে জল দাঁড়া'তে পারে না, গড়িয়ে চোলে যায়, কাজেই সরু সরু নালাগুলোও শুকিয়ে খট্ খট্ করে। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট পাহাড়গুলোর তো এই গুণ, তা'তে আবার তেতে উঠে সূর্য্যের চেয়েও যেন আগুন ঢাল্‌তে থাকে।

সন্ন্যাসীরা নিরাশায় নিরাশ হোয়ে "হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর" বোলে ডাক্তে লাগ্‌লো। ভাগ্যধরও তৃষ্ণাতুর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত দু'টি যোড় কোরে ঊর্দ্ধমুখে পুনঃ পুনঃ বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"পরমেশ্বর! তোমার এই সকল বিপন্ন সন্তানকে বাঁচাও।" এইরূপে প্রায় ১৫।১৬ মিনিট গত হোয়ে গেলো। এমন সময়ে ৮।১০ জন সাঁওতাল তীর, ধনুক, কোদাল, সাবল, দড়ী বাঁকে কোরে সেই দিকে আস্‌তে লাগ্‌লো। ভাগ্যধর তা'দিগে দেক্তে পেয়ে, তাড়াতাড়ি তা'দের কাছে দৌড়ে গিয়ে বোল্লে,—"ওগো, তোমরা কি এখানকার লোক? বল বল, জল পাই কোথা? পিপাসায় আমরা বড় কাতর হোয়েচি।"

সাঁওতালেরা বোল্লে,—"বড় মুস্কিলের কথা; ২।৩ কোশের ভিতর জল নাই। এ বছর এ অঞ্চলে বড় অনাবিষ্টি। ভাল, তোমরা পথ থাকে কি জন্যে এমন কুপথে এসেচো?"

ভাগ্যধর বোল্লে,—"আমরা অপরিচিত লোক, কখনো এ দেশে আসি নি; বৈদ্যনাথ তীর্থে যা'ব ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু এখন দেখ্‌চি, আমাদের

কপালে বাবার চরণদর্শন আর ঘোট্‌লো না। এই এতগুলি লোককে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মোত্তে হোলো।" এই কথা বোলে ভাগ্যধর পুনর্ব্বার ঈশ্বরের প্রতি মনঃসংযোগ কোল্লে। সঙ্গী সন্ন্যাসীরা পিপাসার যন্ত্রণায় হাহাকার কোত্তে লাগ্‌লো। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাগ্যধর সাঁওতালকে বোল্লে,—"আচ্ছা, ভাই সকল! তোমরা যদি দয়া কোরে এই স্থানে একটা কোয়া কেটে দিতে পার, তা' হোলে আমরা প্রাণে বাঁচি। এই বই আর অন্য উপায় নাই।" সাঁওতালেরা বোল্লে,—"তা' পারি, কিন্তু আমরা গরিব মানুষ, ছু' পয়সা পা'বার জন্যে অমুক জায়গায় কাজ কোত্তে যাচ্চি; সুতরাং তোমাদের কোয়া কাট্‌তে গেলে আমরা খা'ব কি? যদি খাবার যোগাড় কোরে দিতে পার, তবে আমরাও কোয়া কেটে জলের যোগাড় কোরে দিতে পারি।" তৎক্ষণাৎ ভাগ্যধর বোল্লে,—"তোমরা কত মজুরী চাও?" তখন সাঁওতালদের মধ্যে একজন বোল্লে, "আমরা দশ জন লোক, ৩৲ টাকার হিসেবে ৩০৲ টাকা নেবো। এক এক জনে ৩৲ টাকা কোরে পেলে তিন গুণ খাটুনি খেটে এমন শক্ত পাথুরে জায়গা থেকেও এক ঘণ্টার মধ্যে জল তুলে দেবো।" ভাগ্যধর তা'দের এই আশ্বাসকর বাক্য শুনে তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলো। পাছে তা'রা সন্ন্যাসী দেখে টাকার বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করে, এই জন্য অগ্রে তা'দের হাতে ৩০৲টি টাকা দেওয়া হোলো। তা'রা ভাগ্যধরের কাছে থেকে এতগুলি টাকা একবারে পেয়ে মনে মনে বোল্‌তে লাগ্‌লো, "এই ছেলে সন্ন্যাসীটির যোগসিদ্ধি এখনো ভরপুর হয় নি। এখন এ যোগবলে টাকা তোইরি কোত্তে শিখেচে, কিন্তু জল আন্‌তে শেখে নি। তা' যা' হোক্, আজ আমাদের কপালে এতগুলি টাকা আর এদের কপালে কোয়ার জল ছিলো।" তা'রা এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে এ দিক্ সে দিক্ দেখে, মনের মত একটা জায়গা বেছে নিয়ে, কোয়া খুঁড়্‌তে আরম্ভ কোল্লে। এক ঘণ্টারও কম সময়ে ৪০টি তৃষাতুর লোকের জীবনকুণ্ড প্রস্তুত হোয়ে গেলো। সন্ন্যাসীদের আর আনন্দের সীমা রোইলো না। যে ব্যক্তি উঠে বোস্‌তে পাচ্ছিলো না, সেও জলের নাম শুনে, দড়ী আর ঘটী নিয়ে, গড়িয়ে গড়িয়েও কোয়ার কাছে গিয়ে, জল তুলে আশ মিটিয়ে পান কোল্লে। সকলের জল পান করা চুকে গেলো। সকলে মিলে ভাগ্যধরকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কোত্তে লাগ্‌লো। তা'র পর সন্ন্যাসীরা আপন আপন ঘটী, তুম্বী প্রভৃতি জলপাত্রগুলিতে জল পূরে নিলে। জল যে কি বস্তু, এই বার সন্ন্যাসী ঠাকুররো বুঝ্‌তে পাল্লেন, তাই তোম্বা তুম্বী টৈটুম্বুর কোরে ভোরে নিলেন। অভিধানকর্ত্তা পণ্ডিতেরা সাধ কোরে কি জলের নাম রেখেচেন "জীবন"? জীবন=জল আর জল=জীবন।

অনন্তর ভাগ্যধর সঙ্গী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে বৈদ্যনাথ তীর্থ যাত্রা কোল্লেন। সাঁওতালেরাও খুসী হোয়ে সেখান থেকে চোলে গেলো।

তৃতীয় অধ্যায়।

দিন কএক পরে ভাগ্যধর ৺ বৈদ্যনাথ মহাদেবের পাদপদ্ম দর্শন কোরে আত্মাকে চরিতার্থ কোল্লে। তা'র অনেক দিনের আশা আজ পরিপূর্ণ হোলো। তা'র সঙ্গী সন্ন্যাসীরা তা'র কাছে বিদায় নিয়ে জগন্নাথক্ষেত্রে চোলে গেলো। তা'কেও যা'বার জন্যে তা'রা অনেক অনুরোধ কোরেছিলো, কিন্তু সে গেলো না। সে কামরূপে গিয়ে ৺কামাখ্যাদেবীর চরণ দর্শন কর্‌বার ইচ্ছে কোল্লে।

যে দিন ভাগ্যধর কামরূপ যা'বে, সে দিন সে বেলা ৮টার সময় একটি যুবতী বিধবাকে তা'র কাছ দিয়ে কেঁদে কেঁদে যেতে দেখ্‌লে। পূর্ব্বেই বোলেচি, ভাগ্যধরের হৃদয় বড় কোমল। সে পরের দুঃখু দেখ্‌লে নিজের দুঃখু ভুলে যায়। ভাগ্যধর বিধবাটিকে কাছে ডেকে বোল্‌লে,—"মা।

আমি তোমার ছেলে; আমাকে দেখে লজ্জা কোরো না। খুলে বলো, কেন তুমি কাঁদচো?"

বিধবা স্ত্রীলোকটি বোল্‌লে,—"বাবা! আমি আমার স্বোয়ামীর সঙ্গে এখানে তীর্থি কোত্তে এসেছিলুম; কিন্তু আজ চার দিন হোলো, তাঁ'কে সাপে খেয়ে আমাকে বিধবা কোরেচে। যা' কিছু সঙ্গে ছিলো, তাঁ'র গতি কোত্তে খরচ হোয়ে গেচে। আর একটিও পয়সা নেই যে, বাড়ী ফিরে যাই। আমি মেয়ে নোক, নজ্জায় কা'রো কাচে কিছু চাইতে পাচ্চি নি, কেবল কেঁদে কেঁদেই আকুল হোচ্চি। বাবা, আমার কি হ'বে, বাবা?"

ভাগ্যধর তৎক্ষণাৎ ২০টী টাকা তা'র হাতে দিয়ে বোল্‌লে,—"তুমি এই টাকা পথখরচ কোরে বাড়ী যাও।" বিধবা ভাগ্যধরকে ধন্য ধন্য কোত্তে লাগ্‌লো; আর বোল্‌লে,—"বাবা বদ্দিনাথ তোমার মঙ্গল করুন্।"

ভাগ্যধর আর বড় বিলম্ব কোল্‌লে না; "জয় শিব শম্ভু" বোলে কামরূপ যাত্রা কোল্‌লে। সঙ্গে আর কেহই নাই—একাকী। পথে ৫।৬ দিন গত হোয়ে গেলো। এমন সময়ে এক দিন বেলা ১২টার সময় ভাগ্যধর একটা নির্জ্জন শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত। শ্মশানের ধারে একটী সরু নদী ধীরে ধীরে বোয়ে যাচ্চে। এখানে সেখানে পোড়া কাঠ, কয়লা, ছেঁড়া কাপড়, মাটির কলসী, ভাঙা খাট, ছেঁড়া লেপ, কাঁথা, বালিশ, মড়ার হাড়, মড়ার মাথা পোড়ে রোয়েচে। ভাগ্যধর এই সকল দেক্তে দেক্তে একটা বটগাছের তলায় গিয়ে বোস্‌লো। খানিকক্ষণ কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তা'র পর আপনা আপনি বোল্‌তে লাগ্‌লো, "হায়, এইরূপ শ্মশানে আমি আমার জীবনের শেষ অবলম্বন জীবনদাতা পিতাকে বিসর্জ্জন দিয়েচি! যে শ্মশান হোতে আমি উদাসীন সন্ন্যাসী, সেই শ্মশানেরই কোলে আজ আবার বোসে আছি। শ্মশান! আমার বাবা কোথা? তুমিই তো তাঁ'কে লুকিয়ে রেখেচো, এক বার দেখাও না?" এমন সময় পেছোন দিকে মানুষের কথা শোনা গেলো। ভাগ্যধর মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌লে, দু'জন লোক একটা মড়া কাঁধে কোরে শ্মশানে আস্‌চে। দেক্তে দেক্তে সেই দু'জন লোক কাঁধ থেকে মড়াটাকে নামিয়ে মাটির উপরে ধড়াস্ কোরে ফেল্লে। ফেলেই লাথি মাত্তে লাগ্‌লো আর বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"এ ব্যাটার মড়াকে আবার পোড়াবে! ব্যাটা আমাদের টাকা খেয়ে মোরে গেলো, এখন আমরা টাকা পাই কোথা? হাঁ রে হতভাগা ব্যাটা? ধারের টাকা না শুধে যদি তোর মর্‌বার ইচ্ছে ছিলো, তবে আমাদের কাছে টাকা ধার কোল্‌লি কেন? দে শালাকে লাথি মেরে নদীতে ফেলে দে। খেয়ে শালার আবার গতি কোর্‌বে।—যা শালা অগত্যের মড়া হোয়ে নরকে যা!" এই বোলে আবার তা'রা সেই মড়াটার উপর জোরে জোরে লাথি মাত্তে লাগ্‌লো।

ভাগ্যধর তা'দের এইরূপ গর্হিত কার্য্য দেখে নিতান্ত দুঃখিত হোলো। সে তাড়াতাড়ি সেই লোক দুটোর কাছে এসে বোল্লে,—"ওহে ভাই! তোমরা মানুষ হোয়ে মরা মানুষের উপর কেন এমন অত্যাচার কোচ্চো? ছি ছি, এ কাজ কি কোত্তে আছে? তোমরা গতি কোরে ওকে আরো ঋণী কর; সেরূপ কোল্লে ধর্ম্ম আছে। একজন মানুষ মোরে গেলো, তা'র জন্যে তোমাদের দুঃখু হোলো না, কি না সামান্য টাকার জন্যে দুঃখু হোলো, তাই ওকে অমন কোচ্চো। গতি কর—গতি কর।"

ভাগ্যধরের কথা শুনে তা'রা বোল্‌লে,—"যাও যাও, সন্ন্যেসী ঠাকুর, তোমায় তত্ত্বকথা বোল্‌তে হ'বে না। তোমার যদি অত দয়া, তবে ওর ধার শুধে ওর গতি কর না কেন? টাকা যে কি বস্তু, যা'র যায় সেই জানে। তোমার গেলে তুমিও বুঝ্‌তে মানুষের চেয়ে টাকা কত বড়।" তা'দের এই কথা শুনে ভাগ্যধর বোল্লে,—"এই লোকটী তোমাদের কত টাকা ধার্‌তো?" তা'রা বোল্লে,—"১০০৲টাকা।" ভাগ্যধর বোল্লে,—"আচ্ছা,

তোমরা ১০০৲ টাকা পেলে এর গতি কোর্‌বো, বল ?" তা'রা বোল্‌লে,—"তৎক্ষণাৎ।"

তখন ভাগ্যধর ১০০৲ টাকা গুণে তা'দের হাতে অর্পণ কোল্‌লে। তারা ভাগ্যধরের এরূপ অপরূপ পরোপকার দেখে একেবারে অবাক্ হোয়ে গেলো। আহ্লাদে আটখানা হোয়ে বোল্‌লে,—"এমনতর পরের উপকারী না হোলে কি আর সন্ন্যেসী হয়।" এই বোলে, অবিলম্বে তা'রা চিতে সাজিয়ে সেই মৃত লোকটির সংকার কোল্‌লে। ভাগ্যধর কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে রোইলো। অনন্তর ভাগ্যধর এক দিকে ও তারা অন্য দিকে চোলে গেলো।

চতুর্থ অধ্যায়।

তা'র পর ভাগ্যধর আরো দিন দু'য়ের পথে গিয়ে সকালবেলা একটা বনের ভিতর ঢুক্‌লো। সেই বনটা খুব নিবিড়। বড় বড় শাল গাছ, শিশু গাছ, দেবদারু গাছ, বট গাছ, অশোদ গাছ কত যে সে বনটার ভিতর জন্মেচে, তা'র ঠিকানা নাই। শ্যামা, দোয়েল, পাপিয়া, টিয়া, শালিক, কাক এ গাছে সে গাছে উড়োউড়ি কোচ্চে আর আপনার মনে ডাক্‌চে। সেই বনটির গম্ভীর মূর্ত্তি ও অপূর্ব্ব শোভা দেখ্‌লে ভগবান্‌কে প্রণাম কোত্তে আপনা আপনি মাথা নুয়ে পড়ে। ভাগ্যধর বড় ঈশ্বরভক্ত, তাই সে সেই বনের ভিতর প্রবেশ কোরে একটা খুব বড় গোছের শিশু গাছের তলায় বোসে পোড়ে একমনে ঈশ্বরকে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লো। প্রায় আধ ঘণ্টা সময় উৎরে গেলো, তবু সে আর সেখান থেকে উঠ্‌লো না। এমন সময়ে সে সহসা বনের পশ্চিম দিকে এই গানটি শুন্‌তে পেলে—

যোগিয়া-ভৈরব—চৌতাল।

গাও রে বনবিহঙ্গ রঙ্গে সে রঙ্গনাথে।
যা'র রক্তরঙ্গ রবি-ছবি সমুদিল প্রভাতে॥
যা'র প্রভাবে স্বভাব শোভিল
নূতন উজল আলোকে ;—
আঁধার ভাগে, ভুবন জাগে
ঈশ-ভকতি-ভরা চিতে॥

ভাগ্যধর এই গানটি শুনেই তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়া'লো! সে এতক্ষণ যাঁ'কে হৃদয়ের মধ্যে পূজা কোচ্ছিলো, সেই বিশ্বরচয়িতা পরমেশ্বরের গুণগান শুনে একেবারে মোহিত হোয়ে গেলো। কোন্ ঈশ্বরভক্ত প্রাতঃকালে এমন কণ্ঠসুধা বর্ষণ কোচ্চে, জান্‌বার জন্যে সে পশ্চিম দিকে গানের শব্দ লক্ষ কোরে যেতে লাগ্‌লো। খানিক দূর গিয়েই দেখে যে, আর একজন সন্ন্যাসী ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে এই গানটি গেয়ে পূর্ব্ব দিকে আস্‌চে। সেই সন্ন্যাসীটির বয়েস আন্দাজ ৩০।৩১ বৎসর। নতুন সন্ন্যাসী ভাগ্যধরের যেরূপ বেশ, সেই সন্ন্যাসীটিরও তা'ই ; তবে বেশীর ভাগে দাড়ী গোঁফ বেরিয়েচে আর হাতে একটা কিসের পুঁটুলি আছে।

ভাগ্যধর সেই বনচারী সন্ন্যাসীকে দেখে প্রণাম কোল্‌লে। সে ব্যক্তি ভাগ্যধরকে বয়েসে ছোট দেখে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কোল্‌লে। তা'র পর ভাগ্যধর সেই সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"প্রভু, আপনি কে ?—কোত্থেকে আস্‌চেন ?—নাম কি ?"

বনচারী সন্ন্যাসী ভাগ্যধরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্‌টে প্রশ্ন কোল্‌লে, "তুমি কে ?—কোত্থেকে আস্‌চো ?—নাম কি ?"

ভাগ্যধর উত্তর কোল্‌লে,—"আমি অনাথ, পিতার মৃত্যুতে গৃহত্যাগী হোয়ে সন্ন্যাসী হোয়েচি ; বৈদ্যনাথ তীর্থ থেকে আস্‌চি ; আমার নাম ভাগ্যধর।"

ভাগ্যধরের এই কথা শুনে সেই সন্ন্যাসীটি বোল্‌লে,—"ভাই! আমিও তোমার মত অনাথ, আমার আর কেউই নাই। তা' বেস্ হোলো, আজ থেকে ঈশ্বর সাক্ষী কোরে, এস আমরা দু'জনে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। আমরা দু'জনে

সর্ব্বদা একসঙ্গে থাক্‌বো। আমি তোমাকে ছোট ভাইটির মত স্নেহ কোর্‌বো।"

তা'র এই কথা শুনে ভাগ্যধর অতিশয় আহ্লাদিত হোলো। অনন্তর, পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন কোরে ত্রিশূল বিনিময় কোর্‌লে। তা'র পর বড় সন্ন্যাসী ছোট সন্ন্যাসীকে বোল্‌লে,—"ভাই ভাগ্যধর! আজ আমি তোমার সন্ন্যাসীর উপযুক্ত একটি নাম প্রদান করি;—আজ থেকে তুমি 'সখানন্দ' নামে পরিচিত হোলে। আমার নাম 'বান্ধবানন্দ'।"

অনন্তর বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ উভয়ে মিলে সেই বনের শেষভাগে এসে উপস্থিত হোলো। সেখানে একটি শিবের মন্দির ও একটি বৃহৎ জলাশয় ছিলো। দু'জনে সেই জলাশয়ে স্নান কোরে, শিবের পূজা কোরে, ফলমূল ভক্ষণ কোল্লে। তা'র পর দু'জনে সেখান থেকে পূর্ব্বোত্তর দিকে যেতে লাগ্‌লো। বান্ধবানন্দ সখানন্দের মুখে কামরূপ যা'বার কথা আগেই শুনেছিলো।

এখন ভাগ্যধর বা সখানন্দ আর একাকী নয়, সঙ্গে পরমবন্ধু বান্ধবানন্দ। ক্রমে ক্রমে দু'জনে বড় ভাব হোলো। দু'জনেই দু'জনের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। সর্ব্বদা দু'জনের মুখে ঈশ্বরের নাম ও ধর্ম্মের আলোচনা। এইরূপে ৪।৫ দিন কেটে গেলো। অনন্তর উভয়ে আর একটা বনের ভিতর প্রবেশ কোল্লে; তখন বেলা দুপুর হোয়েচে। সখানন্দ হাজার হোক্ এখনো ছেলেমানুষ, একবারে না জিরিয়ে সটান বেশী দূর হাঁটতে পারে না। কাজেই সে ক্লান্ত হোয়ে বান্ধবানন্দকে বোল্লে,—"ভাই! একবার একটু বোসে জিরুলে ভাল হয় না? আমার পা কোমর বড় ব্যথা কোচ্চে।" বান্ধবানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হোলো। উভয়ে একটা আমলকী গাছের ছায়ায় বোস্‌লো। সখানন্দ বান্ধবানন্দের গায়ে ঠেস দিয়ে পা দু'টি ছড়িয়ে আরাম নিতে লাগ্‌লো। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে অতিশয় ক্লান্ত দেখে তা'র গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম আর অত্যন্ত জাগরণের পর নিদ্রা দু'য়েই সমান। দেক্তে দেক্তে সখানন্দ ঘুমিয়ে পোড়্‌লো। বান্ধবানন্দের কাঁধের উপর সখানন্দের মাথাটি ছিলো, ঘুমের ঘোরে নটিয়ে পোড়্‌লো। তখন বান্ধবানন্দ বন্ধুকে ঘুমন্ত দেখে মৃগচর্ম্মখানি পেতে তা'র উপর আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলে। সখানন্দ শ্রমের আনন্দে নিদ্রানন্দ ভোগ কোত্তে লাগ্‌লো। পাশে জাগ্রত বান্ধবানন্দ আমলকী গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে বোসে রোইলো।

এমন সময়ে বান্ধবানন্দের সম্মুখে অথচ খানিকটে দূরে একটি বুড়ী দেখা দিলে। তা'র মাথায় কাঠের বোঝা, হাতে লাঠি। সে সেই বনের ভিতর কাঠ ভাঙ্‌তে এসেছিলো। বুড়ী সেই কাঠের বোঝাটা মাথায় কোরে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ হোঁচোট্ খেয়ে বোঝা শুদ্ধ ধড়াস্ কোরে পোড়ে গেলো। এম্নি পড়ন পড়্‌লো যে, তা'র হোঁচোট্-খাওয়া পায়ের একখানা হাড় সোরে গেলো; বড় কন্ কন্ ঝন্ ঝন্ কোত্তে লাগ্‌লো। বুড়ী আর উঠ্‌তে পাল্লে না, কাবু হোয়ে যন্ত্রণায় চেঁচাতে লাগ্‌লো; চোকের জলে বুক ভেসে গেলো। সে তখন বান্ধবানন্দের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লো,—"বাবা ঠাকুর, আমার প্রাণ যায়, একবার এসে দয়া কোরে আমাকে ধোরে তোলো।"

বান্ধবানন্দ তখন জান্‌তে পাল্লে, বুড়ী অত্যন্ত জখম হোয়েচে। অম্নি তৎক্ষণাৎ বুড়ীর কাছে দৌড়ে গেলো। আস্তে আস্তে তা'কে তুলে বসা'লে, কিন্তু বুড়ী উঠে দাঁড়া'তে পাল্লে না। তখন বান্ধবানন্দ তা'র ভাঙ্গা পায়ের হাড়খানায় হাত দিয়ে দেখ্‌লে যে, সেখানা সোরে পোড়ে অনেকটা উঁচু হোয়ে উঠেচে। তখন বান্ধবানন্দ একবার বুড়ীর কাঠের বোঝার দিকে কি তাকিয়ে দেক্তে লাগ্‌লো; আবার একবার নিদ্রিত সখানন্দের দিকেও দৃষ্টিপাত কোল্লে। সখানন্দ তখনো নিদ্রিত।

তা'র পর বান্ধবানন্দ বুড়ীকে বোল্‌লে,—বাছা! আমি তোমার ভাঙা হাড় যোড়া দিয়ে দেবো, কিন্তু তোমাকে একটি কাজ কোত্তে হবে।" বুড়ী যাতনায় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্‌লে,—"কি কোর্‌বো, গোঁসাই?" বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—"তোমার কাঠের বোঝার ভিতর এই যে ছুটো গাছের ডাল আছে, তা' যদি আমাকে দিতে পারো, তবে আমি এখনি তোমায় আরাম কোরে দিতে পারি।" বুড়ী বোল্‌লে,—"বাবা ঠাকুর! শুধু ঐ ছুটো ডাল কেন, বোঝা-শুদ্ধ তুমি নেও, বাবা! আমার পা ভালো কোরে দাও, আমি আরো ডাল ভেঙে এনে দেবো!" বান্ধবানন্দ বুড়ীর কথায় একটু হেসে উঠে মনে মনে বোল্‌লে,—"বোঝা তো বোঝা, যে প্রাণের যন্ত্রণায় মানুষ কাতর হয়, সেই প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে চায়। যন্ত্রণার চেয়ে আর শত্রু নাই।" তা'র পর বুড়ীকে বোল্‌লে,—"বাছা তোমার বোঝায় আমার দরকার নাই, শুধু এই দু'টি গাছের ডাল চাই।" বুড়ী বোল্‌লে,—"তাই নেও ঠাকুর! উঃ, পা গেলো গো! বাবা, শীগ্‌গির ভাল কোরে দেও।" বুড়ী প্রার্থনায় সম্মত হোলে, বান্ধবানন্দ তাড়াতাড়ি আমলকী গাছের তলায় গিয়ে, যে পুঁটুলীটির কথা আগে বোলেচি, সেইটি নিয়ে আবার বুড়ীর কাছে এলো। তা'র পুঁটুলী খুলে তা'র ভিতর থেকে কি এক রকম ওষুধের গুঁড়ো বা'র কোরে বুড়ীর পায়ে ঘোষে দিলে। তৎক্ষণাৎ যেমন পা তেম্নি পা; কন্‌কনানি ঝন্‌ঝনানি কোথায় চোলে গেলো, যেখানকার হাড় সেখানে যুড়ে গেলো। তখন বুড়ী আহ্লাদে বান্ধবানন্দকে কত বার মাথা ঠুকে ঠুকে প্রণাম কোল্লে এবং সেই গাছের ডাল ছুটো বা'র কোরে দিলে। সেই ছুটো যে কি গাছের ডাল, তা' বুড়ীও জানে না, আমিও জানি না, জানে কেবল বান্ধবানন্দ সন্ন্যাসী। তা'র পর বুড়ী আবার কাঠের বোঝা নিয়ে বাড়ী চোলে গেলো। বান্ধবানন্দও সেই দু'টি ডাল নিয়ে সখানন্দের কাছে এলো। সখানন্দ এতক্ষণ বান্ধবানন্দ-সংবাদ কিছুই জান্‌তে পারে নি; কারণ সে এখনো নিদ্রিত, কিন্তু পাশ ফিরে শুয়েচে।

অনন্তর বান্ধবানন্দ সখানন্দকে জাগিয়ে বোল্লে, "ভাই! বেলা কত হোয়েচে, দেখেচো? আর না, চল এখান থেকে প্রস্থান করি।" এই বোলে দু'জনে বনের ভিতর থেকে বেরুলো। খানিক দূর যেতে যেতে সখানন্দ বান্ধবানন্দকে বোল্লে,—"বন্ধু! এ আবার কি? এ দু'টো গাছের ডাল নিয়ে কি হ'বে? মিছামিছি এ হাড়্‌পেকের বোঝা কেন?" বান্ধবানন্দ উত্তর দিলে,—"ভাই! যা'কে রাখ, সেই রাখে।" সখানন্দ আর কিছু বোল্লে না। অন্য কথা পেড়ে দু'জনে পথ চোল্‌তে লাগ্‌লো। আগে খানিক পথ গিয়ে বান্ধবানন্দ একটা মরা পাখী দেখ্‌তে পেলে। পাখীটে খুব মস্ত, তা'র ডানা দু'খানা বড় বড় কুলোর মত। দেখ্‌লে বোধ হয়, পাখীটে, যেন গরুড় পক্ষীর বংশোদ্ভূত। বান্ধবানন্দ ভেবে তৎক্ষণাৎ সেই মরা পাখীটের ডানা দু'খানা গোড়া সাপ্‌টে মুচ্‌ড়ে ভেঙে নিলে। তা' দেখে সখানন্দ বোল্লে,— "বন্ধু! আমরা সন্ন্যাসী, পাখীর ডানায় আমাদের কি হ'বে? এ দু'খানা ফেলে দাও। বান্ধবানন্দ বোল্লে,—"না, ভাই! ফেল্‌লা হ'বে না। এই তো তোমাকে খানিকক্ষণ আগে বোলেচি, যে, যা'কে রাখ, সেই রাখে।" সখানন্দ হেসে বোল্‌লে,— "তবে রাখ, ভাই!"

তা'র পর তা'রা বন থেকে বেরিয়ে একটা বড় পথ ধোরে চোল্‌তে লাগ্‌লো। সে দিনের সন্ধ্যার সময় একটা গণ্ডগ্রামে প্রবেশ কোরে একটি অতিথি-শালায় আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন কোত্তে লাগ্‌লো।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর কিছু দিন পরে বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ কামরূপ তীর্থে উপস্থিত হোলো। সেখানে ৺ কামাখ্যাদেবীর পীঠ অতি বিখ্যাত। এই পীঠ

একান্ন পীঠের অন্তর্গত একটি। তা'রা দু'জনে ভক্তিপূর্ব্বক ৺ কামাখ্যাদেবীর পূজাদি কোরে একটি ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় নিলে। সখানন্দের ইচ্ছা এই যে, কামাখ্যা তীর্থে এক মাস কাল অবস্থিতি করে। কাজেই বান্ধবানন্দকেও তা'র মতে মত দিতে হোলো। উভয়ে একসঙ্গে সেই ঠাকুরবাড়ীতে অবস্থান কোত্তে লাগ্‌লো। সেই ঠাকুরবাড়ীতে আরো ১৫।১৬ জন সন্ন্যাসী ছিলো; কিন্তু তা'রা দু'জনে তা'দের সঙ্গে না মিশে একটি আলাদা জায়গা ঠিক্ কোরে নিলে। তা'রা যে ঘরটিতে বাস কোত্তে লাগ্‌লো, সেটি বেস্ পরিস্কার ও নির্জ্জন।

এক দিন সকালবেলা বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ ঠাকুরবাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দেখ্‌লে, কামরূপ শহরের লোকগুলো আহ্লাদে উন্মত্ত হোয়েচে। সকলেই নতুন ও রঙচঙে কাপড় পোরে রাস্তার এ দিক্ ও দিক্ যাচ্চে—আস্‌চে। শহরময় আনন্দের কোলাহল। রাস্তার ধারের ছোট বড় সমস্ত দোকান ও বাড়ীগুলি ভাল ভাল রঙ্গিণ কাপড়ে, রঙ্গিণ কাগজে ও ফুলের মালায় বেস্ সাজানো হোয়েচে। ছাতগুলোর উপরে লাল নিশান উড়্‌চে। শহরটি দেক্তে বড় সুন্দর হোয়েচে। সখানন্দ আচমকা শহরের এমন ভাব পরিবর্ত্তন দেখে অবাক্ হোয়ে গেলো। ব্যাপারটা কি, জান্‌বার জন্যে সে বান্ধবানন্দকে বোল্‌লে,—'ভাই বান্ধবানন্দ! এর মানে কি?—আজ এখানে কিসের উৎসব?" বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই! তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে, তুমিও যা' ভাব্‌চো, আমিও তা'ই ভাব্‌চি। আচ্ছা, দাঁড়াও, এই শহরের একজন বাসেন্দাকে জিজ্ঞাসা করি।"

এমন সময়ে একজন বুড়োকে দেখে বান্ধবানন্দ জিজ্ঞাসা কোল্‌লে,—"মশায়, আজ এই শহরে কিসের উৎসব?" বুড়ো লোকটি বোল্লে,—"আজ আমাদের রাজকন্যে ৺কামাখ্যাদেবীর পূজো কোত্তে যা'বেন। তিনি প্রতি অমাবস্যেতে নগর ভ্রমণ কোরে দেবী দর্শন কোত্তে যান। তাঁ'র এরূপ হুকুম আছে যে, প্রতি অমাবস্যেতে শহরের সমস্ত লোক আপন আপন অবস্থানুসারে বেশ ভূষা কোর্‌বে, বাড়ী ঘর দোর দোকানপাট সাজা'বে। আজ অমাবস্যে তিথি, রাজকন্যের কালীপুজোর দিন, তা'ই আজ এই উৎসব।" তখন বান্ধবানন্দ বোল্লে,—"তিনি কখন্ রাজবাড়ী থেকে বেরুবেন?" বুড়ো লোকটি উত্তর দিলে,—"তিনি এতক্ষণ বেরিয়েচেন; বোধ হয়, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই এই পথ দিয়ে কালীমন্দিরে যা'বেন। এই পথ দিয়েই তিনি বরাবর গিয়ে থাকেন।" বুড়োটি এই কথা বোলে সেখান থেকে চোলে গেলো।

বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ রাজকন্যেকে দেখ্‌বার জন্যে সেইখানে দাঁড়িয়ে রোইলো। দেক্তে দেক্তে লোকের ভিড় হোয়ে উঠ্‌লো। এমন সময়ে "ঐ রাজকন্যে আস্‌চেন—ঐ রাজকন্যে আস্‌চেন" বোলে ভয়ানক গোল উঠ্‌লো। লোকগুলো মাঝ রাস্তা ছেড়ে দু'ধারে সোরে দাঁড়াতে লাগ্‌লো। ধাক্কার উপর ধাক্কা—গুঁতোর উপর গুঁতো। কা'রো কাপড় ছিঁড়ে গেলো—কা'রো টুপী পোড়ে গেলো—কা'রো বা পাগ্‌ড়ী এলিয়ে গেলো। কেবল হুড়োহুড়ি আর ঠেলাঠেলি। ভিড়ের মাঝে পোড়ে ছোট ছোট ছেলেগুলি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। দোকানদারেরা তাড়াতাড়ি দোকানপাট সাম্‌লাতে লাগ্‌লো। রাস্তার দু'ধারী ছাত ও বারাণ্ডার উপর পেঠাপিঠি কোরে লোক দাঁড়িয়ে গেলো।

এমন সময়ে বাজনার শব্দ উঠ্‌লো। দেক্তে দেক্তে নানা রঙের নিশান দেখা দিলে। মেয়েমানুষে নিশান ধোরেচে—মেয়েমানুষে কাড়া, নাগরা, জগঝম্প, ডম্ফ, ঢোল, কাঁসী, বাঁশী, সানাই, তূরী, ভেরী, শাঁখ বাজাচ্চে—মেয়েমানুষে নাচ্চে—মেয়েমানুষে গাচ্চে—আবার মেয়েমানুষেই বেত হাতে কোরে ভিড় সরাচ্চে। সকলেই মেয়ে। যেন চাঁদের হাট! তা'র পর

৪০টি খুব শাদা ধপ্‌ধপে ঘোড়ায় একবয়েসী সুন্দরী যুবতী খোলা তলোয়ার হাতে কোরে আস্তে আস্তে আস্‌তে লাগ্‌লো। আহা, তা'দের রূপই বা কি! যেন ৪০টি জীবন্ত পদ্মফুল! তা'রা সকলেই বাছাই করা রঙ্গিণী!—যেন এক ছাঁচে ঢালা!—বয়েস ১৬ বছর। তা'র পরেই

রাজকন্যে!

একখানি সোণার রথের উপর যেন অকলঙ্ক চাঁদের ছবি! এমন রূপ কখনো দেখি নি—দেখি নি—দেখি নি! কি বোলে যে এই অপরূপ রূপের বর্ণনা কোর্‌বো, তা' আর ঠিক্ কোত্তে পাচ্চি নি। কেউ কি কখনো রূপের গোলোক-ধাঁধা দেখেচো? যদি না দেখে থাকো, তবে একবার দু'টি চক্ষু চেয়ে রাজকন্তের দিকে তাকিয়ে দেখো। রাজকুমারীর যেমন রূপ, তেম্নি তার উপযুক্ত বেশভূষা। বোধ হয়, ৫০ লক্ষ টাকার জড়োয়া গহনা রাজকন্তের দেবদুর্লভ সুন্দর সুকুমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি জড়িয়ে ধোরে আছে! রাজকুমারীর বয়েস ১৪ বৎসর; নাম জগন্মোহিনী।—জগন্মোহিনীই বটে। রাজকন্তের দু'পাশে দু'টি ১০ বৎসরের সুন্দরী বালিকা শ্বেত চামরের বাতাস দিচ্চে, আর একটি ২০ বৎসরের যুবতী ১০০, শিকের সোণার ছাতা তাঁ'র মাথার উপর ধোরে আছে। ৪ যোড়া খুব কুচকুচে কালো তেজীয়ান্ ঘোড়া রাজকুমারীর সোণার রথ টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্চে। একটি ১৮ বৎসরের যুবতীর হাতে সেই ৮টা ঘোড়ার লাগাম ধরা রোয়েচে। তা'র পর রাজকন্তের রথের পেছোনে আবার ৪০টি শাদা ঘোড়ার উপর ৪০টি ষোড়শী যুবতী। এই ৪০টি যুবতী আর রথের সায়ের ৪০টি যুবতীর মধ্যে ইতরবিশেষ করা আমার সাধ্য নয়। বোল্‌বো কি, এই ৪০টি অপ্সরানিন্দিত ষোড়শীর কাণ্ডকারখানা এম্নি, যেন এ বলে আমাকে ছাখ্—ও বলে আমাকে ছাখ্। দর্শকদের হাজার চক্ষু, এই চাঁদের হাটের—এই রূপের বাজারের ভিতর ঢুকে যেন ভেল্কী দেক্তে লাগ্‌লো।

দর্শকদের মধ্যে বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ সন্ন্যাসী দু'জনও অবাক্ হোয়ে দেক্তে লাগ্‌লো। রাজকুমারীকে দেখে বান্ধবানন্দের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হোলো, তা' আমি বোল্‌তে পারি না; কিন্তু সখানন্দের মন বিমোহিত, বিচলিত ও ভাবান্তরিত হোয়ে গেলো। স্বপ্নে তা'র পিতার আশীর্ব্বাদের কথা মনে জেগে উঠ্‌লো। দেক্তে দেক্তে যুবতীর মেলা—রূপের গোলোকধাঁধা সেখান থেকে সোরে গেলো। তখন সখানন্দ মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লো,—"আমি কি আবার স্বপ্ন দেখ্‌লেম?"

বেলা প্রায় ৯টা বেজে গেলো। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে নিয়ে ঠাকুরবাড়ীর ভিতরে প্রবেশ কোল্লে। ভিতরে প্রবেশ কর্‌বার সময় সখানন্দ কত বার যে পিছুনপানে ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে, তা' গুণতে পারি না। অনন্তর বান্ধবানন্দ ও সখানন্দ পূজাহ্নিক সেরে ঠাকুরের প্রসাদ ভোজন কোল্লে। তা'র পর দু'জনে দু'খানি মৃগচর্ম্ম বিছিয়ে বিশ্রাম কোত্তে লাগ্‌লো। মধ্যে বান্ধবানন্দ একবার বোল্লে,—"সখানন্দ! তুমি আজ এত উস্‌খুস্ কোচ্চো কেন? অসুখ হোয়েচে কি?" সখানন্দ অন্যমনস্কতায় বান্ধবানন্দের প্রশ্নের উত্তর দিলে,—"রাজকন্তের বিবাহ হোয়েচে কি?" বান্ধবানন্দ বোল্লে—"তোমার মনের ভিতর রাজকুমারী কি এখনো খেলা কোচ্চেন্?" সখানন্দ একটু লজ্জিত হোলো; কিন্তু এ লজ্জা আর কতক্ষণ থাক্‌তে পারে?

সখানন্দ বোল্লে,—"ভাই! আমি যে দিন গৃহত্যাগী হই, সে দিন স্বপ্নযোগে আমার স্বর্গীয় পিতা আমাকে বোলেছিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি একটি রাজকন্তে লাভ কর।" সেই স্বপ্নের কথা আজ আমার মনকে অত্যন্ত চঞ্চল কোরে তুলচে। এই রাজকুমারীকে দেখে অবধিই আমি কি যেন কি হোয়ে উঠেচি।" এই কথা শুনে বান্ধবানন্দ একটু হেসে বোল্লে,—

"যদি স্বপ্নের কথা সব সত্য হোতো, তা' হোলে এই পৃথিবীতে প্রতিদিন কত ভিখারী রাজা আর কত রাজা ভিখারী হোতো—কত পাপী ধার্ম্মিক আর কত ধার্ম্মিক পাপী হোতো—কত পুরুষ স্ত্রী আর কত স্ত্রী পুরুষ হোতো। তুমিও যেমন, ভাই! ও সব কথা আর ভেবো না। চল, এখন আমরা দু'জনে মিলে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে একটু স্বভাবের শোভা দেখে ঈশ্বরের গুণগান করি গে।" সে সখানন্দকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে এই কথা বোল্লে। তখন সখানন্দ আবার কি ভেবে বোললে,—"আচ্ছা, চল।" তা'র পর দু'জনে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গমন কোল্লে। এখন বেলা প্রায় ১টা বেজেচে।

অনন্তর উভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে উপনীত হোয়ে চার দিকের শোভা দেখ্তে লাগ্লো। বান্ধবানন্দের নয়ন মন উভয়ই স্বভাবের শোভায় আকৃষ্ট হোলো। কিন্তু সখানন্দের নয়ন বাহ্য শোভার উপর ঘুর্তে লাগ্লো বটে, কিন্তু সেই অনুপমা রাজকন্যের রূপমাধুরীর সুধা সমুদ্রে ভাস্তে লাগ্লো। বান্ধবানন্দ তা' বুঝ্তে পাল্লে।

এমন সময়ে সেখানে একটি বুড়ী এসে উপস্থিত। সখানন্দ সেই বুড়ীকে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"হাঁগা বাছা! তুমি কি কামরূপের লোক?" বুড়ী বোল্লে,—"আমরা চার পুরুষ এই কামরূপে বাস কোচ্চি।" তখন সখানন্দ বোল্লে,—"আচ্ছা, তুমি বোল্তে পারো, তোমাদের রাজার ক'টি ছেলে আর ক'টি মেয়ে?" বুড়ী বোল্লে,—"আমাদের রাজার আদপে ছেলে হয় নি, কেবল একটি মেয়ে।" সখানন্দ বোল্লে,—"মেয়েটির বিবাহ হোয়েচে কি?" তখন বুড়ী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লে,—"আর, বাবা! সে দুঃখের কথা বলো কেন? রাজকন্যের কপালে বিধেতা বিয়ে লেখেন নি। কে জানে, এমন রূপসী মেয়ে রাক্কুসী হ'বে!"

বুড়ীর এই কথা শুনে যুগল সন্ন্যাসীই একটু বিস্মিত হোলো। পরে সখানন্দ বোল্লে,—"সে কি, এমন রূপসী রাক্ষসী? আমি এর মানে বুঝ্তে পাচ্চি নি। যদি বল্বার কোনো বাধা না থাকে, তবে তুমি খুলে বোলে আমাদের কৌতূহল নিবারণ কর।" তখন বুড়ী বোল্লে,—"ওগো, খুলে আর বোল্বো কি মেয়েটা ডাইনী—ডাইনী। ও যে কত রাজপুত্তুরকে মেরে ফেলেচে, তা' আর বল্বার নয়। রাজা ওর বিয়ে দিতে চান, কিন্তু ঐ ডাইনীর সর্ব্বনেশে পণ এম্নি যে, বাপের কথায় বিয়ে কোর্ত্তে চায় না।" সখানন্দ শশব্যস্তে বোল্লে—"কেন—কেন?" বুড়ী উত্তর দিলে,—"ওর তিনটে প্রশ্ন আছে, যে সেই তিনটের উত্তর দিতে পারবে, ও তা'কে বিয়ে কোর্বে।" সখানন্দ বোল্লে—"সে প্রশ্ন তিনটে কি?" বুড়ী বোল্লে,—"ও তা' কি আর খুলে বলে? কি জানি, কি তিনটে কথা মনে মনে ভেবে পাত্তরকে বলে, 'বল, আমি কি মনে ভেবেচি?' বাবা! মানুষের মনের কথা কি কেউ বোল্তে পারে? কাজেই কেউ উত্তর দিতে পারে না। আর অম্নি তা'কে গাছে লোট্কে মেরে ফেলে। কত শত রাজপুত্তুর—কত শত অন্যি লোক ঐ ডাইনীর চক্রে পোড়ে মোরে গেচে। আমাদের রাজকন্যে রূপের মাকড়সার জাল আর পাত্তররা মাচি;—পোড়লে আর রক্ষে নেই। আমাদের রাজা দেবীবর সিংহ ঐ মেয়ের জ্বালায় জ্বালাতন হোয়েচেন।" বুড়ী এই কথা বোলে ব্রহ্মপুত্র নদের জলে স্নান কোরে আপনার বাড়ী চোলে গেলো।

বুড়ীর সঙ্গে সখানন্দের যতগুলি কথা হোলো, বান্ধবানন্দ এতক্ষণ নীরব হোয়ে তা' শুনছিলো। এই বার সে সখানন্দকে বোল্লে,—"কেমন, ভাই! রূপসী রাজকন্যের কাণ্ডকারখানাটা শুনলে তো? আর তোমার সে রূপের ভাবনা ভেবে কাজ নি। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, আমাদের স্ত্রীলোকের রূপচিন্তার চেয়ে ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা করাই উচিত।" এই বোলে বান্ধবানন্দ ঘাটের চাদনীতে বোস্লো। সখানন্দ তা'র সাম্নে উপবিষ্ট

হোলো। খানিকক্ষণ পরে সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! আমি তো তোমারই মতে চোল্‌চি, ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা কোত্তে গেলে স্ত্রীলোকের রূপচিন্তা যে আপনা আপনি এসে পড়ে। আমার বিবেচনায় সুন্দরী রমণীর রূপ-মাধুরী ঈশ্বরের মহিমার সর্ব্বপ্রধান উদাহরণ।" বান্ধবানন্দ নিরুত্তরে একটু হেসে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। খানিক পরে আবার সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই! তুমি যদি রাগ না কর, তবে আমি তোমাকে একটি কথা বলি।" বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—"বল, ভাই।" তখন সখানন্দ বোল্‌লে,—"আমি রাজকন্তের তিনটি মনোগত প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা শোন্‌বামাত্র বান্ধবানন্দ বিমর্ষ হোয়ে বোল্‌লে,—"ভাই সখানন্দ! আমি তোমার এই কথায় রাগ কোল্‌লেম না বটে, কিন্তু বড় দুঃখিত হোলেম। যে রাজকন্তে এই অল্প বয়সেই শত শত লোকের প্রাণবধ কোরেচে, তুমি জেনে শুনে কোন্ সাহসে তা'র মারাত্মক প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে কোচ্চো? ভাই! আমার কথা শোনো, সেই পুরুষঘাতিনী মায়াবিনী ডাকিনীর আশা ত্যাগ কর। তুমি জান না, তাই রাজকুমারী লাভের বাসনায় সহসা উৎকণ্ঠিত হোয়েচো; কিন্তু আমি খুব জানি, কামরূপ কামিখ্যে বড় ভয়ানক স্থান, এখানকার রমণীরা মন্ত্রময়ী মায়াবিনী, পুরুষের রক্তে তা'রা তন্ত্র মন্ত্র সাধন করে। তুমি সেই যাদুকরীকে ভুলে যাও।"

বান্ধবানন্দের এইরূপ বিভীষিকাপূর্ণ বাক্য শুনেও সখানন্দের মন টোল্‌লো না। বরং সে বোল্‌লে,—"ভাই! যত্ন কোল্লে কি না হয়? আর দেখ, এক দিন তো মোত্তে হ'বেই। যদি রাজকন্তের হাতে আমার মৃত্যু লেখা থাকে, তা' কিছুতেই এড়ানো যা'বে না। আর যদি এই উপলক্ষে আমার কপালে রাজকন্তে-লাভ থাকে, তা'ও কেউ খণ্ডা'তে পার্‌বে না। রাজকন্তেকে দেখে অবধিই আমার স্বর্গীয় পিতার স্বপ্নের কথা পলকে পলকে মনে জেগে উঠ্‌চে। ভাই! তুমি আমার এই কার্য্যে সম্মত হও।"

বান্ধবানন্দ সখানন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখে মনে মনে খানিকক্ষণ কি ভাব্‌লে। তা'র পর বোল্লে,—"আচ্ছা, ভাই! তবে তুমি তোমার ইচ্ছা-মত কাজ কর, আমি আর বাধা দেবো না, কিন্তু আমি বড় দুঃখিত হোলেম। যা' হোক্, তুমি প্রথমে এক কাজ কর। কা'ল সকালে রাজকুমারীর পিতার সঙ্গে এক বার সাক্ষাৎ কোরে তাঁ'র মনের কথা জেনে এসো। সাবধান, কা'লই যেন হঠাৎ রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছুক হোয়ো না। আমার আদেশ ব্যতীত যদি তুমি রাজকন্তের প্রশ্নের উত্তর দাও, তবে তোমাকে আমার মাথার দিব্যি।"

সখানন্দ বান্ধবানন্দের কথায় সম্মত হোলো। কিন্তু বোল্‌লে,—"ভাই! আমাকে রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পরে তোমাকে আদেশ কোত্তেই হ'বে।" অনন্তর উভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর থেকে বাসাবাড়ী ঠাকুরবাড়ীতে ফিরে এলো। দু'জনেই অকুল চিন্তাসাগরে মগ্ন।

বিনা নিদ্রায় উভয়ের রাত্রি প্রভাত হোলো। সকাল বেলা দু'জনেই উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ কোল্লে। তা'র পর সখানন্দ বান্ধবানন্দের আদেশ নিয়ে রাজসভায় প্রস্থান কোল্লে।

মহারাজ দেবীবর সিংহ রাজসভায় বার দিয়ে বোসে আছেন। সভ্যগণ যথাস্থানে বোসেচেন। রাজকার্য্যের আলোচনা চোল্‌চে। রাজসভাটি দেক্তে বড় সুন্দর। একটি একটি কোরে রাজ-সভার বিষয় বোল্‌তে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় বোলে, তা'তে নিরস্ত হোলেম।

কিয়ৎকাল পরে যুবসন্ন্যাসী সখানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলো। রাজা সন্ন্যাসীর উপযুক্ত সমা-দর কোল্লেন। তা'র পর জিজ্ঞাসা কোল্লেন, সখা-নন্দ সন্ন্যাসী কি মনে কোরে রাজসভায় সমাগত। সখানন্দ রাজপ্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিলে,—"মহা-রাজ! যদিও আমি সন্ন্যাসী, তথাপি আমার ইচ্ছা

যে, আপনার অবিবাহিতা কন্যার তিনটি প্রশ্নের উত্তর করি।"

মহারাজ দেবীবর সখানন্দের এরূপ কথা শুনে বড় দুঃখিত হোলেন। একজন সন্ন্যাসী রাজকন্তের প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হোয়েচে বোলে কি রাজার দুঃখু হোলো?—না, তা' নয়। এমন সুন্দর যুবসন্ন্যাসী তাঁ'র কন্যারূপিণী ডাকিনীর হস্তে মারা যা'বে বোলেই তিনি দুঃখিত হোলেন। অনন্তর তিনি সখানন্দকে অনেক বুঝুলেন, কিন্তু সখানন্দ কিছুতেই মত ফিরুলে না। সভাসদগণও নানা রকমে তা'কে বুঝুতে লাগ্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। তখন রাজা সখানন্দের মুখপানে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কোর্‌লেন। সখানন্দ অধোমুখে রোইলো।

অনন্তর মহারাজ দেবীবর সিংহ খানিকক্ষণ কি ভেবে, সখানন্দকে বোল্‌লেন,—"তুমি আমার সঙ্গে এসো।" এই বোলে সভাভঙ্গ কোরে, সভ্যগণকে বিদায় দিয়ে, তিনি সখানন্দকে নিয়ে কোথায় চোলে গেলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহারাজ দেবীবর সিংহের রাজভবনের দিশ্ পিশ্ নাই—এত বড়। কুড়ি মহল রাজবাড়ী। তা'রই ভিতরের এক মহলে একটি সুবিস্তৃত উপবন। সেই উপবনে রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। উপবনটি যেন ইন্দ্রের নন্দন কানন; কিন্তু তেমন হোলে কি হ'বে? উপবনের একটা বড় দোষ। সেটাকে দোষও বলা যায়—বিভীষিকাও বলা যায়। এখানে সেখানে বড় বড় গাছে শত শত কঙ্কাল (হাড়ের মানুষ) ঝুলুচে। রাজকন্তে যেমন সুন্দরী, তাঁ'র বাগানটিও তেম্নি সুন্দর; কিন্তু এমন সৌন্দর্য্যের মধ্যে কেন এমন বিভীষিকা? তা' বোল্‌বো কেমন কোরে?

রাজকুমারী সখীদের সঙ্গে মিলিত হোয়ে একটি কুসুমকুঞ্জে গান বাদ্য কোচ্ছিলেন। কুসুমকুঞ্জ থেকে যেন অমৃতের স্রোত বোচ্ছিলো।

এমন সময়ে মহারাজ দেবীবর সিংহ সখানন্দের হাত ধোরে সেই উপবনে প্রবেশ কোল্লেন। রাজা সখানন্দকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"এ বাগানটি দেক্‌চে কেমন?" সখানন্দ বোল্লে,—"এমন বাগান আমি আর কখন দেখি নি। এখানে হর্ষবিষাদ দুইই আছে। বাগানের অপূর্ব্ব শোভা আমার হর্ষের কারণ, আর এই সকল কঙ্কাল আমার বিষাদের হেতু। "মহারাজ! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হোলেম। কেন এ গাছে সে গাছে এত মড়া মানুষ ঝুল্‌চে?" রাজা বোল্‌লেন,—"তুমি এই যে সব কঙ্কাল দেখ্‌চো, এ সব আমার কন্যার দুষ্কীর্ত্তি। যা'রা বিবাহার্থী হোয়ে এসে আমার রাক্ষসী কন্যার কাছে প্রশ্নের উত্তর দানে পরাস্ত হোয়েচে, তা'রাই মৃত্যুদণ্ড ভোগ কোরে, এই দেখ, ঝুল্‌চে। তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কোর্‌বে বোলে অত্যন্ত উৎসুক হোয়েচো, সেই জন্য আমি তোমাকে এইখানে আন্‌লেম।—এখন বল, আরো কি বিবাহের ইচ্ছা আছে?"

সখানন্দ রাজমুখে এইরূপ শুনে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হোয়ে রোইলো। এক এক বার কঙ্কালগুলোর দিকে, এক এক বার অন্য দিকে চেয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। রাজা দেবীবর একদৃষ্টে সখানন্দের মুখের ভাব দেক্‌তে লাগ্‌লেন। এ দিকে উভয়ের কর্ণকুহরে কুসুমকুঞ্জের সঙ্গীতধ্বনি প্রবেশ কোত্তে লাগ্‌লো, কিন্তু তা'তে উভয়ের মন ছিল কি না, তা' আমি বোল্‌তে পারি না। অনন্তর, রাজা সখানন্দকে বোল্লেন,—"কেন বৃথা প্রাণ হারা'বে? চল, এই বার আমরা ফিরে যাই। আমি বোধ করি, এতক্ষণে তোমার মনের উৎকণ্ঠা দূর হোয়েচে। রাক্ষসীর পাণিগ্রহণে আর তোমার ইচ্ছা নাই,—কেমন?"

সখানন্দ হতাশ হ'বার পাত্র নয়; কারণ, তা'র মূলমন্ত্র "মন্ত্রের সাধন কি'বা শরীর পতন।"

মোতে হয় সেও ভাল, তবু রাজকুমারী লাভের প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কোরলে না। তখন সে রাজাকে বোল্লে, মহারাজ! ভাগ্যে যা'র যা' আছে, তা' অবশ্যই ঘোট্‌বে। আমি এক বার আপনার কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।" রাজা বোল্‌লেন,—"এত-তেও তোমার উন্মত্ত মন সুস্থির হোলো না? কেন সে পিশাচীকে দেক্তে ইচ্ছা কোচ্চো? আর কাজ নাই, চল ফিরে যাই।" তবু সথানন্দ রাজী হোলো না। তখন রাজা আর কি করেন, সথানন্দকে নিয়ে কুসুমকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন।

রাজকুমারী সহসা পিতাকে দেখে সখীদের সঙ্গে উঠে দাঁড়া'লেন। সঙ্গীত বন্ধ হোলো। রাজকুমারী পিতাকে প্রণাম কোল্লেন; সখীরাও তদনুসারিণী হোলো। অনন্তর রাজকুমারী মহা-রাজকে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে উপবনে আস্‌বার কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন। রাজা আদ্যোপান্ত সমস্ত বোল্‌তে লাগ্‌লেন। এই সময়ে সথানন্দ রাজার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর অলৌকিক রূপরাশি ও মুখশোভা দেক্তে লাগ্‌লো। বাঁধুনির উপর বাঁধুনি পোড়্‌লো।

পিতার প্রমুখাৎ সমস্ত কথা শুনে রাজকুমারী এক বার সথানন্দের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন। যেন চুম্বকের আকর্ষণে সথানন্দের প্রাণ মন আ-কর্ষিত হোয়ে রাজকুমারীর নয়নের কোণে লেগে গেলো। অনন্তর রাজকুমারী সথানন্দকে বোল্‌-লেন,—"আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পাল্লে তুমি অবশ্যই কৃতকার্য্য হ'বে, নতুবা অন্য সকলের যে দশা তোমারও সেই দশা।" সথানন্দ বোল্‌লে,—"রাজকুমারি! হয় আমা হ'তে মনুষ্যগণের প্রাণ রক্ষা পা'বে, নয় আমারও বাতাসের প্রাণ বাতাসে মিশা'বে—এই আমার পণ। চির দিন সমান যায় না বোলেই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হোয়েছি, নতুবা দিতাম না।"

সথানন্দের এইরূপ কথা শুনে, রাজা কি ভাব্‌-লেন, রাজকুমারী কি ভাব্‌লেন, আর সখীরাও কি ভাব্‌লে। অনন্তর রাজকুমারী সথানন্দকে বোল্লেন,—"তিন দিনে আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'বে। কা'ল প্রাতে প্রশ্নের প্রথম দিন। তুমি রাজ-সভায় এসে উত্তর দিও। কেমন, সম্মত আছ?" সথানন্দ বোল্‌লে,—"সম্মত আছি।" রাজকুমারী বোল্লেন,—"তবে এই কাগজে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে নিজের নাম স্বাক্ষর কর।" রাজকুমারীর এই কথা শুনে, রাজা সথানন্দকে আবার অনেক কোরে বুঝতে লাগ্‌লেন; কিন্তু সথানন্দ নিজের পণ ভুল্লে না। প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরে দিলে।

অনন্তর রাজার সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে চোলে গেলো।

সপ্তম অধ্যায়।

এ দিকে ঠাকুরবাড়ীতে বান্ধবানন্দ, সথানন্দের আস্‌তে বিলম্ব দেখে নানাপ্রকার চিন্তায় অস্থির হোয়ে উঠ্‌লো। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কি সর্ব্বনাশ ঘোটিয়েচে না কি হোয়েচে, এইরূপ সাত পাঁচ ভেবে বান্ধবানন্দের মন অত্যন্ত চঞ্চল হোয়ে উঠ্‌লো। এমন সময়ে সথানন্দ উপস্থিত। তা'কে দেখে বান্ধবানন্দ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে, হাত ধোরে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে,—"সখা! তুমি এমন নির্ব্বোধ, এত দেরি কোত্তে হয় কি? আমি একবারে অস্থির হোয়ে উঠেছিলেম। ভাব্‌ছিলেম, না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘোটিয়েচো। যা' হোক্, এখন বল দেখি, ব্যাপারটা কি?"

সথানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই! আমি কা'ল সকালে রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দেবো বোলে এসেচি, তিন দিনে তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'বে।" এই বোলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা একে একে বোল্‌তে লাগ্‌লো। বান্ধবানন্দ একমনে সমস্ত শুন্‌তে লাগ্‌লো। সমস্ত কথা শেষ হোলো।

তা'র পর বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—ভাই! কঙ্কাল দেখেও কি তোমার চৈতন্য হোলো না? কাজ নাই আর, রাজকুমারীর আশা ত্যাগ কর,—

এখনো ত্যাগ কর। রাজকুমারী ছাড়া আর কি সুন্দরী নাই?" সখানন্দ বোল্লে,—"জানি, একটি বাগানে জাতী, যূথী, মল্লিকা, চাঁপা, বেল প্রভৃতি অনেক সুন্দর ফুল আছে বটে, কিন্তু গোলাপ সকলের চেয়ে মনোহর।" বান্ধবানন্দ বোল্‌লে,—"মনোহর হোলে হ'বে কি!—কাঁটায় সর্ব্বনাশ করে যে!" সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! তুমি যা'ই বলো, কিন্তু আমি রাজকুমারী বই আর কা'কেও সুন্দরী দেখি না—আমি তাঁ'র প্রশ্নের উত্তর দেবো।" এই বার বান্ধবানন্দ বিরক্তির সহিত বোল্‌লে,—"না, তা' কখনই হ'বে না। আমি জীবিত থাকতে, জেনে শুনে তোমায় মোত্তে দেবো না। তুমি কি ছেলেমানুষ!" সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই! আমি প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরে দিয়ে এসেচি।" বান্ধবানন্দ বোললে,—"কিসের প্রতিজ্ঞাপত্র?" সখানন্দ বোল্‌লে,—"রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দেবার।"

এই কথা শুনেই বান্ধবানন্দ যেন একবারে বজ্রাহত হোয়ে পোড়্‌লো। বিষাদে অন্তঃকরণ আকুল হোয়ে উঠ্‌লো। সমস্ত প্রাণের সঙ্গে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পোড়্‌লো। বান্ধবানন্দ অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ হোয়ে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। সখানন্দ অধোবদনে বোসে রোইলো। এইরূপে নীরবে উভয়ের অনেকক্ষণ কেটে গেলো।

তা'র পর বান্ধবানন্দ বোল্লে,—"ভাই সখানন্দ! বাস্তবিক তুমি ছেলেমানুষ, বড় অন্যায় কাজ কোরেচো। যা' হৌক্, চল, এখন আমরা এখান থেকে অন্য তীর্থে প্রস্থান করি। আমি জেনে শুনে তোমাকে মৃত্যুমুখে পাঠা'তে পার্‌বো না।" সখানন্দ বোল্লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! আমি যে কালে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর কোরেচি, সে কালে আর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এখান থেকে যেতে পার্‌বো না। কেন তুমি ভয় দুঃখ কোচ্চো? মা কামাখ্যাদেবীর আশীর্ব্বাদে আর তোমার আশীর্ব্বাদে আমি কেন কৃতকার্য্য হবো না? ভাই! আমি তোমার পায়ে ধোরে বোল্‌চি, তুমি আমার উপর রাগ কোরো না। দয়া কোরে সম্মত হও।"

তখন বান্ধবানন্দ সখানন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখে আর কিছু বোল্‌লে না—কেবল মনে মনে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। অনন্তর অনেকক্ষণের পর বোল্‌লে—"ভাই সখানন্দ! আর কি বোল্‌বো, যা' ভাল বোঝো, তা'ই করো। মা কামাখ্যাদেবী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" ঐই বোলে সে আবার বোল্‌লে,—"চল, এখন দু'জনে মিলে মা কামাখ্যাদেবীর পূজো করি গে।" সখানন্দ সম্মত হোলো। তৎক্ষণাৎ উভয়ে মিলে কামাখ্যার মন্দিরে প্রস্থান কোল্লে। সেখানে গিয়ে দু'জনে অনেকক্ষণ দেবীর পূজো কোরে আবার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গেলো। উভয়ে ব্রহ্মপুত্রেরও পূজো কোল্‌লে। পূজো হোয়ে গেলে বান্ধবানন্দ কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মপুত্রকে প্রণাম কোরে বোল্‌লে,—"হে দেব! তোমার পবিত্র স্রোতে যেমন সমস্ত বিঘ্নবাধা অতিক্রম কোরে বরাবর চোলে যাচ্চে, তেম্নি আমার প্রাণের সখা সখানন্দও যেন কা'ল রাজকুমারীর মনোগত প্রশ্নের সমস্ত বিঘ্নবাধা ভেঙে কৃতকার্য্য হয়।" এই বোলে আবার প্রণাম কোল্‌লে। সখানন্দও প্রণাম কোল্‌লে।

অনন্তর উভয়ে কামাখ্যা তীর্থের অন্তর্গত সমস্ত দেবদেবীর নিকট গিয়ে ভক্তিভরে পূজো কোত্তে লাগ্‌লো। এইরূপে তা'দের সমস্ত দিন অতিবাহিত হোয়ে গেলো। সখানন্দ এখানে সেখানে বান্ধবানন্দের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বড় শ্রান্ত হোয়ে পোড়্‌লো। তা'র পর সন্ধ্যার সময় আবার উভয়ে কামাখ্যাদেবীর আরতি দর্শন কোরে বাসায় ফিরে এলো। আস্‌বার সময় বান্ধবানন্দ সখানন্দকে অগ্রে বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে খানিকক্ষণ পরে এলো। এই সময়ের মধ্যে সে একটা জঙ্গলের ভিতর এক বার গিয়েছিলো। বোধ হয়, কোন বিশেষ দরকার ছিলো।

অগ্রে সখানন্দ বাসায় এসে একখানি কম্বল পেতে শুয়ে পোড়্‌লো। হেঁটে হেঁটে আর ভবি-

ষ্যৎ ভাবনা ভেবে তা'র শরীর মন বড় কাতর হোয়েছিলো। সে এইরূপে খানিকক্ষণ শুয়ে আছে, এমন সময়ে বান্ধবানন্দ বাসায় উপস্থিত হোলো।

এখন সন্ধ্যে উৎরে গিয়ে খানিক রাত্রি হোয়েচে। বান্ধবানন্দ সখানন্দকে বোল্লে,—"সখা! উঠে কিছু খাও।" সখানন্দ বোল্লে,—"আমার ক্ষুধা নাই, গা হাত পা বড় কাম্ড়াচ্চে—নিদ্রা আস্চে না—শরীর বড় গরম হোয়েচে।" তা'র এই কথা শুনে বান্ধবানন্দ বোল্লে,—"আজ বড় হেঁটেচো, তাই এত কষ্ট—তাই শরীর এত গরম—তাই ঘুম হোচ্চে না। আচ্ছা, এক কাজ কর, একটু মিছরির সরবৎ খাও, তা' হোলে শরীর বেস্ ঠাণ্ডা হ'বে,—খুব ঘুমও হ'বে। সরবৎ তোয়ের কোরে আন্‌বো কি? সখানন্দ বোল্লে,—"আনো।"

তা'র পর বান্ধবানন্দ তুম্বী কোরে জল আর একটা পিতলের ছোট ঘটী নিয়ে ঘরের দাওয়ায় গেলো। যা'বার সময় একটা ঝুলী থেকে খানিকটে মিছরি বা'র কোরে নিলে। মিছরি শীগ্‌গির গোলে যা'বে বোলে, খুব ছোট ছোট টুক্‌রো কোরে নিলে। তা'র পর পিতলের ঘটীতে খানিক্‌টে জল ঢেলে মিছরির টুক্‌রোগুলো ফেলে দিলে। যথাসময়ে মিছরির টুক্‌রোগুলো বেস্ গোলে গেলো। তা'র পর বান্ধবানন্দ মিছরির সরবৎ তুম্বী আর ঘটীতে ঢাল-উপুড় কোরে কোরে একখানি কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে ছেঁকে নিলে। বেস্ পরিষ্কার সরবৎ তোয়ের হোলো। তা'র পর সখানন্দ ট্যাক্ থেকে গোটাকতক কিসের পাতা বা'র কোরে, তা'তে একটু জলের ছিটে দিয়ে, হাতে হাতে রোগ্‌ড়ে, খানিক রস বা'র কোল্লে। সেই রস ফোঁটাকতক মিছরির সরবতে মিশিয়ে দিয়ে আবার ঢাল-উপুড় কোত্তে লাগ্‌লো। তা'র পর সেই পাতার ছিব্‌ড়েগুলো সেখানে থেকে একটা লুকোনো জায়গায় ফেলে দিলে। সখানন্দ ঘরের ভিতর শুয়েছিলো, সে বান্ধবানন্দের এই কাণ্ডকারখানা কিছুই জান্‌তে পাল্লে না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, বান্ধবানন্দ মিছরির সরবতে কি গাছের পাতার রস মিশিয়ে দিলে? সখানন্দ বান্ধবানন্দের কথা রক্ষে করে নি বোলে কি বান্ধবানন্দের মনে শাত্রবানন্দের'ভাব উপস্থিত হোলো? বান্ধবানন্দের মুখে মধু, পেটে বিষ কি? কাজেও মিছরির মধুর সরবতে বিষপাতার রস মিশুলে কি?—ঈশ্বর জানেন।

অনন্তর বান্ধবানন্দ মিছরির সরবৎ সখানন্দকে খেতে দিলে। সখানন্দ সমস্তটা খেয়ে ফেল্‌লে। খানিকক্ষণ পরে সখানন্দ বান্ধবানন্দকে বোল্‌লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! বাস্তবিক মিছরির সরবতের বেস্ ঠাণ্ডা গুণ—আমার ঘুম আস্চে।" বান্ধবানন্দ বোল্লে,—"তবে ঘুমাও।" সখানন্দ আবার কম্বলের উপর শুয়ে পোড়্‌লো। দেক্তে দেক্তে সখানন্দ গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হোয়ে পোড়্‌লো। আর নড়া চড়া বা শব্দ সাড়া কিছুই নাই। গভীর নিদ্রা।

এইরূপে রাত্রি প্রায় দুপুর হোয়ে গেলো। সখানন্দ নিদ্রায় অচেতন, কিন্তু বান্ধবানন্দের চক্ষে নিদ্রার নামটিও নাই। সে বরাবর জেগে জেগে কি ভাব্‌ছিলো, আর এক এক বার সখানন্দের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিলো।

অনন্তর বান্ধবানন্দ জাগা'বার জন্যে সখানন্দকে ডাক্তে লাগ্‌লো, কিন্তু সাড়া নাই। শেষে সে তা'র গায়ে হাত দিয়ে ঠেল্‌তে লাগ্‌লো, তবুও সাড়া নাই। তখন বান্ধবানন্দ আপনা আপনি বোল্‌লে,—"পাতার গুণ আছে বটে।"

কি সর্ব্বনাশ!—এ কি কথা! ও বান্ধবানন্দ! তুমি কি কোল্‌লে! সখানন্দ যে তোমার বড় অনুগত! আহা, ছেলেমানুষ! তোমা বই যে তা'র সহায় সম্পত্তি নাই! তুমি ওকে ও কি খাওয়ালে! কি সর্ব্বনাশ!—চেতনা নাই যে!

অনন্তর বান্ধবানন্দ যখন দেখ্‌লে যে, সখানন্দের কিছুমাত্র চেতনা নাই, তখন সে সেই পাখীর ডানা দু'খানা নিজের পিঠে খুব কোসে

বেঁধে ফেল্লে। বেঁধে, বুড়ীর কাছ থেকে যে গাছের ডাল নিয়েছিলো, তা'ই হাতে কোরে নিয়ে, বাইরে বেরিয়ে এলো। ঠাকুরবাড়ী নিষুতি—রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ কোচ্চে। বান্ধবানন্দ ঠাকুরবাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে পিঠ-বাঁধা পাখার উপর ভর দিয়ে আকাশে উড়ে পড়্লো। দেক্তে দেক্তে রাজকুমারীর বাগানের দিকে উড়ে গেলো। খানিকক্ষণ পরে বাগানে উপস্থিত হোয়ে রাজকুমারীর নিদ্রামন্দিরের ছাদে নাম্লো।

অষ্টম অধ্যায়।

রাজকুমারী তেতালার উপর একখানি সুন্দর ঘরের ভিতর সোণার খাটে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। খাটখানি যেন সরোবর—রাজকুমারী যেন নলিন। রেতের বেলায় পদ্মফুল পাপ্‌ড়ী বুজে থাকে, রাজকুমারীও চক্ষু দু'টি বুজে ঘুমুচ্ছিলেন। রাজকুমারীর সখীরা ফুলের পাখায় বাতাস কোচ্ছিলো, কেউ বীণা বাজাচ্ছিলো; কিন্তু রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়াতে, তা'রাও, যে যেখানে ছিলো, সে সেইখানে ঘুমিয়ে পোড়েছিলো। রাজকুমারীর ঘুমঘরের চাদ্দিকেই সুবিস্তীর্ণ ছাদ। সেই ছাদের উপর নানা রকম সুগন্ধ ফুলের সারি সারি টব। মৃদুল সমীর সেই সব ফুলের সুবাস লুটে রাজকুমারীর ঘরে ঢুকে ঘর তর্ কোরে দিচ্ছিলো।

বান্ধবানন্দ অবাক্ হোয়ে, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, জানালার ভিতর দিয়ে সেই মনোমোহিনী ছবি দেক্তে লাগ্‌লো। এক এক বার বান্ধবানন্দের মুখ চোকের ভাব যেন বোদ্‌লে যেতে লাগ্‌লো—এক এক বার সে যেন উড়ু উড়ু কোরে উড়ে যেতে চায়, আবার অমি থোম্‌কে দাঁড়ায়—এক এক বার সে কি বোল্‌বো বোল্‌বো করে, আবার তৎক্ষণাৎ চুপ্ মেরে যায়। এইরূপে সে খানিক ক্ষণ ইতস্ততঃ কোরে, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আপনা আপনি আস্তে আস্তে বোল্লে,—"উঃ এমন ফুটন্ত ফুলেও প্রাণান্তক বিষমুখ কীট রে! ভাল, দেখি, ভগবানের ইচ্ছায় এ কীট নষ্ট হয় কি না। কিন্তু বড় বিষম কাণ্ড!" এই বোলে আবার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে।

এমন সময়ে রাজকুমারী হঠাৎ জেগে উঠে খাটের উপর বোস্‌লেন। বোসে পদ্মহস্তে আস্তে আস্তে ইন্দীবরবিনিন্দিত চোক দু'টি, রগড়া'তে লাগ্‌লেন। যে যুবতীটি ঘরময় গোলাপজল ছিটুচ্ছিলো, সে তৎক্ষণাৎ একটি ফুলকাটা সোণার বাটিতে খানিকটে গোলাপজল ঢেলে এক হাতে ধোরে এবং একখানি সুগন্ধময় ভাল রেশমী রুমাল আর এক হাতে নিয়ে রাজকুমারীর সাম্নে দাঁড়ালো। রাজকুমারী গোলাপজলে চোক মুখ ধুয়ে রুমালে বেস্ কোরে মুছে ফেল্লেন। তা'র পর সহচরী যুবতীদের বোল্লেন—"তোমরা এতক্ষণ আমাকে না জাগিয়ে ভাল কাজ কর নাই। যা' হোক, এখন রাত্রি কত হোয়েচে?" একটি যুবতী বোল্লে,—"দুপুর হোয়ে গেচে।"

রাজ।—অ্যাঁ, সে কি, রাত দুপুর হোয়ে গেচে! কি সর্ব্বনাশ! শীগ্‌গির দ্যাও—শীগ্‌গির দ্যাও!

রাজকুমারীর হঠাৎ এরূপ ত্রস্তভাব দেখে সেই যুবতীটি আবার বোল্লে,—"কি কর্‌বো আজ্ঞে করুন্।"

রাজ।—শীগ্‌গির আমার কালো পোশাক আনো।

তৎক্ষণাৎ এক সেট অপূর্ব্ব কালো পোশাক আনা হোলো। যুবতীরা সকলে মিলে রাজকুমারীকে বেস্ কোরে সেই পোশাক পোরিয়ে দিলে। কেবল মুখখানি আর দু'হাতের আঙুল ক'টি দেখা যেতে লাগ্‌লো। যেন কালো মেঘের ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আর দশটি ছোট তারা রূপ দেখা'তে লাগ্‌লো। বাস্তবিক বড় চমৎকার শোভা হোলো।

বান্ধবানন্দ নির্ব্বাক্ হোয়ে গোপনে গোপনে এই সমস্ত ব্যাপার দেক্তে লাগ্‌লো।

পোশাক পরা হোলে পর, রাজকুমারী নিজের

হাতে একটি হাতীর দাঁতের বাক্স খুলে একটি বড় সোণার চাবি বা'র কোল্লেন। আবার সেই চাবিতে আর একটা খুব বড় সোণার সিন্দুক খুল্লেন। চার্টি যুবতী কন্তাকস্তি কোরে সেই সিন্দুকের ডালাখানা তুলে ধোল্লে। ডালাখানা তোল্‌বার সময় ঘ্রোঁ-অ্যাং-ক্রোঁ-ঘ্যাং-ভ্রোং শব্দ উঠে ঘর্‌টা যেন চোম্‌কে দিলে। রাজকুমারী সোণার সিন্দুকের ভিতর থেকে এক জোড়া খুব কালো রঙের পাখীর ডানা বা'র্ কোল্‌লেন। তা'র পর রাজকুমারীর হুকুম পেয়ে ডালাধারিণী যুবতীরা আস্তে আস্তে ডালা নামিয়ে দিলে। আবার সেই কান-চম্‌কানো শব্দ। তা'র মধ্যে এ বার এক বার ক্র্যাওং—ক্র্যাওং—ক্রীং ডাক্‌টা বেশীর ভাগ শোনা গেলো।

রাজকুমারী সেই কালো ডানা দু'খানা পিঠে বেঁধে, ঘরের দরোজার বাইরে এসে সখীদের বোল্‌লেন,—"তোমরা কিছু কাল অপেক্ষা কর, আমি একবার সেখান থেকে হোয়ে আসি। সাবধান, পিতা যেন এ কথা জান্তে না পারেন।" এই বোলে সাঁ কোরে উড়ে চোল্‌লেন।

বান্ধবানন্দ এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপার দেখ্‌ছিলেন। তিনিও অমনি রাজকুমারীর পিছু পিছু উড়ে যেতে লাগ্‌লেন। রাজকুমারী যে দিকে যান, জেলের পাছাবাঁধা হাঁড়ীর মত বান্ধবানন্দও সে দিকে যান।

নঁবম অধ্যায়।

অনন্তর রাজকুমারী একটা বৃহৎ পর্ব্বতের উপর নাম্‌লেন। বান্ধবানন্দও তাঁর পশ্চাদ্দিকে নেমে, একটু দূরে সোরে দাঁড়ালেন। ডালের গুণে রাজকুমারী তাঁ'কে দেক্তে পেলেন না।

তার পর রাজকুমারী সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে সন্ সন্ কোরে পর্ব্বতের গা বোয়ে নীচে নাম্‌তে লাগ্‌লেন। খানিক দূর নেমে একটা গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পোড়্‌লেন। ক্রমে সেই গহ্বরের ভিতর দিয়ে বরাবর কোথায় যেতে লাগ্‌লেন। এ দিকে বান্ধবানন্দ তাঁ'র সঙ্গ ছাড়েন নি। যে দিকে রাজকুমারী, সেই দিকেই সখানন্দের সখা বান্ধবানন্দ।

কিছু দূর যাবার পর মস্ত একটা ফটক দেখা গেলো। ফটকে কত রকম নক্সা বাহার দিচ্চে। ভাল ভাল ঝাড়ে মোমবাতি জ্বোল্‌চে। বান্ধবানন্দ দেখিয়া অবাক্ হোলেন! ভাব্‌লেন,—"পর্ব্বতের গহ্বরে এ কা'র বাড়ী?"

দেক্তে দেক্তে রাজকুমারী ফটকের মধ্যে প্রবেশ কোল্‌লেন। কিবা সুন্দর পথ! কিবা সুন্দর ফুলগাছের সারি পথের দু'ধারে নানা রকম ফুল ফুটিয়ে হাস্‌চে! কিবা সোণার রেলিং! কিম্বা কত কি!

এ সকল রাজকুমারীর দেখা জিনিষ, সুতরাং তত ভাল বোধ হোলো না বোধ হয়। কিন্তু বান্ধবানন্দ পূর্ব্বে কখন চক্ষে দেখা দূরে থাক্, স্বপ্নেও দেখেন নি। সুতরাং তিনি অত্যন্ত মোহিত হোলেন।

তা'র পর একটি বড় বাড়ীর মধ্যে রাজকুমারী প্রবেশ কোল্লেন। সেখানে একটি সুবিশাল সভা (হল্) শোভা পাচ্ছিলো। সভার মধ্যস্থলে একটি মণিমুক্তামণ্ডিত সুবর্ণ-সিংহাসনে একটা কদাকার কৃষ্ণবর্ণ অর্দ্ধবৃদ্ধ পুরুষ বসিয়া আনন্দ সম্ভোগ কোচ্ছিলো। সুন্দরী যুবতী নর্ত্তকীরা নানা হাব-ভাবে নৃত্যগীত কোরে, সে লোকটার মনোরঞ্জন কোচ্ছিলো। সভাটির মধ্যে এক শত সুবর্ণস্তম্ভ যা'র-পর-নাই শোভা বিস্তার কোচ্ছিলো। এই জন্য সেই সভার নাম "শতস্তম্ভী"। রাজকুমারী ও অপর সকলের অলক্ষিত আগন্তুক বান্ধবানন্দ "শতস্তম্ভী" দেখে, হতভম্ভ হোয়ে গেলেন।

অনন্তর সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ রাজকুমারীকে দেখে, আদর অভ্যর্থনা কোরে, অপর একখানি স্বর্ণ-সিংহাসনে বোস্‌তে বোল্‌লে। কিন্তু রাজকুমারী বোস্‌লেন না, কাঁদো কাঁদো হোয়ে দাঁড়িয়ে রোইলেন। তা' দেখে, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাঁ'কে জিজ্ঞাসা

কাল্লে,—"রাজনন্দিনি! কেন তুমি আজ এত বিমর্ষ? কেন তোমার কমলনিন্দিত নয়নযুগল ছল্ ছল্ কোচ্ছে? তুমি আমার প্রধানা শিষ্যা। তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল। তোমা দ্বারা আমার ব্রতপূর্ণ হ'বে এই আশায় আমি কত বৎসর এই গিরিগহ্বরে অবস্থান কোচ্চি। রাজনন্দিনি! আমার গুরুদেব মৃত্যুকালে বোলে গিয়েচেন 'যদি তুমি কোন রাজকন্যের দ্বারা দশ হাজার দশ জন প্রেমলোভীর প্রাণবধ কোত্তে পারো, তবে দসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হ'বে এবং সেই রাজকন্যে অমর হোয়ে চার যুগ জীবিত থাক্‌বে।'

"রাজকন্যে! তোমা হ'তে আমি দশ হাজার নয় জন প্রেমিককে যমালয়ে দিয়েচি। আর একজন বাকি। তা' হোলেই আমি সম্রাট্, তুমি অমরী। আজ ব্রত উদ্‌যাপনের কি যোগাড় কোরে এসেচো? সুখের সংবাদে সুখী কর। কিন্তু তোমার চক্ষের ভাব ও মুখের মালিন্য দেখে আজ আমার বড় অসুখ হোচ্চে।"

রাজকুমারী বোল্‌লেন,—"গুরুদেব! আজ আপনার ব্রত উদ্‌যাপনের শেষ বলি পাওয়া গেচে। এই বার আপনি পৃথিবীর সম্রাট্ হ'বেন, আমিও অমরী হবো। কিন্তু আপনি সম্রাট্ হোলে আমার পিতার দশা কি হ'বে! তা'ই ভেবে আজ আকুল হোয়েচি।"

কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ হাঃ হাঃ কোরে হেসে উঠ্‌লো। তা'র পর অট্টহাস্য থামিয়ে বোল্লে,—"কেন, রাজনন্দিনি! তা'র জন্য দুঃখু কোচ্চো? তোমার পিতা কামিখ্যের রাজা। আমি সম্রাট্ হোলে তিনি আমার সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী হ'বেন। তা' ছাড়া তাঁ'কে সমস্ত পূর্ব্বরাজ্য জায়গীরস্বরূপ দান কোর্‌বো।"

রাজকুমারী আনন্দিত হোলেন। তা'র পর সথানন্দঘটিত সমস্ত কথা বোল্‌লেন। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সমস্ত একমনে শুন্‌লে। তা'র পর বোল্লে,—"রাজতনয়ে! আমি এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর। যাদুবিদ্যের কেউ আমার সমকক্ষ নেই। সেই এক বিদ্যের বলেই তোমাকে দিয়ে, আমি বরাবর কৃতকার্য্য হোয়ে আস্‌চি। আজও তা'ই হবো। তা'কে তিন দিনের তিনটে প্রশ্নগুলোর কথা বোলেচো?"

"বোলেচি।"

"আচ্ছা। প্রথম প্রশ্ন শোনো।"

"বলুন।"

"ঘেঁটুফুল।"

"সে আছে।"

"তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবসন্ন্যাসী উত্তর দিতে পারে কি না, কা'ল রাত্রে আবার এসে আমাকে জানা'বে।"

বান্ধবানন্দ অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত ব্যাপার দেখ্‌লেন ও সমস্ত কথা শুনলেন। তা'র পর মনে মনে ঘৃণা ও ক্রোধ সহকারে বোল্‌লেন,—"ধিক্ পাপিষ্ঠ! তুই সম্রাট্ হ'বার আশায় এবং রাজকুমারীকে অমরী কর্‌বার ছলনায় শত শত নিরীহ ব্যক্তির প্রাণনাশ কোরেচিস্। এই বার তোর ব্রত উদ্‌যাপন হ'বে। কিন্তু আমি তোর ব্রতভঙ্গ কোর্‌বো। তুই অনেক পাপ কোরেচিস্, এই বার তা'র প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্য ভগবান্ আমাকে এখানে পাঠিয়েচেন। থাক্ দুরাত্মা!"

অনন্তর রাজকুমারী যাদুকরকে প্রণাম কোরে পূর্ব্ববৎ উড়ে চোল্লেন। বান্ধবানন্দও তাঁ'র পাছু নিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমারী আপন গৃহে এবং বান্ধবানন্দ ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর।

দশম অধ্যায়।

বান্ধবানন্দ ঠাকুরবাড়ীতে এসে দেখ্‌লেন, সথানন্দ তখনও ঘুমে কাতর। ক্রমে ক্রমে ভোর হোলো—পাখপক্ষী ডাক্‌তে লাগ্‌লো—ঠাকুরবাড়ীর লোকেরা জাগ্‌লো—তা'র পর বেস্ ফর্সা হোলো—সূর্য্যদেব পূর্ব্ব দিকে মাথা তুল্লেন।

তা'র পর বান্ধবানন্দ নিদ্রিত সথানন্দের নাকের কাছে কি একটা জিনিষ ধোল্লেন। সথানন্দের

চেতনা হোলো—ঘুম ভাঙ্‌লো—ধড়ফড়িয়ে উঠে পোড়্‌লেন। প্রশ্নোত্তরের কথা মনে জেগে উঠ্‌লো। তাঁ'র ভাব দেখে বান্ধবানন্দ বোল্লেন,—"কেন, সখা, তুমি অমন কোচ্চো ?"

"আজ যে প্রশ্নোত্তরের প্রথম দিন। অনেক বেলা হোয়েচে, কিছুই জান্তে পারি নি। না জানি, রাজসভায় এতক্ষণ কত লোক জোমেচে—মহারাজ বিরক্ত হোচ্চেন। আমি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে যাই। প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত।"

সখানন্দের ব্যগ্রতা দেখে,বান্ধবানন্দ বোল্লেন,—"ভাই! যদি নিতান্তই রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে যা'বে, তবে আমার একটা অনুরোধ রক্ষে কর।"

"কি অনুরোধ ?"

"যখন রাজকুমারী তোমাকে বোল্‌বেন,—'আমি কি মনে কোরেচি ?' তখন তুমি বোলো,—'ঘেঁটুফুল।'"

সখানন্দ হাস্‌লেন। বোল্‌লেন,—"তুমি আমিই ঘেঁটু চিনি। রাজরাজড়ার মেয়েরা ও সব তুচ্ছ ফুলের নামও জানে না। তা'রা গোলাপ, চামেলী, চাঁপা, বেলা, পদ্ম, পারিজাত প্রভৃতি ভাল ভাল ফুলের নাম জানে।"

"সে আনাড়ী রাজকুমারীরা বটে, কিন্তু ও চতুরা রাজকুমারী নয়। ও না জানে, এমন জিনিষ জগতে নেই। বিশেষতঃ কা'ল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেচি যে, রাজকুমারী তোমাকে প্রশ্ন কোল্লে,—'আমি কি মনে কোরেচি ?' তুমি অমি বোল্লে,—'ঘেঁটুফুল।' তৎক্ষণাৎ তোমার জয় হোলো। রাজকুমারী হেরে গেলেন।"

"বাস্তবিক ?"

"কামাখ্যা মাতার শপথ কোরে বোল্‌চি।"

"আচ্ছা ভাই, তা'ই বোল্‌বো। আমার মনেও তা'ই নিচ্চে।"

"মা কালী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

"জয় মা কালী!" বোলে সখানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলেন।

রাজসভা যথাবিধানে সুসজ্জিত। স্বর্ণ-সিংহাসনে মহারাজ দেবীবর উপবিষ্ট। যথাস্থানে মন্ত্রিগণ দণ্ডায়মান। রাজসভা নানাবিধ দর্শকে পরিপূর্ণ।

রাজসিংহাসনের দুই পার্শ্বে দুখানি ক্ষুদ্র রৌপ্যমঞ্চ সংস্থাপিত। বামপার্শ্বের মঞ্চখানিতে রাজকুমারী দাঁড়িয়ে যুবসন্ন্যাসীর আগমনপ্রতীক্ষা কোচ্চেন।

এমন সময়ে সখানন্দ সন্ন্যাসী রাজসভায় উপস্থিত হোলেন। মহারাজকে প্রণাম কোল্লেন। মহারাজ "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্" বোলে আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। একা রাজকুমারী ব্যতীত সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক দুঃখ শোকে ম্রিয়মাণ হোলো। পূর্ব্বের সর্ব্বনাশকারী ঘটনাগুলা দেখে আজ কা'র মন সুস্থির হোতে পারে ?

অনন্তর রাজকুমারী সখানন্দকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"আপনি আমার মনের কথার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন ?"

"আছি।"

"আচ্ছা, বলুন, আমি কি মনে কোরেচি।"

সখানন্দ তখন মনে মনে কামাখ্যাদেবীকে স্মরণ ও প্রণাম কোরে বোল্লেন,—"আমার উত্তর যদি ঠিক্ হয়, তবে আপনি ছলনা কোর্ব্বেন না ?"

রাজকুমারী বোল্লেন,—"পিতার পদস্পর্শ কোরে বোল্‌চি, আমি কখনো ছলনা করি নি, কোর্ব্বোও না।"

"তবে বলি ?"

"বলুন।"

"ঘেঁটুফুল।"

উত্তর পাইয়া রাজকুমারীর প্রফুল্ল মুখখানি যেন নীহারজর্জ্জরিত বিশীর্ণ কমলের ন্যায় হোয়ে গেলো। উন্নত স্কন্ধ অবনত হোলো। রাজকুমারী মৃন্ময়ী পুত্তলিকার ন্যায় নীরবে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রোইলেন।

রাজকুমারীর তাৎকালিক ভাব দেখে, মহারাজ জিজ্ঞাসা কোল্‌লেন,—"দুহিতে! উত্তর-

কারীর উত্তর ঠিক্ হোয়েচে কি না, আমার পদস্পর্শ কোরে বল।"

রাজকুমারী পিতৃচরণ স্পর্শ কোরে বোল্লেন,—"পিতা! সন্ন্যাসীর উত্তর ঠিক হোয়েচে।"

এই কথা শুনিবামাত্র সভাস্থলে একটা তুমুল আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হোলো। সভা-গৃহ যেন সেই অপূর্ব্ব শব্দে চঞ্চল ও উন্মত্ত হোয়ে উঠ্লো।

মহারাজ দেবীবর সিংহ ও অন্যান্য সভ্যেরা সখানন্দকে ধন্য ধন্য বোলে প্রশংসা কোত্তে লাগ্লেন। কোন কোন সুরসিক লোক আহ্লাদে বোলে উঠ্লো,—"দশ দিন চোরের, এক দিন সাধের!" এইরূপ নানাবিধ বচনতরঙ্গে রঙ্গভঙ্গ কোত্তে লাগ্লো।

অনন্তর মহারাজ সভাভঙ্গ কোল্লেন; রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে মহারাণীকে এই সুসংবাদ দিতে গেলেন। সখানন্দ ও অন্যান্য সভ্যেরা সভা ছেড়ে স্ব স্ব স্থানে চোলে গেলেন।

এ দিকে বান্ধবানন্দ উৎকণ্ঠিত হোয়ে পথে দাঁড়িয়েছিলেন। সখানন্দকে প্রফুল্লচিত্তে ও হাস্যমুখে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"ভাই—ভাই! সংবাদ কি?"

"তুমি কি কোন দেবতা?" এই বলিয়া, সখানন্দ বান্ধবানন্দকে আলিঙ্গন কোল্লেন।

"আমি দেবতা নই, দেবতার দাসানুদাস। আমার স্বপ্ন যে সফল হোয়েচে, তজ্জন্য ৺ কামাখ্যা মাতাকে চল দু'জনে পূজো দিয়ে আসি।" এই বোলে সখানন্দের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দেবীমন্দিরে চোলে গেলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর দ্বিতীয় দিনের রাত্রে রাজকুমারী সেই পর্ব্বতগহ্বরে যাদুকরের গোচরে গেলেন। বান্ধবানন্দও পূর্ব্ববৎ সখানন্দকে অচেতন কোরে রাজকুমারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কোল্লেন।

যাদুকর প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ হোলো কি না জান্বার জন্যে আজ বড় উৎকণ্ঠিত হোয়ে আছে। নর্ত্তকীদের নাচ গাওনা আজ তা'র ভাল লাগ্চে না। না লাগ্বারই কথা। এই তিন দিন তিনটে প্রশ্নের উত্তর যদি উত্তরদাতা না দিতে পারে, তবে "মার্ দিয়া কেল্লা" নয়, "মাব দিয়া দুনিয়া" হ'বে।

কিছু সময় পরে রাজকুমারী তা'র কাছে এসে দাঁড়ালো। এ রাজকুমারী যেন সে রাজকুমারী নয়—যেন টাট্কা ফুল বাসি হোয়ে গেচে। তাই-না দেখে যাদুকর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হোলো। তাড়াতাড়ি বোল্লে,—"রাজকন্যে! আজ প্রাতে কা'র জয় লাভ হোয়েচে?"

রাজকুমারী বিষণ্ণমনে বোল্লেন,—"যুবসন্ন্যাসীর।"

যাদুকর মিন্সে চোম্কে উঠ্লো। মাথা ঘুরে গেলো। চোকে অন্ধকার দেক্তে লাগ্লো। খানিকক্ষণ কি ভেবে শেষে বোল্লে,—"যুবসন্ন্যাসী 'ঘেঁটু-ফুল' বোলেচে?"

"হাঁ প্রভু, বোলেচে।"

"যুবসন্ন্যাসী কি যাদুবিদ্যে জানে?"

"না জান্লে কি মনের কথা টেনে বোল্তে পারে?"

এ দিকে এক ধারে অলক্ষ্যে বান্ধবানন্দ দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি হেসে মনে মনে বোল্লেন,—"ও যাদুকর! বাবার বাবা আছে জান না? আমিও যাদুবিদ্যে জানি। আমি তোমার বাবা।"

অনন্তর যাদুকর রাজকুমারীকে বোল্লে,—"কাল্কের প্রশ্ন শোনো।"

"বলুন।"

"তোমার পিতার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল মনে ভেবে যুবসন্ন্যাসীকে প্রশ্ন কোরো।"

"যে আজ্ঞে।"

অনন্তর যাদুকরকে অমরতাপ্রয়াসিনী রাজকুমারী প্রণাম কোরে শূন্যপথে উড়ে উড়ে প্রস্থান কোল্লেন। বান্ধবানন্দও প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়ে উড়ে গেলেন।

প্রভাতে রাজসভায় শুভক্ষণে সখানন্দের আবার

জয় ও অশুভক্ষণে রাজকুমারীর আবার পরাজয় হোলো।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় দিবসের গভীর রজনীতে উভয়ে পূর্ব্ববৎ যাদুকরের নিকট উপস্থিত হোলেন।

যাদুকর আজো সকালে যুবসন্ন্যাসীর জয় হোয়েচে রাজকুমারীর মুখে শুনে, যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পোড়ে গেলো! যেন অষ্টবজ্র একসঙ্গে তা'র মাথায় পোড়্‌লো! যাদুকরকে কে যেন বিষম যাদুমন্ত্রে অচেতন কোরে ফেল্‌লে দারুণ পিপাসায় গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো। তৎক্ষণাৎ জলপাত্রবাহিনী সুন্দরী কিঙ্করীরা হৈমমাত্রে কর্পূর-বাসিত গোলাপরসিত সুশীতল জল এনে দিলে।

যাদুকর চোঁ চোঁ কোরে শুষে টেনে নিলে। তবু উৎকট তৃষ্ণার নিবৃত্তি হোলো না। "কুঁজো শুদ্ধ জল আন্—শীগ্‌গির আন" বোলে যাদুকর হুকুম কোত্তে লাগ্‌লো।

তা'ই হোলো। যাদুকর কুঁজোকে কুঁজো ঢক্ ঢক্ কোরে গলায় ঢাল্‌তে লাগ্‌লো। ওঃ, যেন শুষ্ক মরুভূমিতে বর্ষা! জল যত পড়ে, ততই শুকোয়।

অনন্তর কিয়ৎকাল কি ভেবে যাদুকর বোল্লে,—"দেখ, রাজপুত্রি! কাল্‌কের জন্য আজ যে প্রশ্ন বোলে দেবো, বিধাতাও তা'র উত্তর দিতে পার্‌বেন না, মানুষ তো কোন্ ছার। কা'লই প্রশ্নোত্তরের শেষ দিন—আমার ব্রতেরও শেষ দিন। নিশ্চয় বোল্‌চি, কা'ল আমি দুনিয়ার কৈসর, তুমি অমরী।"

রাজকুমারী বোল্‌লেন,—"প্রভু, তবে সেই বিচিত্র প্রশ্নটি বোলে দি'ন।"

যাদুকর বোল্‌লে,—"কাল্‌কের প্রশ্ন আমার মস্তক।"

রাজকুমারী বোল্‌লেন,—"খুব কঠিন প্রশ্ন।"

যাদুকর বোল্লে,—"রাজকুমারি! আজ আমার মনটা কতকটা খারাপ হোয়েচে। অতএব খানিক-ক্ষণ নৃত্যগীতের আনন্দ ভোগ করি। তুমিও খানিকটে থেকে নৃত্যগীতে তৃপ্তিলাভ কর।"

"যে আজ্ঞে, গুরু!" বোলে রাজকুমারী সম্মত হোলেন।

অনন্তর যাদুকরের আদেশে অপ্সরার মত সুন্দরী নর্ত্তকীরা নানাবিধ রঙ্গভঙ্গে হাবভাবে তাল-মানে নৃত্যগীত আরম্ভ কোল্লে। অনেকটা সময় কেটে গেলো। বান্ধবানন্দও এই নৃত্যগীতের আনন্দ ফাঁকতালে ভোগ কোরে নিলেন।

দেক্তে দেক্তে রাত্রি তৃতীয় প্রহর উৎরে গেলো। তখন রাজকুমারীর চমক হোলো। বোল্লেন,—"আর বিলম্ব কোর্‌বো না, যাই।"

যাদুকর বোল্লে,—"তাই তো বটে, অনেক রাত হোয়েচে যে। তুমি এখন একলা কি কোরে যা'বে? চল, আমি তোমাকে তোমার ছাদের উপর রেখে আসি।"

"যে আজ্ঞে" বোলে রাজকুমারী সম্মত হোলেন।

তখন যাদুকর দু'খানা বড় বড় ডানা বেঁধে, রাজকুমারীর সঙ্গে উড়ে যা'বার যোগাড় কোল্লে। বান্ধবানন্দ বরাবর দাঁড়িয়ে বোসে শুয়ে এই সব কাণ্ড দেখ্‌ছিলেন। তা'র পর যখন যাদুকর ও রাজকুমারী সভা থেকে বেরিয়ে আস্‌বে, বান্ধবানন্দ তখন দেওয়াল থেকে একখানা ঝোলানো তলওয়ার খুলে নিলেন। তা'র পর তা'দের পাছু পাছু যেতে লাগ্‌লেন।

অনন্তর পাহাড়ের বাইরে এসে যাদুকর ও রাজকুমারী আকাশে উড়ে পোড়্‌লো। বান্ধবানন্দও উড়্‌লেন। বান্ধবানন্দের হাতে সেই গাছের ডাল ছিলো, তা'ই দিয়ে যাদুকরকে মাঝে মাঝে দু' দশ ঘা বেস্ কোরে কোসিয়ে দিলেন। যাদুকর চার দিকে চায়, অথচ কিছুই দেক্তে পায় না। পিঠের উপর ধাঁ ধাঁ ডালের ঘা, টাটিয়ে উঠ্‌লো ব্যাটার গা। কিন্তু মনে ভাব্‌লে,—"অনেক দিন উড়িনি, তাই বুঝি গায়ের বেতাগ্ন হোচ্চে।"

অনন্তর যাদুকর রাজকুমারীকে তাঁ'র তেতলায়

ছাদের উপর ঘুরে, বিদের নিয়ে, আবার উড়ে উড়ে পাহাড়ে ফিরে চোল্‌লো। বান্ধবানন্দও তার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের দিকে পুনর্ব্বার চোল্‌লেন।

ক্রমে ক্রমে শহর ছাড়িয়ে যখন অনেক দূরে একটা মাঠের উর্দ্ধদেশে দু'জনে উপস্থিত, সেই সময় বান্ধবানন্দ বেগে কাছে এসে বাঁ হাতে যাদুকরের চুলের ঝুঁটী ধোরে ডান হাতের তলওয়ারের চোটে মাথাটা কেটে নিলেন। আকাশ থেকে ধড়াস্ কোরে ধড়টা ভুঁয়ে পোড়ে গেলো। হু হু কোরে রক্ত বেরুতে লাগ্‌লো। বলা বাহুল্য যে, লোভী যাদুকর পৃথিবীর সম্রাট্ হোলো!!

অনন্তর বান্ধবানন্দ অতিশয় আনন্দভরে পাপিষ্ঠ যাদুকরের কাটা মুণ্ডু নিজের গেরুয়া চাদরে বেস্ কোরে বেঁধে নিয়ে ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হোলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রভাত হোলো।

বান্ধবানন্দ সখানন্দকে জাগিয়ে বোল্‌লেন,—"ভাই! দু'দিন স্বপ্নের ফল ঠিক্ ফোলেচে। আজ শেষ রাত্রেও আবার স্বপ্ন দেখেচি। তুমি এই বোচ্‌কাটা নিয়ে রাজসভায় যাও। এতে কি আছে, এখন খুলে দেখো না। এই বোচ্‌কা স্বপ্নে পেয়েচি। আমি চিৎ হোয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম, যেন আমার বুকের উপর মা কামাখ্যা দেবী এই বোচ্‌কাটি দিয়ে বোল্‌লেন,—'তোর বন্ধু সখানন্দকে এই বোচ্‌কা নিয়ে আজ রাজসভায় যেতে বল্। রাজকুমারী যেমন বোল্‌বে, "আমি কি মনে কোরেচি", অমি সখানন্দ এই বোচ্‌কাটা তা'র সম্মুখে রেখে যেন বলে, এর মধ্যে যা' আছে, তা'ই মনে কোরেচো।' কিন্তু সখানন্দ যদি আগে এ বোচ্‌কা খুলে দেখে, তা' হোলে তা'কে আজ রাজকুমারীর হুকুমে গাছে ঝুলে মোর্‌তে হ'বে।'"

এই কথা শুনে সখানন্দ বোল্‌লে,—"ভাই বান্ধবানন্দ! আমি তোমারি স্বপ্নানুসারে দু'দিন জয় লাভ কোরেচি। আজো সেই স্বপ্নঘটনা। আমি কামাখ্যা মাতার শপথ কোরে বোল্‌চি, বোচ্‌কা খুলে দেখ্‌বো না।"

অনন্তর বোচ্‌কা নিয়ে সখানন্দ রাজসভায় উপস্থিত হোলো। আজ শেষ পরীক্ষা।

বাম মঞ্চে রাজকুমারী দাঁড়িয়েছিলেন। দক্ষিণ মঞ্চে বোচ্‌কাহস্তে সখানন্দ দাঁড়া'লেন।

তা'র পর রাজকুমারী প্রশ্ন কোল্লেন,—"আমি কি মনে করেচি?"

"এই বোচ্‌কার মধ্যে যা' আছে।" এই বোলে মহারাজের সম্মুখে বোচ্‌কাটা রেখে দিলেন।

সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হোয়ে "ব্যাপার কি, ব্যাপার কি?" বোল্‌তে লাগ্‌লেন।

মহারাজ সখানন্দকে বোচ্‌কা খুল্‌তে আদেশ কোল্লেন। সখানন্দ বোচ্‌কা খুলে ফেলে, অপরের কথা দূরে থাক্, নিজেই চোম্‌কে উঠ্‌লেন। চম্‌কাবারই তো কথা। সখানন্দও তো জান্‌তেন না যে, বোচ্‌কার ভিতর একটা কালো মানুষের বিশ্রী কাটা মাথা জড়ানো আছে।

কাটা মুণ্ডু দেখে মহারাজ ও অন্যান্য সভ্যেরা সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়া'লেন। কিন্তু "আমি অমরী হোতে পাল্‌লেম না" বোলে রাজকুমারী আছাড় খেয়ে সভাতলে পোড়ে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাজের আদেশে দাসীরা জল পাখা এনে রাজকুমারীকে সুস্থ কোল্‌লে। তা'র পর মহারাজ দেবীবর সিংহ কন্যাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"বৎসে! তোমার অদ্যকার প্রশ্নের উত্তর যে এই, তা' তোমার ভূপতন দেখেই সকলে বুঝেচে। এই তো?"

"হাঁ, পিতা! এই আমার আজকের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর। এই ছিন্ন মস্তকটি আমার গুরুর। এই মস্তককেই আজ মনে কোরে প্রশ্ন কোরেছিলেম।"

গুরুর মস্তক! মহারাজ বিস্মিত হোয়ে রাজ-

কুমারীর নিকট সমস্ত ব্যাপার জান্‌বার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ কোল্লেন। রাজকুমারী আদ্যোপান্ত সমস্ত বোল্লেন। সভাশুদ্ধ লোক অবাক্! সখানন্দও অবাক্!

অনন্তর মহারাজ দেবীবর কন্যাকে বোল্লেন,—"বৎসে! তুই নিতান্তই অবোধ, নৈলে অমর হোতে চা'বি কেন? মানুষ যদি অমর হয়, তবে দেবতা মানুষে তফাৎ কি?"

রাজকুমারীর ভ্রম ঘুচ্‌লো।

তা'র পর মহারাজ সকলের সম্মুখে বোল্লেন,—"তোমরা সকলেই অবগত আছ যে, যে ব্যক্তি আমার কন্যার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্‌বে, সেই এর স্বামী হ'বে। আজ এই যুবা সখানন্দ সন্ন্যাসী সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হোয়েছেন। অতএব এঁর হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করি।" এই বোলে সখানন্দের হস্তে রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ সম্প্রদান কোল্লেম, সমস্ত রাজ্য দান কোল্লেন।

সখানন্দ সন্ন্যাসী ওরফে ভাগ্যধর পিতার মৃত্যুর দিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ তা' পূর্ণ হোলো—রাজকন্যে লাভ হোলো।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর সখানন্দ সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ কোরে, শ্বশুর মহারাজ দেবীবরের আদেশে রাজবেশে রাজসিংহাসনে উপবেশন কোল্লেন। মহারাজ দেবীবর সিংহ বাহাদুর নব জামাতাকে কন্যা ও রাজ্য সম্প্রদান কোরে বনগমন কোল্লেন।

তা'র পর নবভূপতি পরমহিতৈষী বন্ধু বান্ধবানন্দকে বোল্লেন,—"সখে! তোমার কৃপায় আমি রাজকন্যে পেলেম—রাজা হোলেম। তোমার এ ঋণ আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না। এক্ষণে আমার নিতান্ত অনুরোধ এই, তুমি অর্দ্ধেক রাজ্য গ্রহণ কর।"

বান্ধবানন্দ হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন,—"রাজন্! আপনি আমার কাছে ঋণী, এ কথা কেন বোল্‌চেন? আপনি আমাকেই ঋণী কোরেছিলেন।"

সখানন্দ কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেন না। বোল্লেন,—"সুহৃত্তম! আপনি কি বোল্‌চেন, বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।"

তখন বান্ধবানন্দ বোল্লেন,—"মহারাজ! আপনি এক দিন দুটো লোককে একটা মড়াকে লাথি মাত্তে দেখেছিলেন?"

"দেখেছিলেম।"

"সেই দু'জন লোককে আপনি ১০০৲ টাকা দিয়েছিলেন?"

"দিয়েছিলেম।"

"কেন দিয়েছিলেন?"

"তা'রা সেই মৃতের নিকট ১০০৲ টাকা পেতো। না শুধে মোরে যাওয়াতে তা'রা ক্রোধে ঋণীর মাথায় পদাঘাত কোচ্ছিলো।"

"আপনি তা'র সেই ঋণ শোধ কোরেচেন।"

"তা'তে আপনার কি লাভালাভ?"

"আমিই সেই মৃত। আপনিই আমার ঋণ পরিশোধ কোরে আমার সদ্গতি কোরেচেন। আমার ঋণ শোধ কোরে আমাকে চিরঋণী কোরেচেন। আমি আপনার সেই অপূর্ব্ব ঋণ যৎকিঞ্চিৎ পরিশোধ কর্‌বার জন্যে সন্ন্যাসিরূপে সেই জঙ্গলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেই দিন হোতে আজ পর্য্যন্ত আপনার হিতের জন্যে এত কাণ্ডকারখানা কোল্লেম। আজ আমি আপনাকে রাজরাণীকে বামে রেখে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখে যার-পর-নাই আনন্দিত হোলেম। সখে!—আমার সদ্গতির মূলাধার ভাগ্যধর! আমার স্নেহের সখানন্দ! তুমি সুখে রাজমহিষীর সহিত রাজ্য শাসন কর। তোমার জয় হোক্! আমি স্বর্গে চোল্লেম।" এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বান্ধবানন্দ কোথায় উড়ে গেলেন আর দেখা গেলো না। কেবল এক পাক্ বাতাস ঘুরে উঠ্‌লো। সখানন্দ শূন্যপানে অবাক্ হোয়ে চেয়ে রোইলেন।

সম্পূর্ণ।

হরিহরলীলা।

[দৃশ্যকাব্য]

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।—হিমালয় পর্ব্বত—বিষ্ণুমন্দির।

সিংহাসনে বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপিত।

সম্মুখে ঘট ও পুষ্পাদি পূজোপকরণ সজ্জিত।

পূজকবেশে গিরিরাজের প্রবেশ।

গিরি।—(বিষ্ণুপূজা সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে)

নারায়ণ! তোমার কৃপায়
পর্ব্বতরাজ্যের রাজা আমি।
অতুল ঐশ্বর্য্য মোর এ রাজ্যে বিরাজে।
কিছুরি অভাব নাহি মোর
একটি অভাব ছাড়া।
সে অভাবে ভেবে ভেবে দারুণ বিষাদ
বাড়ি'ছে অন্তরে মোর, হরি।
একটি নন্দিনী মোর উমা,
প্রাণসমা ভাবি তা'রে সদা।
হায় হায়,
ফেলেছি সে রত্নে আমি দুঃখের সাগরে।
রাজা আমি,
উমা রাজসুতা,—
বলিতে এ কথা এবে বড় লজ্জা হয়।
ভিখারী শিবের করে দিয়েছি উমারে!
ছি ছি—ছি ছি,
রাজার কুমারী, হায়, চিরভিখারিণী!
দীনবন্ধু হরি!
এই সে দারুণ কষ্ট—দারুণ বিষাদ
অস্থির করি'ছে মোরে পলকে পলকে?
বহু সুখে সুখী করি' এ ভৃত্যে তোমার
কেন এ অসুখ ভাগ্যে লিখিলে আমার!

নারদের প্রবেশ।

নারদ।— (গীত)

গাহ রে চিত! হরি-চরিত—
গাহ রে চিত! হর-চরিত—
পবিত পবিত অতি পবিত।
আরে মূঢ় মন! ধর খেয়ান,
হরিহরে না কর ভেদজ্ঞান,
হরিহর এক—দুহুঁ সমান,
শ্যামল-ধবল লীলা;—
শ্যামল যোহি—ধবল সোহি,
শ্যামল ধবলে নিতি পিরীত॥

(বিষ্ণুবিগ্রহকে প্রণাম)

গিরি।—নারদ!
মানা কোরে মানা শোন না কেন?

নারদ।—বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

গিরি।—তোমাকে যে
এখানে আস্‌তে মানা কোরেছি!

নারদ।—আজ্ঞে, তাই তো আমি এসেছি।

গিরি।—পাগলের মত কি ব'লচো?

নারদ।—মহারাজ! আমি পাগল নই,
আপনার জামাই বাবাজী পাগল।

গিরি।—আরে, তাই তো আমিও বোলচি,
তোমার মত পাগলের ঘটকালির ভোলে ভুলে
আমার ননীর পুতুলী উমাকে

সেই পাগলটার হাতে সোঁপে দিয়েছি।
হা রে ভাগ্য!
পাগলের পাল্লায় পোড়ে প্রাণটা গেল!

নারদ।—"পাগলের পাল্লায় পোড়ে প্রাণটা গেল"
এ কথা বলাটা ঠিক হ'ল না।

গিরি।—তো কি বোল্‌তে হ'বে?

নারদ।—পাগলের পাল্লায় পোড়ে
পাগলের প্রাণটা গেল, বলুন।

গিরি।—কেন ও কথা বল্‌তে যা'ব?
আমি পাগল কিসে?

নারদ।—হাঃ হাঃ হাঃ! রাগেন কেন?
আপনি আবার এক কাটি সরেস—বদ্ধপাগল।

গিরি।—বলি, নারদ! তুমি বুড়ো হ'য়েছ, তবু—

নারদ।—(বাধা দিয়া)—
তবু কি আপনার চেয়ে বুড়ো?

গিরি।—বটে!

নারদ।—বটে কি?
আপনি যে আমার মায়ের বাবা।
আমার মা জগদম্বা যে আপনার মেয়ে।
আমি যে আপনার নাতি।

গিরি।—কে কা'র নাতি,
তা' পাকা চুলেই চেনা যাচ্ছে।

নারদ।—(সহাস্তে)—তা' ব'ল্‌তে পারেন,
কিন্তু আমার চুলের বেণী পাকধরাটা
আপনার জন্যই।

গিরি।—আমার জন্য কিসে?

নারদ।—এই আপনি
সর্ব্বদা উমা উমা ক'রে ভাবেন,
আপনার সেই ভাবনা ভেবে ভেবে।

গিরি।—দেখ, নারদ! তুমি পরিহাস রাখ।
যদি এখানে আস্‌তে চাও,
তবে কৈলাস থেকে আমার উমাকে আন।

নারদ।—আর আপনার জামাতাকে?

গিরি।—নারায়ণ, নারায়ণ, সেটার নাম ক'র না।
সে পতিত হ'য়েছে—জাতিচ্যুত হ'য়েছে।
তা'কে আমি চাই না।

নারদ।—তবে
জাতিচ্যুতের পত্নীকে কি সাহসে আন্‌বেন?
আপনিও যে একঘ'রে হ'বেন?

গিরি।—আমি
আমার কন্যাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেব।

নারদ।—তিনি তেমন মেয়ে ন'ন যে
স্বামী ছেড়ে আস্‌বেন।

গিরি।—তবে তোমারও আসা হ'ল।
সর, আমি গিয়ে তা'র উপায় ক'চ্চি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

নারদ।—(বাধা দিয়া)—শুনুন—শুনুন।

গিরি।—কি আর শুন্‌বো?

নারদ।—বলি, দাদা মহাশয়!
আপনার জামাতা
কিসে পতিত এবং জাতিচ্যুত হ'য়েছেন?

গিরি।—কিসে?
তুমি ত্রিভুবনের সংবাদ রাখ
অথচ এটা জান না?

নারদ।—আমি তো বিশেষরূপে জানি,
আপনার জামাতা বরং পতিতকে, জাতিচ্যুতকে
নিজগুণে উদ্ধার করেন।

গিরি।—এই তোমার মত ঘটককেই
সে উদ্ধার করে।
কি আশ্চর্য্য গা!
যে ব্যক্তি দিনরাত শ্মশানে বাস করে—
মড়ার হাড় গেঁথে গলায় পরে—
মড়ার মাথায় ভিক্ষে কোরে খায়—
সিদ্ধি গাঁজার জঙ্গল উজোড় করে—
উলঙ্গ থাকে—ছাই পাঁশ মাথে,
সে আবার পতিত নয়—জাতিচ্যুত নয়!

নারদ—(ব্যঙ্গভাবে)—আহা,
আপনার জামাই বাবাজী
একেবারে অধঃপাতে গেছেন!

গিরি।—আবার পরিহাস! আচ্ছা, দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান।

(সহসা বিগ্রহ ভেদ করিয়া বিষ্ণুর আবির্ভাব)

নারদ।—জয় জয় নারায়ণ! (প্রণাম)

বিষ্ণু।—নারদ! গিরিরাজ চ'লে গেলেন,
ভালই হ'ল।
তুমি এই অবসরে আমার পরামর্শ শোন।

নারদ।—আদেশ করুন্।

বিষ্ণু।—গিরিরাজ নিতান্ত ভ্রান্ত হ'য়েছেন,
আজিও ভগবান্ শিবকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না।
উনি আমাকে বড় ভাবেন
এবং মহাদেবকে ক্ষুদ্র মনে করেন।
শীঘ্র ওঁর এই ভ্রম বিনাশ করা উচিত।
যে হরি, সেই হর—যে হর, সেই হরি,
গিরিরাজকে সেইটি বুঝিয়ে দিতে হ'বে।
তা' ছাড়া,
আমি ভগবান্ হরকে আমাপেক্ষা বড় ক'র্‌বো।
নৈলে গিরিরাজের ভ্রম ঘুচ্‌বে না।

নারদ।—কিরূপে এ কার্য্য সিদ্ধ হ'বে?

বিষ্ণু।—হরিহরলীলায়।

নারদ।—সে কিরূপ?

বিষ্ণু।—তা' পরে জান্‌তে পার্‌বে।
তুমি এখন এক কাজ কর।
এই পত্রখানি এই খানে
ফেলে রেখে প্রস্থান কর।

নারদ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—
প্রভু! হ'লো না।
গিরিরাজ প্রহরিগণকে নিয়ে এ দিকে আস্‌চেন
আমাকে শাসন করাই ওঁর উদ্দেশ্য।
আপনি প্রচ্ছন্ন হউন্।

বিষ্ণু।—কোন চিন্তা নাই।

(সহসা বিষ্ণুর বালকমূর্ত্তিতে আবির্ভাব ও সিংহাসন হইতে ভূতলে অবতরণ এবং সিংহাসনোপরি বিষ্ণুবিগ্রহের পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি)

বেগে প্রহরিগণের সহিত গিরিরাজের পুনঃপ্রবেশ।

নারদ।—মহারাজ! প্রহরিগণকে কেন আন্‌লেন?

গিরি।—কেন আন্‌লেম্, তা' এখনি দেখ্‌তে পা'বে।
আচ্ছা, নারদ, তুমি কা'র সঙ্গে কথা ক'চ্ছিলে?

নারদ।—এই ছেলেটির সঙ্গে।

গিরি।—এ ছেলেটি কে?

নারদ।— (গীত)

যাবত-জীবন, কোরে প্রাণপণ,
চিনিতে পারি নি এ ছেলেকে।
কিন্তু এই ছেলে, চিনবে সকলে,
অচেনা ইহার আছয়ে কে? ॥
জগত মাঝারে, তোমারে আমারে,
আরো কত কা'রে এ ছেলে চেনে।
তোমার আমার, মনের মাঝার,
যা' আছে, এ ছেলে তা'ও যে চেনে ॥

গিরি।—বল কি! বড় অপূর্ব্ব ছেলে তো!
(বালকের প্রতি)—ও বাপু!
তুমি কে? কোথা হ'তে আস্‌চো?

বালক।—আমি ভগবান্ শিবের শিষ্য,
কাশীধাম হ'তে আস্‌চি।

গিরি।—কোন্ শিব্?

বালক।—আপনার জামাতা।

গিরি।—(নারদের প্রতি সরোষে)—বলি, নারদ!
এ তোমার কিরূপ বিবেচনা?
একলা আমাকে জ্বালাতন ক'রে
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না?
শেষে কোত্থেকে একটা ছেলে ধ'রে এনে
আমাকে পাগল ক'র্‌বার ফিকির খেলে?

নারদ।—কি বিভ্রাট! আমি এর কিছুই জানি নি।

গিরি।—তবে এ ছেলেটাও শিব শিব ক'চ্চে কেন?

নারদ।—তা' শিব জানে আর ছেলে জানে।

গিরি।—আমি নিশ্চয় জানি, তুমিই এর গোড়া।
প্রহরিগণ!
নারদকে আমার রাজ্যের বাইরে রেখে এস।

বালক।—মহারাজ! দেবর্ষির কোন দোষ নাই।
বাস্তবিক আমি শিবের শিষ্য,
কাশীক্ষেত্র হ'তে আপনার কাছে এসেছি।
গিরি।—কি প্রয়োজনে?
বালক।—এই পত্রখানি গ্রহণ কো'রে পাঠ করুন্।
গিরি।—এ পত্র কে লিখেছে?
বালক।—আপনার জামাতা স্বয়ম্ভু শম্ভু স্বয়ং।
গিরি।—হরি হরি! আমি ও পত্র স্পর্শ ক'র্‌বো না।
নারদ।—আচ্ছা, আমি না হয় কমণ্ডলু থেকে
একটু গঙ্গাজল পত্রখানায় ছিটিয়ে দি।
গিরি।—তা'তেও ও পত্র পবিত্র হ'বে না।
নারদ।—কেন হ'বে না?
গিরি।—গঙ্গা শিবের জটায় থাকে।
নারদ।—(স্বগত)—ইনি যে দক্ষ মুনির চেয়েও
আর এক কাটি উঁচিয়ে চলেন।
(প্রকাশে)—আচ্ছা, আমি পত্র পড়ি,
আপনি শুনুন। (পত্রগ্রহণ)
গিরি।—অতক্ষণ আমি দাঁড়া'তে পার্ব্বো না।
পত্রের উদ্দেশ্যটা কি?
নারদ।—উদ্দেশ্য এই,—শিবের সমন্বয়।
গিরি।—বল কি, নারদ! মিথ্যা কথা।
নারদ।—আমি পত্রখানা ধরি,
আপনি আলগোছা পড়ুন।
গিরি।—আচ্ছা, ধর তো।
(নারদের তথা করণ ও গিরিরাজের
দূর হইতে পত্রপাঠ)
নারদ।—কেমন?
গিরি।—তাই তো, সত্যই তো!
তা ভালই হ'য়েছে।
শিব যদি সমন্বয় ক'রে জেতে ওঠে,
তা' হ'লে তা'র সঙ্গে আমার চল্‌তে দোষ কি?
(বালকের প্রতি)—ও বাপু!
কবে শিবের সমন্বয়?
বালক।—আগামী চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে।
গিরি।—তবে তো আর বেশী দিন নাই।
আচ্ছা, নিমন্ত্রণটা কিরূপ হ'বে?
বালক।—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল।
কেউ কোথাও ফাঁক প'ড়্‌বে না।
আপনাকে সকলের অগ্রে যেতে হ'বে।
আপনার দ্বারাই শিব-সমন্বয় হ'বে।
গিরি।—তা' বটেই তো,
আমিই তো সেটাকে একঘ'রে ক'রেছি।
আমি না তুল্‌লে তুল্‌বে কে?
নারদ।—(স্বগত)—কে কা'কে তোলে দেখা যা'বে।
বালক।—আমি তবে এখন আসি।
গিরি।—আচ্ছা, বাপু!
বালক।—দেবর্ষি! আপনি আমার সঙ্গে আসুন না?
গিরি।—ওটাকে কেন?
বালক।—ওঁরো সমন্বয় হ'বে।
গিরি।—অবশ্য, হওয়া উচিত।
ওটা সেটার ঘটক।
বর ঘটকের এক সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করা চাই।
নারদ।—(স্বগত)—আমি বুঝেছি,
চতুরচূড়ামণি প্রভু চতুরতা ক'রে
আমায় সঙ্গে নিয়ে যা'বেন।
কিছু না কিছু ব্যাপার আছে।
(গিরিরাজের প্রতি) তবে বিদায় হই, মহারাজ!
গিরি।—স্বচ্ছন্দে।

[সকলের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য।—কাশী—রাজপথ।

ক্রমে ক্রমে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মানবগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।

ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রবেশ।

ব্রহ্মা।—দেবরাজ!
অদ্ভুত ঘটনা আজ ঘটিবে কাশীতে।
অলৌকিক হরিহরলীলা!
শিবসমন্বয়ে আজ শিবের মহিমা
প্রচারিত হ'বে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে।
ভগবান্ নারায়ণ

করিলা কৌশল-খেলা।
চল চল এই বেলা
দেখি গে নয়ন ভরি' আশা মিটাইয়া
অন্নপূর্ণা নবমূর্ত্তি মহেশভবনে।

ইন্দ্র।—বিরিঞ্চি! সৌভাগ্যবান্ মোরা,
তেঁই আজ নিমন্ত্রিত হৈনু কাশীধামে,
কৃতার্থ হইব সবে শিবশিবা হেরি'।

[উভয়ের প্রস্থান।

গিরিরাজের প্রবেশ।

গিরি।—তাই তো, এ কোথায় এলেম?
এমন সুন্দর পুরী তো কখন দেখি নি।
কে এ পুরীর অধিপতি?
কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি?

দুই জন ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

১ ব্রাহ্মণ।—শীঘ্র চল, শীঘ্র চল,
নৈলে আর স্থান পাওয়া যা'বে না।

২ ব্রাহ্মণ।—ইস তাই তো, কি ভয়ানক জনতা।
আজ কি ত্রিভুবন খালি হ'য়ে কাশীতে এসেছে?

১ ব্রাহ্মণ।—এখনো কত লোক আসচে দেখছ?

২ ব্রাহ্মণ।—চল চল, দ্রুতবেগে চল।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

গিরি।—প্রণাম।

১ ব্রাহ্মণ।—(যাইতে যাইতে)—জয়োঽস্তু।

গিরি।—আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

১ ব্রাহ্মণ।—এসে শুন্‌বো।

[ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রস্থান।

গিরি।—তাই তো,
কেউ আমার কথা শোনে না যে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।—আপনি কত ক্ষণ?
এখনো এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

গিরি।—কোথায় যা'ব?

নারদ।—আপনার জামাতার কাছে।

গিরি।—সে কি এখানে আছে?

নারদ।—আজ্ঞে হাঁ। এই কাশীধাম।

গিরি।—আমি ভেবেছিলেম, কাশী একটা শ্মশান।

নারদ।—এরূপ ভাব্‌বার কারণ?

গিরি।—শিবটে যে চিরকাল শ্মশানবাসী।

নারদ।—এখন আর তিনি শ্মশানবাসী ন'ন,
এই কাশীর ঐশ্বর্য্য ও শোভা তাঁর সাক্ষী।

গিরি।—এ অতুল ঐশ্বর্য্য শিবটে কোথা পেলে?
যেটা চিরভিখারী,
তা'র এত বিভব কি রূপে হ'ল?
সেটা এখন ডাকাতি করে না কি?

নারদ।—ডাকাতি নয় ডাকাডাকি।

গিরি।—সে আবার কি?

নারদ।—আপনাকে ডাক্‌ছেন তিনি।
সমস্ত প্রস্তুত। সকলেই এসেছেন।
এখন আপনি গেলেই সমস্ত হয়।

গিরি।—চল তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

৩য় দৃশ্য।—কাশী—অন্নপূর্ণার মন্দির।

সিংহাসনে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে উমা উপবিষ্টা এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভিক্ষুকবেশে শিব দণ্ডায়মান।

গিরিরাজ ও নারদের প্রবেশ।

গিরি।—নারদ! এ কি মূর্ত্তি?

নারদ।—অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি, মহারাজ।
হের হের কন্যা তব দর্ব্বীতে করিয়া
দিতেছেন অন্ন তব জামাতার করে।
হের ওই, মহাদেব অঞ্জলি ভরিয়া
ভক্ষণ করি'ছে অন্ন হরিষ অন্তরে।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদির প্রবেশ।

গিরিরাজ ব্যতীত সকলে।—জয় জগৎপিতা
মহাদেবের জয়।
জয় জগজ্জননী অন্নপূর্ণার জয়।

বিষ্ণু।—এস এস দেবগণ। এস এস মুনিগণ।
এস এস অবিলম্বে যে যথায় আছ।
আজ বড় শুভ দিন,
সকলে মিলিয়া আজ কাশীধাম মাঝে
শিবের প্রসাদ খাই শিবসমন্বয়ে।

(শিবের অঙ্গুলিস্খলিত ভূপতিত উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া গিরিরাজ ব্যতীত সকলের ভক্ষণ ও মস্তকে হস্তমর্দ্দন)

গিরি।—(সবিস্ময়ে)—আরে মর।
এ কি বিপরীত কাণ্ড।
নারদ। নারদ। এ কি সমন্বয়?
কোথায় দেবতা ঋষিদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে
নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে শিব,
না দেবতা ঋষি প্রভৃতিরাই
উচ্ছিষ্ট খাচ্চে শিবের।

নারদ।—মহারাজ। শিবের সমন্বয় এইরূপ।

দেবগণ ও ঋষিগণ।— (গীত)

কি আনন্দ আজ, কাশীধাম মাঝ,
অন্নপূর্ণা বিরাজে কেমন।
অন্নদানকারী, নিজে ত্রিপুরারি,
ভিক্ষা মাগি'ছেন হের নয়ন॥
অপরূপ রূপ শোভিল রে—
হৃদিপ্রাণমন মোহিল রে—
হইয়ে প্রসন্ন, দিতেছেন অন্ন,
প্রসন্নময়েরে প্রসন্নময়ী,—
জয় জয় জয়, নাহি আর ভয়,
অতুল প্রসাদ করি ভোজন॥

(সহসা মোহ ও ভ্রমের আবির্ভাব ও দগ্ধ হওত ধ্বংসপ্রাপ্তি)

গিরি।—ধ্বংস হ'ল মোহ ভ্রম মোর।
এত ক্ষণে বুঝিলাম,
সামান্য নহেন শিব, দেবের দেবতা।
এত দিন ভ্রমের ছলনে, মোহের বন্ধনে
চিনিতে পারি নি শিবে।
এই বার বুঝিলাম,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর শিব জামাতা আমার।
(কৃতাঞ্জলিপুটে ধ্যান)—
"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং
রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ
স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং
নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥"

সকলে।—জয় জয় ভগবান্ মহাদেবের জয়।

গিরি।—(কৃতাঞ্জলিপুটে)
"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥"
(প্রণাম)

সকলে।— (গীত)

জয় ভূতভাবন, বিশ্বপালন,
সাধুসজ্জনরঞ্জন।
জয় অগ্নিভালক, জীবপালক,
অস্থিমালকশোভন॥
জয় শৃঙ্গবাদক, ভালপাবক,
দুষ্টবঞ্চকশাসন।
জয় আদিকারণ, ভীতিবারণ,
পাপভীষণনাশন॥
জয় প্রেতনায়ক, তত্ত্বগায়ক,
শূলসায়কধারণ।
জয় ভক্তবৎসল, সত্যনিশ্চল,
নিত্যমঙ্গলকারণ॥
জয় ষণ্ডবাহন, ভণ্ডশাসন,
বিল্বকাননচারণ।
জয় সর্পখেলন, দর্পহারণ,
মীনকেতনমারণ॥

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

জন্মাষ্টমী।

[চিত্ররঙ্গ ও পঞ্চরঙ্গ।]

JANMASTAMI.

[TABLEAUX VIVANTS & PANTOMIMES.]

প্রথম চিত্ররঙ্গ।

মথুরা—কংসের কারাগার।

[কারাগারমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ; বসুদেব ও দেবকী বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট; বহির্ভাগে প্রহরিগণ মায়ানিদ্রায় অভিভূত।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—পত্নি! তোমার অনুরোধে অদ্য আমি জন্মাষ্টমী অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা সম্বন্ধে যে কয়খানি চিত্র প্রস্তুত করেছি, তন্মধ্যে এইখানি প্রথম। ঐ দেখ, মথুরা নগরে কংসের কারাগার! কারাগারমধ্যে অপূর্ব্ব ঘটনা। আজ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি; রাত্রি দ্বিপ্রহর; ঘোর অন্ধকার। ঐ দেখ, কারাগার মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছেন। এখনি দুরাত্মা কংস জান্‌তে পার্‌লে ভূমিষ্ঠ শিশুকে শিলাতলে নিক্ষেপ ক'রে বধ ক'র্‌বে। সেই ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব এবং মাতা দেবকী অত্যন্ত বিমর্ষভাবে ব'সে আছেন। আবার ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় কংসের প্রহরিগণ কারাগারের দ্বারবহির্ভাগে নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়ে আছে।

চিত্রকরী।—স্বামিন্! বড় সুন্দর চিত্রই হ'য়েছে। আমি দেখে নিতান্ত আনন্দিত হ'লেম।

চিত্রকর।—চল, এই বার তোমাকে দ্বিতীয় চিত্ররঙ্গ দেখাই।

উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম পঞ্চরঙ্গ।

ষষ্ঠীতলা গ্রাম—ষণ্ডেশ্বর পুরোহিতের বাটীসম্মুখ।

যদু ও মধুর প্রবেশ।

মধু।—বল কি, ভাই! এই তো কলির সন্ধ্যে। এখনি লোকে ধর্ম্মের নামে এত দূর ভণ্ডামি আরম্ভ ক'রেছে।

যদু।—ভণ্ড লোকের সংখ্যাই পৌনে ষোল আনা।

মধু।—না না। তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

যদু।—আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে কাজ কি? হাতে হাতেই সত্য মিথ্যার প্রমাণ কর না কেন? আজ তো জন্মাষ্টমী। আজই তোমাকে কয়েক রকম ভণ্ডামি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মধু।—কোথায় গেলে দেক্‌তে পাব?

যদু।—বেশী দূর যেতে হ'বে না। আপাততঃ এই খানেই একটা দেখ। এই বাড়ীটে যণ্ডেশ্বর পুরোহিতের।

মধু।—তাঁ'রই এই বাড়ী? তিনি যে খুব একজন ভাল ব্রাহ্মণ। সর্ব্বদেবপুজাপদ্ধতি, ব্রতমালা, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, মনু আদি সমস্ত সংহিতা, এবং আরও কত ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁ'র কণ্ঠস্থ। মহামহোপাধ্যায় যণ্ডেশ্বর বিদ্যালঙ্কার' যে একজন সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ।

যদু।—আজ সেই মহাপুরুষ যণ্ডেশ্বরের ভণ্ডামিটে এক বার দেখে নেও।

মধু।—ভণ্ডামি! বল কি, অ্যাঁ!

যদু।—চল, তাঁ'র এই ঘরখানার পাঁদাড়ে লুকিয়ে থেকে, তোমাকে যণ্ডেশ্বর পুরোহিতের হিতাহিত জ্ঞানটা দেখাই।

মধু।—কেন মিছে ঝোপের দিকে গিয়ে মশার কামড় খা'ব?

যদু।—মিছে যদি হয়, তবে দশ টাকা বাজী।

মধু।—তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

যণ্ডেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের প্রবেশ।

যণ্ডে।—একা যণ্ডেশ্বর, যজমান বিস্তর, সামলাই কি ক'রে? যজমান ব'লে যজমান, তিন শ' তেষট্টি ঘর। তিন শ' বাষট্টিটে ঠিকে বামুণ দিয়ে তিন শ' বাষট্টি জন যজমানের আজ জন্মাষ্টমীর ব্রতটা চালিয়ে নি। আর নিজে বংশীধর ঘোষের বাড়ীতে ব্রতী হই। বংশী ঘোষের বাড়ী পাওনা থোওনাটা যথেষ্ট, সুতরাং ঐটে নিজেরই হাতে রাক্তে হ'বে। তা' যা' হোক, এক দমে এত ঠিকে বামুণ পাই কোথা? হাজার চেষ্টা ক'ল্লেও বড় জোর শ' দুই বামুণ পাওয়া যেতে পারে। তা'র মধ্যে আবার কলায়ে, রেও, ভাট, আচাধ্যি বামুণ, মুড়িপোড়া বামুণই অধিকাংশ। তা' চুলোয় যাক্, আমার দশ টাকা পাওনা নিয়েই কথা। দু' শ' বামুণ তো হ'ল, কিন্তু এখনও এক শ' তেষট্টিটে বাকি। তা'ও যণ্ডেশ্বর শর্ম্মা চালিয়ে নেবেন। কেবল এক শ' তেষট্টিটে পইতের ওয়াস্তা। তা আমার ঘরে দশ পনর সের পইতে আছে। এক এক জনে দশ পনর গাছা কোরে পর্ না কেন?

মদনভঙ্গিকার প্রবেশ।

মদনভঙ্গিকা।—এখানে কি বিড় বিড় ক'রে ব'ক্‌চো?

যণ্ডে।—ব্রাহ্মণি! শীঘ্র এক শ' তেষট্টিটে পইতে বা'র ক'রে আন তো।

ম-ভ।—খদ্দেবের যোগাড় হয়েচে না কি?

যণ্ডে।—খদ্দেব নয়, খান্তের যোগাড়।

ম-ভ।—সে কি রকম?

যণ্ডে।—আজ যে জন্মাষ্টমীর ব্রত।

ম-ভ।—তা পইতে কি হ'বে?

যণ্ডে।—সব বামুণ জুটে উঠ্‌চে না। এক শ' তেষট্টি জন শূদ্রকে পইতে পরিয়ে যজমানদের বাড়ী পাঠা'ব।

ম-ভ।—তোমার কি পাপের ভয় নেই?

যণ্ডে।—তোমার যদি বস্ত্রালঙ্কারের লোভ না থাকে, তা' হ'লে আমার এরূপ পাপ কর্‌বার প্রয়োজন কি? বস্ত্রালঙ্কারের লোভ ছাড়, ব্রাহ্মণি।

ম-ভ।—আমার কর্ম্ম নয়! শূদ্দুর তো শূদ্দুর, তুমি মুচুনমান ফিরিঙ্গীকেও পইতে পরিয়ে যজমানদের বজাও, সেও ভাল, তবু মদনভঙ্গিকে বসন ভূষণ ভুল্‌তে পারে না।

যণ্ডে।—ব্রাহ্মণি! সে কালে ছিল "নারীণাং ভূষণং পতিঃ" আর এ কালে হ'চ্চে "নারীণাং ভূষণং মতিঃ" অর্থাৎ বড় বড় গজমুক্তা।

ম-ভ।—আমি এক্ষুণি সব পইতে আন্‌চি।

যণ্ডে।—আর এক কাজ কর। আমি তো সারা দিন সারা রাত নিরম্বু উপবাস ক'রে থাকৃতে পার্ব্বো না। তুমি শীঘ্র অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ক'রে দাও। বড় বড় কইমাছ জিওনো আছে—আলু পটল, বড়ি আছে—চাঁপানোটে শাক আছে—

কচি কচি চাল্‌তা আছে। অতএব আলু পটল বড়ি দিয়ে কইমাছের ঝোল, নোটে শাক ভাজা এবং চাল্‌তার অম্বল রেঁধে দাও।

ম-ভ।—চাল্‌তার অম্বল নিরিমিষ্যি ক'র্‌বো কি?

যণ্ডে।—কাজে কাজে। আজ জন্মাষ্টমীর দিন তো আর বাজারে গিয়ে চিঙ্‌ড়ী মাছ আন্‌তে পারি নি। আচ্ছা, এক কাজ কর, আমার জন্যে না হয় একটা কইমাছ অম্বলে দম্বল দিও।

ম-ভ।—আজ এক বেলাই খা'বে তো?

যণ্ডে।—রাধে মাধব! দু' বেলা—দু' বেলা।

ম-ভ।—ও বেলা তো সন্ধ্যের সময় থেকেই যজমানের বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর যণ্ডে লিপ্ত থাক্‌বে; কি কোরে খেতে আস্‌বে?

যণ্ডে।—বেলা চাট্টের সময় আবার আহার ক'র্‌বো।

ম-ভ।—ও মা, সে কি গো! বামুণ হ'যে এক তিথিতে দু'বার ভাত খা'বে?

যণ্ডে।—আরে রেখে দাও তোমার এক তিথিতে দু'বার ভাত খাওয়া! তোমার যণ্ডেশ্বর এক তিথিতে দু'বার ভাত ঠোসেন!

ম-ভ।—তা বিকেলবেলা কি তরকারি রাঁধ্‌বো?

যণ্ডে।—কা'ল আমি লুকিয়ে যে ছটা হাঁসের ডিম আর দু' পয়সার পেঁয়াজ এনেছিলেম, গরম মস্‌লা দিয়ে তা'রি বেস্ কালিয়া তোয়ের কোরো। গোটা চেরেক বড় বড় গোল আলুও দিও।

ম-ভ।—আচ্ছা। তবে তুমি নেয়ে এসে পূজো আহ্নিক সারো।

যণ্ডে।—আজ আর নাইব না। গামছার গা হাত মুখ মুছে চন্দনের কোটা টোটাগুলো পোরে নি। ঠিকে বামুণ খুঁজতে যাই, সুতরাং আহ্নিক কাহ্নিকও হ'বে না। তুমি পইতে বা'র ক'রে রেখে শীঘ্র রন্ধন আরম্ভ কর। আর একটা কথা, আজ আর পান ফান সেজো না।

ম-ভ।—কেন?

যণ্ডে।—আরে পাগ্‌লি! হাজার কুচ্‌কিকণ্ঠা ঠেসে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ক'রে দিব্য আহার কর, কিন্তু মুখে পান দিও না, তা' হ'লেই ব্যস্—নির্ম্বু উপবাস।

ম-ভ।—ও মা, যা'ব কোথা! হাঁগা, তুমি এমনতর যজমান ঠকানো কল কৌশল কা'র কাছে শিখেছ?

যণ্ডে।—আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধির কাছে।

ম-ভ।—অবাক্ তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি!

[প্রস্থান।

যণ্ডে।—আমিও যাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে এক সূত্রে মন্ত্রপূত করি।

[প্রস্থান।

যদু ও মধুর পুনঃপ্রবেশ।

যদু।—কি ভাই মধু, যণ্ডেশ্বর পুরোহিতের কাণ্ডকারখানাটা দেখ্‌লে তো?

মধু।—তাই তো ভাই যদু, আমি যে অবাক্ হলেম! এরি নাম কি পুরোহিত আর এরি নাম কি পৌরহিত্য?

যদু।—যণ্ডেশ্বর ভট্টাচায্যির মত এখন ঢের ঢের পুরুত ঠাকুর গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সরলবিশ্বাসী যজমানদের সর্ব্বনাশ ক'চ্চে।

মধু।—ছি ছি, ধিক্ ধিক্!

যদু।—চল, জন্মাষ্টমীর বাজারে আরও রকম রকম ভণ্ডামি-কাণ্ড দেখাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় চিত্ররঙ্গ।

মথুরা ও গোকুলের মধ্যবর্ত্তিনী যমুনানদী।

[যমুনা নদীর জলমধ্যে অগ্রে শৃগালীরূপে যোগমায়া; মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া বসুদেব গমনোদ্যত; পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে বাসুকি নাগ ফণা-বিস্তার করিয়া অবস্থিত।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—প্রিয়ে! জন্মাষ্টমীর এইখানি দ্বিতীয়

চিত্র। ঐ দেখ, মথুরা ও গোকুলের মধ্যবর্ত্তিনী যমুনা নদী প্রবাহিত হ'চ্চেন। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর অন্ধকার রাত্রি। আকাশে নিবিড় মেঘঘটা। মুষলধারে বৃষ্টি হ'চ্চে—বিদ্যুতাগ্নি চক্‌মক্ ক'চ্চে—ঘন ঘন বজ্রসংঘ গভীর গর্জ্জন ক'চ্চে। ঐ দেখ, মহাত্মা বসুদেব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ ক'রে, মথুরাস্থ কংসের কারাগার হ'তে, গোকুলে গোপরাজ নন্দের গৃহে যা'বার জন্য, যমুনানদী পার হ'চ্চেন। কিন্তু সদ্যো-জাত শিশুকে ক্রোড়ে গ্রহণ ক'রে, গভীর যমুনা নদী কিরূপে হেঁটে পার হ'বেন, সেই ভয়ে অত্যন্ত আকুল হ'য়েছেন। প্রিয়ে, ঐ দেখ, বসুদেবকে ভীত ও সন্দিগ্ধ দেখে, স্বয়ং ভগবতী যোগমায়া শৃগালীরূপে হেঁটে যমুনা পার হ'চ্চেন। বসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে গমন ক'চ্চেন। আবার ঐ দেখ, পাছে বসুদেবের ক্রোড়স্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গাত্রে বৃষ্টিবারি পতিত হয়, সেই জন্য স্বয়ং সর্পরাজ বাসুকী স্বীয় সহস্র ফণা বিস্তার ক'রে, ছত্রাকারে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ক'চ্চেন।

চিত্রকরী।—নাথ! এখানিও অতি অপূর্ব্ব চিত্র। পূর্ব্বে আমি এমন মনোহর ছবি কখন দেখি নি।

চিত্রকর। চল, এই বার তোমায় তৃতীয় চিত্র-রঙ্গখানি দেখাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় পঞ্চরঙ্গ।

কলিকাতা—চিৎপুর রোড্—চমৎকারের বাটীসম্মুখ।

যদু ও মধুর প্রবেশ।

মধু।—ওহে যদু! চমৎকার বেশ্যার বাড়ীর সামে কি জন্যে এলে, এখানেও কি কোন ব্যাপার আছে?

যদু।—বিনা ব্যাপারে কি তোমায় আর আন্‌লেম? চল, আমরা ঐ মালীর ফুলের দোকানে ব'সে ব'সে তামাসা দেখি।

মধু।—ও কে আস্‌চে হে?

যদু।—এক ব্যাটা ভদ্রগোচের মাতাল দেখ্‌চি।

কৃষ্ণদাস গোস্বামীর প্রবেশ।

মধু।—ও যদু! এ লোকটা পরম বৈষ্ণব যে।

যদু।—যে সে নয়, ভায়া! কেষ্টদাস গোসাঞি! গোসাঞিজী, দণ্ডবৎ।

মধু।—দণ্ডবৎ।

কৃষ্ণ।—কে তোমরা, বাবা?

যদু।—আমি যদু, ইনি মধু।

কৃষ্ণ।—আর আমি চমৎকারসুন্দরীর বঁধু।

যদু।—সে কি, মশায়, বলেন কি? আপনি হ'চ্চেন খড়দার এক জন প্রসিদ্ধ গোস্বামী। আপনার মুখে এমন কথা কি শোভা পায়?

কৃষ্ণ।—তবে কি শোভা পায়?

যদু।—হরিনাম।

কৃষ্ণ।—কে বাবা তোমরা? ধ্রুব, প্রহ্লাদ? ওরে শালারা! এ সময়ে আমার মুখে কি হরিনাম শোভা পায়, না সুরাপান শোভা পায়?

যদু—রাধামাধব! রাধামাধব!

মধু।—চল, যদু, এখান থেকে।

কৃষ্ণ।—বাবা, মদ না দিলে যেতে দিচ্চি নি।

মধু।—আমরা কি মদ খাই?

কৃষ্ণ।—দু'শালা দুই মদের পিঁপে।

মধু।—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

কৃষ্ণ।—চাদর পিরিহান্ তোল তো বাবা!

মধু।—কেন তুল্‌বো?

কৃষ্ণ।—বগলে মদের বোতোল লুকুনো আছে।

মধু।—মশায়, সাবধান হ'য়ে কথা কবেন্।

কৃষ্ণ।—চোপ্ রও শালা!

যদু।—ও মধু! গুয়ে ঢিল ফেলা আর মাতালকে ঘেঁটানো সমান।

কৃষ্ণ।—কি রে রাস্‌কেল্! আমি গু! আমি গু?

তো ব্যাটাদের এখনও বস্তুপরিচয় হয় নি। আমি গু নয় বাবা, আমি বমি। এই ছাখ্।

(মুক্তার তোলন)

যদু ও মধু। রাম! রাম! গামর বমি ক'রে দিলে হে!

কৃষ্ণ।—এখনও বাবা, মুখময় বাকি।

যদু।—পালিয়ে এস, মধু, পালিয়ে এস।

মধু।—এমন জায়গায় আমাকে আনা তোমার ভাল হয় নি। একে চিৎপুর রোড্, তা'তে সন্ধ্যে-বেলা,—তা'তে আবার বেশ্যার বাড়ীর উপরে বারাণ্ডা, নীচে দরজা। এ স্থান অতি কুস্থান—সাক্ষাৎ নরককুণ্ড।

বারাণ্ডার উপর চমৎকারের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—ওহে স্বর্গের দেবদূতদ্বয়। তবে দয়া ক'রে এ দাস গোসাঞিকে নরককুণ্ড হ'তে উদ্ধার কর, বাবা।

মধু।—আমাদের কর্ম নয়। যে তোমাকে উদ্ধার ক'র্‌বে, সে ওই বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে হাস্‌চে।

কৃষ্ণ।—(বারাণ্ডার দিকে দেখিয়া)—বাহবা—বাহবা। ঐ যে স্বর্গের বারাণ্ডায় আমার পতিত-পাবনী দেবদূতী।

মধু। ও যদু! আবার এক ব্যাটা কে ছুটে আস্‌চে। পালাই চল।

[যদু ও মধুর প্রস্থান।

একজন ভদ্রবেশধারী জুয়াচোরের প্রবেশ ও কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে ফেলিয়া দিয়া অপর দিক্ দিয়া বেগে প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—(ভূতলে পড়িয়া)—বলি, ওহে দেব-দূতি! এই রকম ক'রে কি পতিতকে উদ্ধার ক'ত্তে হয়, বাবা? একেবারে এক হন্দর পাথর মেরে রাস্তার কাদায় লুটিয়ে দিলে, সুন্দরি!

বেগে একজন গাড়োয়ানের প্রবেশ।

গাড়ো।—গাড়ীভাড়া ইঁগারা আনা দে কে তব্ যাগো। (কৃষ্ণদাস গোস্বামীকে গাড়োয়ানের জাপ্টাইয়া ধরা)

কৃষ্ণ।—কে তুমি, বাবা?

গাড়ো।—কবিম্‌বক্স্ গাড়ীওয়ান্।

কৃষ্ণ।—আমার অপরাধ?

গাড়ো।—মেরা গাড়ী সে কুদ্‌কে কাঁহা ভাগো গে বাবু? ভাড়া দেও, তব্ যাঁহা খুসী যাও।

কৃষ্ণ।—আমি তোর গাড়ী চড়ি নি। আমি, বাবা, গোসাঞি গোবিন্দি মানুষ। এগার আনা থাক্‌লে আজ জন্মাষ্টমীর বাজারে দু'শ' মগড় লাগিয়ে দিতেম।

গাড়ো।—গোসা গন্তো মানুষ ম্যায় নেহি জান্তা হুঁ। জল্‌দি কেরায়া দেও।

কৃষ্ণ।—যে শালা তোর গাড়ী চ'ড়েচে, সে শালা যেন জন্ম জন্ম চড়ে।

গাড়ো।—আরে তুম্ চড়া থা।

কৃষ্ণ।—কভি নেহি। ও শালা হাম্‌কো বাস্তামে পটক্ দে কে উধর ভাগ্ গিয়া হ্যায়।

গাড়ো।—মেরা আঁখ্ নেহি হ্যায়?

কৃষ্ণ।—তা' হ'লে কি, বাবা, চোর ছেড়ে সাধু ধর?

গাড়ো।—কাহে ঝুট্ মুট্ বক্ বক্ করতে হো? কেরায়া দেও তো দেও, নেহি হাম্ পাহার-ওয়ালাকো বোলাউঙ্গা।

কৃষ্ণ।—(বারাণ্ডার দিকে তাকাইয়া)—ও চমৎ-কার বিবি! নেমে এসে সদর দরজাটা খুলে দাও, ভাই। নৈলে রামের বনবাস।

চমৎকার।—(বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া)—কেন তোকে দরজা খুলে দেবো? কে তুই রে?

কৃষ্ণ।—তোমারি গোলাম কেষ্টদাস গোসাঞি।

চমৎ।—আমি তোকে চিনি নি।

কৃষ্ণ।—সে কি, বাবা। কাল রাত্রে যে তোমাকে পঁচিশটে টাকা দর্শনী দিয়ে গেচি।

চমৎ।—কাল্‌কের কথা কাল গেচে। আজ্‌কে তা'র কি?

কৃষ্ণ।—তা থেকে দয়া করে এগার আনা

পয়সা ধার দাও। এই কাল্‌কের কথার আজকে জের। আবার কাল আমি এগার আনায় এগার টাকা পুষিয়ে দেবো। মাইরি ব'ল্‌চি।

চমৎ।—আমি মাতালের কথা বিশ্বেস করি নি।

কৃষ্ণ।—বটে রে শালী বটে! মাতাল বই তো বেটীদের গতিমুক্তি কই? মাতাল শালারাই তোদের চোদ্দ পুরুষ, আর তো শালীরাই মাতালের চোদ্দ পুরুষী!

চমৎ।—আরে মর্‌ পাজী ছুঁচো ব্যাটা? আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাড়োয়ানের সাম্নে গাল দিচ্চিস্‌! গায়ে চুণ গুলে ঢেলে দিচ্চি, দাঁড়া। (উচ্চৈঃস্বরে)—ও ঝি!

নেপথ্যে ঝি।—যাই গো দিদিবাবু।

চমৎ।—শীগ্‌গির এক ঘটী চুণ গুলে আন্‌ তো। আজ গোসাঞি ঠাকুরকে চুণকাম ক'রে দি।

কৃষ্ণ।—ও বাবা গাড়োয়ান্‌! ছাড়্‌ ছাড়্‌, নৈলে চুণগোলায় ঘুলিয়ে যা'ব।

গাড়ো।—কভি নেহি ছোড়েঙ্গে। পাহার-ওয়ালা! এ পাহারওয়ালা! পাহারওয়ালা হো!

এক ঘটী চুণগোলা লইয়া বারাণ্ডায় ঝির প্রবেশ।

ঝি।—এই নেও, দিদিবাবু, চুণগোলা।

কৃষ্ণ।—ও কচুয়ান্‌, জল্‌দি ছোড়ো।

গাড়ো।—আউর্‌ জোর্‌সে পক্‌ড়েঙ্গে।

কৃষ্ণ।—তোমারও দফা রফা হোঙ্গে।

গাড়ো।—কুছ্‌ পরওআ নেহি। দেখো তো ভালা! হাত্নয়া তালাও সে সোণাগাছী—সোণাগাছী সে নতুনবাজার কা শুঁড়ী কা দোকান—ফের্‌ হুঁআসে ইয়া মেছুয়াবাজারকা মোড়। ইহাঁ আয়কে বেকেরায়া গাড়ি ছোড়্‌কে ভাগ্‌তা হায়। এয়সা ভোন্দোর মানুষ তোম্‌!

কৃষ্ণ।—হাম্‌ তোমারা গাড়ী মে নেহি চড়া হায়।

গাড়ো।—তোমারা বাবা চড়া হায়।

কৃষ্ণ। চোপ্‌ রও, শুআর!

চমৎ।—তবে রে ড্যাক্‌রা গোসাঞি, এখানে মুখখিস্তি। এই যেমন কম্ম তেম্নি ফল। (বারাণ্ডা হইতে চুণগোলা ঢালিয়া দেওন)

কৃষ্ণ।—এ কি বাবা! এই কি তোমার মনে ছিল? আমাকে রাবণেও মার্‌লে—রামেও মার্‌লে!

চমৎ।—দূর্‌ ব্যাটা দূর্‌!

কৃষ্ণ।—ওহো ঠিক্‌—রাবণেও মার্‌লে, মন্দো-দরীতেও মার্‌লে!

চমৎ।—ফের্‌ যদি চেঁচা'বি, তো মুড়ো খ্যাঙরা ছুড়ে মার্‌বো।

কৃষ্ণ।—তা' মারো, কিন্তু তুমি বড় বেরসিক। আজ জন্মাষ্টমী, কাল নন্দোচ্ছোব। কাল সকালে না ক'রে আজি রাত্তিরে দধিকাদা কোর্‌লে, প্রিয়ে!

গাড়ো।—তোবা তোবা! মেরা ভি সারে বদন্‌ মে বিলকুল চুণা লপট্‌ গিয়া রে। যেসা সহবৎ তেসা নাকা।

কৃষ্ণ।—আর কেন? এখনো ছাড়, বাপা!

এক জন পাহারওয়ালার প্রবেশ।

পাহা।—আরে! দোনো শুয়ারা দারু পিকে শড়ক্‌ পর্‌ ক্যা গোলমাল্‌ লাগায়া হ্যায়?

(উভয়কে প্রহার)

গাড়ো।—পাহারওয়ালা জী! হাম্‌ গাড়িওয়ান হ্যায়।

পাহা।—চোপ্‌ রও, শালা!

কৃষ্ণ।—হাম্‌ কিষণদাস গুসাঞি। গুসাঞি আদ্‌মি দারু নেহি পিতা, বাবা!

পাহা।—হাত্তেরি মাতোয়ারা! মেরা লাল পাগ্‌ড়ী দেখ্‌কে শালা গুসাঞি বনা হুআ হ্যায়।

কৃষ্ণ।—আমাকে ছেড়ে দাও, পাহারওয়ালা বাবা! আমার বাড়ীতে আজ জন্মাষ্টমীর ব্রত।

পাহা।—লালবাজার পুলিষ কা হাজৎমে জনমু-ষ্টিমিকা বরথ হোগা। চল্‌ শালা লোগ, চল্‌ জল্‌দি। (প্রহার)

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় চিত্ররঙ্গ।

গোকুল—নন্দের গৃহ। রাত্রিকাল।

[নন্দ ও যশোদা নিদ্রিত। বসুদেবের যশোদার পার্শ্বে কৃষ্ণকে রাখিয়া, তাঁহার সদ্যঃপ্রসূতা কন্যারূপিণী যোগমায়াকে গ্রহণ।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—পত্নি! ঐ দেখ, যমুনা নদীর পরপারস্থ গোকুল গ্রাম। গভীর রাত্রিকালে গোপরাজ নন্দ ও তৎপত্নী যশোদা নিদ্রিত! স্বয়ং যোগমায়া কন্যারূপে যশোদার গর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়েচেন। ঐ দেখ, বসুদেব ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে, এক হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে রাখ্‌চেন, আর এক হস্তে কন্যারূপিণী যোগমায়াকে তুলে নিচ্চেন।

চিত্রকরী। স্বামিন্! এখানিও চমৎকার চিত্র।

চিত্রকর।—এই বার শেষ চিত্ররঙ্গখানি দেখ্‌বে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় পঞ্চরঙ্গ।

কলিকাতা—ঠন্‌ঠনের মোড়।

যদু ও মধুর প্রবেশ।

যদু।—কেমন, ভায়া! চমৎকারের বারা ইয়ার নীচে কৃষ্ণদাস গোসাঞিজীর কৃষ্ণভক্তিটে কেমন টন্‌টনে দেখ্‌লে?

মধু।—ছি ছি, আর সেটার নাম ক'র না। ঐ সব গরুগুলো গুরু ব'লে পরিচয় দিয়ে, সরল লোকদের শিষ্য করে—কাণে গুরুমন্ত্র দেয়। অমন গুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়ার চেয়ে, নরকে ডুবে মরা ভাল।

যদু।—এই বার এই ঠন্‌ঠনের মোড়ে দাঁড়িয়ে অপরাপর কাণ্ডকারখানা দেখি এস। চল, আমরা ঐ দিকের ফুটপাথে দাঁড়াই।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোপাল ও নেপালের প্রবেশ।

গোপাল।—ওরে ন্যাপালে! সন্ধ্যে হ'য়েচে, চল্, গুলির আড্ডায় যাই। আজ জন্মষ্টমীর পরব—বড্ড মজাটা হ'বে। আড্ডাধারী আজ সকলকে পাঁচ পাঁচটা ছিটে খয়রাৎ ক'র্ব্বে।

নেপাল।—কোন্ আড্ডায়?

গোপাল।—এই যে শশধর ঠাকুর যে বাড়ীতে বাসা নিয়েচেন, তা'রি উত্তর গায়ের আড্ডায়।

নেপাল।—এই ঠন্‌ঠনেতেই?

গোপাল।—হাঁ হাঁ। চল্ চল্, দু'জনে গিয়ে খয়রাতি মিঠে ছিটে টানি।

নেপাল।—আড্ডাধারী চাটও দেবে?

গোপাল।—সিটি দিচ্চে না, বাবা!

নেপাল।—তবে আমার যাওয়া হ'ল না। চাটের পয়সা নেই।

গোপাল।—নেই বা থাক্‌লো, মনে মনে চাট খা'বি চল্।

নেপাল।—মনে মনে চাট খেলেই যদি আশ মেটে, তবে তোর চাটের পয়সা আমায় দিয়ে, তুই মনে মনে খা।

গোপাল।—মাইরি না কি!

[গোপালের প্রস্থান।

নেপাল।—তাই তো, খয়রাতি চাট না জুট্‌লে তো খয়রাতি ছিটে পাঁচটা ফোস্‌কে যায়। তা' ভাবনা কি? যখন ঠন্‌ঠনের মোড়ে দাঁড়িয়েচি, তখন খয়রাতি চাটের যোগাড় তো হাতে। ঐ যে বাবা, খয়রাতের আদ্‌মি আস্তা হ্যায়। এই সময় পইতে গাছটা গলায় প'রে নি। মাইরি, বাবা! এক পয়সার পইতের-সুতোয় অনেক পয়সা রোজগার ক'রেচি—ক'চ্চি—ক'র্ব্বো।

এক দিক্ দিয়া বেড়াইবার পোশাকে গবেশ বাবু ও অপর দিক্ দিয়া আফিসের পোশাকে রমেশ বাবুর প্রবেশ।

গবেশ।—(রমেশ বাবুর সহিত সেক্‌হাণ্ড্

করিয়া)—Halloo Romesh! আজ বুধবার জন্মাষ্টমীর ছুটী, তবে তুমি এ বেশে কেন?

রমেশ।—তোমরা, ভাই, গবর্ণমেণ্টের চাকর, তা'তে আবার হাইকোর্টে কেরাণিগিরি কর। তোমাদের বার মাসে তের পার্ব্বণ! জন্মাষ্টমী তো জন্মাষ্টমী, মৃত্যু অষ্টমীতেও তোমাদের ছুটী। আজ তো দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব ক'রেচেন, ছুটী তো পা'বেই; টিক্‌টিকীতে ডিম্ পাড়্‌লেও তোমাদের লম্বা লম্বা হপ্তা হপ্তা ছুটী।

গবেশ।—তা তুমিও একটা গবর্ণমেণ্ট আফিসে ঢুকে পড় না কেন?

রমেশ।—ইচ্ছে তো বটে, কিন্তু যোগাড় কই? মুরুব্বি কই? সুপারিস্ কই? তোমার ভগ্নীপতির মত আমার ভগ্নীপতি থাক্‌লে ভাবনা কি ছিল?

নেপাল।—ওগো বাবু মশয়রা! আমি বড় গরিব ব্রাহ্মণ। আজ সারা দিন উপবাসী। দয়া ক'রে দু'টি পয়সা দেন, বাবা!

গবেশ। তুমি বামুণ হ'য়ে জন্মাষ্টমীর দিনে খেতে চাও? তুমি কেমন বামুণ হে বাপু?

নেপাল।—নৈকুষ্যি কুলীন, বিষ্টু ঠাকুরের সন্তান। আমি বেম্মারামী রুগী। মুণ্ডুপাত ডাক্তারের এলোপথের পথ্যি ক'চ্চি, তাই এ বার জন্মাষ্টমী ক'ত্তে পারি নি, বাবা!

গবেশ।—যাও যাও, পালাও।

নেপাল।—দোহাই বাবু মশয়, নিদেন একটা পয়সাও দেন।

গবেশ।—পাহারওয়ালা ডাক্‌বো?

রমেশ।—আঃ, কেন ওর সঙ্গে মিছে বকাবকি কর। ও ঠাকুর, এই নেও একটা পয়সা।

নেপাল।—(পয়সা লইয়া) আজ্ঞে, আমি দু'টি পয়সা চেয়েছিলুম।

রমেশ।—বটে! একটাই পাচ্ছিলে না যে।

গবেশ।—পালা এখান থেকে, ব্যাটা গুলিখোর!

নেপাল।—(স্বগত)—আর না, বাবা, এই বার পিট্‌টান দি।

[প্রস্থান।

রমেশ।—আমি যাই, ভাই! খোক্‌ড়া খুক্‌ড়ী ছাড়ি গে।

গবেশ।—আচ্ছা। Good-bye.

রমেশ।—Good bye.

[প্রস্থান।

একটা কাঠের বাক্স-গাড়ী করিয়া একজন খঞ্জ-ভিক্ষুককে টানিয়া লইয়া তাহার এক জন আত্মীয়ের প্রবেশ।

খঞ্জ-ভিক্ষুক।—সেলাম বাবু সাহেব! লেঙ্‌ড়াকো একঠো পয়সা ভিখ্ দিজিয়ে, বাবা! খোদা আপ্‌কা পরবস্তি করেগা, বাবা!

গবেশ।—দুস্‌রা জায়গা যাও।

খঞ্জ-ভিক্ষুক।—দোহাই বাবা! আপ্ বড়ে আদ্‌মি হায়, দাতা!

গবেশ।—যাও যাও। পয়সা নেহি হায়।

খঞ্জ-ভিক্ষুক।—একঠো আধেলা দিজিয়ে।

গবেশ।—এক কৌড়ী নেহি হায়।

এক জন মালীর প্রবেশ।

মালী।—চাই ভাল যুঁয়ের গোড়ে। বোঁটাকাটা খোয়ে গোখ্‌রো গোড়ে। চাই খাসা গোলাপ ফুলের তোড়া। চাই মল্লিকে মালা পাতাজোড়া।

গবেশ।—ওরে ফুলওলা! কই দেখি, কেমন যুঁয়ের গোড়ে।

মালী।—এই দেখুন, বাবু!

গবেশ।—ঠিক্ দর কত?

মালী।—এক ছড়া, না জোড়া?

গবেশ।—এক ছড়ায় যে পাঁটাহেঁড়া হ'ক, বাবা! জোড়া চাই।

মালী।—এজ্ঞে, তা'রি তরেই আমরা জোড়ায় পাত জোড়া করি। আমরা সৌকিন নোক চিনি।

গবেশ।—কি ক'রে চিন্‌লি?

মালী।—এ রকম ছাঁচেঢালা চেহারায় আর টেনার সপের পোসাকে। গোড়ের জোড়ার এক ছড়া আপনার, আর এক ছড়া হুঁ হুঁ—তেনায়।

গবেশ।—(সহাস্তে)—দূর ব্যাটা!

মালী।—আপনি আপনার বাবুনীর ঠিকানা ব'লে দিন্। আমি রোজ রোজ ফুল যুগিয়ে আস্‌বো। পথে কেনার চেয়ে রথে কিন্‌লে দামেও সস্তা হ'বে।

গবেশ।—তুই তো বড় রসিক মালী রে!

মালী।—(নমস্কার করিয়া)—আপনারি হাওয়া লেগে! তা' যাক্, বলুন, আপনার কেষ্টপক্ষের তেনার ঠিকেনাটা।

গবেশ।—তা' হ'লে খুব সস্তা দরে দিবি?

মালী।—সস্তা ব'লে সস্তা—হ'ছড়ায় চার ছড়া ফাও।

গবেশ। হুঁ, বলিস্ কি রে! আচ্ছা, চিৎপুর রোড্ ১৩৪৫ নং বাড়ী।

মালী—নামটি?

গবেশ।—চমৎকার বিবি।

মালী।—ওহো—সে তো আমার—

গবেশ।—আমার কি রে?

মালী।—আমার পুরুণো ঘর।

গবেশ।—তা' যাক্। এ জোড়াটা কত নিবি?

মালী।—আট আনা।

গবেশ।—তবেই তুই সস্তা দিয়েচিস্।

মালী।—আচ্ছা, সাত আনা।

[মালা দিয়া দাম লইয়া মালীর প্রস্থান।

খঞ্জ-ভিক্ষুক।—বাবা, এই সাত সাত আনা পয়সা খরচ কিয়া হ্যায়। মুঝকো একঠো আধেলা ভি নেহি মিলা—হা হা নসিব্!

গবেশ।—তোম্ চমৎকার বিবি হোতা তো এক আধেলা কাহে, বহুৎ বহুৎ রূপেয়া মোহর মিল্ যাতা।

খঞ্জ ভিক্ষুক।—তোবা তোবা! চল্ বে মেহেদি, ইহাঁসে।

[মেহেদি ও খঞ্জ ভিক্ষুকের প্রস্থান।

এক জন ডাবওয়ালার প্রবেশ।

ডাবওয়ালা।—(বস্ত্রাচ্ছাদিত একটা ঝুড়ী মাথায় করিয়া)—চাই কাঁচের ডাব—বড় বড় কাঁচের ডাব।

গবেশ।—ওরে কাঁচের ডাব।

ডাবওয়ালা।—এই যে গবেশ বাবু এখানে। ক'টা দেবো?

গবেশ।—আজ আর বেশী না। একটা দে।

ডাবওয়ালা।—সে কি, বাবু! আজ জন্মাষ্টমীর বাজার।

গবেশ।—দুটো সেখানে আছে।

ডাবওয়ালা।—যা' হয় নিন্। কিন্তু আজ দর বেশী।

গবেশ।—কারণ?

ডাবওয়ালা।—আজ দিনটে কি জানেন তো?

গবেশ।—আজ আঁতুড়ঘরে কেষ্ট ঠাকুরকে নাওয়াবার জন্যে তোর কাঁচের ডাবের জল লাগ্‌বে না কি? তাই কি আজ দর বেশী? তা যাক্, কত দেবো?

ডাবওয়ালা।—অন্তি দিন এক টাকা চোদ্দ আনা। আজ আড়াই টাকা।

গবেশ।—ইস্, বড় চড়া।

ডাবওয়ালা।—না, বাবু, বড় থোড়া।

গবেশ।—এক টাকা চোদ্দ আনার চেয়ে আড়াই টাকা থোড়া?

ডাবওয়ালা।—আপনি হ'চ্চেন একজন আমীর ওমরা—রাজা বিশেষ নোক। আপনার কাছে আড়াই টাকা তো আড়াইটে খোলামকুচি। আপন-কার হাত এম্নি দরাজ যে, ক্যেরাজে একটি পয়সাও রাখেন না। আপনকার ভগ্‌গিনপোত ধনুঞ্জয় বাবু আপনকাকে মস্ত চাকুরি জুটিয়ে দিয়েচেন। মাসে মাসে আড়াই শো টাকা মাইনে। তা'র মধ্যে চমৎকার বিবিকে মাসে মাসে তিন শো খানিক টাকা খরচ দেন। দেখুন দিখি, বাবু, দাতাকণ্ণর চেয়েও আপুনি দাতা কি না?

গবেশ।—ওরে ময়শা! হাত দরাজে দেরাজ খালি—দেনার জালায় হাড় কালি।

ডাবওয়ালা।—তা' হোক্ তা' হোক্, নৈলে আমাদের চ'ল্‌বে কিসে? এ কাঁচের ডাবের জল আপনকারা বই খায় কে?

গবেশ।—তুই ব্যাটা বড় মিষ্টিমুখো জোঁক! আমার রক্ত না খেলে ছাড়্‌বি নি দেখ্‌চি।

ডাবওয়ালা।—(স্বগত)—চমৎকার হেন ছুঁড়ী আর ময়শা হেন শুঁড়ী, তোমার রক্ত তো রক্ত, হাড় খাবো, মাস খাবো, চামড়া নিয়ে ডুগ্‌ডুগী বাজাবো।

গবেশ।—ওরে ময়শা! পাহারওয়ালার সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আস্‌চে রে।

ডাবওয়ালা।—আসুক্ শালারা। আমিও তা'র পথ রেখেচি। চাই ভাল কচি ডাব—কচি ডাব—বড় কচি ডাব!

পাহারাওয়ালার সহিত ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের প্রবেশ।

ইন্।—এই, টুম্ ক্যা বেচ্‌টা হ্যায়?

ডাবওয়ালা।—(সেলাম করিয়া)—কচি ডাব, সাহেব!

ইন্।—রাট মে কচু ডাব?

ডাবওয়ালা।—আজ যে জন্মষ্টমী, সাহেব!

ইন্।—টুমারা কচু ডাব ডেক্‌লাও।

ডাবওয়ালা।—যে এজ্ঞে ধম্ম অবতার! এই দেখুন। (ঝুড়ী নামাইয়া উপর হইতে সজ্জিত একটি ডাব দেখাওন)

ইন্।—হনুমণ্ট্ সিং!

পাহা।—খোদাবন্দ্!

ইন্।—ডোঠো ডাব উঠায় লেও।

ডাবওয়ালা।—আমি বড় গরিব। একটা নেও, সাহেব!

ইন্।—চোপ্ রাও, শালা শুআরকা বাচ্চা। হনুমণ্ট্ সিং! টিন্‌ঠো উঠায় লেও।

[তিনটা ডাব লইয়া পাহারওয়ালার সহিত ইন্‌স্পেক্টরের প্রস্থান।

গবেশ।—তিন তিনটে ডাব অম্নি অম্নি নিয়ে গেলো রে!

ডাবওয়ালা।—থানা পুলিষের সব ব্যাটাই ডাকাত—সব ব্যাটাই চোর।

গবেশ।—মহেশ! তুই ভারি চালাক। পুলিষের লোক দেখেই কচি ডাব হাঁক্‌লি—আবার বা'র ক'রেও দেখা'লি।

ডাবওয়ালা।—এই বার পুলিষের নোকের কাছে কাঁচের ডাব বা'র করি। আমার বেতের ঝুড়ীর দোতালায় কচি ডাব, একতালায় কাঁচী-ডাব। এই নিন্, বাবু, একটা বেরাণ্ডির বোতোল। শীগ্‌গির দামটা দিন।

গবেশ।—(বোতল লইয়া)—বেশ্ টাট্‌কা তো?

সহসা দুই জন ছদ্মবেশী গোয়েন্দার প্রবেশ ও গবেশ বাবু ও ডাবওয়ালাকে গ্রেপ্তার করণ।

গবেশ।—আমায় কেন? ওকে ধর।

ডাবওয়ালা।—আমি নই; ঐ।

১ গোয়েন্দা।—দোনো শালাকো থানে মে লে যায়ঙ্গে। রাস্তে মে ছিপ্‌কায়কে দারু বেচ্‌না ওর মোল্‌না একি হ্যায়।

গবেশ।—হাম্ নেহি যাগা।

১ গোয়েন্দা।—হাম্ লোক্‌কো পছান্তা নেহি? এই দেখো। (উভয় গোয়েন্দার ছদ্মবেশ ত্যাগ)

ডাবওয়ালা।—(সভয়ে, স্বগত)—ও বাবা! সেই উনিশপোক্ত সাহেব!—সেই হনুমান্ সিং! (প্রকাশে)—সাহেব! আমায় আর কেন? এই পাঁউরুটি খেতে দুটো টাকা নিন্।

ইন্।—ডেও। (টাকা গ্রহণ)

গবেশ।—একখান দশ টাকার নোট দিচ্চি, সাহেব!

ইন্।—What! a piece of ten rupees' currency note only! Throw it away.

গবেশ।—Very well, one piece more. এই নেও, সাহেব, কুড়ি টাকা।

ইন্।—(নোট লইয়া)—হনুমণ্ট সিং, লে চলো ডোনো শালাকো ঠানেমে।

গবেশ।—সে কি, সাহেব! ঘুষ দিলেম যে!

ইন্।—ফের্ ঘুষ ঘুষ করো টো ঘুষা ডেঙ্গে।

ডাবওয়ালা।—সাহেব! আমাকেও কি থানায় যেতে হ'বে?

ইন্।—টোমারা বাবাকো ভি যেটে হবে। চলো শালা।

[সকলের প্রস্থান।

যদু ও মধুর পুনঃপ্রবেশ।

যদু।—কেমন ভায়া, কেমন গবেশ বাবু দেখ্‌লে? কেমন ডাবওয়ালা দেখ্‌লে? কেমন ইন্‌স্পেক্টর, পাহারওয়ালা দেখ্‌লে?

মধু।—এ সকল পাপিষ্ঠদের এ জন্মে আর যেন কথন দেক্তে না হয়।

যদু।—অন্যত্র চল। আরো রকম রকম ব্যাপার দেখাই।

মধু।—ব্যাপার নিয়ে তুমিই ব্যাপার কর। আমি এ রাত্রে আর কোথাও যাচ্চি নি।

যদু।—আচ্ছা আজ তবে বাসায় চল। কাল সকালে বাবু বংশিধর ঘোষের ঠাকুরবাড়ী নন্দোৎসব দেক্তে যা'ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ চিত্ররঙ্গ।

মথুরা—বধ্যভূমি।

[ভূতলে বৃহৎ শিলাপট্ট স্থাপিত। কংসের হস্ত হইতে যোগমায়ার শূন্যে উত্থিত হইয়া অষ্টভুজা বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তিতে অবস্থিতি। বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া কংস ও তদীয় অনুচরগণের নানাবিধ ভাবে অবস্থিতি।]

চিত্রকর ও চিত্রকরীর প্রবেশ।

চিত্রকর।—প্রিয়তমে! এইখানি জন্মাষ্টমীর শেষ চিত্ররঙ্গ। ঐ দেখ, বসুদেব যে সদ্যঃপ্রসূতা যোগমায়াকে এনেছিলেন, কঠিনপ্রাণ কংস তাঁ'কে বিনাশ কর্‌বার জন্য, যেমন শিলাপট্টে নিক্ষেপ ক'র্‌বে, অমনি তিনি কংসের হস্তমুষ্টি হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে, আকাশে উত্থিত হ'য়েচেন। দেখ দেখ, যোগমায়া অষ্টভুজধারিণী নীলবর্ণা মূর্ত্তিতে কেমন অপূর্ব্ব শোভা পাচ্চেন। আবার ঐ দেখ, অষ্টভুজা বিন্ধ্যবাসিনীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে দুরাত্মা কংস ও তাহার অনুচরেরা ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে নির্ব্বাক্ হ'য়ে নানা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্রকরী।—স্বামিন্! তোমার এ চিত্ররঙ্গখানি দেখে আমি যা'র পর নাই আনন্দিত হ'লেম। আমার বড় সাধ, তুমি দয়া ক'রে দুর্গা পূজারও এইরূপ চিত্ররঙ্গ তোয়ের কোরে, তোমার এই দাসীকে নতুন সুখে সুখী ক'র্ব্বে।

চিত্রকর।—আচ্ছা; আমি বিশেষরূপে চেষ্টা ক'র্ব্বো।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ পঞ্চরঙ্গ।

কলিকাতা—বংশিধর ঘোষের ঠাকুরবাড়ী।

(নন্দোৎসব উপলক্ষে লোকদেব দধিকাদা খেলা)

যদু ও মধুর প্রবেশ।

মধু।—ও ভাই যদু! ঐ দেখ, ঠাকুর-দালানে রূপোর সিংহাসনে সোণার দোলায় শ্রীকৃষ্ণ কেমন দুল্‌চেন। এস, ভগবান্‌কে প্রণাম করি।

(উভয়ের প্রণাম)

কীর্ত্তন করিতে করিতে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

বৈষ্ণবগণ।—(নন্দোৎসবসঙ্কীর্ত্তন [ঝুমর])

"স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাঞা।
হাতে লাঠি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচ রে নাচ রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥"

বংশিধর ঘোষের পুত্র দণ্ডধর ঘোষের লাঠিহস্তে টলিতে টলিতে প্রবেশ।

দণ্ড।—(বৈষ্ণবগণের প্রতি)—এইও, তোম্‌লোক্ কোন্ হ্যায়?

১ম বৈ।—বাবুজী! বৈষ্ণব আমরা।

দণ্ড।—এখানে কেন, বাবাজী?

২য় বৈ।—আপনি যে বাবুজী।

দণ্ড।—আর তোমরা বাবুজীর নেঙ্গুড় বাবাজী?

২য় বৈ।—বাবুজী নৈলে বাবাজীর সেবা চলে কই?

দণ্ড।—(সরোষে)—কি! যত বড় মুখ, তত বড় কথা? আমি তবে তোদের সেবাদাসী? ব্যাটার খোল ভেঙে দিচ্চি, দাঁড়া।

২য় বৈ।—(সভয়ে) বাবুজী! এ মাটির খোলে আপনার লাভ কি?

দণ্ড।—তবে বুঝি আমার জন্যে সর্বের খোলের বন্দোবস্ত ক'ত্তে চাও? আমি কি গরু রে টিকিওয়ালা?

২য় বৈ।—রাধে রাধে! আপনি অমন কথা মুখে আনবেন না। আপনার পিতা বংশিধর বাবু পরম কৃষ্ণভক্ত।

দণ্ড।—আমার বাবা পরম কেষ্টভক্ত, কিন্তু আমি পরম কাষ্ঠভক্ত। আজ কাঠের লাঠি মেরে তোর খোলকে ঘোল খাওয়াচ্চি।—(লাঠি উত্তোলন ও বৈষ্ণবগণের গোলযোগ করিতে করিতে পলায়ন; কিন্তু দণ্ডধরের হস্তে এক জন বৈষ্ণবের ধৃত হওন)—তুই কে? তোর মাথায় হলদে গামছার পাগড়ী কেন? কানে আমডাল গোঁজা কেন? কাঁধে বাঁক কেন?

৩য় বৈ।—আমি বাবা নন্দঘোষ।

দণ্ড।—(বিকটহাস্যে)—O, you nasty beggar! তুইই কেষ্ট ঠাকুরের বাবা। তা ঠিক, কেষ্টা ব্যাটা যেমন কালো ভূত, তা'র বাবা ব্যাটাও তেম্নি জম্‌দূত! আর আমার বাবা ব্যাটাও ততোঽধিক কিম্ভূত! নৈলে এ ব্যাটার কেলে ছেলেটাকে সোণার দোলায় দোলায় আর আমাকে ভোলায়। (প্রহার)

৩য় বৈ।—বাবা রে! খুন ক'ল্লে রে!

[পলায়ন।

দণ্ড।—ব্যাটা, দণ্ড ঘোষের কাছে নন্দ ঘোষ! আজ ঘোষে ঘোষে ঘুঁসোঘুঁসি। (লম্ফ প্রদান ও ভূতলে পতন)

যদু।—মধু! মধুপানের মজা দেখ্‌চো?

মধু।—বঁধু! মধু মধু কোরো না। নাম শুনে কান কামড়া'বে। স'রে পড়ি এস। ভ্যালা জন্মাষ্টমী দেখা'লে, ভায়া!

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।

প্রমদ্বরা।

[পৌরাণিকী গীতিনাটিকা।]

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ধর্ম্মরাজ, যম ও মৃত্যু।

প্রমতি	...	...	ঋষি।
স্থূলকেশ	...	...	ঋষি।
রুরু	...	...	প্রমতির পত্র।
উদ্দালক	...	.	রুরুর সখা।
কঠ	.	...	প্রমতির শিষ্য।
শ্বেত	...	...	প্রমতির শিষ্য।

স্ত্রী।

মেনকা ... অপ্সরা ও প্রমদ্বরার জননী।

প্রমদ্বরা...স্থূলকেশের পালিতা কন্যা ও রুরুর পত্নী।

মালতী ... ... প্রমদ্বরার সখী।

মাধবী ... ... প্রমদ্বরার সখী।

মায়ারমণীগণ। প্রমদ্বরার অন্যান্য সখীগণ।

বৃদ্ধা, যুবতী ও পূজিকা ব্রাহ্মণী।

নাট্যসূচনা।

নদীতট।

নদীজলে প্রস্ফুটিত শতদলোপরি মায়া-রমণীগণ দণ্ডায়মান।

মায়ারমণীগণ। (গীত)

মায়ার মায়ায়, মায়ার ছায়ায়,
আয় লো খেলি মায়ার খেলা
মায়ায় মিশে, মায়ায় হেঁসে,
মায়ায় শেষে ভাসাই ভেলা॥
মায়ায় মোহিয়ে মায়ের মায়া, মেয়েটি ভাসা'ব জলে,
মায়াগুণে মুনি অমনি এখনি মেয়েটি তুলিবে কোলে;
হের ওলো সই, মা ভুলিল ওই,
মেয়ে ভাসাইল মেনকা বালা।
আয় ডুবে থাকি, ডুবে ডুবে দেখি,
আজের নতুন ঘটনালীলা॥

(জলমধ্যে মায়ারমণীগণের মগ্ন হওন)

একটি বৃহৎ মৃণ্ময়পাত্রমধ্যে সদ্যঃপ্রসূতা কন্যা রক্ষা করিয়া মেনকা অপ্সরার প্রবেশ।

মেনকা। (ভূতলে মৃণ্ময়পাত্র রক্ষা করিয়া, গীত)

কা রা যেন পশি' মরমপ্রাণে,
কি যেন কহিল আমার কানে,
ভেব না অন্তরে, নব কুমারীরে,
আধারে ভরিয়ে ভাসা গো জলে।
জগতে ঘটিবে নবীন ঘটনা,
কোটি কোটি লোকে করিবে রটনা;
প্রকৃত প্রেমের প্রকৃত মহিমা
গীত হ'বে নরনারীর গলে॥

(সদুঃখে, নদীজলে কন্যাসহ মৃণ্ময় পাত্র ভাসাইতে ভাসাইতে গীত)

মায়ের মায়া ভাসায়ে আগে,
ভাসানু শেষে বাছা রে তোরে!

দয়াল বিধি, দীনার নিধি
রেখো হে পায়ে করুণা কোরে॥
হে দেবগণ, আকাশ, বায়ু,
জলদেবী থলদেবী মাতা ;—
স্নেহের ধনে দয়ার মনে
করিও ত্রাণ বিপদ ঘোরে॥

[অশ্রুমোচন করিতে করিতে ও ভাসমান মৃণ্ময় পাত্রের দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে মেনকার প্রস্থান।

(ভাসিতে ভাসিতে কয়েকটি কমলমৃণালে মৃণ্ময়পাত্র অবরুদ্ধ হওন)

হরিগুণগানে স্থূলকেশ মুনির প্রবেশ।

স্থূলকেশ। (গীত)

মাধব ভবধব, চরণকমল তব
পূজিতে তরঙ্গিণী আজি।
ভকতিপুরিত মনে, সাজায়েছে সযতনে
ফুল্ল কমলে জলসাজী॥
চৌভিতি তরুদল কোটি কোটি ফুলফল
ঢালিতে চরণে তোমারি,—
ভকতিনমিত শিরে ছুলিতেছে ধীরে ধীরে
শীত শিশির নীরে ভিজি'॥

(নদীজলে ভাসমান মৃণ্ময়পাত্র দেখিয়া সবিস্ময়ে)

এ কি! নদীজলে একটা বৃহৎ মৃণ্ময় পাত্র ভেসে এসে পদ্মমৃণালে অবরুদ্ধ হ'য়ে রয়েচে না? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) তাই তো, মৃণ্ময় পাত্রই তো বটে। (কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করিবার পর) আমার অন্তঃকরণ ঐ মৃণ্ময় পাত্রটা গ্রহণ কর্‌বার জন্য সহসা এত উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? আমি নিষ্কাম সন্ন্যাসী, কোন পদার্থেই আমার কামনা নাই। আজ তবে এমন যৎসামান্য মৃৎপদার্থটা গ্রহণ ক'ত্তে এত কামনা কেন? ভগবান্ হরি কি আমার চিত্তপরীক্ষা কর্‌বার জন্য এই মায়া খেলা খেলেচেন? চিত্ত! স্থির হও, লোভ সম্বরণ কর—কামনা জয় কর, তবে জগদীশ্বর হরির শ্রীপাদপদ্ম দর্শন কোত্তে পা'বে। আর না, অ-বিলম্বে এ লোভপূর্ণ স্থান থেকে প্রস্থান করি। (প্রস্থানোদ্যোগ, এমন সময় সহসা জলতলে সঙ্গীত-ধ্বনি) এ আবার কি! কোথাও তো কা'কে দেক্তে পাচ্চি নি, অথচ কোথা যেন বামাকণ্ঠে গীতধ্বনি উত্থিত হ'চ্চে। (পুনর্ব্বার গীতধ্বনি) এই যে, এই নদীরই জলমধ্য হ'তে সুমধুর সঙ্গীতঝঙ্কার উত্থিত হোচ্চে। কা'রা যেন আমাকেই লক্ষ্য কোরে গান কোচ্চে, ব্যাপারটা কি জানা উচিত।

জলগর্ভে লুক্কায়িতভাবে মায়াকুমারীগণের গীত।

আন্‌মনে যেও না মুনি, নয়ন মিলে দেখ চেয়ে।
মাটির হাঁড়ি বাইরে বটে,ওর মাঝারে চাঁদের মেয়ে॥
যা'র হৃদয়ে আছে মায়া,
সেই তো হরির স্নেহের ছায়া,
ঋষি হ'য়ে রিস্ কোরো না,
সোহাগ কর কোলে নিয়ে॥

স্থূলকেশ। (সবিস্ময়ে ও সাগ্রহে) তাই তো, অলৌকিক সঙ্গীত শুন্‌লেম যে! এ কি, আমার পুত্র কন্যা নাই, অথচ অপত্য-স্নেহে এত মোহিত হোলেম কেন? দেখি দেখি, মৃণ্ময় পাত্রমধ্যে কেমন কন্যাটি! (জলে অবতরণ ও মৃণ্ময় পাত্র মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সানন্দে গীত)

মা আমার মা আমার, কে তুই গো যাস্ ভেসে।
আমার প্রাণের স্নেহ খেলিস্ কি জলে এসে॥
আমারে বলিতে পিতা,
পাঠা'ল কি তোরে ধাতা,
বড় হ'বি, কাছে র'বি, কথা ক'বি হেসে হেসে॥
মা বোলে ডাকিব তোরে, সাজাইব ফুলবেশে॥

[কন্যা সমেত মৃণ্ময় পাত্র লইয়া
[স্থূলকেশের প্রস্থান।

মায়া-রমণীগণের পুনর্ব্বার নদীগর্ভ হইতে উত্থান ও মায়াশতদলোপরি দণ্ডায়মান হওন।

মায়া-রমণীগণ। (গীত)

খেলেছি কেমন খেলা স্নেহের দোলা ছুলিয়ে দিয়ে।
প্রাণের টানে হরিষমনে চোল্লো মুনি মেয়ে নিয়ে॥

চল্ যাই লো মোরাও সবে,
আর যা' ঘটে দেক্তে হ'বে,
ছেলে বেলা ধুলো খেলা,দেখ্‌বো শেষে সাধের বিয়ে॥

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মহর্ষি প্রমতির আশ্রম।

রুরুর প্রবেশ।

রুরু। (গীত)

লোচন মোরি, সো রূপ-মাধুরী,
হেরইতে লোলুপ ঘন ঘন রে।
কো মুঝে মিলায়ব, সো বরনাগরী,

গাহিতে গাহিতে উদ্দালকের প্রবেশ।

উদ্দা। (গীত)

হাম্ তুঁহে করব অরপণ রে॥

রুরু। (গীত)

মরম-দরদ পর, দরদ ন দেহ, সখা,
বিয়াকুল মেরি প্রাণ মন রে।

উদ্দা। (গীত)

দরদ ঘুচায়ব, সো ধনি মিলায়ব,
চঞ্চল মন কর সান্ত্বন রে॥

রুরু। (উদ্দালকের হস্ত ধরিয়া) ভাই উদ্দালক! বন্ধুর উচিত বন্ধুকে সান্ত্বনা করা, তাই তুমি আমাকে প্রবোধ দিচ্চ; কিন্তু, সখে, সেই অমরবাঞ্ছিত প্রমদাকুলশিরোমণি প্রমদ্বরা কি আমার ভাগ্যে লাভ হ'বে?

উদ্দা। সখে! যদি আমি লাভ হওয়াতে পারি, তবে কি পুরস্কার দেবে?

রুরু। আত্মপুরস্কার।

উদ্দা। (সহাস্যে) তোমায় নিয়ে কি গলায় ঝুলিয়ে রাখ্‌ব? আমার গায়ে অত জোর নেই।

রুরু। আচ্ছা, তুমি যা' চাও, তা'ই দেব।

উদ্দা। দেবে?

রুরু। দেব।

উদ্দা। আচ্ছা, প্রয়োজনের সময় নেব।

রুরু। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) উদ্দালক! আমার আর একটা ভাবনা হ'চ্চে।

উদ্দা। (সহাস্যে) বুঝেচি। আমি পুরস্কার চাই নি ভাই।

রুরু। না, ভাই, তা' নয়।

উদ্দা। তবে আবার কি?

রুরু। পিতা মহাশয়ের অনুমতি না পেলে—

উদ্দা। (বাধা দিয়া সহাস্যে) তবে দেখ্‌চি আর একটা পুরস্কারের যোগাড় হ'ল। এই বার কি পুরস্কার দেবে?

রুরু। তুমি যদি পিতা মহাশয়কে সম্মত ক'র্ত্তে পার, তোমার চিরকিঙ্কর হ'য়ে থাক্‌বো।

উদ্দা। (সহাস্যে) আমার কিঙ্কর হ'লে তোমার বিভ্রাট। আমার কাছে বিনা বেতনে খাট্‌তে হ'বে,নিজেই খেতে পা'বে না, তা তোমার প্রমদ্বরাকে খাওয়া'বে কি?

রুরু।—(সহাস্যে) তোমার, ভাই, কেবল পরিহাস।

উদ্দা। (সহাস্যে) কথার পিঠে কথা কই, পরিহাসের কেহই নই। তা' যাক্, তুমি তোমার পিতার অনুমতির জন্য চিন্তা কোরো না। আমি তোমার ভাবগতিক দেখে, অদ্যই প্রাতে তাঁ'র অনুমতি নিয়েচি।

রুরু। এও তোমার পরিহাস।

উদ্দা। (কৃত্রিম বিরক্তিতে) দূর হোক্ গে ছাই,যা' ব'ল্‌বো তা'ই পরিহাস। আমাকে যে পরিহাসের অবতার কোরে তুল্‌লে। আমার ঝক্‌মারি হ'য়েচে, নাকে খৎ দি। যা'রা অপরিহাসে কথা কয়, সেই শ্বেত, কঠ প্রভৃতি প্রিয়তম বন্ধুদের সঙ্গে সদ্যুক্তি কর। আমার ঘটকালি কোরে হাড়কালি করার দরকার নেই। (প্রস্থানোদ্যোগ)

রুরু। (শশব্যস্তে উদ্দালকের হস্তধারণ করিয়া) না, ভাই, যেয়ো না, যেয়ো না।

উদ্দা। (কৃত্রিম রোষে) ও কথা ক'য়ো না—ক'য়ো না।

রুরু। ভাই, আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল—

উদ্দা। (বাধা দিয়া) তা হ'বেই তো। মনমাঝারে উড়্চে প্রমদ্বরার অঞ্চল।

রুরু। আবার প——(সলজ্জে জিহ্বাকর্ত্তন)

উদ্দা। (সহাস্যে) রি—হা—স!

রুরু। হঠাৎ জিব থেকে 'প' বেরিয়েচে।

উদ্দা। আমারও পা থেকে 'চ' বেরুক। চ পা চ.। (পুনঃ প্রস্থানোদ্যোগ)

রুরু। (গমনে বাধা দিয়া) আচ্ছা, ভাই, পিতা কি বল্লেন ?

উদ্দা। বল্লেন,—'কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, পরিহাস!'

রুরু। ঘাট হ'য়েচে, আর ব'ল্বো না। সত্য বল, পিতা সম্মত হ'য়েচেন কি না ?

উদ্দা। হয়েচেন—হয়েচেন—হয়েচেন। কল্য তোমায় নিয়ে মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে যা'ব।

রুরু। (গীত)

হৃদয় সখা, হৃদয় বুঝে, সদয় হইলে তুমি।
তোমার ধার, শুধিব কিসে, দাস হ'য়ে র'ব আমি॥
সখার কাজ, করিলে আজ, তুমি অতি হিতকারী;—
মঙ্গল তব, করুন সদা, মাধব জগতস্বামী॥

[উভয়ের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রমপার্শ্ব।

শ্বেত ও কঠের প্রবেশ।

কঠ। ও ভাই শ্বেত! মহর্ষির প্রমতির নিকট আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্লো। তাঁ'র পুত্র রুরুর জ্বালায় শাস্ত্র পড়ি, কি শস্ত্র ধরি, কিছুই ঠিক্ কোত্তে পাচ্চি নি।

শ্বেত। বাস্তবিক, ভাই কঠ! বড় লটখট হ'য়ে প'ড়্লো। ঝটপট একটা উপায় না ক'ল্লে আমাদের চম্পট দিতে হয় দেখ্চি। দেখ দেখি, ভাই, কি অন্যায়, আমরা কত দূর থেকে হেঁটে এসে কোথায় প্রত্যহ দু চারটে শ্লোক অভ্যাস ক'র্বো, না গুরুপুত্র রুরু প্রেমের কথা সুরু কোরে মন খারাপ কোরে দেয়। পুথি খুলেচি কি, অম্নি ছুতো পেয়েচে। গুরুদেব কেবল আমাদের শাসন করেন,—'হাঁ রে অর্ব্বাচীন, ও রে বেল্লিক, পাঠ অভ্যস্ত হয় না কেন?' কিন্তু বোঝেন না যে, প্রথমে মুখস্থ, দ্বিতীয়ে কণ্ঠস্থ, তৃতীয়ে মনস্থ না হ'লে চতুর্থে অভ্যস্ত হয় কিরূপে ?

কঠ। তা ঠিক্। ওঁর ছেলেটির জ্বালায় যে সব মাটি, সেটি তিনি ভাবেন না। বুড়ো ঋষি স্থূলকেশের একটা মেয়ে দেখে প্রেমের ঘোরে রুরুর বুক গুরুগুরু আর লাভ হতে গুরুঠাকুরের বেতের সপ্সপানি শুনে আমাদের বুক দুরুদুরু।

শ্বেত। এখন রুরুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাই কিসে ? ওর সঙ্গে না বোসে আমরা একটা স্বতন্ত্র স্থানে শাস্ত্র অধ্যয়ন কোত্তে পারি কি কোরে ?

কঠ। আমি তা'র একটা উপায় কোরেচি।

শ্বেত। গুরুর কাছে রুরুর প্রেমের কথা ব'লে দেবে ?

কঠ। তা' হলে কি আর রক্ষে আছে ? হিতে বিপরীত হ'বে।

শ্বেত। তবে কি উপায় করেচো ?

কঠ। (শ্বেতের কর্ণে কি বলিল)

শ্বেত। (সহাস্যে) ও কঠ! তোমার রাশনাম কি শঠ ?

কঠ। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ! নৈলে চলে কই ?

শ্বেত। তা' হোলে কি বিয়ে-পাগ্লা রুরু আমাদের কাছে আর যা'বে না ?

কঠ। এ জন্মে না। এস সেই মজার কৌশল খেলি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া গাহিতে গাহিতে রুরু ও উদ্দালকের প্রবেশ।

উদ্দা। (গীত)

ত্রিভুবন গায় তব নাম মুরারে।
জীব ভকতিভরে পূজে তোমারে॥

রুরু। (গীত)

জীবন্ত রূপের খনি, বালাকুলফুলমণি,
প্রমদ্বরাবে হেরি চারি ধাবে॥

উদ্দা। (সহাস্যে) ও ভাই রুরু! তুমি পাগল হ'লে না কি? আমার ভগবন্তজনের আস্থায়ীতে তুমি প্রমদ্বরাব পূর্ব্বরাগের অন্তরা যোগ কোরে ফেল্লে!

রুরু। (সলজ্জে) কেমনতর অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েচি। আচ্ছা, এই বার একসঙ্গে ভজন গাই এস।

উভয়ে। (গীত)

ত্রিভুবন গায় তব নাম মুবাবে।
জীব ভকতিভবে পূজে তোমাবে॥
যে দিকে নয়ন মেলি, হেবি তব লীলাকেলি,

পৃথক ভাবে { উদ্দা। বিভোব হইয়ে ভাসি সুখপাথারে॥
রুরু। প্রমদববারে হেরি চারি ধারে॥ }

উদ্দা। (সহাস্যে) আঃ তোমার প্রমদ্বরা! শেষ পংক্তিটিও সাম্‌লাতে পাল্লে না, ভাই! যাক্, আর অন্যমনস্ক প্রেমিকের সঙ্গে ভজন গেয়ে কাজ নি।

রুরু। (সলজ্জে) আচ্ছা, এ বাব নিশ্চয় আগা-গোড়া ভজন গা'ব। তোমার চোকের পানে চেয়ে গাই, ভুল হ'বে না।

উদ্দা। তোমার মন এখন ভুলভাণ্ডার। আর ভজন গেয়ে কাজ নি। তুমি এই গাছতলায় বোসো। আমি ফল জল আনি।

রুরু। তুমি যেও না। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।

উদ্দা। (সহাস্যে) প্রমদ্বরা যে সামান্য রূপসী নয় দেখ্‌চি। রূপের ছটায় তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণাও ভুলিয়ে দিয়েচে। এত ভুল ভাল নয়, ভায়া। শেষে প্রমদ্বরাকেও বা ভোলো! ভুলে একটু হুঁস্ মেশাও!

রুরু। (সহাস্যে) তুমিই আমার হুঁস্।

উদ্দা। তবে ফল জল আনি।

[প্রস্থান।

রুরু। (গীত)

ধাও বিহগগণ, গাও সরস গান,
যঁহি হামারি প্রমদবরা।
ধাও সমীর, ধীর সুধীর,
শীতল কর মেরি মনোহরা॥
আও বিহগগণ, সো গলবুলি লেই,
দে মেরি কানহি ডারি;—
লাও সমীর, সো মুখসৌরভ,
হুঁও জন ভেই মাতোয়ারা॥

দূরে জনৈকা বৃদ্ধার প্রবেশ।

বৃদ্ধা। (রুরুর প্রতি) হ্যাঁ বাবা, এ আমি কোন্ দিকে এলুম?

রুরু। মহর্ষি প্রমতির আশ্রমের দিকে।

বৃদ্ধা। তবে আমি থিক্ এয়েথি।

রুরু। এ আশ্রমে আস্‌বার প্রয়োজন কি?

বৃদ্ধা। তাঁ'ল থেলের নাম লুলু বুদি?

রুরু। লুরু নয়, রুরু।

বৃদ্ধা। হ্যাঁ হ্যাঁ, লুলু লুলু। বুলো হয়েথি, খালি ভুলে মলি।

রুরু। রুরুর নাম কোচ্চেন কেন?

বৃদ্ধা। তাঁল থঙ্গে একবাল দেখা কোল্‌বো। বদ্দ দলকাল আথে। লুলু কোথা?

রুরু। আমারি নাম রুরু।

বৃদ্ধা। তুমিই লুলু। তা বেস্ হোলো।

রুরু। আপনার মুখময় চন্দন মাখা কেন?

বৃদ্ধা। তন্নন পন্তমীল বেত্তো কলেথি। তাই মুখময় তন্নন মেখেথি।

রুরু। চন্দনপঞ্চমী ব্রতের ফল কি?

বৃদ্ধা। পেমদ্বলাল অক্ষয় মঙ্গল।

রুরু। (শশব্যস্তে) কে? প্রমদ্বরা? কোন্ প্রমদ্বরা?

বৃদ্ধা। থুলুকেত ইথিল মেয়ে।

রুরু। (শশব্যস্তে) অ্যাঁ, মহর্ষি স্থূলকেশের কন্যা? তিনি কেমন আছেন? বৃদ্ধ ঋষি তাঁ'কে তো প্রাণের অধিক স্নেহ ক'চ্চেন? প্রমদ্বরাও তো বৃদ্ধ পিতাকে প্রাণের সহিত ভক্তিপূজা কোরে থাকেন? আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? অনেক দূর থেকে হেঁটে এসে কষ্ট হ'য়েচে; এই পত্রাসনে বসুন।

বৃদ্ধা। না বাবা, আমি পেমদ্বলাকে ফেলে একলা বোত্তে পালিনি। থে আগে বথে, আমি থেথে বথি। থে দাঁলিয়ে থাক্‌বে, আমি বোথ্‌বো?

রুরু। (অত্যন্ত, ব্যস্ততাসহকারে) প্রমদ্বরা দাঁড়িয়ে আছেন? কই প্রমদ্বরা?

বৃদ্ধা। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ওই দে ঘোম্‌তা দিয়ে নদ্দামুখী গাথেল আলালে।

রুরু। (দেখিয়া সবিস্ময়ে ও সাহ্লাদে গীত)

নত আননে, অবগুণ্ঠনে,
জলদে বিজলী কেন ঢাকা।
এস মোহিনি, চারুহাসিনি,
উচিত কি তব আড়ে থাকা॥

তোমাময় আমি সকলি দেখি,
তোমা বই তমোময় দেখি,
হৃদয়ফলকে, পলকে পলকে,
হ'তেছে তোমারি নাম লেখা॥

হাঁটিয়ে এসেছ পায় পায়,
কতই বেদনা পেয়েছ তা'য়,
শ্রমে ঘাম ঝরি'ছে গায়,
সরলে—সরলে—সরলে;—
মিনতি করি কহি অকপটে,
এস অকপটে, বোসো নিকটে,
বীজন করিব তোমার গায়,
ভাঙি তরুর কচি শাখা॥

বৃদ্ধা। তুমি মিথ্যে অত মনেল ভাব দেখাত্তো! পেমদ্বলা আগ কোলেথে, তোমাল কাথে এগুবে না।

রুরু। কেন কেন? আমি কিসে অপরাধী? আজ দু দিন অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়েচি বোলে ওঁর পিতার নিকট যেতে পারিনি। তাই কি প্রমদ্বরা রাগ কোরেচেন?

বৃদ্ধা। তাও বতে। তা থালা আল একতা কালণ আথে। তাই নিজে এয়েথে, নৈলে কি মেয়ে থেলে এমন ভল্ থন্দে বেলাও বন দঙ্গল ভেঙ্গে আথে?

রুরু। সে কারণটা কি?

বৃদ্ধা। আমি ভুলে গেথি। আথা, ওকে দাকি। ও পেমোদ! আমাল কাথে এথে কানে কানে কালণতা বল তো, মা!

জনৈকা অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর প্রবেশ।

রুরু। (বৃদ্ধার প্রতি) দেখুন, প্রমদ্বরার মুখপদ্মে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হ'য়েচে। আপনি অনুগ্রহ কোরে ঘোম্‌টাটা খুলে দিন।

বৃদ্ধা। বতে, ফাঁকি দিয়ে মুখখানি দেখে নেবে বুদ্দি?

রুরু। (সলজ্জে) না না, তা' নয়।

বৃদ্ধা। তবে পদ্দে তো থিথির থাকেই, তাল্ দন্নে দুঃখু কেন? (যুবতীর প্রতি) বল্ তো মা, তোল মনেল কথা। (বৃদ্ধার কর্ণে যুবতী কি বলিল)।

রুরু। প্রমদ্বরাই না হয় মুখফুটে বলুন না।

বৃদ্ধা। বতে! পুলুতেল মত মেয়ে থেলে নজ্জা তো ভাতিয়ে দিতে পালে না।

রুরু। আমার নিকটে লজ্জা কেন?

বৃদ্ধা। এথনি এত! দুহাত এক হ'লে না দানি আলো কত হ'বে! তা দাক্, থোনো এথন। পেমদ্বলা বোল্‌থে, তুমি দদি দার তায় কাথে ওল কথা নিয়ে নালা তালা কল, তবে ওল থঙ্গে তোমাল বেল আতা থালো।

রুরু। (চিন্তিত হইয়া) কা'র কাছে আমি এরূপ করি?

বৃদ্ধা। এই তোমাল বাপেল থিত্তি কথ্ আল্ থেতেল কাথে। আল দদি তাদেল কাথে দাও বা বোথো বা এ থব কথা কও, তবে বেল আতা থালো।

রুরু। আচ্ছা, আমি কঠ শ্বেতের কাছে আর যা'ব না।

বৃদ্ধা। দিব্যি কলো।

রুরু। কি দিব্য?

বৃদ্ধা। পেমদ্বলাল।

রুরু। প্রমদ্বরার শপথ কোরে বল্‌চি, আর আমি কঠ ও শ্বেতের কাছে যাব না।

বৃদ্ধা। তবে আমলা তন্নুম।

রুরু। সন্ধ্যা হ'য়ে গেচে, আমি অগ্রসর হ'য়ে আপনাদেব আশ্রম পর্য্যন্ত রেথে আসি।

বৃদ্ধা। না দেতে হ'বে না ও দিকে আমা-দেল নোক আথে। (যুবতীর প্রতি জনান্তিকে) কেমন, ভাই, শ্বেত, শপথজালে রুরুকে জড়িয়ে ফেল্লেম। আর ও যা'বে না।

যুবতী। (জনান্তিকে) বলিহারি কঠ, তোমার বুদ্ধি। চল এ বার এখান থেকে স'রে পড়ি।

(গমনোদ্যোগ)

বেগে উদ্দালকের প্রবেশ।

উদ্দা। (বৃদ্ধা ও যুবতীর হস্ত ধরিয়া) আরে যাও কোথা? আমি তো আর প্রেমান্ধ রুরু নই। ও পরচুলের ঝুড়ি বুড়ি, ও অরসবতি যুবতি, আমার সঙ্গে দু একটা রসালাপ কর।

(বৃদ্ধা ও যুবতীর ভয়প্রকাশ।)

রুরু। (উদ্দালকের উপর বিরক্ত হইয়া) এ কি উদ্দালক, এ কি তোমার অন্যায় ব্যবহার? স্ত্রীলোকের হাত ধোরে অত্যাচার করা?

উদ্দা। (সহাস্তে) তা বই কি ভাই, যে সে স্ত্রীলোক নয়, তোমার প্রমদ্বরা!

রুরু। ছিছি, এ অতি অন্যায়। (উদ্দালককে আকর্ষণ করিতে করিতে) স্ত্রীলোকের হাত ছাড়। আমি ভেবেছিলেম, তুমিই আমার হিতৈষী বন্ধু। এখন দেখ্‌চি, তা' নয়, শ্বেত কঠের মত তুমিও আমার মৌখিক বন্ধু—আন্তরিক শত্রু।

উদ্দা। (সহাস্তে) ওহে প্রমদ্বরার প্রেমে আত্মহারা সখা! উল্টোপাল্টা কথা কোচ্চো কেন ভাই? শ্বেত কঠ তোমার মৌখিক বন্ধু—আন্তরিক শত্রু, সেটা ঠিক্, কিন্তু, এ গরীবকেও কেন তা'দের পালে ভিড়িয়ে দাও। আমি তা'র বিপরীত। সত্য মিথ্যা এই দেখ। (শ্বেত ও কঠের পরচুল ইত্যাদি উন্মোচন করিয়া) ও রুরু, এই দুটো গরু তোমায় ঠকিয়ে গেল। এরা যে ঐ ওদিকের ঝোপটায় ছদ্মবেশ ধারণ কচ্ছিলো। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখেচি।

রুরু। কি লজ্জা! (সরোষে শ্বেত ও কঠের প্রতি) দূর হও তোমরা! আমি শপথ কোরে বোল্‌চি, তোমাদের ছায়াও স্পর্শ কোর্‌বো না।

কঠ। (স্বগত) আঃ, বাঁচা গেল। ডবল দিব্যি, আর নড়বার নয়। শাপে বর।

রুরু। (সরোষে) এখনো দাঁড়িয়ে যে?

কঠ। আমাদের পরচুল দিলেই—

উদ্দা। এই নেও পরচুল, চুলোয় যাও।

কঠ। এস ভাই শ্বেত, আর কেন?

[পরচুল ইত্যাদি লইয়া হাসিতে হাসিতে শ্বেত ও কঠের বেগে প্রস্থান।

উদ্দা। (সপরিহাসে গীত)

প্রেম যে কাণা, কানেই শুনি,
হয় নি কভু চোকে দেখা।
তোমায় দিয়ে আজকে আমি
বুঝে নিলেম, ও ভাই সখা॥
প্রেম্ নিজে কাণা, তাই সে জনা
প্রেমিক জনেও করে কাণা,
মেয়ে পুরুষ ভেদ রাখে না,
সেয়ান জনেও বানায় বোকা॥
তুমি আজ শিখ্‌লে ঠেকে,
আমি আজ শিখ্‌নু দেখে,
আর যদি কেউ হেথায় থাকে,
শিখুক সে জন এই দুই শেখা॥

রুক্ম। (সলজ্জে) আর লজ্জা দিও না। ফল এনেচ।

উদ্দা। (সহাস্যে) তোমার ফলের চেয়ে আমার ফল তত মিষ্ট নয়, তাই আনি নি।

রুক্ম। আমার ফল কই?

উদ্দা। (সহাস্যে) তোমার "যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল"।

রুক্ম। (গীত)

বার বার কেন আর খরধার পরিহাস।
কথা রাখ, থেমে থাক, এ মিনতি তব পাশ॥
যে ঠকা ঠকেছি আমি, কারেও বোলো না তুমি,
যে শুনিবে, সে করিবে মোরে কত উপহাস॥

উদ্দা। (গীত)

বলিব না—বলিব না, ভোলো হে শরমত্রাস।
চল এবে যাই দোঁহে তোমার পিতার পাশ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থূলকেশের আশ্রমমধ্যে বিষ্ণুমন্দির।

পূজাদ্রব্য লইয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে স্থূলকেশের প্রবেশ।

স্থূল। (গীত)

ভবভয়হারী, গোলোকবিহারী,
ভবধব মাধব নিরঞ্জন।
দানবঘাতন, কৈটভপাতন,
কিতব-কৈতব-গঞ্জন॥
হরে মুরারে,—হরে মুরারে,—
হরে মুরারে,—হরে মুরারে,—
দীনহীনজীবন, পাতকিপাবন,
আপদশঙ্কটভঞ্জন॥

দয়াময় হরি! তুমিই স্নেহের পূর্ণাবতার। স্বয়ং স্নেহরূপে আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হ'য়ে জীব-জগতে অদ্ভুত স্নেহলীলা প্রদর্শন কোচ্চো। আহা, সেই স্নেহের পুতুলী প্রমদ্বরা যখন সুধামাখা কণ্ঠে আমাকে "পিতা পিতা" বোলে সম্বোধন করে, তখন আমি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ভুলে গিয়ে, হরি হে, তোমাকেই স্নেহব্রহ্ম বোলে অতুল আনন্দে মোহিত হই। জগদীশ, আমি যোগী ঋষি, পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, লৌকিক স্নেহ তোমার আরাধনার অন্যতম বাধাস্বরূপ, কিন্তু এক্ষণে জান্‌তে পেরেচি, সেই স্নেহই তোমার আরাধনার প্রধান উপায়। প্রমদ্বরার প্রতি যত আমার স্নেহ প্রগাঢ় হচ্চে, ততই তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা হচ্চে। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই আমি তোমার পূজা ক'চ্চি। আমি স্নেহশূন্য হ'লে, হয় তো আমার হৃদয় হরি-ভক্তিশূন্য হ'ত। তাই বল্‌ছি, স্নেহময় হরি! আমার এই অপত্যস্নেহ যেন এক নিমিষের জন্যও বিচলিত না হয়। (প্রণাম)

নেপথ্যে প্রমদ্বরা। বাবা!

স্থূল। কেন মা? (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) এই যে, মা আমার দিক্ আলো কোরে আস্‌চে। তরুলতার ফুলগুলি যেন প্রমদ্বরার জ্যোতি মেখে আরো সুন্দর হবে বোলে, ঘন ঘন দোল খাচ্চে। সাধে কি বাছার নাম রেখেচি "প্রমদ্বরা"? আমার প্রমদ্বরা প্রমদাকুলের সর্ব্বপ্রধানা। গন্ধর্ব্বপতি বিশ্বাবসুর প্রমুখাৎ শুনেচি যে, তাঁর ঔরসে মেনকা অপ্সরার গর্ভে প্রমদ্বরার উৎপত্তি। জগতে একটি অলৌকিক অভিনব ঘটনা সংঘটনের জন্য ভগবানের কৃপায় প্রমদ্বরা আমাকে পিতা ব'লে ডাকে। আহা, অনপত্যের কর্ণে 'পিতা' শব্দটি বড় মধুর।

ফুলের সাজী লইয়া গাহিতে গাহিতে প্রমদ্বরার প্রবেশ।

প্রম। (গীত)

কানন ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি, ফোটা ফুল কল-কুঁড়ি,
সযতনে তোড়ি তোড়ি, সাজাইনু সাজী।
মাধবী, মালতী, চম্পক, সেঁবতী,
করবীর, যুথি, মল্লিকারাজী॥
ফুলচয়ন কালে, কণ্টক অঞ্চলে,
বাঁধিয়ে ছিঁড়িল মোরি;—

সে হেতু আমি পিতা, হয়েছি অতি ভীত।
তুমি বড় বকিবে আজি॥

স্থূল। (সহাস্যে গীত)
পাগল মেয়ে, ভয়টি পেয়ে,
মুখটি মা তোর শুখিয়ে গেছে।
ক্ষুণ্ণ হয়ে, তাই দাঁড়িয়ে,
ভয় কি, বাছা, আয় মা কাছে॥
ভাগ্যে মা তোর কোমল পায়,
কঠিন কাঁটা ফুটে গিয়ে।
দেয় নি ব্যথা, কনকলতা,
আয় গো হেথা, চোক দি মুছে॥

(স্থূলকেশের অগ্রসরণ ও স্বীয় উত্তরীয়তে প্রমদ্বরার নেত্রমুক্তন)

প্রম। বাবা। এই ফুলে হরিপূজা হবে, না আরও ফুল এনে দেবো?

স্থূল। এতেই হবে। তুমি এইবার কুটীর হ'তে মৃণ্ময় কলস নিয়ে গিয়ে, সরোবর থেকে জল আন, মা। বড় কলসে জল আন্‌তে পারবে না; ছোট কলস নিয়ে যাও। তাও যদি পূরোপূরি না আন্‌তে পার, তবে আধ কলসী জল এন।

[প্রমদ্বরার প্রস্থান।

উদ্দালকের প্রবেশ।

উদ্দা। পূজ্যপাদ তপোধন। প্রণাম করি।

স্থূল। জয়োঽস্তু। উদ্দালক, মহর্ষি প্রমতি এবং তার পুত্র রুরুর মঙ্গল তো? বৎস। তুমি কেমন আছ? আজ দু'দিন রুরু আমার নিকট কেন আসে নি?

উদ্দা। আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত মঙ্গল। অদ্য আপনার নিকট মহর্ষি প্রমতির একখানি পত্র এনেচি।

স্থূল। (শশব্যস্তে) কি? পত্র? দেখি। (পত্র-গ্রহণ করিয়া পাঠ করত সানন্দে) বৎস উদ্দালক। তপোধন প্রমতির মঙ্গল হোক্। আমারও এই আশা ছিল। আজ আমার হরিপূজা সার্থক হল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। প্রমতি মুনির পুত্র রুরু আমার জামাতা হবেন, এ আমার পক্ষে যার-পরনাই আনন্দের বিষয়। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) উদ্দালক। অদ্যই শুভ দিন। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, অদ্যই গোধূলিলগ্নে শ্রীমান্ রুরুর হস্তে আমার প্রাণসমা কন্যা শ্রীমতী প্রমদ্বরাকে সম্প্রদান করি। তুমি অবিলম্বে মহর্ষিকে এই কথা নিবেদন কর। আমি এ দিকে বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হই।

উদ্দা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) রুরু আমার সঙ্গে এসে সরোবরতীরে অপেক্ষা ক'চ্চেন। যাই, এই শুভ সংবাদ দিই গে। (প্রকাশ্যে) মহর্ষে! তবে আমি বিদায় হই, প্রণাম।

স্থূল। মঙ্গল হোক।

[উদ্দালকের প্রস্থান।

[হরিপূজা করিয়া স্থূলকেশের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সরোবর-পার্শ্বস্থ তরুলতাকীর্ণ পথ—

গাহিতে গাহিতে কলসীকক্ষে প্রমদ্বরার প্রবেশ।

প্রম। (দুই তিনটি উড্ডীয়মান্ ভ্রমর কর্ত্তৃক বিরক্ত হইয়া গীত)
আঃ, কি জ্বালা, কেন ঝালাপালা,
করিস করিস আরে রে ভ্রমরা।

পশ্চাদ্ভাগে পল্লবহস্তে রুরুর প্রবেশ।

রুরু। (গীত)
তব মুখখানি, ভাবিয়ে পদ্ম,
ভ্রান্ত ভ্রমরা আজি মাতুয়ারা॥

প্রম। (সলজ্জে গীত)
তুমি কি রুরু, ভ্রমরা উড়ায়ে,
আকুল করিছ আমারে আজ?
আমি যে অবলা, হেন ছলা খেলা
খেলিয়ে আমারে দিও না লাজ॥

রুরু। (সহাস্যে গীত)

না না প্রমদ্বরা, উড়িছে ভ্রমরা,
তোমারি ও মুখকমল দেখে।
এস এস কাছে, মোর দু'টি হাতে,
তব মুখখানি রেখে দি ঢেকে॥

প্রম। (সলজ্জে অধোবদনে নীরবে দণ্ডায়মানা)

রুরু। (গীত)

গাগরী আমারে দেহ, সুকোমল তব দেহ,
আমি জল তুলে আনি সরোবর হ'তে।
সজল গাগরী নিয়ে, তোমার সঙ্গেতে গিয়ে,
এগিয়ে রাখিয়ে আসি আশ্রমের পথে॥

প্রম। (গীত) না না রুরু, আমি যাই,

রুরু। (গীত) তুমি রহ এই ঠাঁই,

(প্রমদ্বরাকে নিজ হস্তস্থ পল্লব প্রদান ও কলসী লইয়া গমনোদ্যোগ)

প্রম। যাবে যদি দয়া করি, এস তবে ত্বরা॥

[রুরুর প্রস্থান।

(স্বগত গীত)

হৃদি প্রাণ তনু মন, চাহে ওরে অনুক্ষণ,
কে যেন কহিছে মোরে ও তোমারি হবে।
দুহুঁ মনে এক আশা, সেই আশা—ভালবাসা,
পূর্ণ হবে এত দিনে, তুমি ওরে পাবে॥

জলপূর্ণ কলসস্কন্ধে রুরুর পুনঃপ্রবেশ।

রুরু। (গীত)

এনেছি কলস ভরি, চল এবে ধীরি ধীরি,
আশ্রমের কাছে গিয়ে তোমারে কলস দিব।

উদ্দালকের প্রবেশ।

[তদ্দর্শনে প্রমদ্বরার প্রস্থান।

উদ্দা। (সহাস্যে গীত)

প্রণয়ের খেলা ভারি, হয়েছ সখের ভারী,
না জানি বিয়ের পরে আরো কত কি দেখিব॥

রুরু। পালাইল প্রমদ্বরা, চকিতে বিজলী পারা,
চল চল জলপূর্ণ ঘট ওরে দিয়ে আসি।

উদ্দা। পূর্ণঘটে পূর্ণ হবে নব ভালবাসাবাসি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রমতির আশ্রম।

মালতী, মাধবী ও অন্যান্য সখীগণের সহিত প্রমদ্বরার প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

কোকিল গায়, সই, তমাল-ডালে।
ফুল দুলি দুলি নাচে তালে তালে॥
ধীরি ধীরি বহে শীত সমীরণ,
প্রভাত রবি করে কিরণ বিকীরণ,
মৃদুল মৃদুল অলিকুল-কেলি-গুঞ্জন,
বনভূমি ভূষিত তরুলতামালে॥

প্রম। ভাই, এই বার আমি যাই।

মালতী। কেন? আর এক বার 'কোকিল গায়, সই, তমাল ডালে' হোক্ না।

প্রম। তোমরা গাও, আমি যাই। আবার এক্ষুণি আস্‌ব।

মাধবী। আমরা তোমার অগস্ত্যযাত্রায় বিশ্বাস কোরে অনেক বার ঠকেচি।

মালতী। যুগলমূর্ত্তি একঠেঁয়ে হ'লে একেবারে ডুমুরের ফুল। (প্রমদ্বরার প্রতি) তবু, সই তুমি রসিকা হলে না জানি আরও কি হ'ত?

মাধবী। কর্পূরের মতন উবে যেতেন।

প্রম। আমি কি, ভাই, তাঁর কাছে শুধু শুধু ব'সে থাকি? পতিসেবা রমণীর পরম ধর্ম্ম।

মাধবী। তা' ব'লে কি সখীসেবাটা একবারে অধর্ম্ম!

প্রম। (সলজ্জহাস্যে) আমি, ভাই, তোমাদের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধে জয়লাভ কোত্তে পার্‌বো না।

মাধবী। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া সহাস্যে) আচ্ছা, যাঁ'র সঙ্গে পার্‌বে, ঐ তিনি আস্‌চেন।

প্রম। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া অধোবদনে নিরুত্তরা)

সখীগণ।— (গীত)
কেন, লাজুকি, লাজে হইলে অধোবদন।
চাঁদে নেহারি কেন চকোরী হ'ল এমন॥
চার্ আঁখিতে চাওয়া-চাওই—
দেখবো চেয়ে সকলে,
তা হ'ল না, তা হ'ল না,
দু'টি আঁখি ভূতলে,—
দু'টি আঁখি আকুল হয়ে আসিছে ছুটি কেমন॥

রুরুর প্রবেশ।

রুরু। (গীত)
অচল কেন হে চল বিজলী,
সুধাই সুধাই তোমা সবে?
পরিহাস কিছু করেছ কি,
কেন দাঁড়া'য়ে নীরবে?

সখীগণ। (গীত)
পরিহাস কিছু করি নি, সখা,
পরিহাস এবে করি হে।
পুরুষের বেশে এলে হে কেন,
কেন না সাজিলে নারী হে॥

রুরু। (গীত)
তা হ'লে কিবা হ'ত, সখি?

সখীগণ। (গীত)
লাজুকী ভুলিত লাজ।

রুরু। (গীত)
প্রমদ্বরে! আজি শুনি এ কি?

প্রম। (গীত)
পরিহাস্ ওঁদেরি কাজ॥

সখীগণ। (গীত)
পরিহাসের ফল্‌টা ভাল,
মুখটি ফুটে ফুট্‌লো কথা।
তরুবর সাম্নে এল,
উঠ্‌লো দুলে আলোক-লতা॥
যুগল মোরা ভালবাসি,
ভালবাসি যুগল হাসি,
যুগলরূপ-সাগরে ভাসি,
সুখের যুগল মিলন হেথা॥

রুরু। সখিগণ। তোমরাও যেমন যুগল ভালবাস, আমরাও তাই। আগামী কল্য ধবলপর্ব্বতে মদনপূর্ণিমার মহোৎসব হবে। সেখানে আমি প্রমদ্বরাকে সঙ্গে কোরে, রতিমদনের যুগলমিলন দেখ্‌তে যাব। তোমরাও যাবে কি?

মালতী। দয়া কোরে নিয়ে যাবে কি?

রুরু। দয়া কোরে গেলেই হল।

মালতী। তবে আজই আমরা শুভ যাত্রার আয়োজন করি গে।

(গীত)

চল চল চল, ওলো সখিদল,
ফলফুলডালি সাজা'য়ে নিয়ে।
মদনপূর্ণিমা, প্রেমের মহিমা
নিরখিব সখী সখারে নিয়ে॥
সেখানেও সেই রতিমদন,
এখানেও এই রতিমদন,
উভয়ে উভয়ে কোরে মিলন,
হরিষে হেরিব আঁখি ভরিয়ে॥

[সখীগণের প্রস্থান।

প্রম। স্বামিন্! আজ তোমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েচে।

রুরু। কিরূপে বুঝ্‌লে, প্রমদ্বরে?

প্রম। পায়ে অনেক ধুলো লেগেচে।

রুরু। ধুলোয় কি ব্যথা হয়?

প্রম। বেশী হাঁট্‌লে বেশী ধুলো লাগে, বেশী ধুলো লাগ্‌লেই পায়ের ব্যথা বোঝা যায়। চল, আমি শীতল জলে তোমার পা ধুয়ে দিয়ে, অঞ্চলে মুছে দিই গে।

স্থূলকেশের প্রবেশ।

রুরু। আসুন পূজ্যপাদ আর্য্য! (প্রণাম)

স্থূল। জয়োঽস্তু।

প্রম। বাবা! (প্রণাম

স্থূল। শুভমস্তু। মা প্রমদ্বরে! স্বামিসেবায় তো বিন্দুমাত্রও অবহেলা কর না? যদি অবহেলা

কর, তবে আমি আর তোমাকে মা বোলে ডাক্‌বো না—দেক্কেও আস্‌বো না—আর, কতকগুলি সুন্দর জিনিষ এনেছি, তাও দেবো না।

প্রম। না, বাবা, আমি তোমার অবাধ্য মেয়ে নই। স্বামীকে সাক্ষাৎ হরিজ্ঞান কোরে সেবা ভক্তি পূজা করি। সত্য কি না, ইনি তো সম্মুখেই আছেন, জিজ্ঞাসা করুন।

স্থূল। (সানন্দে) মা! আমি নিতান্ত সুখী হলেম। আমার ভাবনা ছিল যে, তুই আমার পালিতা কন্যা, পাছে আমার অবাধ্য হোস্, কিন্তু সে ভাবনা আজ ঘুচে গেলো। এই নেও, মা, সেই সুন্দর জিনিষ। (উত্তরীয় হইতে বাহির করিয়া কতকগুলি পুষ্পপ্রদান)

প্রম। (সানন্দে গ্রহণ করিয়া) বাবা! এই মনোহর ফুলগুলি কোথায় পেলে?

স্থূল। বাছা! তুই স্বহস্তে যে সকল তরুলতা রোপণ করেছিলি, সেইগুলি এখন ফুলে ফলময় হয়ে আমার আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি কোচ্চে। সেই সকল তরুলতার এই সকল ফুল।

রুরু। (সাগ্রহে) আর্য্য! অনুগ্রহ কোরে আমাকেও গুটিকতক ফুল দিন।

স্থূল। এই লও, বৎস! এই লও। (পুষ্প-প্রদান করিয়া) বৎস রুরু! অগ্রে তোমাকে আমি ফুল দিই নি বোলে ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না। এ ফুল তো অতি সামান্য। তোমাকে অগ্রে আমি আমার স্নেহসুধাসিক্ত অপূর্ব্ব ফুল প্রদান করেচি। সে ফুলটি তোমার নিকটেই তপোবন আলো কোরে এই ফুটে রয়েচে। (প্রমদ্বরার দিকে সহাস্যে দৃষ্টিপাত)

রুরু ও প্রমদ্বরা। (সলজ্জে অধোবদনে দণ্ডায়-মান)

স্থূল। (কন্যা ও জামাতাকে দেখিতে দেখিতে সহসা আকুল হইয়া, স্বগত) এ কি! অকস্মাৎ আমার বামবাহু, বামনেত্র যুগপৎ স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? এ তো শুভলক্ষণ নয়। মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম স্মরণ করা উচিত। (প্রকাশে) এস, আমরা সকলে মিলে হরিগুণগান কোরে, তার পর মহর্ষি প্রমতির নিকট যাই।

সকলে। (গীত)

ভজ ভজ জীব নারায়ণ সকল-মঙ্গল-কারণম্।
জীবজীবনরক্ষাকারী অমঙ্গল-মূল-হারণম্॥
নীল-জলদ শরীরধারী,
তাপিত-হৃদয়-শান্তিবারি,
চিন্তিত-চিত-ভ্রান্তিহারী,
শঙ্কট-ঘোর-বারণম্,—
ভক্তজীবন, পাপিপাবন, তাপিতাপহারণম্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধবল পর্ব্বত। চতুষ্পার্শ্বে অরণ্য।

(মদনপূর্ণিমার উৎসব)

জনৈকা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

বৃ-ব্রা। আজ মদনপুণ্যিমে। বছরের মধ্যে আজ্‌কেই আমার পাওনা বেশী। কত যুবক যুবতী এসে রতিমদনের পূজো দিয়ে গেল। আমি ফল, মূল, কাপড়, মিষ্টান্ন, দই, দুধ, ধান, চাল, কলাই, সোণা, রূপো, মুক্তো দর্শনী পেলেম। এতেই আমার বছর কেটে যাবে। (চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) সন্ধ্যে হ'য়ে এল, আর যাত্রী আস্‌বে না। যাই মন্দিরের ভিতর জিনিষগুলো গুছুই গে। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) এই যে, এখনও যাত্রী আস্‌চে। অন্যি অন্যি ঠাকুরের কাছে এত যাত্রী তো আসে না; রতিমদনের কাছে কিন্তু যাত্রীর আর ভিড় কমে না। এখানে বুড়ো বুড়ী আসে না; যুবযুবতীর হাট বোসে যায়। আবার একদল যুবযুবতী।

গাহিতে গাহিতে উপহারডালাহস্তে রুরু, প্রমদ্বরা, মালতী, মাধবী ও অন্যান্য সখীগণের প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

নিখিল জগত প্রেমমূরতি,
প্রেম কি দেবতা মদন রতি,

প্রেম—প্রেম—সবহুঁ প্রেম,
প্রেম বিনু কোই জীয়ত নহি।
আও সব জন প্রেমভজন,
গাও প্রেমভর ভরই গগন,
প্রেম-তুফানি, প্রেম লহরী,
প্রেম-ফুহারা ভরত মহী॥

বৃ-ব্রা। তোমরা কি প্রেমের দেবতা রতি-মদনের প্রেমপূজো কোর্‌বে?

রুরু। হাঁ, বাছা!

বৃ-ব্রা। তবে এই সকল পূজোর ডালা নিয়ে মন্দিরে চল।

রুরু। এস, প্রমদ্বরে! এস, সখিগণ! মন্দিরে যাই।

প্রম। আমি পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়েচি। এখানে একটু বিশ্রাম করি। স্বামিন্! আপনি সখীদের নিয়ে অগ্রসর হোন্। একটুখানি পরে আমি যাচ্চি।

রুরু। প্রিয়তমে! অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়েচ? তবে এখানে বসো। আমরা মন্দিরে ডালা রেখে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

[প্রমদ্বরা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রম। ধবল পর্ব্বত অতি মনোহর স্থান। পূর্ব্বে একদিনও এমন সুন্দর দৃশ্য দেখি নি। ইচ্ছে হয়, স্বামীর সঙ্গে প্রত্যহ এখানে আসি। কিন্তু অনেকটা পথ হাঁট্‌তে হয়। তা অমূল্য মুক্তা-লাভের আশা কোল্লে, লবণ-সমুদ্রে না ডুব্‌লে চল্‌বে কেন? আহা, কেমন মধুময় মধুমাস! কেমন মনোমোহন বসন্ত ঋতু! কেমন সুশীতল মলয় সমীরণ! ঐ শিলাতলে বোসে শ্রম দূর করি। (শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে) এ কি! পাশের গর্ত্তটার ভিতর কিসের শব্দ? (গর্ত্তের দিকে অবনত হইয়া নিরীক্ষণ করণ, এমন সময়ে সহসা গর্ত্তমধ্য হইতে একটা কৃষ্ণসর্পের বেগে বাহির হইয়া প্রমদ্বরার ললাটে দংশন ও পলায়ন, প্রমদ্বরা যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে।) স্বামিন্! স্বামিন্! ছুটে এস, ছুটে এস, আমার ললাটে ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্প দংশন ক'রেচে। স্বামিন্! স্বামিন্। (ভূতলে পতন)

বেগে রুরু ও সখীগণের পুনঃপ্রবেশ।

সকলে। (শশব্যস্তে) আঁা! আঁা এ কি? এ কি! হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ! (পুনঃপুনঃ শোক-প্রকাশ)

রুরু। (অত্যন্ত অস্থির হইয়া) প্রিয়তমে! প্রিয়তমে! (প্রমদ্বরার মস্তক তুলিয়া স্বীয় অঙ্কে স্থাপন)

প্রম। প্রাণেশ্বর! বড় যন্ত্রণা! শরীর বড় অবসন্ন হ'য়ে পড়্‌চে। কপালে সর্পাঘাত ছিল, ফল্‌লো! তার জন্য তুমি দুঃখশোক কোরো না! স্বামিন্ এ জন্মে আমি সাধ মিটিয়ে তোমার সেবা শুশ্রূষা কোত্তে পেলেম না; এই দুঃখ মনে রয়ে গেল। এ দাসীর জন্য অনেক কষ্ট পেয়েচ, কিন্তু আমি তোমাকে তিলমাত্রও তুষ্ট কোত্তে পাল্লেম না। ভগবান্ হরির পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, আর জন্মে যেন আবার তোমার দাসী হ'য়ে পতিসেবার আকাঙ্ক্ষা মিটুতে পারি। সখিগণ তোমাদের অভাগিনী প্রমদ্বরাকে মনে রেখো, আমার স্বামীকে সান্ত্বনা কোরো।

রুরু।—(সরোদনে) হা প্রিয়তমে! কেন তোমায় ধবলপর্ব্বতে নিয়ে এলেম! অপূর্ণ হরিষে পূর্ণ বিষাদ!

প্রম। তাতে তোমার কি দোষ্ নাথ? যেখানে যার নিয়তি, সেখানে সে আপনিই আসে। তুমি কেঁদ না! এ সময়ে তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লে আমার মরণেও সুখ হ'বে না। আমার শ্বশুরঠাকুরকে, আমার পিতাঠাকুরকে অভাগিনীর শেষ প্রণাম জানিও। স্বামিন্! তোমার পাদপদ্মে অন্তিম প্রণাম। উঃ, আর কথা কইতে পারি নি। হরি। হরি! স্বা—মি—ন্! (মৃত্যু)

রুরু। (অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া) প্রমদ্বরে! প্রিয়ে! প্রমদ্বরে! কই আর যে সাড়া নাই—নিশ্বাস নাই। (উন্মত্তের ন্যায় হইয়া) হা প্রমদ্বরে! হা নিষ্ঠুর নিয়তি! (মূর্চ্ছা)

সখীগণ। (শোকসঙ্গীত)

হায় হায়, এ কি হইল।
হরিষে বিষাদ ঘটিল॥
জীবনসখী, জীবন আকুল
করিয়ে জীবন ত্যজিল॥
ফেলি পরমাদে, কি সাধে এ সাধে,
নিদয় বিধি বাদ সাধিল॥
হাসিমুখে এলে, ম্লানমুখে গেলে,
আমা সবে ফেলে সখি গো ;—
বিনা মেঘে বাজ পড়িল॥

রুরু। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া শোকগীত)
আমায় ফেলে কোথায় গেলে একাকিনী।
কমল-লোচন কর উন্মীলন হৃদয়মোহিনি॥
মলিন বদন-ইন্দু, নাহি সে লাবণ্যবিন্দু,
উথলিছে শোকসিন্ধু, জাগে দুখ-কাহিনী ;—
এস ফিরে, উঠ ধীরে, জীবনসঙ্গিনি॥

মালতী। (সরোদনে) সখা! চল, আমরা সকলে সখীকে ধরাধরি কোরে আশ্রমে নিয়ে যাই। সেখানে বিষবৈদ্যদের ডেকে এনে সখীর চিকিৎসা করাই।

রুরু। (সশোকে) হা! সে আশা একবারে ঘুচে গেচে। কালসর্পের বিষদন্তের দংশনাঘাত! হায় হায়, এ জন্মের মত প্রমদ্বরাকে হারালেম! (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) সখি! তোমরা শীঘ্র গিয়ে আমার পিতাকে ও প্রমদ্বরার পিতাকে এই বিষাদ-সংবাদ জানাও। আমি এখানে রইলেম।

মালতী। (সরোদনে) তুমি অতি সাবধানে থেকো। সখীকে ছেড়ে কোথাও যেও না।

[সখীগণের প্রস্থান।

রুরু। (সরোদনে) এই আমার অবসর। কেউ আর বাধা দেবার নাই। আমার প্রাণাধিকার প্রাণ যে পথে গেচে, আমার প্রাণও সেই পথে যাক্। একবার জন্মের মত শেষ দেখা দেখে নিই।

(গীত)

কি আর গাইব, কা'রে শুনাইব,
প্রাণভরা ভালবাসা।
সুরভরা বীণা, খসিয়ে পড়িল,
হৃদয়ে লুকাল আশা॥
থাক্ থাক্ বীণে, নীরব হইয়ে,
আমিও নীরব এবে।
মরমের তার, গিয়েছে ছিঁড়িয়ে,
কে আর বাঁধিয়ে দেবে॥
মনেই রহিল, মনের বাসনা,
মুখে না ফুটিল ভাষা।
সুরভরা বীণা, সহিতে ভাঙিল,
বুকভরা ভালবাসা॥
প্রাণের কোকিলা, আর কি গাইবি,
আমার গানের তানে।
সাধের হাসিনি, আর কি হাসিবি,
প্রাণ মিলাইয়ে প্রাণে॥
না ফুটিতে ফুল, খসিল মুকুল,
মিশা'ল ছবির ছায়া।
কে হেন নিঠুর, এ কাজ করিল,
নাহি কি রে দয়া মায়া॥

(বৃক্ষ হইতে লতা ছিন্ন করিয়া) লতা! যাব রূপ আছে, সেই নির্দ্দয়। প্রমদ্বরার রূপের তুলনা নাই, তাই সে আজ আমার প্রতি নির্দ্দয়। তোরও ফুলভরা রূপের সীমা নাই, তাই তুইও আমার প্রতি নির্দ্দয়। সে আমায় প্রাণে মেরে গেল! তুই আমায় দেহে বিনাশ কর্। প্রমদ্বরা তোর ফুলে অতুল মালা গেঁথে, আমার গলায় দিত। আমি এখন স্বয়ং তোকে গলায় বেঁধে, প্রমদ্বরার কাছে যাব। যার প্রাণ, তাকেই দেবো। (গলদেশে লতা বন্ধন করিয়া মরণোদ্যোগ)

সহসা মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর আবির্ভাব।

মৃত্যু। (রুরুর হস্তধারণ করিয়া গলবদ্ধ লতা উন্মোচন পূর্ব্বক) মুনিকুমার!

রুরু। (সবিস্ময়ে) কে তুমি?

মৃত্যু। মৃত্যু।

রুরু। মৃত্যু? মিথ্যা কথা।

মৃত্যু। মৃত্যু মিথ্যা কয় না। মৃত্যু স্বয়ং সত্য।

রুরু। তবে এই অভাগা রুরুকে তোমার শান্তিময় গ্রাসে স্থান দিলে না কেন? তুমি যার প্রমদ্বরারূপ জীবন্ত প্রাণ গ্রহণ করেছ, তার এই মরন্ত প্রাণ নিতে অনিচ্ছুক কেন?

মৃত্যু। "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?" প্রমদ্বরার আয়ুকাল পূর্ণ হয়েছে। তুমি কেন বৃথা প্রাণত্যাগ কোত্তে উদ্যত?

রুরু। আমারও পূর্ণ হউক। (পুনর্ব্বার গল দেশে লতাবন্ধন)

সহসা ধর্ম্মরাজ যমের প্রবেশ।

যম। (রুরুকে মরণে বাধা দিয়া) বৎস! ক্ষান্ত হও।

রুরু। (সবিস্ময়ে) হা অদৃষ্ট! মরণেও এত বাধা।

যম। মৃত্যু কি ইচ্ছা কোল্লেই হয়?

রুরু। আপনি কে?

যম। মৃত্যুপতি ধর্ম্মরাজ যম।

রুরু। (যমের পদমূলে পতিত হইয়া) ধর্ম্মরাজ! আপমি একাকী কেন এলেন? আমার প্রমদ্বরাকে কোথায় রেখে এলেন? আমাকেও প্রমদ্বরার কাছে নিয়ে চলুন। আপনার ভয়ঙ্কর পুরীতে সরলা প্রমদ্বরা ভয় পেয়েচে, তাই আমাকে নিয়ে যেতে আপনাকে অনুরোধ কোরে পাঠিয়েচে। চলুন চলুন, আপনার সঙ্গে যাই।

যম। বৎস! মৃতের জন্য শোক কোরো না।

রুরু। দেব! জীবিতের জন্য কি শোক করে? আর বিলম্ব কোত্তে পারি নি। আপনি দয়া কোরে আপনার মৃত্যুকে আমায় গ্রাস কোত্তে অনুমতি করুন। (পুনর্ব্বার পদধারণ)

যম। এরূপ অসঙ্গত অনুরোধ কোরো না। নিরস্ত হও। তোমার সহধর্ম্মিণীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন কোরে আশ্রমে যাও।

রুরু। (সংবাদান গীত)

মরিয়া মরমে, শূন্য আশ্রম
যাব না—যাব না—যাব না।
প্রমদ্বরা যেথা, আমি যাব সেথা,
তারে ছেড়ে হেথা র'ব না॥

যম। রুরু! নিতান্তই তুমি প্রমদ্বরাকে ত্যাগ কোরে, পৃথিবীতে থাকবে না?

রুরু। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। আপনার শপথ, প্রমদ্বরাকে ছেড়ে, কখনই এ জগতে থাকবো না।

যম। মৃতের জন্য মৃত হওয়ায় লাভ কি?

রুরু। জীবিতের জন্য জীবিত থাকায় যে লাভ।

যম। তোমার অপূর্ব্ব যুক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হলেম। যদি নিতান্তই তুমি জীবনমরণকে সমান জ্ঞান কর, তবে মৃতা প্রমদ্বরাকে তোমার অৰ্দ্ধ জীবন দান কর। তা ছাড়া প্রমদ্বরাকে পুনর্ব্বার পাবার অন্য উপায় নাই।

রুরু। (সানন্দে) দয়াময়! অৰ্দ্ধ জীবন কেন, আমি আমার পূর্ণ জীবন দান ক'চ্চি। পমদ্বরাকে পূর্ণজীবিনী করুন। আমি প্রাণ পরিত্যাগ ক'চ্চি।

যম। ধন্য, রুরু! তুমি যথার্থ আদর্শ পতি। মনুষ্যগণ—এমন কি দেবগণও আজ হতে তোমাকে ত্রিভুবনে আদর্শ পতি বোলে, তোমার ও তোমার ধর্ম্মপত্নী প্রমদ্বরার যশোগান করবে। বৎস! পূর্ণ আয়ু দান কোত্তে দেবো না। তোমার মৃতা পত্নী প্রমদ্বরার ললাটে দক্ষিণ করস্পর্শ কোরে, তোমার অৰ্দ্ধ আয়ু দান কর। প্রমদ্বরা পুনর্জ্জীবিত হবে। অনন্ত জগতে অনন্তকাল রুরু-প্রমদ্বরার অপূর্ব্ব দাম্পত্য প্রেম ঘোষিত হউক। আমরা প্রস্থান করি।

রুরু। প্রমদ্বরার প্রণাম গ্রহণ করবেন না?

যম। সরলা প্রমদ্বরা মৃত্যু ও আমাকে ইহলোকে দেখলে ভয় পাবে।

রুরু। তবে আমি প্রমদ্বরার হয়ে কৃতজ্ঞহৃদয়ে

প্রণাম করি। (প্রণাম) আমারও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন্। (পুনঃপ্রণাম)

[যম ও মৃত্যুর প্রস্থান।

প্রমতি ও স্থূলকেশকে লইয়া মাধবী, মালতী ও সখীগণের পুনঃপ্রবেশ।

প্রমতি ও স্থূলকেশ। (সশোকে) হায় হায়! এই যে স্বর্ণলতা! হা মা! হা মা!

রুরু। (শশব্যস্তে) আপনারা শোক কোর্‌বেন না। হরিষে বিষাদের পর বিষাদে হরিষ।

প্রমতি ও স্থূলকেশ। (সবিস্ময়ে) সে কি!

রুরু। এই দেখুন। (দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রমদ্বরার ললাট স্পর্শ করিয়া) পত্নি প্রমদ্বরে! আমি ধর্ম্মরাজ যমের আদেশে, তোমাকে আমার অর্দ্ধ পরমায়ু দান কোল্লেম।

প্রম। (গাত্রোত্থান করিয়া, সবিস্ময়ে) এ কি! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলেম? শ্বশুরঠাকুর আর পিতাঠাকুর কখন্ এলেন? (প্রণাম)

(সকলের বিস্ময়প্রকাশ)

রুরু। (প্রমদ্বরার কর্ণে কি বলিলেন)

প্রম। (সানন্দে) ধন্য মৃত্যুপতি ধর্ম্মরাজ! যম! ধন্য তুমি! ধন্য আমি যে, তুমি হেন আমার স্বামী! জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল দেখুক, আমার প্রাণরূপী স্বামী রুরু, আমাকে নিজের অর্দ্ধ-জীবন দান কোরে জীবিত কোল্লেন।

সকলে। জয় মৃত্যুপতি ধর্ম্মরাজের জয়! ধন্য পতিব্রতা প্রমদ্বরা! ধন্য আদর্শপতি রুরু!

সখীগণ। (গীত)

মধুর আনন্দ মরি খেলিল জীবনে।
যুগলরূপমাধুরী হেরি রে নয়নে॥
মধুর যামিনী আজি, মধুর তারকারাজি,
মধুর পবন বহে, মধুর স্বননে॥
মধুর গগনতল, মধুর পাদপদল,
মধুর কুসুম ফল, লতিকা মধুর;—
মধুর প্রকৃতি ছবি, মধুর ভূধর ভুবি,
মধুর মধুর সবি, মধুর মিলনে॥

যবনিকাপতন।

চতুর্থ ভাগ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ।